বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংশতি বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা   বৈশাখ ॥ ১৩৭৯

সূচী

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—'৭৫ পয়সা   বার্ষিক মূল্য—৯'০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ গ্রন্থাগার পরিষদ বিশেষ সংখ্যা ॥ জ্যৈষ্ঠ ॥ ১৩৭৯

সূচী

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা—'৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯'০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ ॥ আষাঢ় ॥ ১৩৭৯

সূচী

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা—'৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯'

॥ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
„ „ অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ „
„ তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ „
„ „ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ „
„ চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ „
„ সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ „
„ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ „

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। সম্পাদক, **'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ ॥ ১৩৭৯

সূচী

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা—·৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯·০০

॥ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
„ „ অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ „
„ তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ ,,
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ ,,
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ ,,
„ সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ „
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ „

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক, **'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

দ্বাবিংশতি বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা ভাদ্র ঃ ১৩৭৯

সূচী

॥ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ "
" তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ "
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ "
" চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ "
" সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ "
" অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ "

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্তত: একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিক ॥ ১৩৭৯

সূচী

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—'৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯'০০

॥ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ ,,
,, তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ ,,
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ ,,
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ ,,
,, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ ,,
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ ,,

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ সপ্তম সংখ্যা। । অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৭৯

সূচী

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯·০০

॥ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
” ” অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ ”
” তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ ”
” ” অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ ”
” চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ ”
” সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ ”
” অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ ”

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কনট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ অষ্টম সংখ্যা   পৌষ ॥ ১৩৭৯

সূচী

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—'৭৫ পয়সা   বার্ষিক মূল্য—৯'০০

॥ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

	টাকা
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫
" তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০
" চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫
" সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০
" অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ "

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কনট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: সম্পাদক, **'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ নবম সংখ্যা মাঘ ॥ ১৩৭৯

সূচী

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—'৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯'০০

॥ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ "
" তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ "
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ "
" চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ "
" সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ "
" অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ "

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কনট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: সম্পাদক, **'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

॥ সম্মেলন সংখ্যা ॥

দ্বাবিংশতি বর্ষ ॥ দশম সংখ্যা । ॥ ফাল্গুন ॥ ১৩৭৯

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—'৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯'০০

॥ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
” ” অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫
” তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫
” ” অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০
” চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫
” সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০
” অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কনট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: সম্পাদক, **'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিংশতি বর্ষ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা ॥ ॥ চৈত্র ॥ ১৩৭৯

॥ সূচী ॥

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—'৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য—৯'০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ১ { ১৩৭৯, বৈশাখ

সম্পাদকীয়

রামমোহন রায়

১৭৭২ সাল। পরাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল নতুন দিনের ঊষার আলোক। রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করলেন নতুনদিগন্তের আভাস নিয়ে। পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতীয়দের 'তমসোমা জ্যোতির্গময়ের' দিকে পথ দেখিয়ে চলতে যে পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল আজ থেকে দুইশত বছর আগে, আজকের দিনে তাঁর স্মৃতিতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী নিতে চলেছি। দেরিতে হলেও আজকের দিনের কর্মসূচী গ্রহণ ও তার রূপায়ণ আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কেবলমাত্র সতীদাহ প্রথা নিবারণ বা বিধবা বিবাহের প্রবর্তনই নয়, সার্বিক শিক্ষার প্রচলন ও মুদ্রণ শিল্প সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নবজাগনের অধ্যায় রচনায় রামমোহন অন্যতম পথিকৃৎ। এ কারণেই কালক্রমে রামমোহনকে বলা হয়েছে জাতির জনক। শিক্ষার প্রচলনই নয়, শিক্ষাকে স্থায়ী ও সর্ব্বাঙ্গীন করে তুলতে রামমোহন গ্রন্থাগারের উন্নয়নের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। গ্রন্থাগারকে তিনি বলতেন 'শিক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত আধার'।

গ্রন্থাগারের ভিত্তি মুদ্রণ ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। সেই শিক্ষার প্রসার ও মুদ্রণ (Press) শিল্পের স্বাধীনতা রামমোহনেরই দান। আজকের যুগে শিক্ষা ও মুদ্রণ ব্যতীত প্রগতির কথা চিন্তা করাই সম্ভব নয়। এই প্রগতির মূলভিত্তি স্থাপন করেছিলেন রামমোহন। তাই আজকের যুগ, এই যুগমনীষীর কাছে নানাভাবে ঋণী। রামমোহনের জন্মের দ্বিশত বার্ষিক তিথি তাই আজ সাড়ম্বরে উদযাপনের চেষ্টা চলছে। ভারত সরকারও এই সম্পর্কে সচেষ্ট হয়েছেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলন তাই রামমোহনের সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতি। রামমোহনকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা রূপে আমরা স্বীকার করি। কারণ মুদ্রণের স্বাধীনতা না থাকলে গ্রন্থাগারও পুষ্টি লাভ করতে পারবে না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যাহ্নপর্বে রামমোহন রায় এক স্মরণীয় নাম। রামমোহনের সার্বজনীন ও বহুমুখী কর্মসূচী গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে।

২২শে মে তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নুরুল হাসান আনুষ্ঠানিকভাবে রামমোহন রায় গ্রন্থাগার ফাউণ্ডেশনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে ভাষণদান কালে অধ্যাপক হাসান বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত এই ফাউণ্ডেশনের মূল লক্ষ্য হবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার অন্দোলনের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান। ফাউণ্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন, জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তনে সাহায্যদান ইত্যাদি।

ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে গঠিত এই ফাউণ্ডেশনকে আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করব অনেক সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের মত এই ফাউণ্ডেশনের সিদ্ধান্ত আমলাতন্ত্রের লাল ফিতায় বাঁধা থাকবে না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের চেষ্টা করা হবে। এই প্রসঙ্গে এই নবজাত প্রতিষ্ঠান যাতে সার্থকভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করছি। (ক) বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিৎ। (খ) রাজ্য পর্যায়ে প্রতিটি রাজ্যে একটি উপদেষ্টা কমিটি রাজ্য পর্য্যায়ের পরিকল্পনাগুলি রচনায় সাহায্য করবে। (গ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে কার্যাক্রমগুলির বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হোক। (ঘ) রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তনের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হোক। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনগণের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩৯)

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় 'গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা' নামক একটি স্বরচিত প্রবন্ধ সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়রূপে পাঠ করিয়াছিলেন। উহাকে কেন্দ্র করিয়াই সম্মেলনে বিশদ আলোচনা চলে। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়।

(ক) **সম্মেলনের অভিমত এই যে—**

১। আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগারগুলি কোনও একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অর্থ ও অবৈতনিক কর্মীর নিয়মিত যোগানের অভাবে বহুক্ষেত্রে দীর্ঘকালের পরিচালনে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় নাই।

২। বর্তমানের জনচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচাইয়া রাখার এবং প্রয়োজন-মত নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। এই গ্রন্থাগারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক করা একান্ত কাম্য। নিঃশুল্ক করিতে গেলে সরকারের এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থসাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৩। উপযুক্ত নিয়মানুযায়ী জনপ্রতিনিধিবৃন্দের হস্তে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালন-ভার অর্পণ করা উচিত।

৪। প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। বড় বড় দেশগুলিতে বা যে সকল জেলায় যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা নাই সেই সকল ক্ষেত্রে একাধিক জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন প্রয়োজন।

৫। সমৃদ্ধ সহর অঞ্চলের জন্য একরূপ, মফস্বল অঞ্চলের জন্য একরূপ এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য ভিন্নরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। সমৃদ্ধ সহরাঞ্চলের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে প্রয়োজন।

৬। যে সকল অংশে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শিক্ষিতের হার উচ্চ সে সকল স্থানে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত সমৃদ্ধ আঞ্চলিক-গ্রন্থাগার সংগঠন করা আবশ্যক।

৭। পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজনমত আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে শাখা গ্রন্থাগার এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ও পাঠকেন্দ্র পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করা আশু প্রয়োজন।

(খ) সম্মেলনের অভিমত এই যে

১। সমগ্র রাজ্যের গ্রন্থাগার সংগঠনের কেন্দ্র হইবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারকে ন্যূনপক্ষে নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করিতে হইবে :

(ক) রাজ্যের অভ্যন্তরে গ্রন্থঋণের ব্যবস্থা করা। এই কার্য্যের সহায়ক হিসাবে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারের সম্মিলিত সূচী প্রণয়ন করা।

(খ) বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করা।

(গ) প্রয়োজনমত গ্রন্থাগার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কার্য পরিদর্শন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বিবরণ দাখিল করা।

(ঘ) রাজ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা ও বিশেষভাবে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রয়োজনমত তথ্য নির্ধারণ ও উহার ভিত্তিতে সুপারিশ করা।

(ঙ) রাজ্যের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর গ্রন্থসূচী প্রণয়নের জন্য রাজ্যের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক অন্তত একখানা করিয়া সংগ্রহ করা।

(চ) উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হইলে সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত করা।

(ছ) সম্ভবমত রাজ্য গ্রন্থাগার মারফত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় করা ও বর্গীকরণ ও সূচীপ্রণয়নে সাহায্য করা।

রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ের সময় ইচ্ছা করিলে ঐ তালিকাটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিকট অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন। ইহা রাজ্যের সম্মিলিত গ্রন্থসূচী প্রণয়নের সহায়ক হইবে এবং অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ প্রতিবেশী অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্তৃক যাহাতে অনর্থক ক্রীত না হয় এবং সেই অর্থ যাহাতে অন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার সহায়তা করিবে।

(গ) সম্মেলনের অভিমত এই যে

১। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমগ্র গ্রন্থাগার সংগঠনের শীর্ষদেশে অবস্থিত থাকিবে। প্রয়োজন মত বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও শাখা গ্রন্থাগারকে সাহায্য করিবে। আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধিকার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের থাকিবে।

(ঘ) সম্মেলনের অভিমত এই যে

রাজ্যের সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ আত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা গঠন করিতে হইব। এই সংস্থায় নিম্নলিখিত রূপ প্রতিনিধি থাকিবে।

(ক) রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি
(খ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি
(গ) রাজ্যের বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি
(ঘ) স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি
(ঙ) বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগিগণ

(ঙ) সম্মেলনের অভিমত এই যে

১ রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হইবে। কেমন ভাবে কাজ করিলে কাজের উন্নতি হইতে পারে তাহা পরীক্ষানিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার এই দায়িত্ব কোনও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারকে না দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর ন্যস্ত করাই উপযুক্ত।

২ এই বিষয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পারস্পরিক সহযোগিতায় বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত করা উচিত।

৩ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করার জন্য যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই কাযের ভার অর্পণ করা হউক।

(চ) সম্মেলনের অভিমত এই যে

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে এবং গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইলে রাজ্য সরকার কর্তৃক একটি সর্বাত্মক গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের আপামর জনসাধারণের নিরক্ষরতা যদি দূর করিতে হয় তাহা হইলে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের একান্ত প্রয়োজন।

গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবাবলী

১ বর্তমানে সাধারণ বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে মধ্যে মধ্যে সরকার কর্তৃক যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করা হয় তাহা নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্যে রূপান্তরিত করা হউক এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত অর্থসাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা হউক।

২ সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম অঙ্গরূপে গ্রন্থাগারগুলির গৃহনির্মাণ বা গৃহসম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্য গ্রহণ করা হউক এবং তদনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিবিধানে সরকারী অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা হউক।

৩ দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকগণ যথাযথ শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এবং তাঁহারা অনেকে কোনও পারিশ্রমিক পান না বা পারিশ্রমিক বাবদ যাহা পান তাহা অত্যল্প;

অতএব ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারিককে সংক্ষিপ্ত শিক্ষণদানের জন্য বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় সাময়িক ব্যবস্থা করা হউক এবং তাঁহাদের জন্য সরকার হইতে যথাসম্ভব পরিমাণ ভাতা মঞ্জুর করা হউক।

৪ বর্তমান বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে ক্রমে ক্রমে উন্নীত করিয়া ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত করার মধ্যবর্তী স্তরে উক্ত গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিবিধানে সরকারকে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ন্যায় ঘাটতির ভিত্তিতে গ্রন্থাগারগুলিকেও সহায্যদানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে হইবে ও আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

৫ এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে যে তাঁহারা যেন কারখানা আইনের আওতাভুক্ত প্রতিটি কারখানার মালিক বা পরিচালকবর্গকে শ্রমিকদের জন্য কারখানার মধ্যে একটি করিয়া নিচাঁদা গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

৬ পশ্চিমবঙ্গে সবকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকগণের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকগণের সমতুল্য করা হউক।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের (১৩৬৪ বঙ্গাব্দের) ২০শে অকটোবর, (১লা কার্তিক) শুক্রবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। ইহাতে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু পুনরায় সভাপতি এবং শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮৪ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় আগস্ট মাসের পালায় উত্তীর্ণ ২১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ছিলেন শ্রীসুজনানন্দ রায় আর ডিসেম্বর মাসের পালায় উত্তীর্ণ ৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীকামাখ্যাগোবিন্দ চোঙদার।

২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে বঙ্গবাসী কলেজ-এর অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ছিলেন সভার উদ্বোধক আর সাংবাদিক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে উপাচার্য বলেন যে যে-দেশের শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর সেই দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বেশী। ছাত্রজীবনে ছেলেরা যে শিক্ষাটুকু পায় তাহা যাহাতে বিনষ্ট না হয় তাহার জন্যই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। পরিণত বয়সে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতেছে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার যত প্রসার লাভ করে ততই দেশের মঙ্গল। তিনি পরিষদকে এমনভাবে কাজ করিতে বলেন যাহাতে ইহার কীর্তি ভারতবর্ষে উজ্জ্বল হইয়া থাকিতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাঙলাদেশে গ্রন্থাগার চেতনাবৃদ্ধিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করিতেছেন। শিক্ষা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন দেশের শতকরা ৮০ জন নিরক্ষরকে শিক্ষিত বা জ্ঞানী করিয়া তুলিতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সভাপতি মহাশয় বলেন পাশ্চাত্ত্য দেশের ন্যায় এখানেও আইনের দ্বারা গ্রাম, শহর, মহকুমা ও জেলার স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্যের দ্বারা গ্রন্থাগার সমূহের সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। তিনি বলেন ভারতের প্রতিটি ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোক পৌছাইয়া দেওয়ার মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষার পরিবর্তে জনগণকে শিক্ষার সমষ্টিগত ফলভাগী করিতে হইবে। দেশের শিক্ষাবিস্তার কেবল বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল কলেজের উপরই নির্ভর করে না। গ্রন্থাগারও সমভাবে মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে। ছাত্র সমাজের নিকট সভাপতি মহাশয় আবেদন করেন যে ছাত্র সমাজ যেন পল্লী বা স্থানীয় অঞ্চলের গ্রন্থাগার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন। ছোটদের খবরের কাগজ হইতে দেশ বিদেশের খবর পড়িয়া শোনানো, আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতের আসর ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া পল্লী অঞ্চলে প্রাণের স্পন্দন আনিতে পারা যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকটও সভাপতি আবেদন করেন যে অনেক গ্রন্থাগারে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাবে মূল্যবান পুঁথি পত্রকে ঠিকমত সাজাইয়া রাখা সম্ভব হয় না, এই সমস্ত গ্রন্থাগারে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীগণ স্বেচ্ছাসেবার দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার করিতে পারেন। গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন কেবলমাত্র পুস্তক সংখ্যাই নয় সেবার গুণগত দিক দিয়া বিচার করিয়া গ্রন্থাগারের মান নির্ণয় করা উচিত। অতঃপর তিনি বলেন বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য সর্ববিষয়ের পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিশেষে তিনি গ্রন্থাগারিকের উদ্দেশ্যে বলেন যে গ্রন্থাগারিককে সর্বক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়া সর্বস্তরের পাঠককে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করিতে হইবে। সভাপতি গ্রন্থাগার দিবসে প্রত্যেককে এই মর্মে অবহিত হইতে বলেন যেন গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনমত জাগ্রত হয়, গ্রন্থাগারের প্রসার হয়।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইলে শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস ও শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় প্রস্তাবের সমর্থনে তাঁহাদের বক্তব্য বলেন। অতঃপর তাহা গৃহীত হয়।

"এই সভা মনে করে যে সর্বস্তরের মানুষের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় চাহিদা পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সুপরিকল্পিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এবং শক্তি ও অর্থের অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে রচিত এক সর্বাত্মক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এযাবৎ জনচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও সাম্প্রতিক

কালে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগার সংস্থাগুলির সংযোগ, সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন আবশ্যক এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার অনুসন্ধানকার্যে জনসাধারণের জন্য প্রবর্তনযোগ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং জনসাধারণের জন্য প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনে কর্তৃত্বসম্পন্ন যে সকল সংস্থা গঠনের প্রয়োজন তাহাতে সরকারী প্রতিনিধি ব্যতীত উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন বেসরকারী প্রতিনিধি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

"অতএব এই সভা আশা করে যে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ তাঁহাদের সুপারিশ রচনাকালে উপরোক্ত অভিমতগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।"

পরিশেষে শ্রীসুধাংশুকুমার বসু আয়োজিত প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করিতে গিয়া বলেন যে গ্রন্থাগারগুলিকে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। তিনি শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের এবং সরকারী অর্থানুকূল্যের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া স্বীকার করেন। প্রদর্শনীটি সাতদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দেড় হাজার গ্রন্থের বর্গীকৃত সমাবেশ এবং বালীগঞ্জ ইনষ্টিটিউট-এর উদ্যোগে আয়োজিত আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর প্রধান অঙ্গ ছিল।

ক্রমশঃ

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (৯)
বর্ণানুক্রমিক এবং (অদশমিক) সংখ্যাবাচক উপবিভাগ

বিমলকান্তি সেন

পৃথিবীতে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের পর থেকে আরও অনেক বর্গীকরণ পদ্ধতির একের পর এক উদ্ভব হয়েছে। ক্রমাগতই সেই সব পদ্ধতিগুলো ব্যাপক থেকে সূক্ষ্মে নেবে যাবার প্রয়াস পেয়েছে। বর্গীকরণবেত্তারা যত চেষ্টাই করুন, তালিকার আকার যতই বড় হোক, পৃথিবীতে এমন দিন কোনও দিনও আসবে না, যেদিন আমরা পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, বিখ্যাত মানুষ, ভৌগোলিক স্থান এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগণিত জ্যোতিষ্কের বর্গসংখ্যা সরাসরি তালিকা থেকে পেয়ে যাব।

বুদ্ধিমান মানুস কিন্তু থেমে থাকবেন না। বর্গীকরণের তালিকা বহির্ভূত অজস্র ধারণার তাঁরা জন্ম দেবেন, সীমাহীন এমন সব জিনিস নিয়ে তাঁরা লিখবেন, যার অনেকের নির্দিষ্ট বর্গসংখ্যা কোনদিনই হয়ত তালিকায় স্থান পাবে না।

তাহলেই প্রশ্ন, এই ধরণের সীমাহীন প্রকাশনকে বর্গীকৃত করা যাবে কী করে? এই দুরূহ সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যেই বর্ণ, শব্দ এবং দশমিক সংখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বর্গীকরণ তালিকায়। সার্বদশমিক বর্গীকরণের ক্ষেত্রেও ঘটেনি এর কোনও ব্যতিক্রম। আজ আমাদের আলোচনা তাই সার্বদশমিক বর্গীকরণের বর্ণানুক্রমিক এবং অদশমিক সংখ্যা-বাচক উপবিভাগ নিয়ে।

এ জগতে নামহীন কোনও বস্তু নেই। সে মানুষ, যন্ত্রপাতি, গ্রহনক্ষত্র যা হোক না কেন। যেখানেই বর্গীকরণ তালিকার গভীরতা আমাদিগকে উদ্দিষ্ট বস্তুতে পৌছে দিতে পারে না, সেখানেই আমরা সহায়তা নিই ঐ নামের। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একটি বর্গীকরণ তালিকায় সাধারণভাবে গ্রামের সংখ্যা আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও গ্রামের বর্গসংখ্যা আমরা পাই না। নির্দ্দিষ্ট গ্রামের বর্গসংখ্যাটি আমাদিগকে তৈরী করে নিতে হয় গ্রামের সাধারণ বর্গসংখ্যার পাশে নির্দিষ্ট গ্রামের নামটি বসিয়ে। এ ধরণের নজির আমরা স্থানবিভাগ নিয়ে আলোচনার সময় দেখেছি। (দ্রঃ গ্রন্থাগার ১৩৭৭, ২০ (১২), ৪৪৬)। আলোচ্য পদ্ধতিতে সর্বত্রই অক্ষর, পদ বা সংখ্যা ব্যবহারের রীতি আছে। যেখানেই তালিকায় প্রদত্ত বর্গসংখ্যা উদ্দিষ্ট বস্তু অব্দি পৌছাতে না পারছে, সেখানেই অক্ষর, শব্দ বা অদশমিক সংখ্যা ব্যবহার্য্য। ব্যবহারের নিয়ম অতি সরল। তালিকায় প্রদত্ত চূড়ান্ত বর্গসংখ্যার পাশে সরাসরি প্রয়োজনানুসারে অক্ষর, শব্দ বা সংখ্যা বসিয়ে দিলেই হল। দু' চারটে উদাহরণ দিই :

(541.3-202 Birsingha)	বীরসিংহ গ্রাম
025.45 DC	ডিউই দশমিক বর্গীকরণ
1 Plato	দার্শনিক প্লেটোর রচনা
341.232.1 NATO	NATO
577 Molecular Biology	আনবিক জীববিদ্যা
631.372 Ferguson	ফার্গুসন নামধারী ট্র্যাক্টর
75 Rubens	রুবেনের চিত্রকর্ম
891.44 Tagore	রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম
92 Gandhi	মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে বর্গসংখ্যার সংগে পুরো নাম কিংবা সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহৃত হয়েছে। নামের একটি বা একাধিক আদ্যাক্ষর ব্যবহার করলেই যদি কাজ চলে যায়, তবে পুরো নাম ব্যবহার না করলেও চলে। যেমন সেক্সপিয়েরের নাটক বোঝাতে 820-2 Shakespeare-য়ের পরিবর্তে 820-2 Shak বা 820-25 লিখলেও চলতে পারে, যদি উক্ত বর্গসংখ্যাটি অন্য কোন নাট্যকারের বেলায় ব্যবহৃত না হয়ে থাকে।

বর্গসংখ্যায় অদশমিক সংখ্যার প্রয়োগ

1 Up Howrah-Delhi-Kalka Mail, কলকাতার 3B বাস রুট ইত্যাদির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। উপরোক্ত মেল বা বাস রুট সম্বন্ধে কখনও যদি কোনও লেখা বেরোয়, তাহলে তার বর্গীকরণ করতে হবে নিম্নোক্ত উপায়ে।

প্রথম উদাহরণটি আগে নিচ্ছি। বর্গীকরণের তালিকা ধরে এগিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাব 656.222 হচ্ছে Train service : routes, lines, stopsয়ের নির্দেশক। আলোচ্য গাড়ীটি হচ্ছে ভারতের। তাই 656. 222(540) ভারতের রেল গাড়ীর বর্গসংখ্যা হতে আপত্তি নেই। এই বর্গসংখ্যাটির সঙ্গে আমরা যদি No. 1 জুড়ে দিই, তাহলেই আমরা উদ্দিষ্ট গাড়ীটির বর্গসংখ্যা পেয়ে যাব। প্রশ্ন জাগতে পারে No, 1 য়ের পরিবর্তে শুধু 1 লিখলে আপত্তি কোথায়? হ্যাঁ শুধু 1 লিখলে বর্গসংখ্যাটি 656. 222য়ের সাধারণ বিভাগে পরিণত হয়ে যায়, এবং তার অর্থ দাঁড়িয়ে যায় অন্য কিছু। প্রথম উদাহরণের পন্থা অবলম্বন করে কলকাতার 3B বাস রুটয়ের বর্গসংখ্যা হয় 656.132.02 (541-2-201 Calcutta) No. 3B।

মিশ্র বর্গসংখ্যায় শব্দ বা অদশমিক সংখ্যার স্থান

সার্বদশমিক বর্গীকরণের মূল বর্গসংখ্যা (Main No), সাধারণ সহায়িকা (Common auxiliaries), বিশেষ সহায়িকা (Special auxiliaries) প্রত্যেকের সাথেই নাম বা শব্দ এবং অনেক স্থলে অদশমিক সংখ্যা বসে এবং উক্ত সংখ্যা বা সহায়িকার উপরিভাগ হিসাবে কাজ করে। কাজেই এর জন্য মিশ্র বর্গসংখ্যায় আলাদা কোনও স্থান নির্দিষ্ট নেই।

শব্দ বা অদশমিক সংখ্যার সাথে ব্যবহার্য্য চিহ্ন

আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনী ( ), এবং তারকা চিহ্ন * ব্যবহারের রীতি আছে। শব্দ বা নাম মূল বর্গসংখ্যা বা কোন সহায়িকার পাশে লেখার সময় সরাসরি কিংবা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা যেতে পারে। যেমন 1 (Plato)। অবশ্য কার্ড ফাইল করার সময় এই প্রথম বন্ধনী উপেক্ষা করতে হবে। Bus route এবং Kalka mailয়ের বর্গীকরণ করতে গিয়ে যেখানে আমরা ব্যবহার করেছি, সেখানে No. য়ের পরিবর্তে তারকাচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্রমশঃ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারসমূহে প্রাপ্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের পত্র-পত্রিকার যৌথ সূচী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার সমূহের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক আবর্তিত সাময়িকী (serials) একটি যৌথসূচী প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছেন। এই কর্মসূচীর উদ্যোক্তা নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ। এই কাজের পরিচালনা ও দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত যৌথসূচী প্রণয়নের আগে সমাজবিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার একটি যৌথ তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং তা বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহে বিতরণ করা হবে। এর ফলে সমাজ-বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকার কোন সাম্প্রতিক সংখ্যা খুঁজে বার করা সহজ হবে। এবং গবেষক বা গ্রন্থাগারের পক্ষে এর সাহায্যে আন্তঃগ্রন্থাগার বিনিময় প্রথা বা অন্য উপায়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া এর সাহায্যে গ্রন্থাগারিকেরা নিয়মিতভাবে তাঁদের পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ তালিকা সংশোধন করে নিতে পারবেন।

এই কর্মসূচীর কাজ ১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল শুরু হয়েছে। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২-এর মধ্যে এই কাজ শেষ করার কথা। ইতিমধ্যেই টেলিফোন, চিঠি এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। জাতীয় গুরুত্ব এবং দেশের গবেষকদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এই প্রকল্পকে সফল করার কাজে তাঁকে ও তাঁর সহযোগী কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারকর্মী ও কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রী মুখোপাধ্যায় আবেদন জানিয়েছেন।

যশোহর পাবলিক লাইব্রেরী

এমদাদুল ইসলাম

সদ্য মুক্ত যশোর··· তারই পথে অচেনা পথিকের মত ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি দুজন। হঠাৎ দেখলাম আলোতে লেখা—"আপনি আজ কোন বই পড়েছেন ?"—বড় কৌতুহল হলো। দোতলা নূতন বাড়ী। ভাবলাম কোন লাইব্রেরী হতে পারে। সামনের দিকে গেলাম। অনুমান সত্য। যশোহর পাবলিক লাইব্রেরী। ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম কয়েকজন পাঠক। কেউ বই পড়ছেন, কেউ বা সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের অধিকাংশই তখন এই বঙ্গের। ঘুরে দেখলাম আলমারীতে সাজানো আছে বই, পুঁথি, পাণ্ডুলিপি। বইয়ের সংখ্যাও মন্দ নয়। ঘরটি বড় আকর্ষণীয় ভাবে সাজানো।

দরজার এক পাশে বই দেবার কাউন্টার। এতক্ষণ আমরা দেখিনি। ফিরে দেখি একজন তরুণ বসে আছেন। আমাদের দেখে হেসে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—আপনারা ভারতীয়, না, নিশ্চয় আমাদের পাঠাগার দেখতে এসেছেন—তাই না ? আসুন, আমিই দেখাচ্ছি। আমাদের লাইব্রেরীয়ান আজ আসেননি।' তরুণটি বলে চললেন, আমরা শুনতে থাকি।

১৮৫৪ সালে যশোহর ইনষ্টিটিউট গড়ে ওঠে। তারই শাখা হিসাবে এই যশোহর পাবলিক লাইব্রেরী। মূল ইনষ্টিটিউটের পাচটি বিভাগের একটি হল এই পাঠাগার। এই নূতন গৃহ মাত্র বছর কয়েক হলো উঠেছে। সরকারী সাহায্য অবশ্য কিছু পাওয়া গেছে। তবে মূলত স্থানীয় জনসাধারণের দান এর প্রাণস্বরূপ। কাঠের একটি নাম-ফলকে দাতাদের নাম লেখা ছিল। প্রশ্ন করলাম এতেই সব ব্যয় সংকুলান হয় কি না ? বললেন যশোর ইনষ্টিটিউটের অন্যান্য বিভাগ, যেমন সিনেমা, ঘূর্ণায়মান নাট্যশালা বা পুকুর ইত্যাদি যে সব সম্পত্তি আছে তার থেকে যে আয় হয় সেই আয়ের একটি বড় অংশ লাইব্রেরীর ব্যয়ে নিয়োজিত হয়। কোন সভ্য সমগ্রভাবে ইনষ্টিটিউটের সদস্য হতে পারেন অথবা কেবলমাত্র লাইব্রেরীর সদস্য হতে পারেন। সভ্যরা লাইব্রেরী থেকে সর্বাধিক তিনখানি বই নিতে পারেন। কত বই কে কোথায় নিয়ে রেখেছেন এই বিপর্যয়ে তা এখন জানা নেই। সভ্যদের মাসিক চাঁদা দিতে হয়। শিশুদের বিভাগ আছে। শিশুদের বিভাগের চাঁদা নেই তবে টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা আছে। ইতিমধ্যে আমরা উপরতলায় এসে গেছি।

সিঁড়ি বড়ই সুসজ্জিত। যেন কোন ধনী লোকের বাড়ীর সিঁড়ি। সিঁড়িতে আকর্ষণীয় ছবি আছে খানকয়েক—যা পরিবেশকে যেন প্রকাশ করছে।

উপরের ঘর ফাঁকা। তরুণটি বললেন, এখন তো লোক দেখছেন না। আগে স্বাভাবিক সময়ে আসলে দেখতে পেতেন যে পাঠকদের জায়গা দিতে পারছি না। শুনলাম বইয়ের সংখ্যা প্রায় সতেরো হাজার। ওঁরা জানালেন যে এর প্রায় ৭০ ভাগই পশ্চিমবঙ্গের বই। ওখানে প্রকাশিত বইয়ের সঙ্গে বাংলা একাডেমির প্রকাশিত কিছু বই দেখলাম। দেখলাম বাংলা একাডেমি সত্যিই বেশ কিছু ভাল বই প্রকাশ করেছে। আশা করা যায় এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের লাইব্রেরীতেও ও' বাংলার, বিশেষ করে বাংলা একাডেমির বইও আমরা দেখতে পাবো।

কাজের পরিধি এখানেই সীমিত নয়। ওরা ভ্যানে করে বই নিয়ে কোন গ্রামে বা কোন স্কুল বা কলেজে যান। সেখানে কোন লোক জামিন স্বরূপ থাকলে তাঁরা বিনা চাঁদায় ওই সব অঞ্চলে বই পড়তে দিয়ে যান। নির্দিষ্ট দিনে বইগুলি আবার সংগ্রহ করে আনেন। এইভাবে ওরা ভ্রাম্যমান পাঠাগারের কাজ করে থাকেন। অঞ্চলে অঞ্চলে 'আরো বই পড়ুন'—আন্দোলন সফল করার জন্য সেই সব অঞ্চলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীর জন্য পাতলা টিনের উপরে স্থায়ী বেশ কিছু পোষ্টার, লেখা ও ছবি দেখলাম। এই সব পোষ্টারে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের বই পড়া, লাইব্রেরী সংক্রান্ত ও মানবিক ধর্ম্ম উন্মেষ বিষয়ক বক্তব্য আছে। আছে কিছু ছবি। একটি ছবির কথা মনে পড়ছে। মাঝখানে একটি বই। বই-এর এক পাশে মানুষের দেহের উর্দ্ধাংশ ও বই এর অপর পাশে পশুর নিম্নাংশ। এঁরা বলতে চান যে বই পড়েই মানুষ হয়। এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে উৎসাহী পাঠক আছে কিন্তু লাইব্রেরী নেই সেখানে এঁরা লাইব্রেরী সংগঠন করেন। এঁরা সেখানে প্রাথমিক ভাবে অনেক কিছুই সাহায্য করেন। বল্লেন যে এই ভাবে ঝিকরগাছা ও নাভারনের লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে। এই লাইব্রেরী যে যশোর সমাজ জীবনের একটি সজীব অংশ তা বেশ বোঝা গেল। হয়তো এমনি সব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের চিন্তার উপর আলোড়ন এনেছে। তাই লাইব্রেরীটিকে বড় সার্থক বলেই মনে হচ্ছিল।

গ্রামজীবনে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রভাব

সত্য চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামবাংলায় প্রতি গ্রামে গ্রামে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করবেন। উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞান-স্পৃহা দূর করা। সত্যই উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মহৎ উদ্দেশ্য খুব বেশী সফল হয়নি। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সফল করতে যা যা প্রয়োজন তা কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তবুও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এই উদ্দেশ্য যতটুকু পারে পালন করতে চেষ্টা করে।

এই বিষয়ে দুটি কথা আগেই বলা হয়েছে। (১) সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং (২) জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানস্পৃহা দূর করা। এ ছাড়াও গ্রামজীবনে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রভাব রয়েছে অনেক।

গ্রামের জনসাধারণ জানেন গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র পুস্তক আদান প্রদানই হয়। কিন্তু তা নয়। এই সকল গ্রন্থাগারে (১) অমূল্য সেবা (২) সমাজসেবা ও (৩) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অমূল্য সেবা গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একান্ত প্রয়োজন কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক।

(১) গ্রামের কোন কৃষক গ্রন্থাগারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, উচ্চ ফলনশীল ধানের (যেমন আই. আর. এইট, পদ্মা, জয়া ইত্যাদির) জমিতে কি সার দেব অথবা আই. আর এইট ধানের গাছ হলদে হয়ে যাচ্ছে কি ওষুধ দেব? তখন গ্রন্থাগারিক মহাশয়কে নানা ধরনের কৃষি পত্র-পত্রিকা পড়ে এর উত্তর দিতে হবে। অথবা এর উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কৃষক বন্ধুকে বলতে হবে। (২) গ্রামের কোন বিধবা মহিলা এসে জিজ্ঞাসা করলেন "বাবা আজ কোন তিথি?" গ্রন্থাগারিক মহাশয়কে পাঁজি দেখে এর উত্তর দিতে হবে। (৩) আবার কোন ক্রীড়া-রসিক এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলুন তো সুনীল গাভাসকার কার দ্বারা রান আউট হয়েছেন? গ্রন্থাগারিক মহাশয়কে কাগজ দেখে এর উত্তর দিতে হবে। (৪) হয়ত কোন ছাত্র এসে জিজ্ঞাসা করলেন **W. H. O.** মানেটা কি? সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হবে যে **World Health Organization.** এই সব উদাহরণ দেখে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে গ্রামীণ গ্রন্থাগার কিভাবে গ্রাম জীবনে অমূল্য সেবা করে।

এর পর আসে সমাজসেবা। গ্রাম বাংলার বেশীর ভাগ লোক নিরক্ষরতার আওতায় পড়ে। যদিও সরকার প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরী করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আদৌ কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয়ে উঠেনি। তাই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অন্যতম কাজ হচ্ছে এই সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে রাত্রি-বেলা স্কুল খুলে লেখাপড়া শেখান এবং সেই সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা থেকে সংবাদ পড়ে তাঁদের শোনান।

এর পর সাংস্কৃতিক বিভাগের কথা। আমরা দেখতে পাই যে আগে গ্রামের মানুষ কথকতা, রামায়ণ পাঠ ইত্যাদি গ্রামে করাতেন। অবশ্য তখনকার দিনের জমিদারদের অর্থানুকূল্যে সম্পন্ন হ'ত। কিন্তু বর্তমানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। সুতরাং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে পুনরায় এই সকল প্রথা প্রচলন করে গ্রামের জনসাধারণকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা।

এখন গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিচালনার কিছু অসুবিধার কথা আলোচনা করছি। গ্রামীণ গ্রন্থাগার সরকারের অনুদানে পরিচালিত হয়। অথচ এই অনুদান এতই নগণ্য যে তার দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালিত হতে পারে না। অথচ সরকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই সরকার যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সর্বদাই ব্যাহত হচ্ছে। শুধু অনুদানই নয়, পরিচালনার কাজে নিযুক্ত গ্রন্থাগারিক ও সহকারীরা সময় মত বেতন পান না। স্বভাবতই তাঁদের কাজের প্রেরণায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তাই জনসাধারণ ও সরকার উভয়েই যদি গ্রামীণ গ্রান্থাগারগুলির প্রতি দৃষ্টি দেন তা হলে মনে হয় সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হবে।

পত্রিকা পর্যালোচনা

গ্রন্থালয় বিজ্ঞান। অংক ১, সংখ্যা ১; জুন: ১৯৭০। সম্পাদক শ্রীপৃথ্বিনাথ কল ও শ্রীশিউনাথ রাঘব। সি ১, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্র, বরানসী—৫। বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা।

ভারতীয় ভাষাসমূহে উচ্চমানের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশী নয়। 'শারদা রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সন্দান' কর্তৃক প্রকাশিত হিন্দীভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় যাঁদের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন: এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপৃথ্বিনাথ কল, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় গবেষণা অধ্যাপক ডঃ এস আর রঙ্গনাথন, কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী বি তিলৈনায়গম, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের রিডার শ্রীপ্রমোদভূষণ মঙ্গলা, সিমলাস্থিত ইনষ্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগারিক শ্রীজওহরলাল সরদানা, শ্রী টি এস রাজাগোপালন, শ্রী এন কে ত্রিবেদী ও শ্রীরামজী সিংহ।

আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধগুলিতে ভারতের গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অগ্রগতি ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। আলোচনাগুলি তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান। প্রবন্ধগুলি সম্ভবত মূল ইংরেজী ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এগুলি অন্যত্র কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা অথবা এই পত্রিকার জন্যই লেখা হয়েছে তার অবশ্য কোন উল্লেখ নেই। প্রবন্ধগুলি হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন শ্রীশিউনাথ রাঘব ও শ্রীললিতশঙ্কর শুক্ল।

"ভারত মেঁ গ্রন্থালয় সুবিধায়েঁ" প্রবন্ধে শ্রী পৃথ্বিনাথ কল দেখিয়েছেন আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরী, শিক্ষাক্ষেত্রের গ্রন্থাগার, পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগারের উপযুক্ত বিকাশ না হওয়ার কারণ হিসেবে এগুলির ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের উপেক্ষা রয়েছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির অনগ্রসরতার কথা উল্লেখ করে তিনি বিদেশে এবং ভারতে গ্রন্থাগারের খাতে ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

"ভারত মেঁ গ্রন্থালয়োঁ কা বিকাশ" প্রবন্ধে ডঃ এস আর রঙ্গনাথন ভারতে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর ক্রমবিকাশ, কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন, ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

"ভরত মে জন গ্রন্থালয়োঁ কা বিকাশ" প্রবন্ধে শ্রীতিনৈনায়গম্ পাবলিক লাইব্রেরীর সংজ্ঞা ও কার্য বর্ণনা করে ভারতবর্ষে পাবলিক লাইব্রেরীর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী, বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনা করে পাবলিক লাইব্রেরীর বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

"চতুর্থ বার্ষিক যোজনা মেঁ বিশ্ববিদ্যালয় ও কালেজ গ্রন্থালয়োঁ বিকাশ পর সুঝাও" প্রবন্ধে শ্রীপ্রমোদভূষণ মঙ্গলা ও শ্রীজওহরলাল সরদানা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাল থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনুদান এবং গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়ের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধের শেষে পরিশিষ্ট অংশে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সমকক্ষ সংস্থার ভবন, আসবাবপত্র, পুস্তক ইত্যাদি বাবদ অনুদান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠাকাল, ছাত্রসংখ্যা ইত্যাদির সংখ্যাতত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে।

"ভারত কে পাণ্ডুলিপি গ্রন্থালয়োঁ কা সর্বেক্ষণ" প্রবন্ধে শ্রী কে. এম সুন্দরেশ্বরণ ভারতে জ্ঞানের রাজ্যের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করেছেন। হস্তলিখিত পুঁথি উদ্ধার, সম্পাদনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের সাধনার কথা উল্লেখ করে তিনি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কলকাতার এশিয়েটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, বারাণসীর সরস্বতী ভবন গ্রন্থাগার, মাদ্রাজের গবর্নমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী, ত্রিবন্দ্রমের মহারাজা প্যালেস লাইব্রেরী, মাদ্রাজের আদিয়ার লাইব্রেরী, মহীশূরের প্রাচ্য বিদ্যা গ্রন্থালয়, বরোদার ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট, পুণার ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, হোসিয়ারপুরের বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক গবেষণা সংস্থা, উজ্জয়িনীর সিন্ধিয়া ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট, যোধপুরের রাজস্থান ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, দারভাঙ্গার মিথিলা রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারের পরিচয় দিয়ে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সঙ্কলন বর্গীকরণ, সূচীকরণ, সংরক্ষণ. ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

"গ্রন্থালয় বিজ্ঞান শব্দাবলী পর কুছ বিচার" প্রবন্ধে শ্রী এন, কে, ত্রিবেদী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষার ব্যুৎপত্তি ও তুলনামূলক আলোচনা করেন।

শ্রী রামজী সিংহের "ভারত মেঁ গ্রন্থালয় : সন্দর্ভ সূচী" শীর্ষক একটি গ্রন্থপঞ্জীও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

এ ছাড়া এই সংখ্যায় আছে ডঃ রঙ্গনাথনের শুভেচ্ছাবাণী, "গ্রন্থাগার ও গান্ধীজী" এই সম্পর্কে আমেদাবাদ হরিজন আশ্রমের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীকনু বাঘেলা কর্তৃক সঙ্কলিত রচনা, সূচন-সার অর্থাৎ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা, গ্রন্থ সমালোচনা ইত্যাদি। মোটের উপর এই সংখ্যাটি থেকে বলা যায় যে এই পত্রিকাটি

উচ্চমানের। ছাপ ও বাঁধাই অবশ্যই ভাল। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি ত্রুটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। আলোচ্য সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যায় কিছু গোলযোগ লক্ষ্য করা গেল। কতকগুলি পৃষ্ঠা দু'বার এসেছে এবং কতকগুলি অনুপস্থিত। 10 পৃষ্ঠার পর 11 এবং তারপর আবার 10, তারপর 15 ; এরপর আবার 14, 15, 14, 17 ; এরপর 56 পৃষ্ঠার পর 97 ; 104 পর. আবার 65 থেকে 97তে আরম্ভ হয়ে 104পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। সূচীপত্রে নির্দেশিত 62 পৃষ্ঠায় শ্রী টি এস রাজাগোপালনের প্রবন্ধের প্রথমাংশ নেই ; কেননা 57 থেকে 64 পৃষ্ঠা একেবারেই অনুপস্থিত। অবশ্য এই ত্রুটি কেবলমাত্র সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত কপিটিতেই ঘটে থাকতে পারে। উল্লেখযোগ্য এই যে এই পত্রিকার সর্বত্রই আরবী সংখ্যা (1, 2, 3) ব্যবহার করা হয়েছে।

এই পত্রিকাটি দেখে স্বতঃই শ্রীযুক্ত কল সম্পাদিত ইংরেজী ভাষার "হেরাল্ড অব লাইব্রেরী সায়েন্স" পত্রিকাটির কথা মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য "গ্রন্থালয় বিজ্ঞান" "হেরাল্ড"—এরই হিন্দী সংস্করণ বলে মনে হল।

—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংবাদ

নদীয়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার, পোঃ কাঁদোয়া, নদীয়া

শঙ্কর মিশনের সভাপতি শঙ্কর মহাবীর চৈতন্য ব্রহ্মচারী মহারাজের পৌরহিত্যে বিগত ১৪ ফাল্গুন, ১৩৭৮ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবে পাঠাগার পরিচালিত ৮ম বর্ষ সাহিত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরিত হয় এবং সভ্যগণ কর্তৃক একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল সমিতি, পাণ্ডবেশ্বর; বর্ধমান

গত ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৯ সাল (ইং ৮ই মে ১৯৭২) সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় সমিতির "সাধারণ পাঠাগার" প্রাঙ্গনে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আসানসোল বি, সি, কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাণীগঞ্জ টি, ডি, বি, কলেজের অধ্যাপক ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাণীগঞ্জ টি, ডি, বি, কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ডঃ রামদুলাল বসু ও কমলেশ লাহিড়ী এবং শ্রীশিবপদ চৌধুরী ই, ও, এস, ই, অণ্ডাল ব্লক।

বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীতমাল পালের পরিচালনায় শ্রীনিকেতন (বিশ্বভারতীর) এর কলা বিভাগের শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক গীতি নৃত্য পরিবেশিত হয়।

হাওড়া

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া

গত ২৭।২।৭২ তারিখে বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাট্য সমালোচক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আকাশবাণীর মজদুর মণ্ডলীর পরিচালক শ্রীসত্যচরণ ঘোষ এবং অধ্যাপক শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী। পুরস্কার বিতরণ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমোহনলাল চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানান্তে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রীবাণীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।

হুগলী

তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার, কেউটা, ব্যাণ্ডেল, হুগলী

কেউটা (ব্যাণ্ডেল) তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগারের বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয় গত ১৪.৫.৭২ তারিখে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। সভাপতি এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে ১৯৩৮ সাল থেকে এর অগ্রগতির ইতিহাস বিবৃত করেন। বিভিন্ন অসুবিধার মধ্য দিয়েও পাঠাগারটি যে তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে তার জন্য তিনি এতদঞ্চলের অভিভাবক ও তরুণ বন্ধুদের নিরলস প্রয়াসের উল্লেখ করেন। পাঠাগারটির বর্তমান পুস্তক সংখ্যা আড়াই হাজার।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন যে, তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগারের কর্মীরা কবিগুরুর জন্মদিনে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কবির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থাগার সম্পর্কে কবিগুরুর ভাবনা চিন্তা এবং জনজীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বের উল্লেখ করেন।

গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হলে তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগারসহ এই ধরণের পাঠাগারগুলি অবক্ষয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে এবং জনসাধারণের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে বলে শ্রীরায়চৌধুরী অভিমত প্রকাশ করেন। পরিশেষে শ্রীরায়চৌধুরী ইউনেস্কোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭২ সালের আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের কর্মসূচী সফল করবার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার চেতনা, শিশু দরদী মনোভাব ও রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগারের ভূমিকার উল্লেখ করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীতুষার সান্যালও উপস্থিত ছিলেন।

সঙ্কলনে : : শিবেন্দু মান্না

পরিষদ কথা

কাউন্সিল সভা

গত ৩১শে মার্চ তারিখে পরিষদ ভবনে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের কাউন্সিলসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সভার কার্যবিবরণী সভায় পেশ করেন কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ; বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯৭২-৭৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয় :

(ক) **সাধারণ কর্মসূচী :** (১) গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলন ও গ্রন্থাগারখাতে ব্যয়বৃদ্ধির দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা ; (২) ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ রূপায়ণের চেষ্টা করা ; (৩) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভার সঙ্গে যুগ্ম উদ্যোগে প্রদর্শনী, আলোচনাচক্রের আয়োজন করে এবং প্রচারপত্র ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উদ্‌যাপন করা।

(খ) **সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি :** বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন, গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন, জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও জেলা শাখাগুলির পুনর্গঠন, সেমিনার ও আলোচনাচক্রের আয়োজন, সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা।

(গ) **গ্রন্থাগার ও প্রকাশন উপসমিতি :** গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও মানোন্নয়ন, পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর ৺সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতামালা প্রকাশের চেষ্টা, অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা করা।

(ঘ) **গ্রন্থাগার উপসমিতি :** গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কাজ শেষ করা, আসবাবপত্র এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত যাবতীয় পুস্তক ও নথিপত্র সংগ্রহ করা, ৺কুমুদবন্ধু দত্তের নামে উৎসর্গীকৃত বইগুলি বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং সম্ভব হলে পরিষদের গ্রন্থাগারে দশমিক থেকে সার্বদশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

(ঙ) **বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি :** বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার দাবী নিয়ে আন্দোলন ; স্পনসর্ড, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষজ্ঞ, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, সরকারী, বিভাগীয়, পলিটেকনিক, ডে-স্টুডেন্টস্ হোম প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রুপের গ্রন্থাগারকর্মীদের সভা অনুষ্ঠান ; গ্রন্থাগারকর্মীদের দাবীদাওয়া নিয়ে গণ-আন্দোলন ও গণ-ডেপুটেশনের আয়োজন করা ; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন স্তরের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থগারকর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি বেতনক্রম প্রবর্তনের চেষ্টা করা ; বিভিন্ন সহযোগী ও ভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, রাজ্যের বৃত্তি ও অবৃত্তিকুশলী কর্মীদের একটি তালিকা প্রণয়ন ; পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশের চেষ্টা করা।

(চ) **গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি :** সুষ্ঠুভাবে শিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ; নবপ্রবর্তিত পাঠক্রমের রূপায়ণের চেষ্টা ; কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষণব্যবস্থার আয়োজন করা।

(ছ) **ডাইরেক্টরী উপসমিতি :** পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী সঙ্কলনের কাজ দ্রুত শেষ করা এবং সরকারী অনুদান পেলে তা' মুদ্রণের চেষ্টা করা।

(জ) **অর্থ উপসমিতি :** পরিষদের আয়-ব্যয় ও দৈনন্দিন হিসাবনিকাশের কাজ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

এরপর কোষাধ্যক্ষ শ্রীপুর্ণেন্দু প্রামাণিক ১৯৭১-৭২ সালের ব্যয় এবং ১৯৭২-৭৩ সালের প্রস্তাবিত ব্যয়ের বাজেট পেশ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর বাজেটই গৃহীত হয়।

পরবর্তী 'বিবিধ' আলোচ্যের মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় 'গ্রন্থাগার'। প্রায় সকল সদস্যই তাঁদের মূল্যবান চিন্তা রাখেন—বিশেষত: পত্রিকার আর্থিক দুরবস্থা নিরসন ও মানোন্নয়নের উপায় সম্পর্কে। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে সদস্যরা প্রত্যেকে অন্যূন একটি করে বিজ্ঞাপন যোগাড় করবার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

এরপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ৬ই মে শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯-৩-৭২ তারিখের সভার কার্যবিবরণী কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী কর্তৃক পঠিত হয় ও সভায় অনুমোদিত হয়। ২৩-২৬শে মে কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিতব্য নবম ইয়াসলিক সম্মেলন সফল করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভা এও স্থির করেন যে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদেরকে পরিষদের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করা হবে। অত:পর সভায় সমাজবিজ্ঞানে পত্র-পত্রিকার সম্মিলিত সূচীর কাজের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট (বিব্‌লিওগ্রাফার) পদে শ্রীমতী গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও টাইপিষ্ট পদে শ্রীভবানী ভট্টাচার্যের নিয়োগ সম্পর্কে শ্রীফণিভূষণ রায়ের সুপারিশ গৃহীত হয়। এরপর সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা চলে। কর্মসচিব সম্প্রতি বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় 'সাধারাণ গ্রন্থাগারব্যবস্থা' আলোচনাচক্রের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে (ক) অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, (খ) বৃত্তিকুশলী সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারব্যবস্থা প্রবর্তন এবং (গ) মাথাপিছু অন্যূন ১'০০ টাকা গ্রন্থাগারখাতে ব্যয়ের দাবীকে ভিত্তি করে এক কর্মসূচী পেশ করেন। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে বিস্তারিত আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত হয় তৃতীয় দাবীটি যেহেতু পরিষদের পূর্ববর্তী দাবীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, সেহেতু এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাউন্সিলের সভা ডাকা হবে।

এরপর আলোচিত হয় বিবিধ প্রশ্ন। সভায় D. R. T. C-তে উচ্চশিক্ষালাভে যাওয়ার জন্য শ্রীঅশোক বসুর ছুটির আবেদন মঞ্জুর করা হয়। শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়ের

প্রস্তাবক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনে U. G. C. যে কমিটি নিয়োগ করেছেন, সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বক্তব্য পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারে আই, এ, এস অধিকর্তা নিয়োগ সম্পর্কে শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; কর্মসচিব জানান যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে এবং চিঠির অনুলিপি বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট সংসদসদস্য ও ব্যক্তিবর্গের নিকট পাঠান হচ্ছে।

গত ২৯শে মে পরিষদভবনে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়।

পূর্ববর্তী সভার (৬-৫-৭২) কার্যবিবরণী অনুমোদনের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন কমিটির নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হবে তার প্রাথমিক খসড়াসহ বক্তব্য পেশ করেন শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষদসভ্যগণ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন; স্থির হয় যে আগামী ৮ই জুন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এছাড়া সভায় শ্রীঅনিল চক্রবর্তীর (অফিস অ্যাসিসট্যান্ট) পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। ওই পদের বেতনক্রম সংশোধন করে ১২৫-৫-২৫০ টাকা বেতনক্রম অনুমোদিত হয়। ওই শূন্যপদে নিয়োগের ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া হয় শ্রীফণিভূষণ রায়ের উপর। অতঃপর সভায় নতুন সভ্যতালিকা অনুমোদিত হয়।

পরিষদে নবম ইয়াসলিক সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ

গত ২৫শে মে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে নবম ইয়াসলিক সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দকে পরিষদ ভবনে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শতাধিক প্রতিনিধি এই চা-চক্রে উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের পক্ষে শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

চা-চক্রের শেষে প্রতিনিধিরা সমগ্র ভবনটি ঘুরে দেখেন এবং পরিষদের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রসংশা করেন।

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সের গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাক্রমের উদ্বোধন হয় গত ৬ই এপ্রিল। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। ছাত্র ছাত্রীদের নিকট গ্রন্থাগারিকবৃত্তি ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয়। কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী পরিষদের কার্যাবলী বর্ণনা করেন ও উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী ও পরিষদের বিশিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করান।

প্রতিবেদন: অজয় ঘোষ

গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগারকর্মীরা গ্রন্থাগার আইন ও অন্যান্য দাবীতে আন্দোলনের পথে

৫০ জন বিধানসভা সদস্যের সমর্থন ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে চিঠি

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন :

১লা মে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পনেরটি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের এক সাধারণ সভায় স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত অভাব অভিযোগ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এই সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ২৪শে এপ্রিল '৭২ তারিখে আলোচিত বিষয়ও বিবেচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে আগামী একমাসের মধ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রবর্তন, বেতনস্কেলে বৈষম্যদূরীকরণ, প্রতিমাসে নির্দিষ্টদিনে নিয়মিত বেতন দান, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি লক্ষ্য করা না গেলে, গ্রন্থাগার কর্মীরা ২রা জুন থেকে নানাভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন ও ২রা জুলাই থেকে প্রতিটি জেলায় একসঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিকের অফিসের সামনে পর্যায়ক্রমে অবস্থান ও অনশন ধর্মঘট চালাতে বাধ্য হবেন।

এছাড়া তিনি আরো জানান যে বর্তমান আইন সভার প্রায় দুইশতাধিক সদস্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায্য দাবীগুলির প্রতি নানাভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক আবেদনে ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ জন বিধানসভা সদস্য স্বাক্ষর দান করেছেন। এই সকল সদস্যের মধ্যে আছেন, নৃসিংহকুমার মণ্ডল (সাগরদীঘি), জগদানন্দ রায় (ফালাকাটা), বিজয়কৃষ্ণ মাহাতো (ময়নাগুড়ি), প্রফুল্ল মাইতি (পটাশপুর), রবীন বেরা (ডেবরা), সামসুদ্দিন আহম্মদ (কালিয়াচক), বিমল দাস (ইংলিশবাজার), সুনীল কর (উত্তর কুচবিহার), রজনীকান্ত দে (পশ্চিম কুচবিহার), মধুসূদন রায় (মেখলিগঞ্জ), যোগেন্দ্রচন্দ্র সাই (দিনহাটা), বীরেন্দ্র নাথ রায় (মাথাভাঙ্গা), অজিতকুমার বসু (সিঙ্গুর), গিরিজা মুখার্জী (চাঁপদানী), ভবানী সিংহরায় (পোলবা), কাশীনাথ মিশ্র (বাঁকুড়া), সনৎকুমার মুখার্জী (পুরুলিয়া), নিতাই কেমত্রম (আরশা), শরৎ দাস (পারা), রূপসিং মাঝি (বলরামপুর), ঈশ্বরচন্দ্র তিরকী (জোড়বাংলো), দেওপ্রকাশ রায় (দার্জিলিং), ললিত গায়েন (বারুইপুর), অরবিন্দ নস্কর (কুলতলি), বীরেশ্বর রায় (বালুরঘাট), যতীন্দ্রমোহন রায় (কুশমণ্ডী), প্রবোধকুমার সিংহরায় (কুমারগঞ্জ), দেবেন্দ্রনাথ রায় (কালিয়াগঞ্জ), পরেশচন্দ্র গোস্বামী (নাদনঘাট)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭১ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তালিকা

প্রথম শ্রেণী (গুণানুক্রমে)

গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায় (৫০)
শ্যামলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৬০)
অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (৫১)
দীপশিখা ঘোষ (৫)
সরস্বতী মিশ্র (১০)

দ্বিতীয় শ্রেণী (ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে)

১ সনৎকুমার বিশ্বাস
২ বিশ্বনাথ পাণ্ডা
৪ পীযূষকান্তি চক্রবর্তী
৬ মানসকুমার ঘোষ
৭ সুমিত বসু
৯ অসিতবরণ দত্ত
১২ বিমলেন্দু মিত্র
১৩ ছন্দা মজুমদার
১৪ স্বাতী সেনগুপ্তা
১৫ অশ্বিনীকুমার আচার্য
১৭ বঙ্কিমবিহারী বেরা
১৯ ঊষা ভূইঞা (সামন্ত)
২১ রাজেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
২২ দেবব্রত ভট্টাচার্য
২৩ শ্রীপদ ভট্টাচার্য
২৪ নমিতকুমার মুখোপাধ্যায়
২৫ বিজলী রায়
২৭ মঞ্জু মণ্ডল
২৯ শ্রীলেখা ভট্টাচার্য
৩০ বিমান পাল
৩১ সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৩২ ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস
৩৫ বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৩৭ গীতিকা রায়
৩৮ ভবরঞ্জন ভট্টাচার্য
৩৯ ধীরা মুখোপাধ্যায়
৪০ মালতী সিংহ
৪৪ মীনা সুব্রাহ্মনিয়াম
৪৬ মাণিকলাল কবি
৪৮ জগন্নাথ কুণ্ডু
৪৯ অনুভা দত্ত (মিত্র)
৫৪ অভিজিৎকুমার রায়

৫৫ অমিতা নন্দী
৫৬ বনানী ঘোষ
৫৯ তনয়া মল্লিক
৬২ অমিতা বসুমল্লিক
৬৩ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য
৬৪ রামরঞ্জন চক্রবর্তী
৬৫ ইলা ঘোষদস্তিদার
৬৬ সঞ্জীব ভট্টাচার্য
৬৭ শান্তিশঙ্কর চক্রবর্তী
৬৯ রমা বসু
৭০ সনৎকুমার দে
৭২ দিলীপকুমার দলুই
৭৩ হিরন্ময় ঘোষ
৭৫ কাঞ্চনকুমার দত্ত
৭৬ সুনীলচন্দ্র রায়চৌধুরী
৭৭ সুভাষচন্দ্র মল্লিক
৭৮ অমরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
৮০ যোগীন্দ্র ওয়াশাল
৮৩ অমলকুমার বসু
৮৫ কে, নারায়ণস্বামী
৮৯ বিষ্ণুদেওপ্রসাদ যাদব
৯৪ সন্ধ্যা রায়চৌধুরী
৯৭ রুণা দাস
৯৮ প্রণব চৌধুরী
৯৯ কল্যাণকুমার সরকার
১০০ কে, ও, টমাস
১০২ হৃষিকেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৩ প্রিয়ব্রত সান্যাল
১০৬ শুভ্রাদাশ গুপ্ত

ফলপ্রকাশ অসম্পূর্ণ

অঞ্জলি রায় (১৬), ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (৫৩), রাসবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় (৬৮)

ফলপ্রকাপ স্থগিত

ভুবনেশ্বরপ্রসাদ শর্মা (৮), অনিলবরণ সেন (১১), তপনকুমার গুপ্ত (৫৮), নির্মলকুমার সেনগুপ্ত (৮৮)

বার্তা বিচিত্রা

উত্তরপ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স

উত্তরপ্রদেশ গ্রন্থগার পরিষদের পরিচালনায় এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসীতে যে সার্টিফিকেট কোর্স আছে সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়েছে। এখন থেকে এলাহাবাদে বিভাগীয় পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার পরীক্ষা পরিচালনা করবেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের অভিজ্ঞানপত্র দেবেন। পূর্বে বোর্ড অফ ষ্টাডিজ এই কোর্স পরিচালনা করতেন। বিধান পুস্তকালয়ের গ্রন্থাগারিক মিঃ, এন, বি শ্রীবাস্তব বর্তমানে বোর্ডের ডিরেক্টার।

শিশুসাহিত্যের উপর আলোচনাচক্র

নতুন দিল্লীর চিলড্রেন্স্ বুক ট্রাষ্ট শিশুসাহিত্যের উপর একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন; উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী (তৎকালীন) শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ভারতীয় ভাষায় উন্নতমানের শিশুগ্রন্থ প্রকাশের বিষয় আলোচনা করা হয়। গ্রন্থাগারিক বি. এন. তেওয়ারী ডাকমাশুল থেকে শিশুগ্রন্থকে বাদ দেবার জন্য সুপারিশ করেন। শ্রীমতী লীলা মজুমদার বলেন 'সহজ ভাষায় সত্যকে শিশুসাহিত্যের মধ্যে তুলে ধরা উচিত'। এই আলোচনাচক্রে শিশুগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারের জন্য একটি শিশুগ্রন্থ সমিতি এবং শিশুগ্রন্থ সংস্থা স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। শিশুগ্রন্থের প্রকাশক ও সাহিত্যিকদের একটি ডাইরেক্টরী প্রকাশের, বিভিন্ন ভাষায় শি সাহিত্যের একটি সমীক্ষা করার এবং ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে শিশুগ্রন্থের একটি পৃথক তালিকা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়।

বিভিন্ন প্রদেশে এম্. লিব এসসি.

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান বছর থেকে এম. লিব. এস.সি. কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে গ্রন্থাগারের জন্য একটি নূতন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক পি. এন. কাউলার সাথে আলোচনা করেছেন। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এর মধ্যেই সাময়িক পত্রের জন্য ১০,০০,০০০ টাকা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বইয়ের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা এবং কর্মচারীদের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ইউ. জি. সি. ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য এই ব্যয় মঞ্জুর করেছে।

গৌহাটি গ্রন্থ সংগ্রহনালয়

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডঃ এম. এন. গোস্বামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ১,২৫০ টাকা দান করেছেন এবং এই টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বুক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়মানের গ্রন্থসূচী

ভারতীয় প্রকাশক সংস্থা ও গ্রন্থবিক্রেতা পরিষদ ১৯৬৫-৭০ সালের ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়মানের সমস্ত বইয়ের একটি স্থচী গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই স্থচীতে ৭০০০ বইয়ের নাম আছে। একপ্রস্থ গ্রন্থ কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরে গবেষণার জন্য দেওয়া হয়েছে। অপর প্রস্থ ভ্রাম্যমান গ্রন্থ প্রদর্শনীর জন্য দেশের বিভিন্নস্থানে ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক

বাংলাদেশ সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত পড়ুয়াকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ষষ্ঠ ও তদূর্দ্ধ শ্রেণীর পড়ুয়াদেরও সরকার স্থলভে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করবেন। এ জন্যে সরকারের ব্যয় হবে ১ কোটি টাকা এবং এতে ২৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে।

শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সম্মান

অধ্যাপক স্থনির্মল রায়ের লেখা 'চাঁদে পাড়ি' বইখানি শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করেছে। শিশু সাহিত্যের সেরা বই এই সম্মানের অধিকারী হয়।

নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে উপহার

বঙ্গীয় জাতীয় শিল্প ও বণিকসভা সম্প্রতি ছুহাজার দুষ্প্রাপ্য বই, সরকারী রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্য, বিশেষ করে এই অঞ্চলের প্রশাসন ও রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর তথ্য, নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যাণ্ড লাইব্রেরীকে দান করেছেন। সভার পক্ষে গ্রন্থাগার উপসমিতির সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজকুমার এস. সি. নন্দী মিউজিয়ামের শ্রী জে. এস. নাহালের হাতে এগুলি অর্পণ করেন।

পত্র-পত্রিকার সাহিত্য পুরস্কার

বাংলা সাহিত্যে লেখকদের সম্মানিত করবার জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে প্রত্যেক বছর সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার পক্ষ থেকে কয়েকটি বেসরকারী পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিচারকমণ্ডলী ১৩৭৮ সালের ঐ সকল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের নাম ঘোষণা করেছেন। এই বছর 'শিশিরকুমার পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীদিলীপকুমার রায়। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক যে সকল বই লিখেছেন তার জন্যই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ বছর 'মতিলাল পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

আনন্দ পুরস্কার

১৩৭৮ সালের সাহিত্যকৃতির জন্য আনন্দ পুরস্কার সমিতির 'প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীঅম্লান দত্ত এবং 'সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সুধীরচন্দ্র পুরস্কার

বিখ্যাত শিশুসাহিত্য পত্র 'মৌচাকের' পক্ষ থেকে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যের জন্য পাঁচশ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার এই পুরস্কার পেয়েছেন প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী।

উল্টোরথ পুরস্কার

বিশিষ্ট কবি হিসাবে এ বছরের পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমনীশ ঘটক।

জয়বাংলা পুরস্কার

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রদত্ত এ বছরের 'জয়বাংলা পুরস্কার' পেয়েছেন বাংলা দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আল মাহমুদ।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ, ডি

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি ১৯৭২-৭৩ বর্ষে খোলা হচ্ছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের কাছে বিশদ বিবরণ জানা যাবে।

হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন গ্রন্থাগার ভবন তৈরী হবে। নামকরণ হবে "নেহরু গ্রন্থাগার"।

অন্ধ্রপ্রদেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কীয় সরকারী দপ্তর

অন্ধ্রপ্রদেশের রাষ্ট্রমন্ত্রী মদনমোহনকে যে নতুন দপ্তরের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তার মধ্যে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি। তাঁর দপ্তরটি হচ্ছে টেকনিক্যাল এডুকেশন, পাবলিক লাইব্রেরী, ও ইয়ুথ সার্ভিস।

সঙ্কলনে : **মিনতি চক্রবর্তী**

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ

১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় উপরিলিখিত শিরোনামায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সূত্রে জানান যাচ্ছে যে আবেদন আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বিবেচিত হবে। উৎসাহী প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের তাঁদের গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পুস্তকসংখ্যা উল্লেখে যথাযোগ্য নিয়মে (স্বীয় প্রতিষ্ঠানের ছাপান প্যাডে বা ষ্ট্যাম্পসহ) আবেদন করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

পরিষদ ভবন	কর্মসচিব
৩ জুন, ১৯৭২	**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলুন

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভা নিম্নলিখিত তিনটি দাবীর উপর ভিত্তি করে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন :

(ক) তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের অনুরূপ এই রাজ্যেও গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক।

(খ) এই রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা হোক।

(গ) এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হোক।

কর্মসূচী : (১) গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ, (২) জেলা ও স্থানীয় ভিত্তিতে সভা, সম্মেলন আলোচনাচক্রের আয়োজন (৩) প্রতিটি গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই প্রস্তাবগুলির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ, (৪) বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মী সভার আয়োজন, (৫) সংবাদপত্র, জেলা ভিত্তিক সংবাদ পত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ, প্রবন্ধাদি প্রকাশ (৬) রাজ্য কনভেনশনের আয়োজন (৭) মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইন সভার সদস্য, শিক্ষাব্রতী এবং বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (৮) আন্দোলনের শেষ পর্য্যায়ে বিধান সভার নিকট গণ-ডেপুটেশন এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিকট গণ-স্বাক্ষর পেশ।

গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কর্তব্য

(১) প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী এই কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য তৎপর হোন। স্বাক্ষর সংগ্রহের ফরমের নমুনা এই সংখ্যা গ্রন্থাগারের সঙ্গে মুদ্রিত হল।

(২) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা সমূহ এবং পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে এই কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য অনুরোধ জানান হচ্ছে।

(৩) প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীর কাছে অনুরোধ, কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে (১৯৭২) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের বিশেষ সভা

সবিনয় নিবেন,

আপনারা হয়ত অবগত আছেন যে কলকাতার জনসাধারণের উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি দীর্ঘ ৭।৮ বছর ধরে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোন আর্থিক অনুদান পাচ্ছেন না। কলকাতার সমস্যাজর্জরিত গ্রন্থাগারগুলির জন্য যে সামান্য সাহায্য পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পাওয়া যেত তাও বন্ধ হয়ে যাওয়াতে গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দুরবস্থা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিষয়ে বারংবার বক্তব্য পেশ করা সত্বেও তাঁরা নীরব।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন সি, এম, ডি, এ। কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নেও এই সংস্থার ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণে সি. এম. ডি. এ. কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

উপরোক্ত দুটি বিষয় সম্পর্কে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বক্তব্য ও কর্মসূচী নির্ধারণে গ্রন্থাগারকর্মী ও অনুরাগীদের এক সভা আহ্বান করা হয়েছে, **রবিবার, ২রা জুলাই, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ।** স্থান: **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন, পি ১৩৪, সি, আই. টি স্কীম নং ৫২, কলকাতা-১৪** (ইন্টালী, পদ্মপুকুর বাস স্টপেজ)। ঐ সভায় আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

বিনীত—
প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

সভ্য-সভ্যা গ্রাহকদের প্রতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য-সভ্যা এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে যাঁদের ১৯৭১ সালের চাঁদা বাকী আছে, তাঁরা যদি বকেয়া পরিশোধে তৎপর না হন, তাহলে 'গ্রন্থাগারের' যোগান অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না।

প্রতিটি সভ্য-সভ্যা ও গ্রাহকের কাছে অনুরোধ জানান যাচ্ছে, তাঁরা যেন তাঁদের ১৯৭২-৭৩ সালের চাঁদা অবিলম্বে জমা দেন।

পরিষদ ভবন
৭ .৭২

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পরিষদ কর্মসচিবের চিঠি

জাতীয় গ্রন্থাগারে আই, এ, এস অধিকর্তা নিয়োগ সম্পর্কে সাম্প্রতিক খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা' প্রকাশ করা হল। এই চিঠির অনুলিপি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ILA, IASLIC, Govt. of India Librarians' Association, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ, Delhi Library Association এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংসদ সদস্যের নিকট ও সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ পাঠান হয়েছে।

Prof. Nurul Hasan.
Hon'ble Minister of Education& Social Welfare
Government of India,
New Delhi.

Reg : Appointment of an IAS officer for the post of the Director of National Library.

Respected Sir,

On behalf of the Bengal Library Association, and of the Library profession as such, we beg to express our deep concern at the news item published in the Amrita Bazar patrika dated 28.4.72, regarding the proposal of the Government of India for the appointment of an IAS officer for the post of the Director of National Library. If the news item is correct, we would like to place our professional views on the subject for your kind attention.

At the outset we beg to state that since the post of the Director of the National Library requires professional background and technical experience, a person having such essential prerequisites, should alone be chosen for the same. We like to state the following reasons in support of our views for your kind consideration.

(1) Library service is a professional service To organise the library service in an efficient and effective manner, the knowledge of library science is an essential prerequisite. National library is considered to be at the apex of the National Library system. It has a dominant role to organise reference and documentation service at the National level for research and higher study. To organise such a service at the national level, the key man of the organisation should have professional training and technical expertise of a very high level along with good academic and administrative background.

(2) To supervise the functioning of the library service and to direct the professional cadre of the library in right direction and to inspire and to lead them for better service, the person at the top should have a professional background of a very high order.

(3) If it is a question of day to day administration or personnel administration of the library only, there is already an administrative officer in the library. Moreover, the overall administration of the library rests with the Ministry of Education, Government of India. Something more than administration in the routine sense is needed here.

(4) In all other specialised institutions, persons having professional background are appointed as Heads of institutions. A teacher is appointed as head of a teaching institution, a scientist as head of a scientific organisation. It is, therefore, fully justified to claim that a professional librarian should alone be appointed as the head of a Library of any magnitude whatsoever.

(5) Persons having sound professional background, competence and professional expertise had so far been chosen for the exalted assignment of the post of National Librarian, since the inception of the National Library of India.

(6) If the Govt. decides to appoint an IAS officer as Director of the National Library, the best brains in our profeesion, with sound professional and academic background, administrative competence and technical expertise, will not even be considered for such post and our best men in the profession will be practically debarred from expecting a rise to the top professional post, which will be ethically wrong.

Sir, we are placing our views of resentment regarding the reported appointment of an IAS officer as Director of the National Library. We hope you would kindly give due consideration to our views

In this connection, we should like to state that we are extremely eager to see that the National Library is cured of all the maladies that have been badly affecting the institution for the last few years. We are, however, constrained to point out that different committees appointed by the Government of India, so far, have failed to look deeply into the deep rooted problems of the National Library in the manner it deserved. If we are given the scope, as a professional association obliged to look after the betterment of library sevices of our country, we are ready to place our views on such problems and suggest solution.

We should be grateful if your decision on the subject mentioned above could kindly be intimated to us at your earliest opportunity.

Yours faithfully,
P. RAYCHAUDHURY
Secretary

GRANTHAGAR

Volume 22 : No. 1 : April-May (Bais. 1379 B. S.)

Editorial : **Rammohan Ray**

Rammohan Ray, the father of the nation, was born in the dark age of the Indian heritage. The people of that period was chained by superstitions, and Rammohan Ray was the personality to give a right blow to these superstitions.

He was also the pioneer to fight for the freedom of press and to spread education in general. To commemmorate the bi-centenary year of his birth, the Central Government established Rammohan Ray Library Foundation for the development of the library services in the country.

[P. 1] B.C.

Library Movement in Bengal (39) by Gurudas Bandyopadhyay

This instalment begins with the resolutions adopted by the Purulia Conference, 1957, which recommended a planned library system in the state. It also records the results of the Cert. Lib. and Dip. Lib. examinations for the year 1957. It narrates the meeting on the occasion of Library Day, held on the 20th December at the University Senate Hall which was presided over by principal P. K. Basu. Mr. Nirmal Kumar Siddhanta, Vice-Chanceller, Calcutta University inaugurated the meeting. The rally was addressed, among others, by Messrs. Hemendra Prasad Ghosh, Joges Chandra Bagal and Pramilchandra Basu and adopted a resolution requesting the Library Advisory Committee of the Government of India to consider the opinion of the professional organisations for introduction of a free public library system in the state.

[P. 3] A.G.

Universal Decimal Classification (9) : Alphabetical and (non-decimal) numerical subdivision by Bimal Kanti Sen.

Discusses how alphabetical non-decimal devices are employed to build up specific U. D. C. numbers for individual names.

[P. 9]

Jessore Public Library by Mr. Emdadul Islam

Mr. Islam describes, in this article, the manifold activities and role of the Jessore public library in the socio-cultural life of Jessore, which, as the author thinks, was an important factor in the emergence of an independent 'Bangladesh'.

[P. 12] A.G.

Influence of Rural Libraries by **Satya Chattopadhyay**

The article deals with the problem of the rural libraries and suggests how the library can serve the society with (a) Reference Service (b) social service and (c) cultural activities in spreading of education in the villages and quenching the thirst of knowledge of the rural masses.

[P. 14] A.G.

Periodicals Review : Granthalay Vijnan. Vol. 1. No. 1.
Ed. P. N. Kaul & S. Raghava.

Reviewed by Nirmalendu Mukherjee.

[P. 16]

News from the Libraries

Burdwan : Pallimangal Samiti, Pandabeswar ; **Hooghly** : Tarun Sangha Pathagar, Kewta ; **Howrah** : Belur Public Library, Belur Math ; **Nadia** : Vivekananda Pathagar, Kandoa.

[P. 19] A.G.

Association Notes.

Council Meeting

The Council of the Bengal Library Association met on the 31st March, 1972, with Mr. Pramil Chandra Basu on the chair to consider the programme for the year 1972-73. It resolved to launch a movement on the basis of three main demands of (a) Library Legislation for the state, (b) Introduction of chool library system under a qualified whole-time librarian and (c) increase in the library expenditure ; to try to realise the recommendations of the 29th Bengal Library Conference ; and to observe the International Book Year in a befitting manner. It also chalked up a programme for the various branches on the basis of recommendations of the respective Committees. The Council also passed the Budget for the year 1972-73.

Meeting of the Executive Committee

The Executive Committee of the Bengal Library Association met on the 6th May with Mr. Ajit Kumar Mukherjee on the chair. It called upon all of the members to make the Ninth IASLIC conference a success. It accepted the recommendations of Mr. P. B. Roy regarding appointment to the posts for compilation of Union Catalogue of social science periodicals. It also decided to convene a meeting of the council to consider the recommendations of the All India Seminar on Public Libraries and resolved to present a memorandum to the U.G.C. Committee for the Reorganisation of the Calcutta University.

The meeting of the Executive Committe, held on the 29th May was presided over by Mr. P. B. Roy. It considered the draft memorandum for presentation to the U.G.C. Committee for Re-organisation of Calcutta University and decided to finalise it on the 8th June, 1972. It also accepted the resignation of the Office Assistant, Mr. A. Chakravorty and amended the scale of pay of the Office Assistant.

Delegates of the Ninth IASLIC conference at B. L. A.

The delegates of the ninth IASLIC conference were invited to a tea at the B. L. A.

Summer Session of Cert. Lib. Course

The Summer session of the certificate course of training was inaugurated on the 6th April.

[P. 21] A G.

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু—
পশ্চিমবংগ সরকার
কলিকাতা-১

মহাশয়,

ইউনেস্কোর আহ্বানে ১৯৭২ সাল 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই গ্রন্থবর্ষ উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য হল জনগণের জন্য গ্রন্থব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি করা। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ভাষণদান কালে মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীভি, ভি, গিরি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রন্থের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য রাজ্যে রাজ্যে আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বর্ষে পশ্চিমবংগের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত যে তিনটি সুপারিশ পেশ করেছেন তা বিবেচনার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।

(ক) তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের অনুরূপ এই রাজ্যেও গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনাচাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক।

(খ) এই রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা হোক।

(গ) এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্যশিক্ষা বাজেটের শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হোক।

বিনীত—

স্বাক্ষর

ঠিকানা

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C. I. T. Scheme No. 52, Cal-14

Phone : 44-8566

Dated : 26-5-72

SITUATION VACANT

1 POST : OFFICE ASSISTANT

2 NATURE OF DUTIES : All works related to office management and operation, such as, correspondence work, typing work, despatching work, attending querries, keeping records and files, outdoor work etc,

3 WORKING HOURS 40 hours in a week, with one full and one half weekly holidays. The selected candidate will have to work 7 hours per day for five days and 5 hours fŏr one day. The duty hours may be in between 9 A. M. and 9 P. M. on any day of the week to be assigned by the Secretary from time to time.

4 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED : (1) S. F. Pass
(2) Knowledge of typing

5 SALARY : (1) Rs. 125-5-250 (all found).
(2) Commission will be paid on procurement of advertisement for 'Granthagar' (monthly organ of the Association) and other publications of the Association.

6 APPLICATION PROCEDURE : Candidates are required to apply latest by 24th June, 1972 (9-00 P. M) to the Secretary, Bengal Library Association giving following Particulars :

Name, Father's name, Present and Permanent addresses, Age and Date of birth, Academic and other qualifications, if any.

Applications will be received in between 6-30 P. M. and 9 P. M. in the abovementioned office of the Association on normal working days.

P. Roychaudhury
Secretary

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ২ } *গ্রন্থাগার পরিষদ বিশেষ সংখ্যা* { ১৩৭৯, জ্যৈষ্ঠ

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়নে, বিভিন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে এক বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থাগার পত্রিকায় করার ইচ্ছা ছিল, একারণে সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই যথারীতি তাঁদের কার্যাবলীর বিবরণ চেয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্র কয়েকটি পরিষদ তাঁদের বিবরণী পাঠিয়েছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন কেবলমাত্র কোন রাজ্য বা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর বিস্তৃতি ব্যাপক। এ জন্যই প্রয়োজন প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা। এ গূঢ় সত্য সকলে স্বীকার করলেও কার্যক্ষেত্রে আমরা যেন উদাসীন হয়ে পড়ি। যা হোক, আশা করছি ভবিষ্যতে এই পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হবে।

অবিভক্ত ভারতের বঙ্গদেশ এবং একালীন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে বর্তমানের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯২৫ সালের ২০ ডিসেম্বরে কলকাতার অ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউটে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক জে, এল, চ্যাপম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত হয় 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন'। এই 'অ্যাসোসিয়েশন'ই এতদঅঞ্চলের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল সংস্থা। এই সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি এবং শ্রীসুশীলকুমার ঘোষকে সম্পাদক নির্বাচিত করে 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন' তার কর্মধারায় এগিয়ে যায়। ১৯২৮ সালের ২২ জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের' নাম পরিবর্তন করে করা হয় 'বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ'। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। ১৯৩৩ সালে পুনরায় বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের নাম পরিবর্তিত করে 'বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন' রাখা হয়।

১৯৭২ সালের ২২, আগস্টের সাধারণ সভায় 'বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনে'র সঙ্গে বন্ধনীতে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' নাম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৩৪ সালে পরিষদের সহযোগিতায় হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাসের শিক্ষাক্রম চালু হয় এবং পরিষদের মুখপত্র 'বেঙ্গল লাইব্রেরী' অ্যাসোসিয়েশন বুলেটিন' প্রকাশিত হয়। এই বুলেটিন ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ত্রৈমাসিক 'গ্রন্থাগার' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে গ্রন্থাগার পত্রিকা দ্বাবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করেছে। পত্রিকাটি পরিষদ সদস্যদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়। অবাঙালী পাঠকদের সুবিধার্থে বর্তমানে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের এক সারাংশও ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ তিনকড়ি দত্ত স্মরণে 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে প্রতিবৎসর তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক দেওয়া হয়। পরিষদের প্রকাশনের সংখ্যা ৯ খানি।

পরিষদের বর্তমান সাধারণ কার্যালয় নিজস্ব ত্রিতল ভবনে অবস্থিত। অবিলম্বে চতুর্থতল নির্মিত হবে আশা আছে। ১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন এই পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। গৃহনির্মান বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে এ পর্যন্ত ৬৭,৫০০ টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১২,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও পরিষদের বিভিন্ন সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের দানে পরিষদ ভবন গড়ে উঠেছে।

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বর্তমানে ৩৫ বৎসর চলছে। দুটি পর্যায়ে এই শিক্ষাক্রম চালু আছে, ৬ মাসের গ্রীষ্ম কালীন পাঠক্রম ও ১০ মাসের সপ্তাহান্তিক শিক্ষাক্রম। বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার ও পরিষদ ভবনে নিয়মিত শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা আছে। দুটি শিক্ষাক্রমে প্রতিবৎসর ১৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পরিষদ অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কর্মী সম্পর্কীয় যাবতীয় সুব্যবস্থার জন্য ক্রমেই সুদৃঢ় আন্দোলন করছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তন, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য পরিষদ সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট। জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা গঠন, গ্রন্থাগার দিবস পালন, বার্ষিক সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন, আলোচনার ব্যবস্থা করা ও সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম নিয়মিত কর্মসূচী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এক সুষ্ঠুরূপ দিয়েছে, এনেছে গ্রন্থাগার আন্দোলনে নতুন প্রেরণা ও চেতনা। এ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষদ এক ও অভিন্ন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে আসাম

গীতা চট্টোপাধ্যায়

অতি প্রাচীন কাল থেকেই আসাম শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উন্নতিশীল দেশ। প্রাচীন কামরূপের রাজা ও প্রজারা সকলেই শিক্ষা সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। বিশেষ করে অহম রাজাগণ সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁরা তাঁদের রাজকীয় মহাফেজখানায় প্রাচীন দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। এইভাবে শুধু রাজকীয় সংগ্রহশালায় নয় অন্যান্য ধনীগৃহেও গ্রন্থ সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকেই সরকারী আনুকূল্যে আসামের গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে। সরকারী প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। ১৯০৩ সালে শিলং-এ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থাগারকে ১৯৫৬ সালে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হয়, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আসামে পিরামিড সদৃশ রাজ্যব্যাপী এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ঐ বৎসরই শিলচর, তেজপুর, ধুবড়ী, গৌহাটি, ডিব্রুগড়, নওগাঁ ও জোরহাটে সাতটি সমতলভূমিতে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এই সব জেলা গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য ১৯৫৭ সালে ৪০,৭০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়। ১৯৫৮-৬০ সালের মধ্যে নতুন গৃহে জেলা গ্রন্থাগারগুলি স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯৬৭-৬৮ সালে আইজল, দিফু, হাফলং যোহাই, এবং তুরা—এই পাঁচটি পার্বত্য জেলাতেও জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে যোহাই ও তুরা বর্তমানে মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৭-৭০ সালের মধ্যে গোলপারা, গোলাঘাট, করিমগঞ্জ, উত্তর লখীমপুর, শিবসাগর, বারপেটা, হাইলাকান্দি, কোকরা জহর, মঙ্গলদাঁওই, নলবাড়ী—এই দশটি মহকুমায় মহাকুমা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইগুলি স্থানীয় গ্রন্থাগার ভবনেই অবস্থিত। ১৯৫৫-৫৬ সালে গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য ৪টি ভ্রাম্যমান গ্রন্থযান কেনা হয় এবং ১৭০টি গ্রন্থ বিনিময় কেন্দ্র খোলা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে গ্রামগুলিতে মোট ২,১৮০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং এইগুলি চালু রাখার জন্য ১৯৬৭-৬৮ সালে ১,২৬,৩৪৩ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী আসামের ১২ কোটি লোকের মধ্যে ২৭.৪% জন শিক্ষিত। কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমার গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষিত জনসংখ্যার খুব অল্প অংশই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কেননা দেশের বৃহৎ সংখ্যক লোকই বাস করে গ্রামে। ২৫,৬৯০টি গ্রামের ২১৮০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার আর ১৭০টি গ্রন্থ বিনিময় কেন্দ্র এই

বিরাট সংখ্যক জনগণের গ্রন্থ পিপাসা মেটাতে পারে না। এক কথায় বলা যায় গ্রামের শতকরা ৮৮ জন এবং সহরে শতকরা ৬১ জন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং বলা যায় সরকারী উদ্যোগে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হলেও গত ১৫ বছরে আসামের জনগণের বহুলাংশই এখনও গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন নি।

কেন্দ্রীয় ও জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে ১৯৬৫-৬৫ সালে ২,৫৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে মহকুমা গ্রন্থাগারসহ এই ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে মাত্র ৩,৫০,০০০ টাকা। তার মধ্যে গ্রন্থ ও পত্রিকাদির জন্য ব্যয় হয়েছে ৫৪,৭০০ টাকা, কর্মীদের জন্য ১৫,২০০ টাকা এবং আসবাবপত্র ইত্যাদির জন্য ২,৭৯,১০০ টাকা। পার্বত্য জেলাগুলির গ্রন্থাগারে ১৯৬৯-৭০ সালে ৬০,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে গ্রন্থ ও পত্রিকাদির জন্য এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে পৃথক ৬০,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে কর্মী, আসবাবপত্র ইত্যাদি গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিষয়ে। এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০ সালে আসামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৬,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ পাঁচ পয়সা। এর এক পয়সা ব্যয় গ্রন্থের জন্য এবং ৪ পয়সা খরচ হয় কর্মী ইত্যাদি বিষয়ের জন্য।

সুদক্ষ গ্রন্থাগার কর্মীর অভাব আসামে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর কারণ খুব সম্ভবতঃ আসামে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিক্ষালয়ের অভাব ও গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বল্প বেতন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ১২৬ জন গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে মাত্র ২২ জন সুদক্ষ গ্রন্থাগার কর্মী ছিলেন। ১৯৬৯-৭০ সালে ১৬৫ জন গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে দক্ষ ছিলেন ২৭ জন। অর্থাৎ সুদক্ষ কর্মীদের সংখ্যা শতকরা ১৭ জন। ২,১৮০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে মূলতঃই অদক্ষ ও আংশিক সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হয়। একথা অনস্বীকার্য যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের একান্ত অভাব আসামে আছে এবং গ্রন্থাগারগুলি বিজ্ঞানসম্মত করার দিক থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ৭টি জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল ২,৯৩,৮৭৯ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩,৯৪,৭৮৭। এই গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যে মহকুমা গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহও আছে। আসামের সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ৪,৩২,০০০। এই হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আসামে প্রতি ১০০ জনে ০'৬ খানি গ্রন্থ আছে এবং মাথাপিছু গ্রন্থ সংগ্রহ '০০৬। ১৯৬৫-৬৬ সালে আসামে কেন্দ্রীয় ও সমতলের জেলা গ্রন্থাগারে পাঠক সংখ্যা ছিল ১৪,৫০৭ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২১,৯৭০ জন। এর মধ্যে ৩৭২ জন শিশু পাঠক। প্রতিদিন গড়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে ৪৫০ জন এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে ২২৫/৩০০ জন পাঠক আসেন। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে শিশু-বিভাগে প্রতিদিন ৫০/১০০ জন শিশু পাঠক আসে। ৫টি জেলা গ্রন্থাগারে ৫০০০, ১০টি মহকুমা গ্রন্থাগারে ২০০০ এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে ৫৪০ জন পাঠক গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। এই হিসাব অনুযায়ী আসামের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭ জন নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন অর্থাৎ হাজারে ৭ জন গ্রন্থাগার সদস্যভুক্ত হয়েছেন।

গ্রন্থ ব্যবহারের হিসাব করলে দেখা যায় যে, ১৯৬৯-৭০ সালে ১,৩৯,১৪৭টি গ্রন্থ লেনদেন করা হয়েছে। তারমধ্যে ৭২৩৮টি গল্পের বই এবং ৬৬,৭৪৯টি অন্যান্য বিষয়ের বই। ভাষাগত হিসাবে দেখা যায় ইংরাজী বইয়ের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী, (৪৫,৩৭১) তারপর বাংলা (৩৭,০৭০,) তারপর হিন্দী (১৯,৬৯৯)। সমতলের জেলাগুলিতে ৩,৭৯,৬৬৫টি গ্রন্থ লেনদেন হয়েছে। তারমধ্যে ২,১৬,৯৩৩টি গল্পের বই, ১,৬২,৭৩২টি অন্যান্য বই। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাঠককক্ষে ৭৫ থেকে ১০০টি গ্রন্থ পাঠকেরা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। অন্যদিকে পার্বত্য জেলা গ্রন্থাগারে ১০,০০০, মহকুমা গ্রন্থাগারে ২০,০০০ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ১,০৯,১৮৮টি গ্রন্থ বাড়ীতে পড়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ফলে দেখা যায় আসামের গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ লেনদেনের মোট সংখ্যা ১২,৬৬,৮১২ অর্থাৎ প্রতি হাজার জনে ৬২টি গ্রন্থ এবং মাথাপিছু '০৬২ গ্রন্থ লেনদেন করা হয়েছে।

১৫ বছরের গ্রন্থাগার সমীক্ষায় দেখা যায় আসাম গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খুব কমই উন্নতি হয়েছে। এর প্রধানতম কারণ বিধিবদ্ধ গ্রন্থাগার আইনের অভাব। যে কোন প্রদেশেই পিরামিড সদৃশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু থাকুক না কেন গ্রন্থাগার আইন ভিন্ন সেই ব্যবস্থা সুসংবদ্ধভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আসামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে কাঠামো বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে, গ্রন্থাগারে জন-সংযোগের আদর্শ সার্থক করতে হলে গ্রন্থাগার আইন একান্ত প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে আসামের গ্রন্থাগার পরিষদ বিশেষভাবে সচেষ্ট। এই কারণে আসামের গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন।

১৯৩৮ সালে একটি অধিবেশনের মধ্য দিয়ে ১৯৩৯ সালে কার্যকরী ভাবে 'অসম পুঁথিভবাল সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ আসামের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কার্যক্রম অনুসরণ করে। এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন কুমুদেশ্বর বড়ঠাকুর। প্রথম যুগে এই আন্দোলনকে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রচলন করার উদ্দেশ্যে কুমুদেশ্বর ও অন্যান্য উৎসাহী গ্রন্থাগার কর্মীরা হাটে বাজারে পথসভা করে জনগণকে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। এইরকম এক বক্তৃতা দেবার সময় কুমুদেশ্বর বড়ঠাকুর ও অন্য দুজন অধ্যাপককে গ্রামের লোকেরা 'নিজের কাজকর্ম ছেড়ে বাজারে কি বকছ' বলে তাড়া করেছিল।—এমন ঘটনাও ঘটেছিল যে কখনো বড়ঠাকুরকে পুলিশ বা হাকিমের সামনে জবানবন্দী দিতে হয়েছিল। গৌহাটিতে সঙ্ঘের প্রথম সভায় বেশী লোক জমায়েত করার জন্য ছাত্রদের দিয়ে সভায় বিনামূল্যে চা ও দুধ খাওয়ানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল। বড়ঠাকুর ও তাঁর সহযোগীরা এই সব ঘটনায় দমে না গিয়ে মুষ্টি ভিক্ষার আশ্রয় নিয়ে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের পাঠাগার গড়ে তোলার জন্য নিজেদের পিতা-মাতার কাছে আব্দার করার জন্য পরামর্শ দিতেন। প্রথম দিকে এই আন্দোলনের কর্মীরা বিশেষ কৃতকার্য হননি সত্য কিন্তু চতুর্দিকে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এক মহান আদর্শকে লক্ষ্য করে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'একলা

চলোরে' বাণী অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের চলা পথে তাঁরা যে দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই দীপের আলোকে আজ এই সঙ্ঘ উদ্ভাসিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চমদশক থেকে সঙ্ঘের কার্যকলাপ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ১৯৬৮ সালে সঙ্ঘের উচ্চ-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আসামের গ্রন্থাগার পরিষদের তিনটি লক্ষ্য: আসামে রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা এবং গ্রন্থাগার আইন প্রচলন করা। গৌহাটিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণক্রম চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের দ্বিতীয় লক্ষ্য সার্থক হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আসামের গ্রন্থাগারগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাব দূর হবে। ১৯৭০ সালে পরিষদের ৮ম বার্ষিক সম্মেলনে গ্রন্থাগার আইন সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়। এই খসড়া প্রস্তাবটি রচনা করেন শ্রীরঙ্গনাথন। তিনি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এই সম্মেলনে খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। এই আইনের উপর আলোচনাকালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং শিক্ষামন্ত্রী এই আইন বিধিবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তথাপি আজও পরিষদের অক্লান্ত প্রচার ও প্রচেষ্টার ফলে আসামে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি।

১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে গৌহাটিতে পরিষদের ৯ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নতুন পরিস্থিতিতে ও আসামের প্রয়োজন নিরূপণ করে জে, আর, মিট্টাল ও যজ্ঞেশ্বর শর্মা পূর্বোক্ত খসড়া প্রস্তাবটি সংশোধন করে আর একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সম্মেলনে একটি সংশোধিত সংবিধানও আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। এই খসড়া গ্রন্থাগার আইন ও সংশোধিত সংবিধান সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে সভ্যদের বিবেচনার্থে প্রচার করা হয়। আসামের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই ৯ম সম্মেলনের গুরুত্ব সমধিক। কারণ এই সম্মেলন এই খসড়া আইন ও সংবিধান গ্রহণ করে আগামী দিনে সঙ্ঘকে নতুনভাবে সংগঠিত করে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে সঙ্ঘের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যে সমস্ত প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে সে সমস্ত প্রদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অন্য সমস্ত প্রদেশ থেকে অনেক উন্নত ও সুসংবদ্ধ। এইজন্য অসম পুঁথিভবাল সঙ্ঘের সভাপতি মহেশ্বর নেওগ বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই সঙ্ঘের একমাত্র দায়িত্ব গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সংগঠনকে সুগঠিত করে তোলা। আশাকরি আসামের গ্রন্থাগার সঙ্ঘ অচিরেই তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

নির্দেশিকা: Souvenir of Assam library Asso.
J. R. Mittal—Library Service in Assam.
মহেশ্বর নেওগ—৯ম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ
Report of the 8th conefrence of Assam Library Association-Herald of Library Service. 1965

অন্ধ্রপ্রদেশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

পি, নাগভূষণম

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের থেকে ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে সূত্রপাত হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সেই ধারারই একটি প্রকাশ।

১৯১৪ সালের ১০ই এপ্রিল বেজওয়াদায় গ্রন্থাগারিকদের একটি সভা আহুত হয়। এই সভা থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয় ও গ্রন্থাগার সমিতি গঠিত হয়। সেই থেকে প্রতি বছর নানা জায়গায় এই সমিতির উদ্যোগে গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ পর্যন্ত এইরূপ ৩৩টি সম্মেলন হয়েছে। সম্মেলনগুলিতে প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিল। ১৯১৫ সাল থেকে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং কালক্রমে ঐ পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়, ১৯১৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে ২০ জন গ্রন্থাগার কর্মীকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ছাড়া এই কর্মীগণ রাজনীতি, অর্থনীতি, সহযোগিতা, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষালাভ করেন, এই ধরনের শিক্ষাদান পরবর্তী কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে। একমাসব্যাপী এই শিক্ষণব্যবস্থা ছাড়াও গ্রন্থাগার ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের কর্মীদের জন্য ৩ বা ৭ দিনের পুনরচর্চা পাঠক্রম (Refresher Course) পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত উৎসবাদিরও আয়োজন করা হয়। নিজ নিজ এলাকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জেলা, তালুক ও সহর গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রধান কর্মকেন্দ্র থেকে অন্যান্য গ্রন্থাগার সমূহকে নিবন্ধীকরণ, সরকারী সাহায্য, বিনামূল্যের পুস্তক ও শাসনকার্য পরিচালন বিষয়ের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করা হত।

১৯৩৮ সালে শ্রীকোমা সীতারামাইয়া (Sri Komma eetaramaiah) নামে একজন কর্মীর দানে এক একর পরিমিত একখণ্ড জমি সংগ্রহ করে দশবছর পরে সেখানে সমিতির গৃহ নির্মাণ করা হয়। উল্লিখিত ভদ্রলোকের উদ্যোগেই সমিতির অধীনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান অন্ধ্র গ্রন্থালয় ট্রাষ্ট গঠিত হয়—১৯৪৩ সালে। সমিতির গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব ঐ ট্রাষ্টের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং ১৯৫৮ সালে বাপুজী মন্দির সহ গৃহের নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ঐ গৃহের দোতলার নাম হয় Sri Sarvottama Bhavanam.

গৃহ নির্মাণের কাজ ছাড়া এই ট্রাষ্ট বয়স্কদের শিক্ষা ও কৃষি সংক্রান্ত কিছু পুস্তক প্রকাশের দায়িত্বও নিয়েছে। অবসারপ্রাপ্ত সহকারী কৃষি অধিকারিক Sri Goteti Jogiraju কৃষিবিষয়ক ২০ খানা পুস্তকের একটি সেট প্রস্তুত করেন। তিনি যে শুধু বিনামূল্যে সমস্ত

পুস্তক ও ২৫০০ টাকা দান করেন তাই নয় ঐ সমস্ত বইগুলির স্বত্বাধিকারও এই ট্রাষ্টকে দিয়েছেন। এ পর্যন্ত এই ট্রাষ্ট ১৮ খানা বই বের করেছে এবং এই বই বিক্রয়ের সমস্ত অর্থের সাহায্যে আর একটি গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। দাতার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় Jogiraju Bhavanam এই গৃহটি বর্তমানে সমিতির কর্মসচিবের বাসগৃহ ও অতিথি ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমিতি এবং ট্রাষ্টের প্রকাশনসমূহ পরিবেশনের দায়িত্ব সম্প্রতি 'গ্রন্থালয় পুস্তকশালা'-র কাছ থেকে এই ট্রাষ্টের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এই সমিতি গান্ধী স্মারক নিধির সহযোগিতায় গান্ধী সাহিত্যের প্রধান গ্রন্থাগার হিসাবে অন্ধ্রপ্রদেশে গান্ধী সাহিত্য নিকেতনের সৃষ্টি করে। গান্ধী শতবার্ষিকীর সময় দশখানা ইংরাজী ও হিন্দী বই-এর অনুবাদ প্রকাশ করা হয়, যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হবে। বর্তমানে সমিতির হীরক জয়ন্তী উৎসব পালনের কাজ আরম্ভ হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি বিস্তৃত ইতিহাসও প্রকাশ করা হবে।

সাধারণ সভ্যদের বার্ষিক পাঁচ টাকা হারে চাঁদা দিতে হয়। জেলা পরিষদ, কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য জেলা প্রতিষ্ঠানকে ৫০ টাকা হিসাবে চাঁদা দিতে হয়। গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ও সমবায় সমিতিগুলিকে ১০ টাকা, মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েৎ সমিতিগুলিকে ২৫ টাকা, এবং গ্রন্থাগার, পাঠকেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে বাৎসরিক ৫ টাকা হারে চাঁদা দিতে হয়।

আজীবন ব্যক্তিগত সভ্যদের মধ্যে প্রধান পৃষ্ঠপোষকগণকে ১,০০০ টাকা নগদ অথবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দিতে হবে। যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁদের ২৫০ টাকা নগদ অথবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দিতে হবে। আজীবন সভ্যদের কমপক্ষে ১০০ টাকা (নগদ কিনিলে) দিতে হবে। ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত সভ্যগণ গভর্নিং কাউন্সিলের প্রস্তাবে কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এছাড়া কার্যনির্বাহক সমিতির প্রস্তাব মত গভর্নিং কাউন্সিল কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করেন। সমিতির সাধারণ সভ্য ছাড়া বর্তমানে ৪ জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ৪ জন পৃষ্ঠপোষক ১১২ জন আজীবন সভ্য এবং ৬৯ জন বিশেষ প্রধান সভ্য আছেন যাঁরা ১০০ টাকার কম দিয়েছেন।

প্রতি দুবছর অন্তর সাধারণ সভা কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ নির্বাচিত করে। নীচে বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম দেওয়া হল :—

সম্মানিত সভাপতি—শ্রী আই, ভি, রামাণয়া

সভাপতি—শ্রী কে, নারায়ন রাও।

সহসভাপতিগণ—সর্বশ্রী এম, ভোজী রেড্ডি ; এন, ভেঙ্কয়া ; সি, গোবিন্দ রাও ; বালকোটেশ্বর রাও ; এন, হরিশচন্দ্র রেড্ডি।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রী সি, শেষাগিরি রাও।

কর্মসচিব—শ্রী পি, নাগভূষণম।

সহকর্মসচিবগণ—সর্বশ্রী বি, ভেঙ্কটারামা রাও; জি, রামা মূর্তি; কে, নগেন্দ্রহু, এম রাজলক্ষ্মী দেবী; এম, সুব্রামান্থ রাজু।

বেজওয়াদায় সমিতির নিজস্ব গৃহ আছে। শ্রী জি, হরিসর্বোত্তম রাও যিনি পঁচিশ বছর ধরে এই সমিতির সভাপতি ছিলেন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের নাম রাখা হয় শ্রী সর্বোত্তম ভবনম।

সভ্যদের প্রদত্ত চাঁদা এই সমিতির আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া সমিতি কিছু বইও প্রকাশ করে সেগুলি বিক্রয় করে সমিতি কিছু টাকা পায়; সরকারী সাহায্য অবশ্য সমিতি পায় না। সম্প্রতি 'গ্রন্থালয় সর্বস্বম্' পত্রিকাটি ছাপাবার জন্য সরকার একবছর অন্তর ২০০০ টাকার অনুদান দেয়। অবৈতনিক কর্মসচিব নিজেই প্রধানতঃ সমিতির সব কাজ দেখাশুনা করেন। সমিতির কোন স্থায়ী বেতনভূক কর্মচারী নেই।

১৯৬৬ সাল থেকে তেলেগু ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সের প্রবর্তন করা হয় এবং এই কোর্স অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের অধিকর্তার (Director of Public libraries) অনুমোদনক্রমে চারমাস ধরে এই কোর্স পরিচালিত হয়। প্রতি শিক্ষাক্রমে ৪০ জন ছাত্রকে শিক্ষাদান করা হয়। এদের মধ্যে ২০ জন গ্রন্থাগার অধিকর্তা (Director of Pub. Libs.) কর্তৃক বিভিন্ন জেলা গ্রন্থালয় সংস্থাসমূহের প্রবীণ কর্মীদের মধ্য থেকে মনোনীত হন। অন্য ২০ জন ম্যাট্রিকুলেশন বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক মনোনীত হন।

তেলেগু ভাষায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে। সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সময় তিনখণ্ডে 'গ্রন্থাগার প্রগতি' প্রকাশ করা হয়, অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসের উৎস স্বরূপ। ২০০০ টাকার একটি অনুদানের সাহায্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিসর্বোত্তম রাও এর জীবনী প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। ভারত সরকারের সাহায্যে তেলেগু ভাষায় একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করা হয়েছে। সমিতির প্রকাশনের মোট সংখ্যা ৩০, প্রতিমাসে তেলেগু ভাষায় গ্রন্থালয় সর্বস্বম্ নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা দ্বাত্রিংশতি বর্ষে পদার্পন করেছে। শ্রী পি, নাগভূষণম এই পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এবং সভ্যগণকে বিনামূল্যে এই পত্রিকাটি দেওয়া হয়। পত্রিকাটির বার্ষিক চাঁদার হার ১০ টাকা, সর্বমোট ১০০০ খানি পত্রিকা প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমিতির একটি গ্রন্থাগার আছে কিন্তু কর্মীর অভাবে জনসাধারণ সেটি ব্যবহার করতে পারেন না।

সাধারণ সভা ছাড়া ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি গভর্নিং কাউন্সিল ও কার্যকরী সমিতি আছে, এছাড়া কোন উপসমিতি এখানে নেই। সমিতির বিভিন্ন কার্যাবলীর পরিচালন ভার কার্যকরী সমিতির উপর ন্যস্ত আছে।

অনুবাদ: শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

কেরালা গ্রন্থশালা সংঘম

পি, এন, পানিকর

কেরালা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবার অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৩০ সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারগুলি গড়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে মালাবারে মালয়ালাম সাহিত্যিক শ্রী সি, কুঞ্চিরাম মেননের নেতৃত্বে 'সমস্ত কেরালা পুস্তকালয় সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৩৩ সালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে একটি গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। কিন্তু উপরোক্ত এই সংস্থা দুটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। এরপর ইংরেজ আমলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ভুক্ত মালাবার জেলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রী সি, রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কংগ্রেস একটি সরকার গঠন করেন। প্রকৃতপক্ষে মালাবারে এই সময় থেকেই গ্রন্থাগার আন্দোলনে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়।

১৯৩৭ সালের ১১ই জুন গান্ধীজীর সহযোগী শ্রী কে কেলাপ্পাস-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'মালাবার ব্যায়ামশালা সংজ্ঞ'টি গঠিত হয়। শিক্ষাবিদ্ শ্রী ই, রমন মেনন প্রথম সভাপতি-রূপে নিযুক্ত হ'ন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ৪১-এর আন্দোলন এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে।

কেরালা গ্রন্থাগার আন্দোলনের আধুনিক ইতিহাস কেরালা গ্রন্থশালা সংঘম্ বা কেরালা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৫ সালে ত্রিবাঙ্কুরে মাত্র ৪৭টি সদস্য গ্রন্থাগার নিয়ে এই পরিষদটির জন্ম হয়। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যের একীভূত হবার পর সমস্ত সরকারী গ্রন্থাগারগুলি এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেরালা রাজ্যের জন্ম এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতিকে সাহায্য করে। পরিষদটি ১৯৭০ সালে রজতজয়ন্তী পালন করে। সরকারী আনুকূল্যে গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন আছে।

বর্তমানে পরিষদের সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৮৬২। তাছাড়া উপপৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা ১৩, আজীবন সদস্য সংখ্যা ৮৯ এবং সংস্থা সদস্য (Corp. body) সংখ্যা ১।

সরকার প্রদত্ত বার্ষিক অনুদান অনুসারে সদস্য গ্রন্থাগারগুলিকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা:—

শ্রেণী	অনুদান	চাঁদা
'ক'	১২০০'০০	৫০'০০
'খ'	৭০০'০০	৩০'০০
'গ'	৫৫০'০০	২৬'০০
'ঘ'	৪৫০'০০	২০'০০
'ঙ'	৩২৫'০০	১৭'০০
'চ'	২৭৫'০০	১৫'০০
'ছ'	২৪০'০০	১৩'০০
'জ'	১৮০'০০	১০'০০
সরকারী অনুদান বিহীন		৯'০০
উপ পৃষ্ঠপোষক		২৫০'০০
ব্যক্তিগত আজীবন সদস্য		১০০'০০
যৌথ সংস্থা সদস্য (Corp. body)		১০০'০০

পরিষদটি পরিচালনার ব্যয় বাবদ সরকারের নিকট থেকে বার্ষিক ১,৩৬,৭৪২ (১৯৭১-৭২) টাকা লাভ করে। তাছাড়া পরিষদের অন্যান্য আয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : সদস্য ভুক্তীকরণ (affiliation) বাবদ ১৩ টাকা, সদস্য গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক চাঁদা, উপপৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদা এবং জনসাধারণের দান।

পরিষদ পরিচালনার জন্য সর্বপ্রথমে একটি 'ভরণ সমিতি' বা কাউন্সিল নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। ঐ কাউন্সিল দ্বারা কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। ঐ সমিতিতে ১ জন সভাপতি, ২ জন উপ সভাপতি, ২ জন যুগ্ম সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন কর্মসচিব ও ৪ জন সদস্য থাকেন। পরিষদের কর্মচারীর সংখ্যা ৮ এবং তাদের সকলেই বেতনভোগী।

পরিষদের একটি গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগ আছে। শিক্ষণ ৩ সপ্তাহব্যাপী চলে। ছাত্রের সংখ্যা ৫৫ জনের অধিক নয়। সাধারণতঃ গ্রন্থাগার কর্মীদেরই ছাত্র হিসাবে নির্বাচন করা হয়ে থাকে—প্রথমতঃ এস এস এল সি পাশ ও গ্রন্থাগারের অবৈতনিক কর্মীর অভিজ্ঞতা—দ্বিতীয়তঃ সপ্তম মান পর্যন্ত পড়াশুনা ও গ্রন্থাগারের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা নির্বাচনের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হয়।

পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনসমূহ হল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ; কে. পি. কেশব মেনন প্রণীত নাম মুনমোত্তু ; লাইব্রেরী ম্যানুয়েল (গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থপঞ্জী)। এই পুস্তকগুলি মালয়ালাম ভাষায় লেখা ও সমূল্য প্রকাশন।

এ ছাড়া "গ্রন্থালোকম্" মাসিক পত্রিকাটি কেরালা গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র। এই পত্রিকাটির বার্ষিক চাঁদার হার ৬·০০ প্রতিটি সংখ্যা ৫০ পয়সা মোট মুদ্রিত সংখ্যা ৩৫০০। সদস্য গ্রন্থাগারগুলির নিকট হতে এই পত্রিকার জন্য কোন মূল্য নেওয়া হয় না।. শ্রী পি, টি, ভাস্কর পাণিকরকে সভাপতি ও শ্রীভি, পি, মহম্মদকে আহ্বায়ক করে বাকী ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সমিতি পত্রিকাটি সম্পাদিত করেন।

পরিষদের নিজস্ব কোন গ্রন্থাগার নেই। তবে 'গ্রন্থালোকমে' সমালোচনার জন্য যে বই গুলি এখানে প্রেরিত হয়—সেইগুলিই গ্রন্থাগার পরিষদ সংরক্ষণ করে।

পরিষদের আরও কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী যথা :—

(১) প্রতিটি গ্রন্থাগারের সংগে যুক্ত একটি নার্শারী স্কুলের বন্দোবস্ত করা। এই বৎসর ১৮০টি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

(২) স্থানীয় লোকেরা নিকটবর্তী কোন গ্রন্থাগারে এক সংগে অনেকে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের চাহিদা অনুযায়ী বইগুলি পড়াশুনা করতে পারে। এই বইগুলি তাদের চাহিদা অনুযায়ী পরিষদ সরবরাহ করে থাকে।

(৩) 'অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান সংস্থা' পরিষদকে কোন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকদের পাঠাভ্যাসের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

(৪) প্রতি মাসে একটি মালয়লাম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন সাহিত্যিক, কবি ও প্রকাশকগণ যোগদান করেন ; সভাটি 'গ্রন্থালোকম সুহৃদ সমিতি' আহ্বান করে।

(৫) কেরালা সরকারের "হরিজন কল্যান বিভাগ" কর্তৃক পরিচালিত হরিজন গ্রন্থাগার গুলির দায়িত্বভার এই পরিষদ সম্প্রতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭২টি।

(৬) কয়েদীদের পড়াশুনার জন্য ২২টি জেলে পরিষদ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

(৭) উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ৪৮ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা পরিষদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করেছে। এই পরিকল্পনাটি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতো কেরালা গ্রন্থাগার পরিষদও বহুদিনধরে রাজ্যের সর্বত্র সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার জন্য গ্রন্থাগার আইন দাবী করে আসছে। সরকার "কেরালা পাবলিক লাইব্রেরী বিল" প্রকাশ করেছে। এই বিল সম্পত্তি করের ১০% "লাইব্রেরী সেস" হিসাবে দাবী করে। বিলটি আলোচনাধীন আছে।

অনুবাদ : **শ্রীমতী শীলা চক্রবর্তী**

তামিলনাড়ু রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পি, এন, ভেঙ্কটাচারী

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বৃত্তিসংশ্লিষ্টদের নিকট এটা হয়তো আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে যে মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন (Madras Public Libraries Act, 1948) প্রবর্তনের ২২ বছর পরেও এর কর্মপদ্ধতিগত প্রশ্নে কিছু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গত ৬ই অক্টোবর, ১৯৭১ এ কোদাইকানালে অনুষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের এক সম্মেলন থেকে গৃহীত প্রস্তাবে, যাতে সংশ্লিষ্ট আইনকে আরও বেশী কার্যকর করবার জন্য তার বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তার দাবী জানান হয়েছে।

প্রচলিত অবস্থা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত একজন গ্রন্থাগারিকের মতে ব্যধির মূলে রয়েছে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা ব্যতিরেকে যথেচ্ছ শাখা গ্রন্থাগার এবং আরও বিভিন্ন বৃত্তিগত সেবাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। (What is wrong with Public Libraries ? by B. Rajannan. The Hindu, Dec. 25, 1970) এটা সন্দেহাতীত যে এই আইন প্রচলনের ফলে প্রচুর গ্রন্থাগারের জন্ম হয়েছে, মোটামুটি প্রতি ৫ হাজার জনের জন্য একটি শাখা গ্রন্থাগার এবং প্রতি হাজার জনের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রন্থাগার। অবশ্য কোন কোন অঞ্চলে হয়তো এই হারের ব্যতিক্রম ঘটে থাকতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের অবস্থা সম্পর্কে এক সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় এই গ্রন্থাগারিক লিখেছেন যে বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিবেশী অঞ্চলকে টেক্কা দেবার জন্য বেশী সংখ্যায় গ্রন্থাগার খোলার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। এবং, তাঁর মতে, তার ফলে তাঁরা অনেকগুলি গ্রন্থাগারের মধ্যে তাঁদের স্বল্প আর্থিক সামর্থ্যকে ভাগ করে ফেলেন। অভিযোগ যে গত দু' তিন বছর ধরে বই কেনবার উপযুক্ত টাকা না থাকায় আইন প্রবর্তনের ফলে যে আশা এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে বাস্তবায়িত করা যায়নি। যে ভাবে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধেও কোদাইকানাল সম্মেলনে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে একজন গ্রন্থাগার অধিকর্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবত শিক্ষা অধিকর্তাই এই দায়িত্ব পালন করেন। একজন আলাদা গ্রন্থাগার অধিকর্তার জন্য কোদাইকানাল সম্মেলন সোচ্চার হয়েছিল এবং সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী এই বৈষম্য দূর করতে স্বীকৃত হন; এই সিদ্ধান্ত কবে কার্যকর হবে তা অবশ্য জানা যায়নি। রাজ্যের বৃহত্তম সাধারণ গ্রন্থাগার কোন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী ২½ লক্ষেরও বেশী পাঠ্যবস্তুসমন্বিত এবং Delivery of Books Acts-এর বিধানে দেয় বই এর

প্রাপক) হচ্ছে এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। রাজ্যের তেরটি জেলার—চেঙ্গালপেট, উত্তর আর্কট, দক্ষিণ আর্কট, ধর্মপুরী, সালেম, কোয়েম্বাটোর, নীলগিরি, তিরুচিরাপল্লী, তাঞ্জাবুর, মাদুরাই, তিরুনেলভেলি, রামনাদ এবং কন্যাকুমারী—প্রত্যেকটিতে একটি করে জেলা গ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ তালুক কেন্দ্রে অনেক শাখা গ্রন্থাগার আছে। এগুলি ছাড়া রয়েছে প্রচুর সেবাকেন্দ্র। সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে সমগ্র রাজ্যে নিম্নলিখিত প্রকার বিভাগ অনুযায়ী মোট ৩৪৪০ টি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে : রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—১, জেলা গ্রন্থাগার —১৩, শাখা গ্রন্থাগার—১৪৩৭ সেবাকেন্দ্র—১৮৮৩ এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার—৬। (Paper presented in the All India Seminer on Public Library System.) এটা থেকে আমরা আলোচ্য গ্রন্থাগারব্যবস্থার পিরামিডাকৃতি গঠন সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি।

এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি চালাবার অর্থের সংস্থান হয় প্রধানত: গ্রন্থাগারের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত 'সেস্' (সম্পত্তি করের প্রতি টাকায় ৩ পয়সা হারে), সরকার কর্তৃক সেই জেলায় আদায়ীকৃত 'সেস্'-এর পরিমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে দেওয়া পরিপূরক অনুদান (Matching grant), বিভিন্ন বিশেষ অনুদান (সাধারণত: গ্রন্থাগারভবনের জন্য অনুদানের মত অনাবর্তক (non-recurring grant) অনুদান) এবং অন্যান্য সূত্রের আয়ে। গ্রন্থাগারব্যবস্থার ব্যয় চালাবার পক্ষে বর্তমানে ৩ পয়সা সেস্ অত্যন্ত অপ্রতুল, ১৯৪৭ সালে যখন এই পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল, তখনকার অবস্থা ছিল অনেক পৃথক। অবশ্য এটা সৌভাগ্যের কথা যে কোদাইকানালে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনে এই সমস্যা আলোচিত হয়েছিল এবং সম্মেলন এই হার ৩ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৫ পয়সা করবার জন্য এক প্রস্তাব পাশ করেছে ; শোনা যাচ্ছে যে রাজ্য সরকার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন, কিন্তু কবে যে এটা কার্যকর করা হবে তা জানা যায়নি। বর্তমান ব্যবস্থায় অধিকাংশ অর্থই কর্মচারী এবং প্রচলিত কাজকর্ম চালু রাখার জন্য ব্যয় হয়, এবং অতি সামান্য অংশই বই-এর জন্য ব্যয় করা যায়। প্রকাশ যে ১৯৬৯-৭০ সালে বই কেনার জন্য মাত্র ২০,০০০ হাজার টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। হিসাব করলে গড়ে প্রতি জেলার জন্য এই ব্যয় দাঁড়ায় অনুমানিক ১৪১০ টাকা। এই সামান্য পরিমাণ টাকায় কি ধরণের বই নির্বাচন করা সম্ভব ! নীচে শ্রী আর, সি, মিট্টাল লিখিত Public Library Law 1971' বই থেকে দুটি তালিকা তুলে ধরছি, যা থেকে ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাগারের আর্থিক চিত্র এবং তার ব্যয় সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বোঝা যাবে :

তালিকা ১

বৎসর	সেস্	রাজ্য সরকারের অনুদান	বিশেষ অনুদান	অন্যান্য সূত্রে আয়	মোট আয়	ব্যয়
১৯৬৯-৭০	৩১৬১১৯৭	২০২৩২৭২	২৭০১০৪৪	১২৫২৮৭৭	৯১৩৮৩৯০	৮৭০২৬৩০

তালিকা ২

পুস্তক সংখ্যা	গ্রাহক সংখ্যা	খণ্ড	দর্শক	দর্শক ও ব্যবহৃত পুস্তক	ব্যবহৃত পুস্তক	পাঠকের হার	ব্যয়ের হার
৪৪৩১৭০৯	৪২৩৭৪৪	৭১২৪৯৪৬	৩১০২০৭০৭	১৪৭৩৭৯৪৫ ১৫৪২৫	২০২৮৫৩২০	৫·১%	০·৪১

সব জেলা গ্রন্থাগারেরই নিজস্ব ভবন আছে, স্থাপত্যের দিক দিয়ে যাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু পুরানো, যেমন তিরুচিরাপল্লীতে; আবার মাদ্রাজ কোয়েম্বাটোর এবং তাঞ্জাবুরের মতো নতুন ভবনও আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ শাখা গ্রন্থাগারই ভাড়া বাড়ীতে কাজ চালাচ্ছেন যেগুলি গ্রন্থাগারের কাজের পক্ষে অনুপযোগী। এগুলিকে যদি চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়, তাহলে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারভিমুখী করে তোলা কঠিন হবে। জেলা ও শাখা, গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীরা পুরোপুরি সরকারী কর্মচারী নন, তবে চাকরীর শর্তাদি তাঁদের অনুরূপ। জেলা গ্রন্থাগারিকদের বেতনাদি খুব ভাল নয়, উপরন্তু তাঁদের কাজের স্বাধীনতাও প্রচুর পরিমাণে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে, কারণ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নামক মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির উপর।

সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার সেবার (Service) অপ্রতুলতা সম্পর্কে অভিযোগ সত্ত্বেও এটা উল্লেখযোগ্য যে চেঙ্গালপুট (যার মধ্যে মাদ্রাজ অন্তর্ভুক্ত) কোয়েম্বাটোর, তাঞ্জাবুর এবং মাদুরাই এর মতো প্রতিটি জেলার সদর দপ্তরে নিযুক্ত কর্মচঞ্চল গ্রন্থাগার ভবন আছে এবং এদের কার্যাবলীরও সুনাম আছে। কোয়েম্বাটোর এবং মাদুরাই জেলাগ্রন্থাগারে ভ্রামামান গ্রন্থযান আছে। মাদ্রাজ সহর গ্রন্থাগার ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি চিত্তাকর্ষক ভবনে অবস্থিত।

জনসাধারণের উপর এই গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রভাব নিরূপণের পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা এখনও হয়নি ফলে এই গ্রন্থাগারগুলির সেবার মূল্যায়ণ করা কঠিন। বর্তমান অচলাবস্থা দূর করবার কয়েকটি উপায় হল, (গ্রন্থাগারসমূহের) অধিকর্তার পদে একজন বৃত্তিকুশলী নিয়োগ, গ্রন্থাগারের জন্য সেস্ এর হার বাড়ান, শিক্ষা বাজেট থেকে পর্যাপ্ত অর্থের বরাদ্দ করা, গ্রন্থাগারসমূহের জন্য পর্যাপ্ত পাঠ্যসামগ্রী সরবরাহের বার্ষিক বন্দোবস্ত করা এবং সর্বোপরি সেগুলিতে যোগ্য ও একনিষ্ঠ কর্মী নিয়োগ করা।

এই প্রসঙ্গে সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকদের চাকরি সম্পর্কে দ্বিতীয় তামিলনাড়ু সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বেতন কমিশন (১৯৬৯-৭০) এর কয়েকটি সুপারিশ উল্লেখযোগ্য, যেগুলি মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মনে করি :

"কোয়েমারা পাবলিক লাইব্রেরী, সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র সংস্থার গ্রন্থাগারিকের কর্মজীবনের নিয়মিত ভবিষ্যত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিভাগে বিচ্ছিন্ন কিছু পদের অধিকারী হিসাবে কাজ করেছেন, উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কোনরূপ ভবিষ্যত ছাড়াই।...স্থায়ীভাবে যোগ্য কর্মী নিয়োগ করতে হলে এখন থেকেই সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকদের জন্য ভবিষ্যতে যথোপযুক্ত উন্নতির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।" এই কমিশন এই গ্রন্থাগারিকদের একটি পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। উক্ত কমিশন বেশ আকর্ষক কয়েকটি বিশেষ বেতনহারেরও সুপারিশ করেছিলেন। এগুলি যদি তামিলনাড়ু সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, তবে তাঁদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হবে এবং তাঁদের কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে। সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সুবাদে যখন একটা সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তখন এটাকে সত্যিকারের কর্মোপযোগী করে তোলা কঠিন হবে না।

তামিলনাড়ু রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্ববিভাগের এক সঠিক মূল্যায়ণ এবং পাঠক-সমাজের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে এক সমীক্ষা বহুদিন আগেই হওয়া উচিৎ ছিল। এই ধরণের কাজ রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষেই সক্রিয়ভাবে করা সম্ভব। এরূপ কোন সমীক্ষা করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের মতো গ্রন্থাগার আইনবিহীন রাজ্যগুলির পক্ষেও সহায়ক হবে।

অনুবাদ : **শ্রীঅজয় ঘোষ**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

—*বিজ্ঞপ্তি*—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সহ সভাপতি ও দেশনেত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণীর

জন্মশত বার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে

আলোচনা সভা

তারিখ—শনিবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

স্থান—পরিষদ ভবন

সময়—বিকাল ৫-৩০ ঘটিকা

সভায় সকলের উপস্থিতি প্রার্থনা করি

পরিষদ ভবন
২০ জুন, ১৯৭২।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব।

পূর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

আবদুর রহমান মির্দা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে ও অব্যবহিত পরে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এক নৈরাশ্যময় অবস্থায় ছিল। পুস্তক, গ্রন্থাগার গৃহ, গ্রন্থাগার কর্মী ও অর্থ, সর্ব বিষয়েরই পুর্ব পাকিস্তানে ছিল প্রচণ্ড অভাব। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে জনসাধারণও ছিল সম্পূর্ণ অচেতন। এই অবস্থার উন্নতির জন্য সর্ব প্রথম ১৯৫৪ সালে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সার্বিক চেতনা জাগে। এই বছরে পলাশী ব্যারাকে ৭জন বিশিষ্ট কর্মরত গ্রন্থাগারিক মিলিত হয়ে পুর্ব পাকিস্তানে গ্রন্থাগার অবস্থার পর্যালোচনা ও তার সার্বিক উন্নতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় 'পুর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী এ, আর, মির্দা ; এ, ই, এম, শামসুল হক ; রকীব হোসেন ; সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী; জমিল খান ; খোন্দকার আবদুর রব ; তোফাজ্জল হোসেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করতে ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নফিস আহমেদকে আহ্বায়ক ও সর্বশ্রী আহমদ হোসেন ; এ, আর, মির্দা ; এ, এম, মোতাহের আলি খান; রকীব হোসেন এবং শ্রীমতী নার্গিস জাফরকে নিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদের এক অস্থায়ী পরিচালক সমিতি গঠন করা হয়। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ইংলণ্ড থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা শেষে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এম, এস, খান, পুর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার ফলে লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

১৯৫৮ সাল থেকে পুর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টি-ফিকেট পড়ানো শুরু করে। এর পরিচালক ছিলেন এম, এস, খান ও শ্রী এ, এম, মোতাহের আলী খানকে এই শিক্ষাক্রমের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। গত ১১ বছরে প্রায় ১২০ জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষাক্রম উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রমের সাফল্যে ১৯৫৯-৬ ১সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম ও ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম চালু হয়।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে 'শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র' পুর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়ে-শনের সহযোগিতায় প্রতি বিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রান্থগার করে তুলতে ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রতিটি শিক্ষক গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতে স্বল্পকালীন শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

নিম্নলিখিত প্রকাশনগুলি পুর্বপাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। (১) **The need for public library development** (লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

ও বৃটিশ কাউন্সিল আয়োজিত সেমিনারের আলোচ্য প্রবন্ধ।) (২) **Some emergent problems of the book-world in pakistan** (লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ও ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সেণ্টার আয়োজিত সেমিনারের আলোচ্য প্রবন্ধ) (৩) **Grantha Bibaran ;** (৪) **Pakistan National Library week** (৫) **Eastern Librarian** (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)

পূর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালের ৩০ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৫ঘটিকায়, ইউ, এস, আই, এস, সভাকক্ষে। এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার, অ্যামেরিকান লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মোট ৩০জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সভান্তে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়।

সভাপতি : শ্রী এম, এস, খান, সহ সভাপতি : সর্বশ্রী আহমদ হোসেন, এ, ই, এম, শামসুল হক ; কর্মসচিব : শ্রী রকীব হোসেন; কোষাধ্যক্ষ : শ্রীআবদুর রহমান মির্দা, সহ কর্মসচিব : সর্বশ্রী এ, এস, মোতাহের আলী খান, ও এ, জেড, নূর আহম, সদস্যগণ : সর্বশ্রী অধ্যাপক ডঃ নাফিস আহমদ, এম, সি, চন্দ, আবদুল্লা আল-আবেদিন, এস, এ, চৌধুরী ঈশাক, খোন্দকার আবদুর রব, বি, রহমান ফারুক, ও নার্গিস জাফর।

পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সঙ্গে যৌথভাবে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরের ২৪-২৮ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের ১৯৫৯ সালে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মানপত্র বিতরন। পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের লাহোরে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সম্মেলনে যোগদানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ৭ জন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন। এই প্রতিনিধি মণ্ডলের সুযোগ্য প্রতিনিধিত্বের ফলে পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয়, পূর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকটি সর্ত পালন সাপেক্ষে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৬৩ তে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে জাতীয় পরিষদের পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৫ সালে ৭ জন সদস্য নিয়ে এককালে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনে ১৯৬১ সালের পর থেকে প্রতি বছর গড়ে ৩০ জন করে সদস্য বৃদ্ধি হয়েছে। এবং এই সংস্থা পূর্ব পাকিস্তানে গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও এই অ্যাসোসিয়েশনের তখন ছিলনা কোন নিজস্ব বাড়ী, বেতনভুক কর্মীএবং প্রয়োজনীয় অর্থের সঙ্কুলান, তবুও কেবলমাত্র ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারাপূর্ব পাকিস্তানে লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

[সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত]

মহীশূর রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপরেখা

সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

বেলগাঁও শব্দটি ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি লোকের কাছে বিশেষ অর্থবহ। ১৯২৪ এর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় জীবনে অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের অবদানের কথা এখানে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। এই সঙ্গে দেশের প্রতিটি প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়।

ভারতের যে কয়টি রাজ্য এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সৌভাগ্যের অধিকারী, মহীশূর রাজ্যের নাম তার অন্যতম। বেলগাঁও এ গৃহীত প্রস্তাবের সার্থক রূপায়ণ হয় ১৯৬৩ র গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে।

মহীশূর রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আলোচনায় আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। প্রথমত: ভারতের রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাসের পূর্বে এর কোন অংশ বোম্বাই, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কুর্গ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুতরাং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মহীশূরের গ্রন্থাগার আন্দোলন উল্লিখিত অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সে যুগের আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'native library'র প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার সম্মেলন, কর্ণাটক গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কমিটি (Library development Committee-1939) ১৯১৪ সালে ব্যাঙ্গালোর ও মহীশূরে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এইসঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে ১৯৫৬ সালের পূর্বেই হায়দ্রাবাদ পাবলিক লাইব্রেরী আইন (১৯৫৫), মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরী আইন (১৯৪৮) প্রচলিত হয়েছে। এর ফলে বর্তমান মহীশূর রাজ্যের কোন অংশে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল এবং কোন কোন অংশ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন ছিল। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ১৯৬৫তে ডঃ এস. আর রঙ্গনাথনের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়।

এই আইনের ভূমিকায় এর দায়িত্ব সূচিত হয়েছে, **"to provide for the establishment and maintenance of Public Libraries and the organisation of a comprehensive and rural and urban library service in the State of mysore and for the matters connected therewith."**

মহীশূর গ্রন্থাগার আইনের বিশেষত্ব

১। রাজ্যের সর্বসাধারণের জন্য নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব সর্বতোভাবে রাজ্যসরকারের।

২। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের অধীনে এক পৃথক সাধারণ গ্রন্থাগার বিভাগ ;

৩। শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিককে সম্পাদকরূপে নিয়োজিত করে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারকে সর্ববিষয়ে উপদেশদানের জন্য State Library Authorityর নিয়োজন ;

৪। পাঁচটি বড় শহর ও উনিশটি জেলার জন্য Local Library Authority গঠন এবং এর সম্পাদনা করবেন স্ব স্ব গ্রন্থাগারিক ;

৫। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা ;

৬। রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীগণ রাজ্য সরকারের কর্মচারী বলে পরিগণিত। এ ছাড়া তাঁরা মহীশূর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আওতায় (Mysore Library Service) আসবেন।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গঠন:

শিক্ষা মন্ত্রক—রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারক
|
রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

প্রধান শহরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
- প্রধান শহরের শাখা
- ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থাগার

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
|
গ্রামীণ গ্রন্থাগার
|
ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থাগার
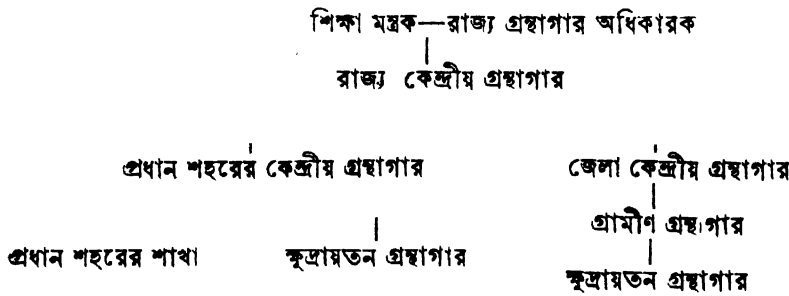
গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পর ১৯৬৯-৭০এ যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা নিয়ে দেওয়া হল।

ক. বিভাগীয় গ্রন্থাগার :

১। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	১
২। প্রধান শহর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	৪
৩। জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	৬
৪। শাখা গ্রন্থাগার	২৮
৫। বিতরণ কেন্দ্র	৫১

খ. অনুদান গ্রন্থাগার :

১। জেলা গ্রন্থাগার	৪
২। তালুক গ্রন্থাগার	৭২
৩। শহর গ্রন্থাগার	৮৩
৪। অন্যান্য গ্রন্থাগার	১৭০
	৪১৯

চতুর্থ পরিকল্পনায় (১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭৩-৭৪) এর মধ্যে ১৯টি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ৫টি প্রধান শহর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ৪০৮ শাখা গ্রন্থাগার, এবং ৫, ২৪৬ বিতরণ কেন্দ্রের জন্য সরকার ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। আশা করা যায় যথাসময়ে আমরা এর পূর্ণ এবং সার্থক রূপ পাব।

নির্দেশিকা :

(১) H. A. Khan—Current Library Science in the Mysore State.
I. L. A. Bulletin VOL. VI. No 4.

(২) N. D. Bagari—Library Movement in Mysore State.
Souvenir 6th IASLIC Seminar 1970.

ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদ—একটি রেখাচিত্র

মিনতি চক্রবর্তী

ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য পরিষদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

অন্ধ্রপ্রদেশ

১৯১৪ সালে অন্ধ্র গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়। এই পরিষদ ১৯১৫ সাল থেকে তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত "Granthalaya Sarvaswam নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এছাড়া একটি Library Directory ও গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। পরিষদের সভ্যরা পদযাত্রা, জলযান ও স্থলযানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রন্থ সরবরাহ করে। ১৯৫৬ সালে হায়দ্রাবাদ গ্রন্থাগার পরিষদ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৬০ সালে অন্ধ্র প্রদেশে এই পরিষদের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে এবং এখানে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। ১৯৬৫ সালে এই পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়।

মহারাষ্ট্র

মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২১ সালে স্থাপিত হয়। এখানেও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। এই পরিষদের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে সম্মেলন ও আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়। মারাঠী ভাষায় "সাহিত্য সহকার" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। ১৯৪০ সালে বোম্বে গ্রন্থাগার উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী কতকগুলি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়: বোম্বে গ্রন্থাগার পরিষদ, মহারাষ্ট্র গ্রন্থালয় সঙ্ঘ (পুণা), বিদর্ভ গ্রন্থালয় সঙ্ঘ (নাগপুর) মারাঠা গ্রন্থালয় সঙ্ঘ (আরঙ্গাবাদ)।

তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ)

১৯২৮ সালে তামিলনাড়ু গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়। এই পরিষদ তামিল ও ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। তারমধ্যে বহু গ্রন্থ ডঃ রঙ্গনাথনের লেখা। ১৯২৯ সালে এই পরিষদ কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম শুরু হয়। ১৯৩১ সাল থেকে এই শিক্ষণ ব্যবস্থা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়। সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এই পরিষদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়। ১৯৫৩ সালে এই পরিষদের রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই পরিষদ Memoirs of the Madras Library Association নামে বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে।

পাঞ্জাব

১৯২৯ সালে পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়। এই পরিষদ ১৯৩১ সাল থেকে মডার্ণ লাইব্রেরীয়ান নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৪৭সালে দেশ বিভাগের পর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। দেশ বিভাগের পর এই পরিষদের কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে আসে—বর্তমানে এটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। এখন এর কার্যালয় চণ্ডীগড়ে স্থাপিত হয়েছে। এখানেও সংক্ষিপ্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। এই সঙ্ঘ প্রায়শই গ্রন্থ প্রদর্শনী আলোচনা চক্র ও সম্মেলনের আয়োজন করে। ১৯৬২ সালে Library Service Yearbook প্রকাশ করেছে।

বিহার

১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিহার রাজ্য পুস্তকালয় সঙ্ঘ নাম পরিবর্তন করে ১৯৫২ সালে বিহার গ্রন্থাগার পরিষদ নামে পরিচিত হয়। প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা রচনা করা হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরনের জন্য সরকারের কাছ থেকে নিয়মিত বৃত্তি পায়। এই পরিষদের বিভিন্ন শাখা আছে। সরকারী সাহায্যে 'পুস্তকালয়' নামে একটি হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পরিষদে গ্রন্থাগার উন্নয়নের এবং শিক্ষনের ব্যবস্থা আছে। পেশাদার গ্রন্থাগারিকরা বর্তমানে একটি আলাদা পরিষদ গঠন করেছে।

আসাম

১৯৩৯ সালে আসাম গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছে। যদিও এই পরিষদ বিশেষ কর্মক্ষম ছিলনা তবুও রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য সম্মেলন প্রভৃতি হয়েছে। ১৯৭০ সালে অষ্টম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই আন্দোলনে বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায়, ঐ সময়ে রাজ্য গ্রন্থাগার আইনের জন্য এই পরিষদ একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রদান করে। সম্প্রতি ১৯৭১ সালে এর নবম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উড়িষ্যা

১৯৪৪ সালে উৎকলের গ্রন্থাগারিকগণ রাজ্যব্যাপী এক গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। এই সম্মেলন থেকে উৎকল গ্রন্থাগার পরিষদ এই নামে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করে থাকে।

কেরালা

১৯৪৫ সালে কেরালা গ্রন্থাগার সংঘম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সঙ্ঘের কার্যালয় ত্রিবান্দ্রমে গঠিত হয়। এই কেরালা গ্রন্থাগার সংঘমে ৩২০০টি গ্রন্থাগার বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে

এই পরিষদ রাজ্যে ৫৫টি তালুকে তালুক গ্রন্থাগার সমিতি সংগঠিত করেছে। গ্রন্থলোকম নামে মালয়ালাম ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫ সালে পেশাদার গ্রন্থাগারিকগণ কেরালা গ্রন্থাগারিক পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে। কেরালা সরকারের সহযোগিতায় একটি শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

গুজরাট

১৯৩৯ সালে গুজরাট গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৩ সালে আমেদাবাদে উহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই পরিষদ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করেছে। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বরোদা গ্রন্থাগার পরিষদ ইহার অন্যতম শাখা। আমেদাবাদ গুজরাট বিদ্যাপীঠের সহযোগিতায় এই পরিষদ গ্রন্থাগার শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

উত্তরপ্রদেশ

১৯৫৬ সালে উত্তরপ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে সারা উত্তর-প্রদেশ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানে একটি গঠনতন্ত্র গ্রহন করে নতুনভাবে পরিচালিত করা হয়। তখন থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে গ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়া রাজ্য সরকারের কাছে প্রদান করে। লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, এলাহাবাদ ও কানপুর শাখায় গ্রন্থাগার শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

মধ্যপ্রদেশ

১৯৫৭ সালে মধ্যপ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসরই পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং মাঝে মাঝে সভার আয়োজন করা হয়। আঞ্চলিক পরিষদ যে সক্রিয় তার প্রমাণ দেখা যায় ১৯৬৮ সালে ইন্দোর সম্ভোগ পুস্তকালয় সঙ্ঘ (ইন্দোর ডিভিশনাল লাইব্রেরী এসোঃ) প্রতিষ্ঠা। পুস্তকালয় সন্দেশ নামে একটি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশ করে।

মহীশূর

মহীশূর গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৬২ সালে গঠিত হয় এবং সভা সক্রিয় ভাবে আলোচনাচক্র ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। এর চেষ্টায় ১৯৬৫ সালে মহীশূর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন চালু হয়। এই আইনের নিয়মানুসারে বিভিন্ন স্থানে শাখা গঠিত হয় ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিষদ অনেকগুলি গ্রন্থাগার বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

রাজস্থান

স্বাধীনতার আগে রাজস্থান রাজ্যশাসিত একটি ছোট রাজ্য ছিল। তখন থেকেই এখানে গ্রন্থাগার ছিল এবং কিছু পুঁথি ও পুস্তকের সংগ্রহ ছিল। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের

জন্ম সুষ্ঠু কোন আন্দোলন ছিলনা। ১৯৬২ সালে জয়পুরে রাজস্থান গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয় এবং অন্যান্য স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যে গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্ম এই পরিষদ সক্রিয় ভাবে কাজ করে থাকে।

হরিয়ানা

১৯৬৬ সালে হরিয়ানা রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই হরিয়ানা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ গ্রন্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে এবং রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্ম সরকারের সহযোগিতায় কাজ করে থাকে।

কাশ্মীর

নিরক্ষরতা এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার জন্ম কাশ্মীরের গ্রন্থাগার অন্দোলন বিশেষ প্রেরণা পায়নি। এখানে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে এবং এই সময়েই জম্মু এবং কাশ্মীর গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সর্ত অনুযায়ী কাশ্মীর, জম্মু ও লাদাকে শাখা পরিষদ গঠিত হয়েছে।

দিল্লী

১৯৫৩ সালে দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান ও সম্মেলন আলোচনাচক্র এবং সভার ব্যবস্থা করে থাকে। ১৯৫৪ সালে একটি গ্রন্থাগার বিল সরকারের কাছে প্রদান করে। ১৯৫৮ সাল থেকে Library Herald নামে একটি ত্রৈমাসিক পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং ১৯৫৫ সাল থেকে গ্রন্থাগার শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে দুটি সারাভারত প্রদর্শনী ও ১৯৫৯ সালে সারা ভারত গ্রন্থাগার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ পাঁচখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে এবং মাঝে মাঝে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে থাকে।

চণ্ডীগড়

১৯৬৮ সালে চণ্ডীগড়ের গ্রন্থাগারিকগণ পৃথকভাবে চণ্ডীগড় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করে এবং এই পরিষদ ১৯৬৯ সালে পরিপুর্ণরূপে প্রকাশলাভ করে।

পরিষদ কথা

কার্যকরী সমিতির সভা

গত ২রা জুলাই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভার শুরুতে অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী প্রশান্ত মহলানবীশ, এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও শিক্ষক অমল সরকারের আকস্মিক পরলোক গমনে শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এই সভায় অতঃপর স্থির হয় যে শ্রীযুক্তকমল মজুমদার সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা দেবেন। এই বক্তৃতা নভেম্বর মাসের মধ্যে যাতে হয় তার ব্যবস্থা করার কথা স্থির হয়।

আজীবন সদস্যভুক্তির চাঁদা একটি কিস্তিতেই দেয়। তবে কেউ একই অর্থবর্ষের মধ্যে পরপর চারটি কিস্তিতে তা' দিতে পারেন। এই চাঁদা সম্পূর্ণ দেওয়া হলে তবেই তিনি সদস্য বলে পরিগণিত হবেন।

এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত হয় যে আগামী আগস্ট '৭২-এর শেষে কিংবা সেপ্টেম্বর '৭২-এর প্রথম দিকে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা করার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

সরলা দেবীচৌধুরাণীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ৯ই সেপ্টেম্বর '৭২ তারিখে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিয়োজিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপি।

গত ১৭ই জুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিয়োজিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এই স্মারকলিপিতে পরিষদের পক্ষ থেকে এক সাক্ষাৎকারও প্রার্থনা করা হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারে ডিরেক্টর

কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে আই, এ, এস, ডিরেক্টর নিয়োগের প্রস্তাব সম্পর্কে গ্রন্থাগার পরিষদের দেয় পত্রের উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের পত্র।

No. F. 10-55/72—CAL(2)

Government of India
Ministry of Education and Social Welfare,
Department of Culture

New Delhi the June 1972

To
The Secretary,
Bengal Library Association.
P-134, CIT Scheme LII
Calcutta-14.
Subject : Recruitment to the post of Director, National Library, Calcutta.

Sir,

I am directed to acknowledge receipt of your letter No. 181/72-73, dated the 11th May, 1972, addressed to the Minister of Education and Social Welfare, on the subject noted above and to say that Government have already accepted the recommendation of the Reviewing Committee headed by Dr. V. S. Jha that the Director of the National Library, Calcutta should be selected from amongst distinguished scholars with administrative competence and that professional Librarians, who have reached outstanding status and who command respect in the academic world should also be considered for appointment to the post. The Jha Committee's recommendation as also the points which have been put forward in your letter dated 11th May, will be taken into consideration at the appropriate time.

Yours faithfully,

Sd/- P. Somasekharan
Deputy Secretary to the
Government of India.

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকরীর শর্তাবলী

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের শিক্ষা অধিকর্তার নির্দেশাবলী

Government of West Bengal
Education Directorate

Memo. No. Dated, Calcutta, the 6th June, 1972.

From : The Director of Public Instruction, West Bengal.

To : The District Social Education Officer,

Sub : Service Rules in respect of the Sponsord Libraries under Social Education Shemes.

The undersigned has to invite a reference on the subject noted above and to state that pending finalisation of the Service Rule, the staff of the sponsored libraries may be allowed to enjoy the facilities as allowed to the Government Employees in connection with leave according to the terms and conditions laid down in the W.B.S R.—Part-II.

He/She is therefore, requested to communicate this order immediately to all the libraries under his/her control, so that the staff may not suffer for want of any specific order in the matter.

The undersigned has to state further that this order which cancells all previous order in the matter, will come in to effect from 1.7.70 and the District Social Education Officer's concerned may be treated as the sanctioning authority in respect of leave duly forwarded by the Secretary of the library, except three District Libraries, i.e. District Library at Rahara, District Library at Chinsurah and District Library at Howrah, where the Secretary / Administrator of the Library may decide the matter.

Sd/- A. K. Sen
for Director of Public Instruction,
West Bengal.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

কাশীপুর ইনষ্টিটিউট,

৪৩, কাশীপুর রোড, কলকাতা-৩৬

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কাশীপুর ইনষ্টিটিউট এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীতরুন মজুমদার ও সহঃ সম্পাদক শ্রীফনীন্দ্র নাথ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী (অধ্যক্ষ নর্থ ক্যালকাটা কলেজ) আবৃত্তিতে শিশু বিভাগের লব, রূপা, কুশ ও টুলটুল সকলের প্রশংসাভাজন হন। সঙ্গীতে সর্বশ্রী কুমকুম মজুমদার, সোনালী মুখোঃ, আলোক বন্দ্যোঃ, গৌরাঙ্গ বন্দ্যোঃ, মল্লিকা ভট্টাঃ ও অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠান শেষে গীটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে শোনান শ্রীঅমল পালিত ও শ্রীদীপক মোদক।

সম্পাদক শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, সহঃসম্পাদক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ও শ্রীমোহরলাল রায় চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সর্বশ্রী জে, কে, মিত্র (সভাপতি); বলরাম ব্যানার্জি, বলাই ভড়, সত্যব্রত চ্যাটার্জী (সহ-সভাপতি) চণ্ডীচরণ মুখার্জি (সম্পাদক); হীরেন পণ্ডিত, ফনীন্দ্রনাথ মণ্ডল, মোহরলাল রায়চৌধুরী (সহ-সম্পাদক); গৌর সামন্ত (কোষাধ্যক্ষ); তরুন মজুমদার (গ্রন্থাগারিক); বি, গোপাল দে, শম্ভুনাথ মুখার্জি, মনিন্দ্র নাথ (সদস্য)।

খিদিরপুর মিতালী সঙ্ঘ, ৩২-এ, হরিসভা ষ্ট্রীট, কল-২৩

বিগত ১৪।৫।৭২ তারিখে সঙ্ঘ প্রাঙ্গনে অষ্টাবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। '৭১-৭২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—আটজন আজীবন সভ্যসহ বর্তমানে সঙ্ঘের সভ্যসভ্যার সংখ্যা ৭৪ জন। সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত শিশির স্মৃতি পাঠাগার এবার রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেছে। পাঠাগারে বর্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা ১,১৮২। গড় উপস্থিতির হার ৩৪ জন। পাঠাগার খোলা ছিল মোট ২৬০ দিন। সাধারণ পঠন বিভাগে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা ছিল।

রবীন্দ্র, নজরুল, নেতাজী জয়ন্তী, বাণীপূজা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস যথোচিত ভাবে প্রতিপালিত হয়।

শিক্ষক অচ্যুত ব্যানার্জীর পরিচালনায় একমাসের ফুটবল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০ অধিক ক্রীড়ামোদী যোগ দিয়েছিলেন। সঙ্ঘের বার্ষিক আয় ৪,৫৫০ = ২৬ টাকা খরচ বাদে উদ্বৃত্ত ৯২৫-২৮ টাকা।

গত ২১।৫।৭২ তারিখে খিদিরপুর মিতালী সঙ্ঘ পরিচালিত শিশির স্মৃতি পাঠাগারের ১৯৭২-৭৩ সালের 'গ্রন্থাগার সমিতি' নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে—সর্বশ্রী পঙ্কজ ঘোষ (সভাপতি); রামপ্যারে রাম (সহ-সভাপতি); তুষার কান্তি দাস (গ্রন্থাগার সম্পাদক); প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক); তপেশ ভট্টাচার্য (গ্রন্থাগারিক). তুলসী মুখোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ); তিমির গায়েন (সদস্য কার্যকরী সমিতি); অপূর্ব বিশ্বাস, পাঁচুগোপাল দাস ও জয়দেব পাল (গ্রাহক প্রতিনিধি)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারীমুদ্রণ গ্রন্থাগার, ৩৮ গোপালনগর রোড, কলকাতা-২।

গত ২৫মে, ১৯৭২, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা গ্রন্থাগার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমোহিনীমোহন রায়। পূর্ববৎসরের সম্পাদক শ্রীকেশব মুখুটীর বিবরণী থেকে জানা যায় যে গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে মোট প্রায় পাঁচ হাজার পুস্তক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮০০ শত টাকা অনুদান দিয়ে এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পত্র-পত্রিকা দিয়ে গ্রন্থাগারকে নিয়মিত সাহায্য করে আসছেন সভায় তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান হয়।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের, নিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে :

সর্বশ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভট্টাচার্য, নির্মল কুমার ভট্টাচার্য, রাম নারায়ণ দাস, হেমেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রভাত কুমার সামন্ত, বরুণ কুমার সরকার, আশীষ বিশ্বাস, ননীগোপাল পাল, শান্তি-রঞ্জন দে, রবীন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ দাস।

রবীন্দ্রমৈত্র স্মৃতি পাঠাগার, ৮২, সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা-১৪

গত ২১।৫।৭২ তারিখে সকাল দশটায় পাঠাগার কক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন শ্রীনলিনীরঞ্জন নিয়োগী ও আবৃত্তিতে অংশ নেন শ্রীবিমল কান্তি ঘোষ।

গত ২৩।৫।৭২ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় পাঠাগারে রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশত বার্ষিক জন্মদিবস পালন করা হয়। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীননী গোপাল রায় মহাশয় মনোজ্ঞ আলোচনার মাধ্যমে রাজা রামমোহনের প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন।

উভয় অনুষ্ঠানের শেষে সমবেত সুধীবৃন্দকে পাঠাগার সম্পাদক শ্রীরঞ্জিত কুমার পাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বর্ধমান

কাশীরাম দাস পাঠাগার,—সিঙ্গি

সিঙ্গি কাশীরাম দাস স্মরণোৎসব কমিটি ও কাশীরাম দাস পাঠাগারের উদ্যোগে গত

২রা থেকে ৬ই বৈশাখ কবির জন্মভূমি সিঙ্গি গ্রামে মহাসমারোহে কাশীরাম দাস স্মরণোৎসব ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়।

এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, স্মরণসভা আঞ্চলিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যাত্রা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের প্রধান সদস্য ও বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ গতিরাম চট্টোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিজয় চাঁদ চৌধুরী।

বাণী লাইব্রেরী পোঃ বোহার।

বিগত ৬.১.৭২ তারিখের সভায় নিম্নলিখিত নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে আগামী ৩ বৎসরের জন্য লাইব্রেরীর পরিচালক সমিতি গঠিত হয়।

(১) সভাপতি — ডাঃ সোমেশ চন্দ্র ঘোষ, (২) সহ সভাপতি — শ্রীকালীকানাথ পাল (৩) সম্পাদক—শ্রীগদাধর সাহা (৪) সহসম্পাদক—শ্রীকালীপদ লাহা (গ্রন্থাগারিক পদাধিকার বলে), (৫) সদস্যগন সর্বশ্রী অতুল চন্দ্র ঘোষ, গোপেশ্বর বিশ্বাস, অজিত কুমার ঘোষ, বিজয় কৃষ্ণ লাহা, চিত্তরঞ্জন দাশ, ও কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস।

৯.৪.৭২ তারিখে লাইব্রেরীর খেলাধূলা বিভাগ কর্তৃক "শান্তীময়ী ও সুরবালা স্মৃতি কাপ" প্রতিযোগিতার (ভলিবল) ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩০.৪.৭২ তারিখে বর্ধমান জেলা তথ্য জনসংযোগ (সদর) অধিকারিক কর্তৃক বাণী লাইব্রেরীর মাধ্যমে "পথের পাঁচালী" চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রায় ১০০০ ব্যক্তির সমাবেশ হয়। ৮.৫.৭২ তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবস সোৎসাহে পালিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করা হয়।

২২.৫.৭২ তারিখে রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।

সুভাষ পাঠাগার, কালনা।

গত ৩১শে বৈশাখ ৭৯ সুভাষ পাঠাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক গোবিন্দ চন্দ্র রায় ১৯৭১-৭২ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করেন। তার বিবরণী হতে জানা যায় যে পাঠাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ২৭৫০ খানি। সদস্য সংখ্যা ২৮২ জন। গড পাঠক উপস্থিতি প্রায় ৫০ জন। পাঠগারে প্রতিষ্ঠা দিবস, সরস্বতীপুজা, সুভাষ জয়ন্তী গ্রন্থাগার দিবস রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। পাঠাগারে দেওয়াল পত্রিকা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। পাঠাগারের গৃহের জন্য চেষ্টা চলছে। সরকারী অনুদান পাওয়া গেলে এই কাজ ত্বরান্বিত হবে। পরিশেষে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়।

(১) নিত্যানন্দ দাস : সভাপতি (২) রামেশ্বর আগরওয়ালা : সহসভাপতি (৩) গোবিন্দচন্দ্র রায় : সহঃসভাপতি (৪) শম্ভুনাথ লাহা : সম্পাদক (৫) হরিসাধন কুণ্ডু : সহঃ সম্পাদক (৬) সরিত

চ্যাটার্জী : গ্রন্থাগারিক ও সহঃ সম্পাদক (৭) অরবিন্দ পাল : কোষাধ্যক্ষ (৮) সুনীল কুমার বর্শ : সাংস্কৃতিক সম্পাদক (৯) অলোক রায় : সহঃ গ্রন্থাগারিক (১০) ডাঃ লক্ষীনারায়ণ ঘোষ : সদস্য (১১) জগদীশ চন্দ্র রায় : মনোনীত সদস্য (১২) চিত্তরঞ্জন সিংহ : মনোনীত সদস্য।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, পোঃ মানকর

মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর রজত-জয়ন্তী উৎসব ও পঞ্চবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে গত ৬ই জুন, '৭২ থেকে ১২ই জুন, '৭২ পর্যন্ত সপ্তাহকালব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৬ই জুন তারিখে প্রভাতফেরীর পর পঁচিশটি প্রদীপ জালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন বর্ধমানের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন লাইব্রেরীর প্রাক্তন সভাপতি শ্রীসাতকড়ি সরকার। তারপর বিভিন্ন দিনে নাট্যাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সঙ্গীতানুষ্ঠান, ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন, বিচিত্রানুষ্ঠান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরীর ব্যায়াম ও ক্রীড়াবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতার সরস্বতী সম্প্রদায়, মানকর বীণাপাণি ক্লাব, মানকর রিক্রিয়েশন ক্লাব, মানকর তরুণ নাট্য সংঘ প্রভৃতি সংস্থা উল্লেখিত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন। এই উৎসবে লাইব্রেরীর 'গ্রন্থাগার প্রদর্শনী', মানকর চৌরঙ্গীর 'বাংলাদেশ' সম্পর্কে প্রদর্শনী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১১ জুন'৭২ বিকাল ৪॥ সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজ শিক্ষা) ডঃ অমিয়কুমার সেন এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে। লাইব্রেরী যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল ও শ্রীরাধারমণ দত্ত লিখিত সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীফকিরচন্দ্র রায়, বর্ধমানের মহকুমা তত্ত্বাধিকারিক শ্রীভবেশ দত্ত, হাওড়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীনারায়ণচন্দ্র আচার্য, বর্ধমান জেলা সঞ্চয় সংগঠক শ্রীমতিলাল চক্রবর্তী এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের বর্ধমান জেলা শাখার সভাপতি শ্রীমতী অনিমা রায় প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ এই অধিবেশনে ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহাশয় তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে লাইব্রেরীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই অধিবেশনে লাইব্রেরীর ব্যায়াম ও ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষার্থীদের এবং সঙ্গীত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দান করা হয়। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হয়।

বালিজুড়ি স্পনসর্ড গ্রামীণ গ্রন্থাগার পোঃ বালিজুড়ি।

বিগত ২৬.১২.৭১ তারিখে শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় (১) বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ; (২) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২'৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় ;

(৩) বে-সরকারী গ্রন্থাগারে নিয়মিত অর্থসাহায্য ; (৪) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন দান সম্পর্কে দাবী জানান হয়।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও গ্রন্থাগার ভবনে সাড়ম্বরে "রবীন্দ্র জয়ন্তী" পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীফকিরদাস মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান—পরিচালনায় ছিলেন সর্বশ্রী রেবতী ব্যানার্জী, সত্যবান চাটার্জী (গ্রন্থাগারিক) শ্যামা প্রসন্ন রায় ও মহিমাময় ব্যানার্জী (সম্পাদক)। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী কল্যাণী, টুলটুল, স্মিতা, নুপুর, রমা, মুক্তা চণ্ডি ব্যানার্জী। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী তারাপদ মুখার্জী, হিরন্ময় ব্যানার্জী, মন্নুগোপাল ব্যানার্জী, কেশব ব্যানার্জী, বিরজা ব্যানার্জী ও গৌতম চক্রবর্তী। সভাপতি মহাশয় কবিগুরুর জীবনাদর্শ গ্রহণ করার জন্য ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি আবেদন জানান

বিগত ২২শে মে ৭২ গ্রন্থাগার ভবনে একটি আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের বিভিন্ন ধারাগুলি আলোচনা করা হয়। সভায় অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক ছাত্র এবং গ্রন্থাগারের সভ্যগণ।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী।

গত ২৯শে মে, সোমবার সন্ধ্যায় সিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রাজা রামমোহনের দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষন দেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীননীগোপাল সেন সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী বিভা নন্দী, কৃষ্ণা দাস, অমিতা দে, শ্রীমতী লীনা দাসগুপ্তা শ্রীভোলানাথ ভাণ্ডারী ও শ্রীকালীশঙ্কর গড়াই।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, পোঃ তমলুক।

গত ২২ মে, ১৯৭২ তারিখে রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশততম জন্মজয়ন্তী তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে সাহিত্যিক শ্রীশিশিরকুমার চৌধুরীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। রামমোহনের জীবন আলেখ্য আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ পালই, অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ সরকার ও সাহিত্যরসিক শ্রীহরিসাধন সরকার। অধ্যাপক পালই রামমোহনকে সমাজ সংস্কারক ও ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারক, অধ্যাপক সরকার রাজা রামমোহনকে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বসূরী পশ্চিমযাত্রী, বেদের ব্যাখ্যাতা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বর্ণনা করেন। জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্যের ভাষণান্তে এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে তৎকর্তৃক ধন্যবাদান্তে সভার সমাপ্তি ঘটে।

গত ২৪।৫।৭২ তারিখে তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিবস, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

হয়। কবির জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্বশ্রী বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, হরিসাধন সরকার ও সুনীতিকুমার ভট্টাচার্য। উপস্থিত সুধীবৃন্দের প্রায় সকলেই কবির রচনা সম্ভার থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন। নজরুল গীতিতে অংশ নেন সর্বশ্রী শঙ্কর দত্ত, সুখেন্দুভূষণ মাইতি ও তপনকুমার দাস। জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য কর্তৃক উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

গত ২৮।৫।৭২ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মবিদ্যা সঙ্ঘের উদ্যোগে বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পালিত হয়। সভায় সর্বশ্রী গোবিন্দপদ মাইতি ও অমরেন্দ্রনাথ জানা বুদ্ধদেবের জীবন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসুধীর অধিকারী।

সুভাষ স্মৃতি পাঠাগার ও সুভাষ শিল্পভারতী, সুভাষ পল্লী, পোঃ হেঁড়িয়া।

সুভাষ শিল্প-ভারতীর রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে হেঁড়িয়া শিবপ্রসাদ বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিল্পভারতীর আজীবন সদস্য শ্রীকার্তিকচন্দ্র মান্না স্মৃতি পাঠাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৫০০-০০ টাকা এবং শিল্পভারতীর মহেন্দ্র সরোবরে একটি পাকাঘাট নির্মাণের জন্য ২০০০-০০ টাকা দান করেছেন। শ্রীযুত মান্না সুভাষ স্মৃতি পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির সভাপতি।

হাওড়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার, ৯৭/৩, নস্কর পাড়া রোড, ঘুসুড়ী।

সম্প্রতি ঘুসুড়ী (হাওড়া) বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে "জনজীবনে পাঠাগারের অবদান" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগার সম্পাদক শ্রীশঙ্করকুমার সান্যাল। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন বক্তা নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে পাঠাগারের আবশ্যকতা এবং সমাজ গঠনে পাঠাগার কি ভূমিকা গ্রহণ করে তাহা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন।

ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, ৪২/৩, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন।

১৯৭২-৭৩ সালের জন্য নির্বাচিত কার্যকরী সমিতির সদস্যদের তালিকা—

সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রকুমার দাস : সভাপতি দাশরথি দে ও রবীন্দ্রনাথ ভদ্র : সহ-সভাপতি তপনকুমার রায়চৌধুরী সাধারণ সচিব, অনিলকুমার ঘোষ সহ-সচিব, শঙ্করদাস কুণ্ডু কোষাধ্যক্ষ, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত হিসাব রক্ষক, অমর বোস, প্রাণকুমার মজুমদার, বৈদ্যনাথ মাজী, রঞ্জিত দত্ত গ্রন্থাগারিক, কানাইলাল রায়—সচিব, সমাজ শিক্ষা বিভাগ। মুরারীমোহন ভট্টাচার্য—সচিব, সাংস্কৃতিক বিভাগ। শিবাজী ব্যানার্জী—সচিব, ক্রীড়া বিভাগ। শ্রীমতী নন্দনা রায়—সচিব, মহিলা বিভাগ। মনোজ মুখার্জী—সচিব, কিশোর বিভাগ। প্রণবকুমার পাল দে, শ্যামল গুপ্ত ও কাশীনাথ রায়—সদস্য।

সঙ্কলক : শিবেন্দু মান্না

পত্রিকা পর্যালোচনা

গবেষণা। খণ্ড ২ সংখ্যা ৩, ৪ : মে-ডিসেম্বর, ১৯৭০ ; সম্পাদক : আশীস সিংহ। ২৭, জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা-৯। মূল্য : দু'টাকা। বার্ষিক সডাক ছয় টাকা।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মৌলিক নিবন্ধ, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ভাষ্য ইত্যাদি সহ প্রকাশিত হচ্ছে। সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত আলোচ্য সংখ্যাটিতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের রাউজ বল অধ্যাপক ও খ্যাতনামা পরমাণু বিজ্ঞানী চার্লস আলফ্রেড কুলসনের একটি মৌলিক প্রবন্ধ ল্যাবোরেটরী না কম্পুটার—পরীক্ষাভিত্তিক রসায়ণ শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া অত্রি মুখোপাধ্যায়ের—জাগতিক বিকীরণ, অজয় হোমের—পরাগ পাখি, পূর্ণচন্দ্র দাশচৌধুরীর মশার জীবনযাপন প্রণালী, তারকমোহন দাস ও মনোজ কুমার দাসের ধানের চারার বৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণা পত্রগুলি মৌলিক এবং বিজ্ঞান গবেষণা পত্রের বিন্যাসের রীতি অনুযায়ী লিখিত। প্রতিটি প্রবন্ধের সঙ্গে ইংরাজীতে নির্দেশিকা এবং Abstract থাকায় এর উপযোগিতা আরও বেড়েছে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভের 'প্রয়োজন শারীরবৃত্তের', কৃষিমৃত্তিকার 'পরীক্ষা', অক্ষয় দত্তের স্মৃতি 'আদালতে বিজ্ঞান', শীর্ষক আলোচনা ; সংবাদ ও ভাষ্য বিভাগে 'পরীক্ষানলে জীন সংশ্লেষ' 'ট্যাকিয়ন বা আলোক অপেক্ষা দ্রুতগামী কণা,' 'কোআর্ক, স্নায়ু এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির উপর পারিপার্শ্বিক আলোর প্রভাব', 'শহরমুখী অভিবাসন', 'দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষের ফসিল', 'ভারতের প্রথম আর্গন অ্যয়ন লেসার' 'ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে ব্যাস ও সমাস গণিতের ইঙ্গিত' প্রভৃতি সংবাদ ও ভাষ্য প্রভৃতি লেখা থেকে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে পত্রিকাটি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ অবশ্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান" নামে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে একটি মাসিক পত্রিকা বহুকাল যাবৎ প্রকাশ করে আসছেন। কিন্তু বলে রাখা ভাল, গবেষণা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' থেকে অন্য ধরণের পত্রিকা।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার পঠন-পাঠন ও গবেষণা এখনও পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা এখনও পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে গবেষণার মৌলিক রচনাগুলি ইংরেজী ভাষায়ই রচিত হয় বলে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার তাগিদ কেউ অনুভব করেন না। মৌলিক প্রবন্ধগুলি বাংলাভাষায় অনুবাদের আয়োজন হলেও অনেক কাজ হয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে অনুবাদ ও মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা যায়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখকের অভাবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে আমরা খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি। এই পত্রিকার শেষে পত্রিকায় ব্যবহৃত পরিভাষাগুলি একত্রে সংকলিত হওয়ায় লেখকদের খুবই সুবিধা হবে।

বিজ্ঞানের আবেদন অবশ্যই আন্তর্জাতিক—বিজ্ঞানকে কোন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা উচিতও নয়। কিন্তু বিজ্ঞানকে যদি একটি দেশের জনমানসে পৌঁছে দিতে হয় তবে মাতৃভাষাই যে সেজন্য শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পত্রিকাটিতে সাময়িক সংবাদ, গ্রন্থ পরিক্রমা এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের স্চী বিভাগগুলি নিঃসন্দেহে পত্রিকাটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। 'গবেষণা' পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু হোক এই কামনা করি

—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী কলেজসমূহে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (U G C) প্রস্তাবিত বেতনক্রমে Fixation-এর ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ অবিলম্বে প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের উক্ত বিবরণাদি অবিলম্বে পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ জানান হচ্ছে :

১। কলেজের নাম ও ঠিকানা।
২। যে তারিখে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি হয়েছে।
৩। কলেজ কর্তৃক গ্রন্থাগারিকের পদের জন্য প্রবর্তিত বেতনক্রম।

সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আহ্বায়ক
বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

পরিষদ ভবন
১০ই জুলাই, ১৯৭২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলুন

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভা নিম্নলিখিত তিনটি দাবীর উপর ভিত্তি করে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন :

(ক) তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের অনুরূপ এই রাজ্যেও গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক।

(খ) এই রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা হোক।

(গ) এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হোক।

কর্মসূচী : (১) গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ, (২) জেলা ও স্থানীয় ভিত্তিতে সভা, সম্মেলন অলোচনাচক্রের আয়োজন, (৩) প্রতিটি গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই প্রস্তাবগুলির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ, (৪) বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মী সভার আয়োজন, (৫) সংবাদপত্র, জেলা ভিত্তিক সংবাদ পত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ, প্রবন্ধাদি প্রকাশ (৬) রাজ্য কনভেনশনের আয়োজন, (৭) মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইন সভার সদস্য, শিক্ষাব্রতী এবং বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, (৮) আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে বিধান সভার নিকট গণ-ডেপুটেশন এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিকট গণ-স্বাক্ষর পেশ।

গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কর্তব্য

(১) প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী এই কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য তৎপর হোন। স্বাক্ষর সংগ্রহের ফরমের নমুনা এই সংখ্যা গ্রন্থাগারের সঙ্গে মুদ্রিত হল।

(২) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা সমূহ এবং পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে এই কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য অনুরোধ জানান হচ্ছে।

(১) প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীর কাছে অনুরোধ, কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে (১৯৭২) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।

পরিষদ ভবন — **প্রবীর রায়চৌধুরী**

২ জুলাই, ১৯৭২ — কর্মসচিব

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহার বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহারের বার্ষিক বৃদ্ধি (Increment) সম্পর্কিত সম্প্রতি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট কর্মীগণের জ্ঞাতার্থে মুদ্রিত হল।)

Government of West Bengal
Education Directorate

No. 3429(16)Sc/P / 6L-49P-72 Calcutta, the 27th June, 1972

From : The Director of Public Instruction, West Bengal.

To : The District Social Education Officer,

P. O.......................................Dist...................................

Subject : Fixation of date of increment after training of the employees of the Sponsored Libraries.

The undersigned has to invite a reference to the subject noted above and to state that until further orders of finalisation of Service Rules which-ever is earlier the employees of the Sponsored Libraries may be allowed to get the benefit of increment from the day following the last date of examination subject to their successful completion of the course.

This cancels all previous orders issued in the matter.

He/She is, therefore, requested to circulate this order to all Sponsored Libraries under his/her control.

Sd/- A. K. Sen
for Director of Public Instruction.
West Bengal.

কলকাতার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রন্থাগার সমূহের কর্মকর্তা, কর্মী ও অনুরাগীদের সভা

গত ২রা জুলাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে কলকতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রন্থাগার সমূহের কর্মকর্তা, কর্মী ও অনুরাগীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ; সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরেশ্বর মিত্র। ৬০টি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগদান করেন। কলকাতা ও অন্যান্য পৌর সভাগুলি কর্তৃক আর্থিক অনুদান বন্ধ করার ফলে উদ্ভূত এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার পর বন্ধ অনুদান প্রথা পুনঃ প্রবর্তন করা, পৌর অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগার ভবনের উপর থেকে পৌর করের অবসান, পৌর অঞ্চলে দিল্লীর অনুরূপ সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, ইত্যাদি দাবীর ভিত্তিতে এক বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৃহত্তর কলকাতার নাগরিকদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য সি, এম, ডিএ'র ভূমিকার উল্লেখ করে এ ব্যাপারে উক্ত সংস্থাকে উদ্যোগী হওয়ার অনুরোধ জানিয়েও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কর্ম পরিষদ গঠিত হয়।

গ্রন্থাগার পত্রিকার চাঁদা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

গত সাধারণ সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে অতঃপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকালীন বৎসর আর্থিক বৎসরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গণনা করা হবে। এই কারণে গ্রন্থাগার পত্রিকার গ্রাহকদের চাঁদা দেওয়ার বৎসরেরও পরিবর্তন হয়েছে।

বর্তমানে ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল থেকে নতুন বৎসর শুরু হয়েছে। যে সমস্ত গ্রাহক ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চাঁদা দিয়েছেন তাঁরা জানুয়ারী থেকে মার্চ ১৯৭২ সালের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকার সংখ্যাগুলি প্রকৃতপক্ষে বিনামূল্যেই পাবেন। এই কারণে যে সমস্ত সদস্য ১৯৭২ সালের চাঁদা দেবেন তাঁদের সদস্যপদ ১৯৭৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এই সম্পর্কে গ্রন্থাগার পত্রিকার চাঁদার পরিবর্তিত হারও গ্রাহকদের অবগতির জন্য মুদ্রিত হচ্ছে।

১। ব্যক্তিগত পরিষদ ও পত্রিকার গ্রাহক : বার্ষিক সডাক ৫ টাকা।

২। প্রতিষ্ঠানগত পরিষদ ও পত্রিকার গ্রাহক : বার্ষিক সডাক ৭ টাকা।

৩। ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক : বার্ষিক সডাক ১০ টাকা।

৪। গ্রন্থাগারের প্রতি সংখ্যার মূল্য : ৭৫ পয়সা।

৫। গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য : ৯ টাকা।

গ্রাহকগণকে জানানো হচ্ছে যে সময়মত চাঁদা না পাওয়া গেলে গ্রন্থাগার পত্রিকা ঠিকমত পাঠানো সম্ভব না। এ কারণ গ্রাহকগণ যেন তাঁদের চাঁদার মেয়াদশেষ হওয়ার আগেই পরবর্তী বৎসরের জন্য চাঁদা পাঠিয়ে দেন।

ডাক যোগে চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা :

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-১২

পরিষদ ভবন — **বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

২০ জুন, ১৯৭২ — সম্পাদক, গ্রন্থাগার

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের এক বিস্তারিত গ্রন্থাগার পঞ্জী প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই সম্পর্কে অধিকাংশ গ্রন্থাগারকেই প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলী পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আজও সকল গ্রন্থাগার তাঁদের প্রশ্নাবলী পরিষদ কার্যালয়ে পাঠান নি।

এই সম্পর্কে পুনরায় প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন অতি সত্বর তাঁদের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে উক্ত প্রশ্নাবলী পরিষদ কার্যালয়ে পাঠান। কোনক্রমে প্রশ্নাবলী না পেয়ে থাকলে পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

পরিষদ ভবন — **অরুণ রায়**

২০ জুন, ১৯৭২ — আহ্বায়ক, লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী উপসমিতি

বিয়োগ পঞ্জী

অমল সরকার

গত ৩০শে জুন ১৯৭২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য শ্রীঅমল সরকার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে পরলোক গমন করেন।

অমল সরকার ১৯২১ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা ৺অভয় সরকার ফরিদপুরের হেলথ্ অফিসার ছিলেন। অমল সরকার ফরিদপুরে গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ও রাজেন্দ্র কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি. এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করেন।

১৯৫৩ সালে ইনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিদ্যার গ্রীষ্মকালীন সার্টিফিকেট কোর্সে যোগ দেন এবং ডিস্টিংসনসহ পাশ করিয়া ২য় স্থান অধিকার করেন। এই বৎসরই তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারে যোগ দেন। তিনি ১৯৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিদ্যায় ডিপ্লোমা লাভ করেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে ইনি প্রধানতঃ সূচীকরণ বিভাগে কাজ করেন। এই কার্যে ইহার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারে Reference Department ও work Study Group-এও কাজ করেন। শেষে তিনি পত্র-পত্রিকা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত ইহার গভীর সম্পর্ক ছিল। ইনি পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। পরিষদ আয়োজিত গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ কোর্সে ইনি অধ্যাপনা করিতেন।

তিনি ১৯৬৪ সালে "Handbook of lauguages and dialects of India" নামে একটি পুস্তক সম্পাদনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় তিনি বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন।

Indexing কার্যে তাঁহার ব্যুৎপত্তি থাকায় বহু গ্রন্থের লেখক তাঁহাদের পুস্তকের Index করার ভার তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। Petroleum progress and profits...by john Lawrence Enos (Cambridge, M. I. T. 1962).

২। বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায় (লেখক সমবায়)

৩। লক্ষ্মীর কৃপালাভ: বাঙালীর সাধনা—বিশ্বকর্মা (আনন্দ পাবলিশার্স)

ইহার অমায়িক ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের জন্য গুণমুগ্ধ বন্ধুর সংখ্যা অগণিত। ইনি দৃঢ়চেতা, বিনয়ী, স্থিরবুদ্ধি ও ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

দেশভ্রমণে ইহার প্রগাঢ় উৎসাহ ছিল। ইনি স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, দুই ভ্রাতা, চার ভগিনী ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু ও স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

—বিজয় সেনগুপ্ত

তিনকড়ি দত্ত স্মারক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ

গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য প্রতি বৎসর 'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পুরস্কার' দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে। এই সম্পর্কে এক সুযোগ্য বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতি বৎসর সাধারণ সভায় স্বর্ণখচিত এক পদক দেওয়া হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে।

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সম্পর্কীয় নিয়মাবলী সকলের জ্ঞাতার্থে মুদ্রিত হল।

১। কেবলমাত্র মৌলিক প্রবন্ধই বিচার্য হবে।

২। ধারাবাহিক প্রবন্ধ যে বৎসর শেষ হবে, সেই বৎসরেই বিচার্য হবে।

৩। বিচার্য বৎসরের পুর্ববর্তী তিন বৎসরের মধ্যে যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের প্রবন্ধ বিচার্য নয়।

৪। বৎসর শেষ হওয়ার পুর্বে যে প্রবন্ধকার স্বেচ্ছায় তাঁর নাম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের প্রতিযোগিতা হতে প্রত্যাহার করে নেবেন তাঁর প্রবন্ধ বিচার্য নয়।

৫। সম্পাদকীয়, অনুবাদ বা অন্যান্য নিয়মিত বিভাগীয় অংশ বিচার্য নয়।

৬। বিচার্য বৎসরে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট বিচরকমণ্ডলীর কোন সদস্যের প্রবন্ধ বিচার্য হবে না।

পরিষদ ভবন
২০ জুন, ১৯৭২

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, গ্রন্থাগার

খাদি ও গ্রামীণ শিল্প

খাদি শিল্প

১। সূতি খাদি   ২। রেশম খাদি   ৩। পশম খাদি

গ্রামীণ শিল্প

১। ধান্য কুটাই	২। গ্রামীণ ঘানি তৈল
৩। অভক্ষ্য তৈল ও সাবান	৪। ইক্ষু ও তাল গুড়
৫। মৃৎ শিল্প	৬। তন্তু বা দড়ি শিল্প
৭। চর্ম শিল্প	৮। হস্তজাত কাগজ
৯। ছুতার ও কামার শিল্প	১০। চুন শিল্প
১১। মৌমাছি পালন	১২। গোবর গ্যাস
১৩। বাঁশ ও বেত শিল্প	১৪। দিয়াশলাই শিল্প
১৫। এল্যুমিনিয়াম শিল্প	১৬। ফলজাত দ্রব্য সংরক্ষণ

পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করতে হলে প্রথমেই একটি বিধিবদ্ধ (রেজিষ্ট্রীকৃত) সংস্থা অথবা একটি সমবায় সমিতি মারফৎ আবেদন করতে হয়।

সমবায় সমিতি গঠনের নিয়মাবলী প্রত্যেক ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসে সমবায় পরিদর্শকের নিকট জানা যাবে এবং রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থা গঠন করতে হ'লে রেজিষ্ট্রার অব ফারমস্ কলিকাতা-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

আর্থিক সহায়তার জন্য পর্ষদের নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ কর্তৃক প্রচারিত।

১২, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ, কলিকাতা-১

GRANTHAGAR

Volume 22 : No. 2 : May-June 1972 (Jyaistha 1379 B. S.)

Bengal Library Association : Editorial

For the development of libary movement in India each association of different states play a keyrole. Bengal Library Association also has been playing a vital role in the library movement since 1925 for the undivided Bengal and lately for West Bengal.

The Association took its form in the general convention at Albert Hall, presided over by J. L. Chapman, the then librarian of Imperial library, under the title 'All Bengal Library Association', with a committee headed by Rabindranath Tagore and Sushil Kumar Ghosh as its Secretary. That association was renamed as 'Bengal Library Association' in the year 1933. Now 'Bangiya Granthagar Parishad' is also used in parenthesis with Bengal Library Association.

Though the 1st number of the organ of the association was issued under the title 'Bengal Library Association—Bulletin', the present organ of the association entitled as 'Granthagar' is published monthly. The association is housed in its own 3 storied building constructed by a partly help both by the central and state governments and by the members and well-wishers.

Conducting of certificate course in Librarianship training, publication of books on library science and organisation of movement for Pay and status of the Library personnels, implementation of U.G.C. pay scales in the Colleges & Universities, introduction of M. Lib. Sc. course in the Universities of west Bengal and enactment of Library legistation in the state, are some of the important movements of the association, besides the regular organisation of annual conferences, exhibition of libraries, seminars, and Sushil Ghosh memorial lectures.

[P. 35] B.C.

Library movement in Assam by Gita Chatterjee

Assam has been keeping its high position in the domain of Education—culture and Literature, from the very begining of this civilization. But for the lack of government initiative, the library movement has been lagging behind. Only in the year 1903, the 1st public library was established in the state. Seven District libraries were set up by the government of Assam in the last part of the 1st five year plan, and five libraries of that kind were added in the year 1967-68, allowing the expenditure of five paise per head on the population for the library services.

In the year 1938, the 'Assam Punthibhabal Sangha' was established under the pioneering work of Kumudeswar Barthakur. The introduction of training scheme in library science is the only achievement of this Association, so far. Enactment of Library legislation and the introduction of integrated library services in the state—the two vital work of activities, have still been lying unimplemented.

[P. 37] B.C.

Andhra Pradesh Library Association, by P. Nagbhusanam

The Andhra Pradesh Library Association was established on the 10th April of 1914 at Bezwada. The organ of the association was put into circulation in 1915 in every quarter of the year, which has been lately published as monthly. Training in Library Science was started from 1920, besides the Refresher course for the workers of the libraries and Adult Education Centres. The association is administered by an Excutive Committee which is comprised of the elected members in the General meeting in every two years. Sri Saivattom Bhavanam which is named after the president of the association, is the office of the association.

The association does not receive any grant from the government excepting Rs. 2000/- for the publication 'Granthalaya Sarvaswam'. The certificate course of training in Librarianship was started in 1966 in Telegu language, tenuring for four months. The association so for has brought out 30 publications, besides the publication of its organ in every month.

[P. 41] B.C.

Kerala Granthasala Sangham, by P. N. Panniker

Though the 'Samasta Kerala Pustakalaya Samity' and the 'Kerala Library Association' were established earlier, no permanent association came into being till the establishment of Kerala Grathasala Sangham in 1945. The association was blessed by the government grant to have its own building and for recurring expenditure the sum of Rs. 1,36,742 for the year 1971-72 was received. To run the association a 'Bharan' or council is elected by the general body, and the council elect the members of the Executive Committee. The library science training course is conducted by the association. In addition to the publication of its organ, 'Granthalokam' the association has also had a number of important publications. Management of the Libraries for the welfare of the schedule caste & the Prisoners are the two most important work of activities of the association. The programme for Adult Education through the libraries and the enactment of Library legislation in the State, has been submitted to the government for consideration.

[P. 44] B.C.

Public Library System in Tamilnadu : Evaluation of, by P. N. Venkatachari

Though the Madras Public Libraries Act, 1948 was enacted but the development of library services has not been improved basically. Number of libraries has increased but due to lack of fund to purchase books and other library materials the service of the libraries has been hampering. After 22 years of the enactment of the library legislation, still the Education Directorate of the state has been on the zenith instead of the Library Directorate in the state library system.

The pyramid type structure of the library system Consisting of a State Central Library, 13 District libraries, 1437 Branch libraries, 1883 Feeder libraries and 6 mobile libraries, is maintained mainly by the cess of 3 paise per rupee on the wealth tax, which seems to be inadequate. The pay scales and the service condition of the library staff are not also satisfactory. To evaluate library service and to assess the impact of the people thereof, the library association should take immediate measure.

[P. 47] B.C.

East Pakistan Library Association, by Abdur Rahman Mirdah

Uptil the 1st decade of independence, the library services of the East Pakistan was in a precarious condition. Only in the year 1955, an ad-hoc committee was elected for the evaluation of the library service and to promote the same. In 1958, the certificate of course library science training scheme was introduced by the association, resulting the introduction of Diploma course in Librarianship in the year 1960 in Dacca University.

The East Pakistan Library Association finally came into form in the year 1957 with the formation of an Excutive Committee headed by Sri M. S. Khan. The association though is obsolete now at least for its title, played an important role in library movement in the State.

[P. 51] B.C.

Library system in Mysore by Suchitra Ganguly

The progress of library movement in Mysore was uneven before the enactment of library legislation in 1956. The special features of the legislation are to introduce a free library system in the state, to introduce a public library system under the Library Directorate, to set up a State Library Authority to advise for the development of library system, to establish 5 city libraries and 17 district libraries under the secretariship of the librarians of the respective libraries, to maintain a close co-operation among the libraries to form an integrated library system and to treat the staff of the libraries as state government employees.

[P. 54] B.C.

The Library Association of India—a survey of, by Minati Chakravarty.

This survey unveils the information about formation and activities of different State Library Associations in a nutshell. This covers the information about Library Association of sixteen States of India including the centrally administered Corporation of Delhi.

[P. 56] B.C.

Association Notes :

Executive committee meeting :

On the 2nd July of this year at 4 P.M., the Executive Committee of the Association met in the Association building with Shri Gurudas Banerjee on the chair. At the outset of the meeting, the House stood for a minute to mourne for the sudden demise of Professor Prasanta Mahalanobis and the teacher of the certificate course in Librarianship of Bengal Library Association, Amal Sarkar.

The House then decided that Sushil Ghosh memorial lecture would be delivered by Shri Kamal Majumder within the month of November and the Annual General Meeting of the Association would be organised either in the last part of August or in the 1st week of September, 72. It was also decided that a special meeting would be arranged on the 9th September to commemmorate the birth centenary of Sarala Devi Chaudhurani.

Memorandum submitted to the special committee appointed by U. G. C. for development and reorganisation of Calcutta University.

The Bengal Library Association submitted a memorandum on the 17th June to the above mentioned committee to place before the committee the view points and suggestions of the Association regardig the Central Library of the University of Calcutta.

[P. 60 [B.C.

News from the libraries :

Birbhum : Balijuri Sponsored Gramin Granthagar, Vivekanada Granthagar & Ramranjan Town Hall.

Burdwan : Bani Library, Kashiram Das Pathagar, Pllimangal Library, Subhas Pathagar.

Calcutta : Cossipore Institute, Khidirpore Mitali Sangha, Paschimbanga Sarkari Mudran Granthagar, Rabindra Smriti Pathagar.

Howrah : Bantra Public Library, Vivekannda Pathagar.

Midnapore : Medinipore Zela Granthagar, Subhas Smriti Pathagar & Subhas Silpa Bharati

[P. 63]

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু—
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলিকাতা—১

মহাশয়,

ইউনেস্কোর আহ্বানে ১৯৭২ সাল 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই গ্রন্থবর্ষ উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য হল জনগণের জন্য গ্রন্থব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি করা। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ভাষণদান কালে মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীভি, ভি, গিরি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রন্থের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য রাজ্যে রাজ্যে আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত যে তিনটি সুপারিশ পেশ করেছেন তা বিবেচনার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।

(ক) তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের অনুরূপ এই রাজ্যেও গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনাচাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক।

(খ) এই রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা হোক।

(গ) এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্যশিক্ষা বাজেটের শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হোক।

বিনীত—

স্বাক্ষর ঠিকানা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ৩ } { ১৩৭৯, আষাঢ়

সম্পাদকীয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, লিব, এসসি, পাঠক্রমে ভর্তি

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য কিছু নিয়ম কানুন থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বোধহয় কিছু নিয়ম লেখা আছে কিন্তু সে নিয়ম কেবলমাত্র পুঁথিতেই লেখা থাকে, কার্যকালে সেটা কোন কাজে আসে না। বি, লিব, এসসি, পাঠক্রমে ভর্তির ব্যাপারেও বছরের পর বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এ সম্পর্কে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়নের আবেদন করেও কোন সুরাহা হয়নি।

গ্রন্থাগার :বিজ্ঞান শিক্ষণ একটি বৃত্তি কুশলী শিক্ষাক্রম। স্বভাবতঃই যাঁদের অন্যূন শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতা ও বৃত্তি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তাঁদের ভর্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নিয়মের বৈপরীত্যই চোখে পড়ে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম নিয়মিত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রম পরিচালনা করছে। এখান থেকে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন, তাঁদের অনেকেই কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এসসি, পাঠক্রমে ভর্তির সুযোগ পান না, পরন্তু কেবলমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা যাঁদের রয়েছে এমন অনেকেই এই পাঠক্রমে ভর্তির সুযোগ পান।

গ্রন্থাগারে কাজ করার অভিজ্ঞতাও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রমে ভর্তির অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন, অথচ প্রকৃতপক্ষে এই অতিরিক্ত যোগ্যতাকে অধিকাংশ সময়েই উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। বৃত্তিগত শিক্ষায় যাঁরা সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের ভর্তির কোন অগ্রাধিকার না দিয়ে কেবলমাত্র শিক্ষাগত ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠিতে অনেককেই বি, লিব, এসসি পাঠক্রমে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার পিছনে কোন যুক্তি আছে, তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বোধগম্য হলেও সাধারণের কাছে বোধগম্য নয়। এর

ফলে কি এটাই ধরে নেওয়া যায় না, যে কাজের অভিজ্ঞতা বা প্রারম্ভিক শিক্ষার চেয়ে সুপারিশের যোগ্যতার দাম আর কোথাও থাকুক বা না থাকুক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এসসি, পাঠক্রমে ঠিকই আছে? এবং যদি তাই হয়, তাহলে এ দৃষ্টান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঐতিহ্যসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলঙ্কের মাত্রাই বাড়াচ্ছে।

যদিও ভারতের অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর (এম, লিব, এসসি) পাঠক্রম চালু হয়েছে কিন্তু নানা আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তন করেন নি। এর ফলে যাঁরা ইতিমধ্যে বি, লিব, এসসি পাঠক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা উচ্চতর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ ছাড়া সার্টিফিকেট পরীক্ষাতেও প্রতি বছর পূর্বোক্ত দুটি সংস্থা থেকে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র ছাত্রী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বি, লিব, এসসি, পাঠক্রমে ভর্তির উপযুক্ত সুযোগ না থাকায় সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাতেই এক জটিলতা বাড়ছে দিনের পর দিন।

পাঠক্রম আলোচনাতেও এর ফলে জটিলতা বাড়ছে এবং শিক্ষার মান ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। সদ্য স্নাতকদের কাছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রম প্রারম্ভিক পাঠ হলেও সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কাছে ঐ পাঠ পুনর্চর্চা পাঠক্রমেরই নামান্তর। ফলে শিক্ষকদের স্বভাবতই নতুনদের জন্য প্রথম থেকে পড়াতে হয়।

এ ছাড়াও রুজি রোজগারের প্রশ্নও জড়িয়ে আছে বি, লিব, এসসি শিক্ষাক্রমে ভর্তির সঙ্গে। অনেকেই বেশ কিছুদিন ধরে গ্রন্থাগারে কাজ করছেন কিন্তু বি, লিব, এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াতে ঠিকমত বেতনাদি পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় যাঁরা সদ্য স্নাতক হয়েছেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করছেন তাঁদের দাবী নিশ্চয়ই অগ্রগণ্য। কিন্তু ভর্তির সময় এসব দিকে ঠিকমত লক্ষ্য রাখা হয় বলে মনে হয় না, তাহলে যাঁদের গ্রন্থাগারে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের বাদ দিয়ে সদ্য স্নাতকদের বি, লিব, এসসিতে ভর্তি করা হোত না।

দুবছর আগেও ভর্তির আবেদন পত্রে আবেদনকারী সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা সেই সম্পর্কে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কোন অদৃশ্য হাতের কারচুপিতে হঠাৎ আবেদন পত্রে ঐ বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে যেভাবে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালনা করার যে প্রচেষ্টা চলছে সেখানে অবিমৃষ্যভাবে প্রতি বছর প্রায় একশত জনকে শিক্ষার ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়, তাদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের প্রয়োজনও রয়েছে। শিক্ষার ধারক ও বাহক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই এ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। এমতাবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার অনুরোধ করবো কোন বৃত্তিগত শিক্ষাক্রমে ভর্তির জন্য যেন উপযুক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয়। অন্যথা পিছনের দরজা দিয়ে বেশ কিছু দুর্নীতি প্রশাসনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। যার জন্য আগেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র

সুশীলকুমার ঘোষ

বাঙ্গলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিতে পারা যায়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা মহানগরীর অ্যালবার্ট হলে (কলেজ ষ্ট্রীটে) বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন নামকরণ হয় অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন। তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা ন্যাশনাল লাইব্রেরী নামে পরিচিত) সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরীয়ান চ্যাপম্যান সাহেব (J. A. Chapman) মহোদয় ঐ পরিষৎ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল (Conference) তাহার সভাপতিত্ব করেন। বহু লাইব্রেরী হইতে, বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন পাঠাগার হইতে প্রতিনিধি আসিয়া ইহাতে সোৎসাহে যোগদান করেন।

ইহার প্রায় এক বৎসর কাল পরে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ওয়াই. এম, সি-এর (Y. M. C. A.) ওভারটুন 'হলে' (Overtoun Hall) এ উক্ত লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুযোগ্য সভাপতি বিজ্ঞপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সেই সম্পর্কে দেশনায়ক চিন্তাশীল বিপিনচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ঘটিবার সৌভাগ্য আসে।

এককালে বঙ্গমাতার এই কৃতী সন্তান কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (যাহা পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে পরিবর্তিত হয়) ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের সম্মান-সূচক পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার সুবিবেচনা, দক্ষতা ও পরিচালনা শক্তি উজ্জ্বল ভাবে দেশবাসীর নিকট প্রকটিত হয়। জ্ঞান আহরণের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া তিনি তৎকালে মনের সাধে বিবিধ তত্ত্ব আলোচনা, নানাপ্রকার শাস্ত্রপাঠ, স্মৃতি ও ধৃতি শক্তি সাহায্যে বিভিন্ন দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি অনুশীলনকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। এই বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ প্রজ্ঞাশীল নেতা সেই ২রা জানুয়ারী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অপরাহ্নে যে নীতিগর্ভ অভিভাষণ দেন তাহা যেমন হইয়াছিল হৃদয়গ্রাহী, সারমর্মী ও বিবেচনা-বোধে উজ্জ্বল—তেমনই উহা হইয়া উঠিয়াছিল জীবনব্যাপী সাধনার ফলে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার বিষয় ছিল "লাইব্রেরীর উপকারিতা" দীর্ঘকালের মূল্যবান অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও অনুশীলন যে গ্রন্থাগারিক জীবনে সার্থকতার মুকুট পরাইয়াছিল, পাঠকগোষ্ঠি মধ্যে বরণীয় নেতা করিয়া রাখিয়াছিল সেদিনের সেই পবিত্র শীতসন্ধ্যায় গ্রন্থকীটের বিচিত্র মণীষা প্রকাশ তাহার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।

তিনি যেন সেদিন শিক্ষাসংস্কৃতির পবিত্র দেউলের নূতন কক্ষের এক নবদ্বার উদঘাটন করিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের সুস্বাদু, সঞ্জীবনী শক্তিবিশিষ্ট উপাদেয় ফল সকলকে বিতরণ করিয়া

নিজ পাঠযজ্ঞ জ্ঞান আরাধনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া রাখিলেন। জাতিকে জ্ঞানী, শিক্ষিত, প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে আহ্বান জানাইলেন। দেশবাসী, লাইব্রেরিয়ানগণ, পাঠক সম্প্রদায় গ্রন্থভক্ত, গ্রন্থাগার কর্ম্মী সকলে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,—প্রাণ পাইলেন। নিস্তেজ জাতির অন্তরে জ্ঞানের শিখা জ্বালাইয়া বীর্যবান হইবার আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগাইলেন।

লাইব্রেরী অন্দোলনের অন্যতম উৎসাহদাতা বিবুধরত্ন বিপিনচন্দ্র স্বাবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই নির্ভীক নেতা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন মানুষ হইবার আদর্শ,—স্বাধীন স্বাবলম্বী হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে গ্রন্থালয় ভবন হইতে জ্ঞানবৃক্ষের তলদেশে যে মহান চিন্তা আকুলতা, আকাঙ্ক্ষার বীজ ছড়ান আছে।

২

আর একটি স্মরণীয় ঘটনা তাঁহার জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশ-হিত-ব্রতী বিপিনচন্দ্র গুণী ব্যক্তির শ্রদ্ধা-সম্মান রাখিতে জানিতেন। তিনি দেশ-পূজ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে নব যুগের ঋষি, নূতন সংস্কৃতি-আদর্শের জন্মদাতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার (নৈহাটি) বাসভবন রেল কোম্পানী কর্তৃক গ্রহণ ও নির্মূল করিবার প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন বলিয়া দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলনের সঞ্চার করিলেন, স্বদেশ-প্রাণ বিপিনচন্দ্র উহা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত প্রতিবাদকল্পে দণ্ডায়মান। সে তীব্র প্রতিবাদ সভায় আলবার্ট হলে, তিনি যে কেবল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নহে, স্বয়ং সুযোগ্য হস্তে প্রতিবাদ প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন। সেই তুমুল চাঞ্চল্য মধ্যে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, উদারনীতিজ্ঞ, দেশকর্মী, সাহিত্যসেবী বঙ্কিমভক্ত, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্মী, গ্রন্থাগারিক, দায়িত্বশীল দেশসেবক প্রভৃতি সমবেত কণ্ঠে অসামাজিক ও দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সকল সম্প্রদায়ের লোক সেই পুণ্যময় দিনে মাননীয় দেশনেতা স্বয়ং সভাপতি উচ্চারিত প্রস্তাবটি আন্তরিকতার সহিত আবেগভরে গ্রহণ করেন। প্রথমটি ছিল জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্তর্নিহিত নিবিড় সরোষ প্রতিবাদজ্ঞাপন। দ্বিতীয়টিতে ব্যক্ত করা হইয়াছিল, জাতির অবমাননা সূচক, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি লাঞ্ছনা প্রকাশক সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন, যাহা সমগ্র দেশের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গৃহীত, সমগ্র জাতির পুণ্যাশ্রম রূপে কল্পিত, তাহা বিধ্বস্ত করিবার দুষ্ট প্রবৃত্তি অচিরে পরিহার করিবার নির্দেশ। এইরূপ উদাত্ত সুরে সকলে প্রতিবাদ জানাইলেন।

কেহ কেহ মৃদু ভাষণে অথচ দৃঢ়তার সহিত কাতর আবেদন করিলেন। স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা ৺নরেন্দ্রনাথ শেঠ প্রভৃতি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, এ অপকর্ম প্রতিরোধ করা আবালবৃদ্ধ বণিতার অবশ্য কর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন দেশবাসীর প্রেরণার

উৎস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি বলিলেন, সাহিত্যের প্রতি সম্মান দেখাইতে প্রাণপণ প্রয়াসে সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্রের আবাস ভবন সংরক্ষণ, তাহার দেশবাসীর একটি প্রধান করণীয় কর্ম। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা কালে বলেন, দেশকর্মীগণ উৎসাহ পাইয়াছেন আনন্দমঠ পাঠ করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশসেবার আদর্শ বর্ণনার অতীত।

স্বদেশ সেবাপরায়ণ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সেইদিন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রচার করিলেন,—তিনি স্বয়ং দিল্লী গিয়া গভর্ণর জেনারেল, বড়লাট সাহেবের রেলওয়ে সচিব সার জর্জ রেণীর (Sir George Rainy-র) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশসুদ্ধ লোকের ব্যথা-কাতর হৃদয়জাত তীব্র প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, উষ্মা, ক্রোধ জানাইবেন। জনসাধারণের দায়িত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সকল সম্প্রদায়ের ও শিক্ষিত মণ্ডলীর নিবিড় আবেগ ও দুঃখপূর্ণ প্রতিবাদ মূলক প্রস্তাব দুইটি প্রদান করিব। বিপিনচন্দ্র বলিলেন, ইহার মধ্যে নিহিত বাঙ্গালী সমাজের প্রাণের জ্বালা, ভারতবাসীর স্বদেশসেবা মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পূজারীর লাঞ্ছনা জনিত বেদনার অভিব্যক্তি। মনের বাসনা, অভিরুচি, আকাঙ্ক্ষা এবং জাতির শ্রদ্ধা ভক্তি, শ্রেষ্ঠ সম্মান যাহার উপর অকাতরে পূর্ণভাবে সমর্পিত, তাহার নিবাস ভূমি ধূলিসাৎ করিয়া রেলবর্ত্ম প্রবর্তন শিক্ষিত সমাজও সাধারণ ব্যক্তি সহ্য করিবে কেন? এই প্রস্তাবগুলি যে বিনা দ্বিধায় নিঃসন্দেহে সার্বজনীন কণ্ঠ নিঃসৃত হইয়া অপরিবর্তিত রূপে সমর্থন পাইয়াছে, তাহাতে সমগ্র জাতির ও সমাজের অনুমোদনের স্বাক্ষর উজ্জ্বল আকারে প্রমাণিত হইয়াছে।

তিনি দেশপ্রাণ বঙ্কিমভক্ত নরেন্দ্র শেঠ মহাশয়ের বক্তৃতার সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিলেন, তিনি যথার্থ বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষিরূপে সকলকে দীক্ষা দিয়াছেন। তিনি শুধু সাহিত্য সম্রাট যে ছিলেন, তাহা নহে, তিনি প্রকৃতপক্ষে জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা,. নব প্রেরণা সমাজ সেবার আদর্শে নবীন উদ্দীপনা জাগাইবার জনক সদৃশ। তাঁহাকে পূজা করিলে, তাঁহার বাসভবন সংরক্ষণ চেষ্টায় প্রাণপাত করিলে, বাঙ্গালী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। সমগ্র বাঙ্গালীর একত্র হইয়া সংযুক্ত শক্তিতে উহা রক্ষা করিয়া ঐস্থানে একটি সংগ্রহালয় (Meseum) প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য,—উহা হইবে যুগযুগান্তের পথ নির্দেশ, জাতির জীবনী-শক্তির প্রেরণার উৎস।

৩

স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্যতম কুশলী নেতা, দেশ ভক্তির পুরোহিত বিপিনচন্দ্রের—মমতাশীল হৃদয়ের কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাঁহার বাসভবন ভবানীপুরে গিয়া যখন শিক্ষা বিস্তারে লাইব্রেরীর স্থান সম্বন্ধে সরস ও উপকারী কথোপকথন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহ সংরক্ষণ কল্পে প্রয়াস ও দেশব্যাপী আন্দোলন সম্পর্কে মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপদেশ

গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করিতাম। কিছুকাল পরে এই সহৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্যান্য বিধানমণ্ডলীর সহযোগিতায় রেল কোম্পানী এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। কারণ ইহার পশ্চাতে ছিল প্রবল জনমত, সমগ্র দেশের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ। তুলসীচরণ গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ লাহা, নৈহাটির বঙ্কিমচন্দ্র রায় (বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক) প্রভৃতি নানাভাবে এই মহৎ কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

গুণগ্রাহী বিপিনচন্দ্রের উদার অন্তঃকরণের ও উজ্জ্বল প্রতিভার তীব্র বিকাশে আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়ি, নানাপ্রসঙ্গ আলোচনার সময়। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁহার সাহিত্য-সেবা নব পর্যায় বঙ্গ দর্শনে প্রকাশিত তাঁহার চিন্তাশীল সুললিত প্রবন্ধগুলি আলোচিত হইত। কথায় কথায় স্বদেশী যুগের আদর্শ ও তাঁহাদের স্বদেশ সেবার পদ্ধতি শিক্ষা সংস্কার জাতীয় শিক্ষা বিস্তার, স্বদেশী শিল্প প্রচার প্রভৃতি বিষয়গুলি আসিয়া পড়িত। প্রসঙ্গক্রমে এই সকল আলোচনাকালে জানিলাম, মানব জীবনের যে পবিত্র ও মহৎ গুণাবলী আমাদের চরম ও পরম কাম্য সেগুলির সফল চর্চায় তিনি পূর্ণভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মনে পড়িয়া গেল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ নেতার সবল পদক্ষেপ, প্রত্যয়ে সুদৃঢ় অন্তর, প্রতিকূলতায় অচপল মূর্তি, সংহতি-সমন্বয়ের প্রশান্ত নিদর্শন। স্বদেশী যুগের নেতা হিসাবে বলা যায় অকপট জাতীয়তাবাদী, গঠন-প্রতিভার অসামান্যতার এক বিশিষ্ট প্রতীক। আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভ করিয়া যখন হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিতাম তখন তাঁহার সেই বাণী কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইত,—লাইব্রেরী আন্দোলন দেশের মধ্যে জয়যুক্ত হউক। স্বদেশী যুগের সাধক দেশ মাতৃকার পুজার্চনার পুণ্য পুরোহিতের সেই অমোঘ বাণীতে যে তৃপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য।

[সুশীলকুমার ঘোষ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (তৎকালীন বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। গ্রন্থাগারের প্রতি জনচেতনা বৃদ্ধি ও সার্বিকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠু রূপায়ণে সুশীলকুমার ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য। সুশীলকুমার ঘোষের স্মরণে তাঁর প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র' বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

—গ্রঃ সঃ]

উইলিয়াম কেরী ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

পুলিন বড়ুয়া

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ভারতবর্ষে আসার পর যে ক'জন বিদেশী ভারতদরদী বন্ধু আমাদের দেশে এসে আমাদের দেশ, ভাষা, জাতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, উইলিয়াম কেরী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একজন বিদেশী হয়েও বাংলা ভাষার উন্নতিতে, বাংলা মুদ্রণের আদিপর্বে এবং বাংলার নবজাগরণের প্রথম যুগে তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। শুধু তাই নয়, ভাষার সেই আদিপর্বে বাংলা গদ্যকে তিনি সাহিত্যের ভিত্তিতে প্রথম রূপায়িত করেন। বাংলা ভাষা তথা বাংলা নবজাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টা শুধু বিস্ময়কর নয়, বাংলা ভাষার ইতিহাসে এই বিদেশীর নাম চিরস্মরণীয়।

১৭৬১ সালে ইংলণ্ডের নর্দাম্পটনশায়ারের এক ছোট্ট গ্রামে তাঁতীর ঘরে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম এডমণ্ড কেরী। পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিলনা; ফলে দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। নানাজায়গা হতে বিভিন্ন দেশের বিবরণ ও ভ্রমণকাহিনী সংগ্রহ করে তিনি জ্ঞান চরিতার্থ করতেন। পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য অল্প বয়স থেকে বালক কেরীকে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। ফলে উচ্চশিক্ষার আশা ত্যাগ করে অতি কষ্টের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে হয় এবং জীবিকা ও অর্থকরী বিদ্যালাভের জন্য জুতো তৈরীর দোকানেও সাময়িকভাবে কাজ শিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং ধর্মবিষয়ক বইগুলি তাঁর প্রিয় ছিল ও ধর্মবিষয়ে তর্ক করতে ভালবাসতেন। তর্কমূলক ধর্মচর্চা করবার জন্য তিনি শৈশবকাল হতেই গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু ভাষা শিক্ষায় খুবই মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ধর্মযাজকের যোগ্যতাও লাভ করেছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রাণতা ও ধর্মীয় বই পাঠ করার ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিদেন জাতিদের মধ্যে খৃষ্টের বার্তা প্রচার করবার প্রবল আগ্রহ তাঁর মনের মধ্যে জমে এবং তিনি তাদের মুক্তির উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। সেইসময় ইংরেজ আমাদের দেশে, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপ গ্রহণ করেছে। কেরীসাহেব তখন জন টমাস নামে ভারতপ্রত্যাগত একজন খ্রীষ্টান মিশনারীর নিকট বাংলাদেশের কথা জানতে পেরে বাংলাদেশ সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং ১৭৯৩ সালে সপরিবারে বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হন।

বাংলাদেশে পৌছেই কেরী জন টমাসের শিক্ষক রামরাম বসুর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁকে মুন্সীরূপে পান। তাঁর কাছ থেকেই তিনি প্রথম বাংলা ভাষার শিক্ষা

গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশে আসার পথে জাহাজেই জন টমাসের কাছে বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এদেশে এসে তিনি প্রথমদিকে বিভিন্ন জায়গায় বাস করেন। পরে ১৭৯৪ সালে টমাস সাহেবেরই চেষ্টায় মুন্সী রামরাম বসু সহ মালদহের মদনবাটীতে মিশনের কাজে যান। মদনবাটীতে তিনি পাঁচবছর (১৭৯৪-১৭৯৯) ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মুন্সী রামরাম বসুর কাছে ভালভাবে বাংলা ও অন্য দু'জন পণ্ডিতের কাছে কিছু সংস্কৃত ও হিন্দি শিক্ষা করেন। কিছুদিনের মধ্যে কেরী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জন করলেন। এ-সময়েই তিনি বাইবেল অনুবাদ করে মুদ্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এখানেই তিনি "নিউ টেষ্টামেণ্ট"এর বাংলা অনুবাদ শেষ করেন। ইতিমধ্যে মুন্সী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখের সংগে রামরাম বসুকে তাড়িয়ে দিলেন। ১৭৯৬ সালের শেষাশেষি জন ফাউন্‌টেন নামে একজন যুবক মিশনারীর সহযোগিতায় অনুবাদের কাজ শেষ করে মুদ্রণের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মুদ্রণের ব্যয়বাহুল্যের জন্য সাময়িকভাবে তাঁকে একাজে বিরত থাকতে হয়। এর কিছুদিন পর ইংলণ্ড হতে আনীত একটি কাষ্ঠনির্মিত মুদ্রাযন্ত্র নীলামে ক্রয় করে মদনবাটীর নীলকুঠির মালিক ধর্মপ্রাণ উডনী বাইবেল মুদ্রণে সাহায্যের জন্য কেরীকে দান করেন।

১৭৯৯ সালে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি মিশনারী দল কোলকাতায় পৌছে কোন আশ্রয় না পেয়ে শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের এদেশে আসতে দিতে কিছুতেই রাজী নয়। মিশনারীরা কোলকাতায় পৌছলেই কোম্পানীর লোকেরা তাঁদের দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে পাঠিয়ে দিতেন। জন ফাউন্‌টেন ও ওয়ার্ডের মুখে শ্রীরামপুরে নূতন মিশনারীদের পৌছানোর সংবাদ পেয়ে কেরী নিজের ও মিশনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মুদ্রণযন্ত্রটিসহ শ্রীরামপুরে তাঁদের সংগে এসে মিলিত হন।

১৮০০ সনে উইলিয়াম কেরী সদলবলে শ্রীরামপুর মিশনে এসে পৌছান এবং কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সহযোগিতায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুরে কেরীসাহেবের আগমন ও মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠা বাংলা মুদ্রণ ও ভাষার ইতিহাসে একটা বিস্ময়কর ও ঐতিহাসিক ঘটনা, বিশেষ করে বাংলা নবজাগরণের প্রথম পর্বে এই মিশন ছাপাখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেরীসাহেব নূতন উদ্যমে বাংলা ভাষায় অনুদিত "নিউ টেষ্টামেণ্ট" মুদ্রণের চেষ্টা করতে লাগলেন এবং বাংলা হরফ বিন্যাসের উন্নতির জন্য আরো গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। কারণ ইতিপূর্বে পঞ্চানন কর্মকার যে নূতন বাংলা টাইপ তৈরী করেছিলেন, সে টাইপের চেহারা সুন্দর ছিল না। ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস পত্তন হওয়ার দু-তিন মাসের

মধ্যে (দু-তিন বছর) পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় এসে যোগদান করেন ও অক্ষর নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হন। পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা (ভ্রাতুষ্পুত্র) মনোহরের সহায়তায় কেরী ১৮০১ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে "নিউ টেষ্টামেণ্ট" এর বাংলা অনুবাদ মুদ্রণ করেন। ওয়ার্ড-এর জার্ণালে ১৮ই মার্চ তারিখে লেখা আছে—"This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Mathew." এ-কাজে তিনি এতই উৎসাহবোধ করেছিলেন যে সহকর্মীদের সুযোগ্য প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সমগ্র 'বাইবেল' অনুবাদ করার অনুপ্রেরণাও লাভ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, শ্রীরামপুরে পঞ্চানন ও মনোহর কর্তৃক উন্নত ধরণের তৈরী টাইপ দীর্ঘকাল অন্যান্য ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

১৮০০ সালের আগষ্ট মাসে Gospel of St. Mathew অংশ মূল গ্রীক হতে অনূদিত হয়ে "মংগল সমাচার মাতিউর রচিত" প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা হতে মুদ্রিত এটাই সর্বপ্রথম বংলাগদ্য পুস্তক। এই বইটির পর কেরী খ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত মুন্সী রামরার বসু কৃত "হরকরা" ও "জ্ঞানোদয়" নামে দু'খানি কবিতার বই প্রকাশ করেন। এরপর কেরী স্যামুয়েল পীয়ার্স-এর "A Letter to the Laskars" নামে বই-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন। তারপরেই কেরীর বিখ্যাত "বাংলা ব্যাকরণ" প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে। এই ব্যাকরণ বইটিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী বইও বলা যায়। কারণ এটাই শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত বই এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়যাত্রার এটাই প্রথম পদক্ষেপ। ১৮০১ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা 'নিউ টেষ্টামেণ্ট' এর মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। এর পরের কয়েক বছরে এই বই-এর বিভিন্ন সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ১৮০১-৩২ সনের মধ্যে মিশনপ্রেস চল্লিশটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রায় ২,১২,০০০ বই মুদ্রণ করেন। মার্ডকের ক্যাটালগ হতে জানা যায় যে, 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়', 'লাশকারদের প্রতি' ও বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন প্রেস হতে নীচে উল্লেখিত বইগুলিও মুদ্রিত হয়েছিল,—

ওয়ার্ডের The Missionaries Address to the Hindoos কেরীকৃত অনুবাদ।
পীতাম্বর সিংহের The Sure Refuge (কবিতা), The Enlightner, ও Good Advice.
কেরী কৃত A short summary of the Gospel.
মার্শম্যান কৃত Address to the Hindoos.
মার্শম্যান কৃত The Difference : or Krishna & Christ Compared.
Watt's Historical Catechism-এর অনুবাদ (কবিতা)।

এ ছাড়াও আরো অন্যান্য বই মিশন প্রেস মুদ্রণ করে বাংলাদেশে মুদ্রণ কার্যের জয়যাত্রা সূচনা করেন। ভারতের মুদ্রণের ইতিহাস তথা বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ভূমিকা বিশেষ স্মরণীয়।

এদেশে মুদ্রণ প্রচলিত হবার পর ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছিল তা সবিশেষ লক্ষণীয়। মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার আগে কিংবা কেরীর আগমনের আগে বাংলাদেশে ভাষারও উন্নতি ঘটেনি, অথবা মুদ্রিত বইয়েরও সমারোহ ছিল না। সেদিক দিয়ে বাঙালী, বাংলাভাষা ও সাহিত্য উইলিয়াম কেরী ও মিশন ছাপাখানার কাছে নানাভাবে ঋণী।

যেভাবেও কেরী প্রধানতঃ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন এবং ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের পরবর্তী সময় বাংলা ভাষা ও গদ্যসাহিত্যের উন্নতিতে অতিবাহিত করেন। শুধু তাই নয় তিনি নিঃসন্দেহে এদেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সংস্কার, এমনকি হৃদয়াবেগের সহিতও গভীরভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি একটি পত্রে লিখেছেন—"...my heart is weded to India ; and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I Can..." ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮০১ সালের মে মাসে তিনি ঐ কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে তিনি সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠীভাষার শিক্ষকরূপেও নিয়োজিত হন। ঐ সময়ে তিনি উক্ত কলেজে ইংরেজ ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য নিজে কয়েকখানি বাংলা বই প্রণয়ন করেন এবং সহকর্মীদের দিয়েও কয়েকখানি বই রচনা করান। এইসব বইগুলি শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা হতে মুদ্রিত হয়। এরপর 'রামায়ণ ও মহাভারত', 'সংস্কৃত ব্যাকরণ', 'বাংলা-ইংরেজি অভিধান', 'ইতিহাস মালা' প্রকাশ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবদান ছাড়াও বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কেরী এবং মিশন প্রেসের ভূমিকা শুধু অনস্বীকার্য নয় স্মরণীয়ও। ১৮১৮ সাল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই সালেই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতিকল্পে চারটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। মাসিক 'দিগদর্শন', সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' এবং মাসিক 'The Friend of India', এই চারিটি সাময়িক পত্রই উক্ত সালের এপ্রিল হতে জুনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব পত্র প্রকাশনের ও সম্পাদনের নেপথ্যে জোশুয়া মার্শম্যানের সংগে তাঁর অসামান্য ভূমিকা বিশেষ স্মরণীয়।

কেরী একাধারে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং বাংলা ভাষার প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন। মূলতঃ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসে আমাদের দেশ, ভাষা ও বাঙালী জাতিকে তিনি আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এদেশের সর্বাংগীন উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বিদেশী ভারতদরদী বন্ধুদের মধ্যে তিনি শুধু অগ্রগণ্য নন, শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ছিলেন, যাঁর কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী। ১৮৩৪ সালের জুনমাসে এই মহাপ্রাণ কর্মবীর শ্রীরামপুরে মারা যান।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (১০)

দৃষ্টিকোণ সহায়িকা

বিমলকান্তি সেন

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের বিবাহব্যবস্থা এই ধরণের প্রকাশন আমাদের চোখে হামেশাই পড়ে। এ ছাড়াও বহু বই লেখা হয় তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে।

এই ধরণের প্রকাশনকে বর্গীকরণ করার জন্য আলোচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতিতে রয়েছে দৃষ্টিকোণ সহায়িকা (Point of view auxiliaries), যার চিহ্ন হল ·000 (বিন্দু শূণ্য শূণ্য শূণ্য) এবং ·00 (বিন্দু শূণ্য শূণ্য)। এই সহায়িকাগুলিও সাধারণ সহায়িকার অন্যতম এবং তালিকার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত বর্গসংখ্যার সংগেই ব্যবহার্য। মনে রাখতে হবে এই সহায়িকাগুলি সাধারণতঃ বিষয়ের ব্যাপক ক্ষেত্রের নির্দেশক এবং সবসময়ই বিষয়সংখ্যার সহগামী। এরা স্বতন্ত্রভাবে কখনও প্রকাশনের বর্গসংখ্যা গঠন করতে পারে না।

·000 দিয়ে যে সহায়িকাগুলির সুরু, তা নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই। এই সহায়িকাগুলি মুখ্য তালিকার 1/9-এর মতই বিভাজ্য। যেমন মুখ্য তালিকায় 5 হচ্ছে বিজ্ঞান। কাজেই ·000·5 হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ। অনুরূপভাবে ·000·159·9 হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ, যেহেতু 159·9 হচ্ছে মনস্তত্ত্ব। গোড়াতেই যে উদাহরণগুলি দিয়েছি তার বর্গসংখ্যা এবার গড়া যেতে পারে। আমরা জানি 5 হচ্ছে বিজ্ঞান, আর 1 হচ্ছে দর্শন। কাজেই দার্শনিক দৃষ্টিকোণের বর্গসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ·000·1। সুতরাং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানের বর্গসংখ্যা হবে 5·000·1। অনুরূপভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের বর্গসংখ্যা এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহের বর্গসংখ্যা হবে যথাক্রমে 2·000·5 এবং 392·5·000·2।

·00 দিয়ে যে সহায়িকাগুলির সুরু তাদের কাজ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ সাধারণ সহায়িকার কাজ করা। যেমন :

১। 53·001·1 তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা [53-পদার্থবিদ্যা 1·001·1তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ।]

২। 159·9·001·5 মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা [159·9 মনস্তত্ত্ব 2·001·5 গবেষণা]

৩। 633·18·002·2 ধান উৎপাদন [633·18 ধান 1·002·2 ধান উৎপাদন]

৪। 661·003·12 রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য [661 রাসায়নিক দ্রব্য 1·003·12 মূল্য]

ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, কোলন সহযোগে বর্গসংখ্যা গঠনের ফলে যেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, সেখানে শৃঙ্খলা আনয়ন করা। একটি ডেয়ারী ফার্মের কথা ভাবা যাক। ডেয়ারী ফার্মের হাজার রকমের কাগজপত্রগুলিকে বর্গীকরণ করে সাজাবার ফলে নিম্নাবস্থা দাঁড়িয়েছে।

637 ডেয়ারী

637 : 061·5 ডেয়ারী ফার্ম

১) 637 : 061·5 : 02 ডেয়ারী ফার্মের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কাগজপত্র
২) 637 : 061·5 : 069 ডেয়ারী ফার্মের সংগ্রহশালা সংক্রান্ত কাগজপত্র
৩) 637 : 061·5 : 336·215 ডেয়ারী ফার্মের আয়কর সংক্রান্ত কাগজপত্র
৪) 637 : 061·5 : 338·983·5 ডেয়ারী ফার্মের সরকারী সাহায্য সংক্রান্ত কাগজপত্র
৫) 637 : 061·5 : 368·17 ডেয়ারী ফার্মের অগ্নিবীমা সংক্রান্ত কাগজপত্র
৬) 637 : 0615 : 368·42 ডেয়ারী ফার্মের স্বাস্থ্যবীমা সংক্রান্ত কাগজপত্র
৭) 637 : 061·5 : 64·022 ডেয়ারী ফার্মের ক্যান্টিন সংক্রান্ত কাগজপত্র
৮) 637 : 061·5 : 657·31 ডেয়ারী ফার্মের বাজেট সংক্রান্ত কাগজপত্র
৯) 637 : 061·5 : 658·381 ডেয়ারী ফার্মের কর্মীদের কাজের সময় সংক্রান্ত কাগজপত্র

উপরের উদাহরণগুলি ১, ২, ৫, ৭ হচ্ছে গৃহ সংক্রান্ত, ৩, ৪, ৮ হচ্ছে অর্থসংক্রান্ত এবং ৬, ৯ হচ্ছে কর্মীসংক্রান্ত। ভাল হত যদি সমস্ত গৃহসংক্রান্ত প্রকাশনগুলি এক জায়গায়, সমস্ত অর্থ সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি এক জায়গায় এবং সমস্ত কর্মীসংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি এক জায়গায় আসত। দৃষ্টিকোণ সহায়িকার সাহায্যে এ কাজটি করা সম্ভব। দৃষ্টিকোণ বিভাগের

·003 হচ্ছে অর্থ নৈতিক, আর্থিক এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ

·006 হচ্ছে জায়গা, গৃহ ইত্যাদি সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ

·007 হচ্ছে কর্মীসংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ।

এই সহায়িকাগুলি ব্যবহার করে উপরোক্ত প্রকাশনগুলি বর্গীকরণ করলে তাদের সজ্জাক্রম দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

637 : 061·5] ·003,: 336·215	ডেয়ারী ফার্মের	আয়কর	সংক্রান্ত	কাগজপত্র
637 : 061·5] ·063 : 338·983·5	,, ,,	সরকারী সাহায্য	,,	,,
637 : 061·5] ·003 : 657·31	,, ,,	বাজেট	,,	,,
637 : 061·5] ·006 : 02	,, ,,	গ্রন্থাগার	,,	,,
637 : 061·5] 006 : 069	,, ,,	সংগ্রহশালা	,,	,,
637 : 061·5] 006 : 368·17	,, ,,	অগ্নিবীমা	,,	,,
637 : 061·5] 006 : 64·022	,, ,,	ক্যান্টিন	,,	,,
637 : 061·5] 007 : 368·42	,, ,,	কর্মীদের স্বাস্থ্যবীমা	,,	,,
637 : 061·5] 007 : 658·381	,, ,, ,,	কাজের সময়	,,	,,

দৃষ্টিকোণ সহায়িকা ব্যবহারের ফলে প্রায়শঃই বর্গসংখ্যা অতিমাত্রায় দীর্ঘ হয়ে পড়ে। বর্গসংখ্যাটিকে ছোট করবার জন্য সহায়িকার পুর্বের অংশটুকু 'X' বা অন্য কোন চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে মুদ্রিত প্রকাশনে এই ধরণের চিহ্ন বা অক্ষর ব্যবহার না করাই ভাল।

মিশ্র বর্গসংখ্যায় দৃষ্টিকোণ সহায়িকার স্থান

সাধারণতঃ মিশ্র বর্গসংখ্যায় দৃষ্টিকোণ সহায়িকার স্থান হল হাইফেনিত সহায়িকার পরে এবং প্রথম বন্ধনীর পুর্বে। যেমন :

616—053·2·001·5 (540)	ভারতবর্ষে শিশুরোগের গবেষণা
(540)	প্রথম বন্ধনীর সহায়িকা
·001·5	দৃষ্টিকোণ সহায়িকা
—053.2	হাইফেনিত সহায়িকা

মিশ্র বর্গসংখ্যায় একাধিক দৃষ্টিকোণ সহায়িকার ব্যবহার

প্রকাশনের বর্গসংখ্যা গড়তে গিয়ে পাশাপাশি একাধিক দৃষ্টিকোণ সহায়িকার ব্যবহার সম্ভব কি না, এ নিয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন। সার্বদশমিক বর্গীকরণের মূল বইখানিতে বা সার্বদশমিক বর্গীকরণ সম্বন্ধিত কোনও রচনায় এ সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে একটি প্রকাশনের বর্গসংখ্যায় দুটি দৃষ্টিকোণ সহায়িকা পাশাপাশি ব্যবহার করা সম্ভব। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক : "ভারতবর্ষের কয়লাখনির আর্থিক অবস্থা নিয়ে গবেষণা" এই যদি কোনও প্রকাশনের বিষয়বস্তু হয়, তাহলে তার বর্গসংখ্যা 622·33 (540) ·003·2·001·5 খারাপ হয় বলে মনে হয় না।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ সহায়িকার সংক্ষিপ্ত তালিকা

·000·1/·9 বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ

[মূল তালিকার বর্গসংখ্যা 1/·9-এর বিভাজ্য] উদা: ·000·3 সামাজিক দৃষ্টিকোণ

·001 তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ। উদ্দেশ্য। পরীক্ষা। গবেষণা এবং উন্নয়ন ইত্যাদি।

001·1 তত্ত্ব সংজ্ঞা। প্রোগ্রাম। পরিকল্পনা।

·001·2 পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান।
সর্ত (conditions)। প্রয়োজনীয় জিনিষ (requirements)। হিসাব (calculations)

·001·3 পরিসর (scope)। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা নির্দেশ। উৎস। বর্গীকরণ। ইত্যাদি

·001·4 মূল্য নিরূপণ। পরীক্ষণ (trials, testing)। sampling

·001·5 বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরীক্ষা (experiment)। গবেষণা।

·001·6 উন্নয়ণ। সম্প্রসারণ (elaboration), ইত্যাদি।

·001·7 সংস্কার (reform), সংশোধন। পুনর্গঠন ইত্যাদি।

·001·8 প্রসারণ (extension)। সাধারণীকরণ (generalization)।
ব্যবহার্যতা (applicability)। মূল্য (value)। গুরুত্ব। উপযোগিতা।

·002 ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ। সম্পাদন। (execution)। উৎপাদন। দ্রব্য (material)।
মিল, কারখানা ইত্যাদি। উৎপন্ন দ্রব্য।

·002·1 প্রাথমিক দশা।

·002·2 নির্মাণ। উৎপাদন ইত্যাদি

·002·3 কাঁচা মাল। মুখ্য উপাদান ইত্যাদি

·002·4 আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, উপাদান ইত্যাদি।

·002·5 উৎপাদনের জন্য ব্যবহার্য কলকারখানা।

·002 6 উৎপন্ন দ্রব্য। উপজাত দ্রব্য। রদ্দি, আবর্জনা, ফালতু দ্রব্য

·002·7 আনুষঙ্গিক কার্যাবলী। পরিবহন, মালবহনের গাড়ী ; স্থাপন, সংযোজন, সজ্জিতকরণ

·003 অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ

·003·1 অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ : মূল্য, বরাদ্দ, পরিমাণ, দাম ইত্যাদি

·003·2 আর্থিক এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ : টেণ্ডার, কণ্ট্রাক্ট

·003·3 গাণিতিক (accountancy) এবং হিসাবরক্ষণ (book keeping) দৃষ্টিকোণ

·004 ব্যবহার। ক্রিয়াপ্রণালী। যন্ত্র ইত্যাদি

·004·1 বিশিষ্টকরণ। ব্যবহার। কার্যক্ষমতা

·004·11 বিস্তৃত বিবরণ : বাহ্যরূপ ইত্যাদি

·004·12 গুণ ধর্ম। বৈশিষ্ট্য

·004·13 কার্যপ্রণালী

·004·14 ব্যবহার

·004·15 কার্যক্ষমতা (যান্ত্রিক)

·004·17 ক্ষমতা (capacity)। উৎপাদন ক্ষমতা

·004·2 ব্যবহারের নির্দেশ

·004·3 উৎপন্ন দ্রব্যের প্যাকিং, বোঝাই, প্রেরণ, বিলি

·004·4 সংরক্ষণ। সঞ্চয়ণ (storage)

·004·5 অনুরক্ষণ (upkeep, maintenance)।

·004·6 ক্ষয়ক্ষতি। মেরামত। খুঁত, ভাঙাচোরা।

·004·7 অকেজো করা। যন্ত্রপাতি খুলে ফেলা (dismantling)

·004·8 রদ্দি মালের ব্যবহার। পুনরুদ্ধার

·005 স্থাপনা, যন্ত্রপাতি

·006 স্থান, জায়গা ইত্যাদি

·006·1 অফিস-কাছারীর স্থান

·006·2 পড়াশোনা, গবেষণা, খেলাধূলা ইত্যাদির স্থান

·006·3 উৎপাদনের জন্য স্থান। কল কারখানা ইত্যাদির জায়গা

·006·4 ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য স্থান

·006·5 সঞ্চয়ণ, পরিবহণের জন্য স্থান

·006·7 ক্লাব, বিশ্রামাগার ইত্যাদির স্থান

·007 কর্মচারী, জনশক্তি

·007·08 আধিকারিক : পদ, ইত্যাদি [35·08-এর মত বিভাজ্য]

·007·1 উচ্চপদস্থ বৈজ্ঞানিক, টেকনিক্যাল, প্রশাসনিক কর্মচারী

·007·2 ওয়ার্কস্ ম্যানেজার। ফোরম্যান। মজুর

·007·3 বিজনেস ম্যানেজার। করণিক

·007·4 নিম্নপদস্থ কর্মচারী, পিয়ন, চাপরাসী ইত্যাদি

·007·6 বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা ইত্যাদি।

·008 সংগঠন, পরিচালন

·008·02 বিভাগ, উপবিভাগ

·008·041 কেন্দ্রীকরণ

·008·042 বিকেন্দ্রীকরণ

008·1 পরামর্শদাতা, কূটনীতি-নিয়ন্ত্রণ সংস্থা অ্যাসেম্বলী, কাউন্সিল, ব্যুরো

·008 2 সাধারণ পরিদর্শন, নির্দেশন এবং পরিচালন

·008·3 কার্যনির্বাহক সংস্থা (organ, body)

·008·4 পরামর্শ।

·008·8 সদস্যতা। (membership) অংশগ্রহণকারী

·009 সামাজিক এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ

·009·01 সহযোগিতা। সমবায়। বিনিময়

·009·02 প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শত্রুতা

·009·1 উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক

·009·2 সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক

·009·3 নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক

·009·4 বস্তুগত সেবা

·009·5 ব্যক্তিগত সেবা

·009·7 মক্কেল। খরিদ্দার

[ক্রমশঃ

পত্রিকা পর্যালোচনা

সাম্প্রত : প্রবীরগোপাল রায়; সম্পাদক। ১ম ও ২য় সংখ্যা। ২২ নং কে, সি, কাঠুরিয়া লেন, কলকাতা-৫৭ হতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য : ২ টাকা।

সাম্প্রত সাহিত্য তথ্য-সঙ্কলন ও সমালোচনার পত্রিকা। বাংলা সাহিত্যের তথ্য সঙ্কলন ও সমালোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন সংযোজন। সাহিত্য গবেষণা ও সমালোচনায় একটি বিশেষ দিকে আলোকিত করার এই দুরূহ প্রচেষ্টা সাহিত্যসেবী, সমালোচক ও গবেষকদের কাছে নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে। ইংরাজীতে পত্রিকাটির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে জানা যায় এটি গ্রন্থপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা পত্রিকা। এই পাক্ষিক পত্রিকার এ পর্যন্ত দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ১ম "বিষ্ণু দে" সংখ্যা (মাঘ ১৩৭৮) এবং ২য় (বৈশাখ ১৩৭৯) বঙ্গদর্শন প্রকাশের শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা। দুটি সংখ্যারই বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, নামী লেখকদের সাহিত্য আলোচনা, সাহিত্য সম্পর্কিত নির্দেশিকা, গ্রন্থ ও পত্রিকা সমালোচনার বলিষ্ঠতা আকর্ষণীয়। ১ম সংখ্যায় অরুণ সেনের বিষ্ণু দের উপর গ্রন্থপঞ্জী, ২য় সংখ্যায় অলোক রায়ের 'বঙ্কিম গ্রন্থপঞ্জী' সুধীজনের প্রশংসা পাবে। সাহিত্য জগতে গ্রন্থপঞ্জী বা রচনাপঞ্জীর মূল্য অসামান্য। কিন্তু মূল্যায়ন খুব কমই হয়ে থাকে। এই বিষয়ে অলোক রায় চিঠিপত্রে যে প্রশ্নটি তুলেছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য। "গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের কাজে আমাদের আগ্রহ কম। অথচ গবেষণার যে কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। তৈরী গ্রন্থপঞ্জী হাতের কাছে পেলে আমরা উপকৃত হই। কিন্তু গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর পরিশ্রম আমরা করতে চাই না। অন্যদিকে দীর্ঘ সময় অনেক পরিশ্রমে গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের পর দেখা যায় গ্রন্থপঞ্জীটি সকলেই ব্যবহার করলেও সঙ্কলনকর্মের কোনরূপ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।" (২য় সঙ্কলন বৈঃ ১৩৭৯, পৃঃ ২৮) শ্রী রায়ের উক্তি শুধু গ্রন্থপঞ্জী নয়, রচনা পঞ্জীর ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পত্রিকার সম্মিলিত রচনাপঞ্জীর কাজ আরো বেশী পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ এবং মূল্যবান। কিন্তু তার স্বীকৃতি আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান সমাজে আরও কম। 'সাম্প্রতে' ১ম সংখ্যার পত্রিকা জগৎ লেখাটিতে পত্রিকার রচনাপঞ্জীর সম্মিলিত সূচী সম্বন্ধে তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সম্মিলিত সূচির ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করে পূর্ণাঙ্গ সূচি কিভাবে করা দরকার তার দিক নির্দেশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে রচনাপঞ্জী বা গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের জন্য বিশেষ শিক্ষা

দেওয়া হয়। অথচ দুঃখের বিষয় এইসব সূচি সঙ্কলনের জন্য গ্রন্থাগারিকদের সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। ফলে এগুলি ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় গবেষকরা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হন না, গবেষক ও সঙ্কলকের শক্তি, সময় ও অর্থের অপচয় হয়। এইজন্য সূচি প্রস্তুতের জন্য গ্রন্থাগারিক ও সাহিত্যসেবীদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আশাকরি 'সাম্প্রত' এই সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করবেন। "সাম্প্রতে"র বিষ্ণু দের ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপঞ্জী গবেষকদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহিত্য-তথ্য হিসাবে স্বীকৃত হবে। সাহিত্যের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা আশাকরি সার্থক হবে। গ্রন্থ/পত্রিকা সমালোচনার ক্ষেত্রে যে নিরপেক্ষতা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় আমরা পেয়েছি, অদূর ভবিষ্যতে কোন প্রতিকূল পরিবেশে পত্রিকাটি এই আদর্শ থেকে যেন বিচ্যুত না হয়। "সাম্প্রত" অবশ্যই বিদগ্ধ সমাজ ও গ্রন্থাগারিকদের অবশ্য পঠনীয় পত্রিকা হবে। পরিশেষে গ্রন্থাগারিক হিসাবে এর সম্পাদককে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর অভিনব প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

—গীতা চট্টোপাধ্যায়

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের এক বিস্তারিত গ্রন্থাগার পঞ্জী প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই সম্পর্কে অধিকাংশ গ্রন্থাগারকেই প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলী পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আজও সকল গ্রন্থাগার তাঁদের প্রশ্নাবলী পরিষদ কার্যালয়ে পাঠান নি।

এই সম্পর্কে পুনরায় প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন অতি সত্বর তাঁদের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে উক্ত প্রশ্নাবলী পরিষদ কার্যালয়ে পাঠান। প্রশ্নাবলী না পেয়ে থাকলে পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

পরিষদ ভবন
২০ জুন, ১৯৭২

অরুণ রায়
আহ্বায়ক, লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী
উপসমিতি

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

পাঠক সমিতি, ষ্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী কলকাতা-২০

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী ও পাঠকবৃন্দের সম্মিলিত উদ্যোগে গত ২৩শে জুন ১৯৭২ তারিখে, গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের প্রবীণতম পাঠক শ্রীশীতাংশু নাথ রায়। আলোচনা, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও স্বরচিত রচনার দ্বারা ভারতপথিককে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সর্বশ্রী অববুদ্ধ রায়, স্বপন মিত্র, অশোক হাজরা, শংকর চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, গৌতম মুখোপাধ্যায়, সুদেব সানা, অসীম পাল, শীতাংশু নাথ রায়, ইন্দুভূষণ বিশ্বাস ও অঞ্জনা গুহ। অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সুভাষ সেনগুপ্ত, সুনীল কুমার রায়, রমাপ্রসাদ দত্তের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই উপলক্ষ্যে রামমোহন রচিত ও রামমোহন বিষয়ক নির্বাচিত পুস্তক তালিকা প্রকাশিত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাঠক সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হয়েছে। সভাপতি : বিমলকান্তি বিশ্বাস ; যুগ্মসম্পাদক : সুভাষ সেনগুপ্ত ও গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; সহ সম্পাদক : রামপ্রসাদ দত্ত ও নির্মল মিত্র ; কোষাধ্যক্ষ : সুভাষ সেনগুপ্ত ; সদস্যবৃন্দ : কমল ধর, অজয় ভট্টাচার্য, শোভন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ চট্টোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, স্বপন মিত্র ও বাসুদেব দত্ত

শিশির স্মৃতি পাঠাগার

শিশির স্মৃতি পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব ও খিদিরপুর মিতালী সঙ্ঘের ২৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পাঠাগারভবনে শ্রীবাসুদেব ঘোষের সভাপতিত্বে গত ১/৭/৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় পরিষদের সচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, 'গ্রন্থাগার' পরিষদের কর্মী সর্বশ্রী পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, অরুণ রায়, বিমল শূর ও অজয় ঘোষ। শ্রীরায়চৌধুরী তাঁর ভাষণের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান রূপরেখাটি উপস্থাপিত করেন এবং সেই সঙ্গে সরকারী অনুদান, কলকাতা পৌর সংস্থা কর্তৃক সাধারণ পাঠাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান প্রথা লোপ ও কলকাতার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতিতে সি. এম. ডি. এর ভূমিকা

সম্পর্কে ও সেইসূত্রে গ্রন্থাগার সমূহের দারিদ্র কথাও উল্লেখ করেন। সভায় বিচিত্রানুষ্ঠানে যাঁরা অংশ নেন : সর্বশ্রী সুজিত দাশগুপ্ত, নৃপেন ঘোষ, মঞ্জুলিকা ভট্টাচার্য, অভিজিৎ দত্ত, রমাপ্রসাদ গোস্বামী, বুদ্ধদেব ঘোষ, তপন মুখোপাধ্যায়, বিভূ নারায়ণ শূর। গ্রন্থাগারিক শ্রীতপেশ কুমার ভট্টাচার্য কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীতিমির গায়েন এদিনের সভার তত্ত্বাবধান করেন।

রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার

বিগত ১২ ৬-৭২ তারিখে পাঠাগার ভবনে ১৯৭১-৭২ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় বিগত বৎসের সাধারণ সভ্য ১ ছিল কিশোর সভ্য ৩৭ জন এবং ঐ সময়ে আজীবন সভাপদ গ্রহণ করেন শ্রীমতী কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা সাধারণ বিভাগে ২০৬৭টি এবং কিশোর বিভাগে ৬৫০টি। রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪টি, বিবেকানন্দ রচনাবলী ১৪টি। এছাড়া পত্র-পত্রিকা সংগৃহিত হয়েছে ১৪৬টি।

পুস্তক ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩২৬.৬৮ টাকা। পাঠাগারে নিয়মিতভাবে ২টি দৈনিক সংবাদ পত্র এবং কয়েকটি সাপ্তাহিক, মাসিক ও পাক্ষিক পত্রপত্রিকা নেওয়া হচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়েছে :

সভাপতি : নলিনীরঞ্জন নিয়োগী ; সহঃ-সভাপতি : রঞ্জিত মজুমদার ও প্রসূনকান্তি লাহিড়ী ; সম্পাদক : রঞ্জিতকুমার পাল, সহঃ-সম্পাদক : বিমলকান্তি ঘোষ ; কোষাধ্যক্ষ : দিলীপকুমার দত্ত ; সহঃ-কোষাধ্যক্ষ অজিতকুমার নন্দী ; গ্রন্থাগারিক : বিপ্লব সিকদার সহঃ-গ্রন্থাগারিক : সমীরকুমার ঘোষ ; সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী শ্যামাপ্রসাদ সরকার ; ননীগোপাল রায়, দিলীপকুমার রায়, শিবশঙ্কর মারিক, অসিত গঙ্গোপাধ্যায় ও জয়প্রকাশ সেন।

চব্বিশ পরগণা

তারাগুনিয়া বীণাপাণী পাঠাগার

বিগত ২৫. ৬. ৭২ তারিখে পাঠাগারের নিজস্ব ভবনে ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক বিবরণী হতে জানা যায় আলোচ্য বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যা ২৩০ জন, পুস্তক সংখ্যা ৪৩২৯টি। পঠিত ও ইস্যুকৃত পুস্তকের সংখ্যা : উপন্যাস ৪,৪৬১ টি অন্যান্য ২,২২২ টি। আড়বেলিয়া সেবক সমিতি লাইব্রেরী এই পাঠাগারের ফিডার লাইব্রেরীরূপে কাজ করছে। ছাত্র ও কিশোরদের জন্য পাঠ্য পুস্তক বিভাগ ও শিশু বিভাগ পাঠাগার রয়েছে। পাঠাগারে

বিগত বর্ষে রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী দিবস, শিশু দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস ও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়েছিল।

দার্জিলিং

ফিল্ড সাবডিবিশনাল লাইব্রেরী

বিগত ২৭জুন তারিখে কার্শিয়াং এর এস. ডি. ও. শ্রীএস.কে সেন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ব্লুমফিল্ড সাব-ডিভিশনাল লাইব্রেরীর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় বিগত বৎসরে পুস্তক সংখ্যা ছিল ৬৪৪২ টি। ঐ বৎসরে পুস্তক খরিদের জন্য ব্যয় হয়েছে ১৮০০'০০ টাকা, সাময়িক পত্র পত্রিকা খরিদের জন্য ব্যয় হয়েছে ৫২২.০০ টাকা গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে নিয়মিতভাবে নিম্নলিখিত পত্র পত্রিকাগুলি রক্ষিত হয়ঃ ষ্টেটসম্যান, ধর্ম্মযুগ, সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান, দেশ, গ্রন্থাগার, দিয়ালী, ইলাস্‌ট্রেটেড উইকলি নবকল্লোল ইত্যাদি। আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত উৎসবগুলি পালন করা হয়। নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস, শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫২ জন।

মোট বার্ষিক আয়ঃ ১৪,৬০৪'৬০ টাকা

নদীয়া

করিমপুর পাবলিক লাইব্রেরী

বিগত ২৮/৭/৭২ তারিখে ১১২ তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে প্রতিপালিত হয়, সভাপতিত্ব করেন শ্রীচিত্ত রঞ্জন বিশ্বাস। এই উপলক্ষে এক মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠানে স্থানীয় ও বেতার শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া জেলা শাখা

গত ৩/৭/৭২ তারিখে, কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীমদন মল্লিক ও শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন অভাব অভিযোগের প্রতিকার ও দাবীদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে পেশ করতে যান। শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতির জন্য উক্ত প্রতিনিধিদ্বয় মাননীয়া উপশিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী অমলা সোরেনের সাথে সাক্ষাত করে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষথেকে স্মারকলিপিটি পেশ করেন। মাননীয়া উপশিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধিদ্বয়ের বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে, রাজ্য মন্ত্রীসভার বাজেট অধিবেশনের পর পুনরায় সাক্ষাতের অনুরোধ জানান।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুসারে নদীয়া জেলা শাখার কর্মীবৃন্দের পক্ষথেকে জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের নিকট ২০/৬/৭২ তারিখেও একটি গণ-ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা শিক্ষাধিকারিক প্রতিনিধিদের স্মারকলিপি ডি.পি. আই র কাছে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পারিবারিক গ্রন্থাগার হতে তাঁর পুত্র শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ২৪০ খানি ইংরাজী পুস্তক, ৮০ খানি বাংলা পুস্তক ও একটি আলমারী দান করেছেন।

গত ২৭ শে জুন সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীঅজিত কুমার সরকার।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার

প্রখ্যাত কবি শ্রীবাসুদেব দেবের পৌরোহিত্যে বিগত ১৬-৬-৭২ তারিখে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে দেশবন্ধু স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সকলেই দেশবন্ধু রচিত কাব্য মালঞ্চ, সাগর সঙ্গীত ও বিভিন্ন বক্তৃতার অংশ বিশেষ পাঠ করে শোনান এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। দেশবন্ধুর জীবনদর্শন ও চরিত্র চিত্রণের আলোচনায় দেশবন্ধুর অনুগামী স্বেচ্ছাসেবী শ্রীরমেশচন্দ্র কর প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ২৯শে জুন, ১লা জুলাই এবং ৬ই জুলাই '৭২ তারিখে যথাক্রমে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম জয়ন্তী ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হয়।

শিক্ষাবিদ শ্রীক্ষিতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ও সাহিত্য রসিক শ্রীহরিসাধন সরকারের তত্ত্বাবধানে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে বিগত ৯-৭-৭২ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় এক শুচিশুভ্র পরিবেশে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী প্রতিপালিত হয়। উপস্থিত সুধীবৃন্দের সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাংশ বিশেষ পাঠের মাধ্যমে সাহিত্য সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সংকলন : শিবেন্দু মান্না

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভানেত্রী ও দেশনেত্রী **সরলা দেবী চৌধুরাণীর জন্মশত বার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে**

আলোচনা সভা

তারিখ,-শনিবার ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

স্থান—পরিষদ ভবন

সময়—বিকাল ৬-৩০ ঘটিকা

মূলবক্তা—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভায় সকলের উপস্থিতি কামনা করি।

পরিষদ ভবন
২ আগষ্ট, ১৯৭২

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ রবিবার বেলা ২ টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে (পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, পদ্মপুকুর, এন্টালী স্টপেজ) পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকর্মীদের এই সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানাই।

পরিষদ ভবন
২০শে আগষ্ট, ১৯৭২

সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আহ্বায়ক
বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

ভ্রম সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'গ্রন্থাগারে'র ৩৬ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ দুটি তারিখ ভুল ছাপা হয়েছে। তারিখ দুটি নিম্নরূপে সংশোধিত হবে।

আছে	হবে
১৯৭২ সালের ২২ আগষ্টের···	১৯৭১ সালের ২২ আগষ্টের···
১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারী···	১৯৬৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী···

[সম্পাদক]

GRANTHAGAR

Volume 22 : Number III : June-July, 1972 (ASHAR, 1379 B.S.)

Editorial : Admission to B Lib. Sc. Course of Calcutta University

The policy of admission to B. Lib. Sc. Course of Calcutta University subjects to criticism. Though the course is professional one, the people who are employed in libraries and have passed the certificate course of Librarianship, are not getting preference to get themselves admitted into the course of their own profession. As a result, the system produces a large number of trained graduates in librarianship who are neither in the profession nor willing to be, at the cost of depriving a large number of people who have either been toiling in the profession or have passed the premilinary course of librarianship or both at the same time

[P. 79] B.C.

Bipin Chandra in Library movement—by Sushil Kumar Ghosh

This article caters the information about the association of Bipin Chandra Pal with the library movement in Bengal since he took the chair in the Annual general meeting of the All Bengal Library Association on the 2nd January 1927 at Overtoun Hall of Y.M.C.A. The article also casts light on the nationalism spirit of Bipinchandra for his vehement protest to the government in connection with the acquisition of the residential housing land of Bankimchandra at Kanthalpara by the department of Railways.

[P. 79] B.C.

William Carey & Serampore Mission Press—by Pulin Barua

William Carey is a great name in the development of Bengali language and of printing in Bengali. A short biographical sketch of Carey along with the history of development of the Misson Press at Serampore, have been provided in the article. The perseverance of William Carey to set up a press and the role of Misson Press for the development of printing in different languages, have also been incorporated in the course of discussion.

[P. 83] B.C.

Universal Decimal classification (10) : common auxiliaries of point of view,
—by Bimal Kanti Sen

Two types of applications of the common auxiliaries of point of view, the position of these auxiliaries in a compound class number and the consecutive use of more than one of such auxiliaries in the same class number have been described with illustration. A list of important subdivisions of these auxiliaries has also been provided.

[P 87] B.S.

Periodicals Review :

Samprata ; ed. by Prabirgopal Roy. Reviewed by Gita Chatterjee

[P. 92]

News from the libraries :

Birbhum : Vivekananda Granthagar & Ramranjan Town Hall.

Calcutta : Pathak Samiti, State Central Library ; Sisir Smriti Pathagar ; Rabindra Maitra Smriti Pathagar.

Darjeeling : Bloomfield Sub-divisional Library.

Midnapore : Tamluk District Library.

Nadia : Karimpur Public Library, Paschimbanga sponsored Granthagar Karmi Samity (Nadia District Branch).

[P. 94]

গ্রন্থাগার

বার্ষিক সূচীপত্র

একবিংশতি বর্ষ ঃ বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৭৮

সম্পাদক

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদিকা

গীতা মিত্র (বৈশাখ-ভাদ্র)

সহযোগী সম্পাদক

অজয় ঘোষ (আশ্বিন-চৈত্র)

কলিকাতা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩৭৯

গ্রন্থাগার ঃ নির্ঘণ্ট

একবিংশতি বর্ষ ঃ ১৩৭৮

* মুদ্রাকরের প্রমাদবশত ৮ম সংখ্যার পৃষ্ঠা নং ২৫৬-এর পরিবর্তে ২৪৭ থেকে ছাপা হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যার পৃষ্ঠা নং অনুরূপভাবে হিসাব করা হয়েছে।

নির্দেশিকা

১ম অংশ : **লেখক-আখ্যা সূচী :** বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যা সমূহ পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ নির্দেশিত।

২য় অংশ : **বিষয় সূচী :** নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যা বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : **বিভাগ সূচী :** গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত ; যথা গ্রন্থাগার সংবাদ, পত্রিকা পর্যালোচনা, পরিষদ কথা, পুস্তক পর্যালোচনা, বার্তা বিচিত্রা, বিয়োগপঞ্জী ও সম্পাদকীয়।

সঙ্কলনে : **শীলা চক্রবর্তী**

ও

গীতা চট্টোপাধ্যায়

লেখক-আখ্যা

লেখক-আখ্যা সূচী

লেখক-আখ্যা সূচী

পৃষ্ঠা

লেখক-আখ্যা সূচী

পৃষ্ঠা

বিষয় সূচী

পৃষ্ঠা

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার সংবাদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

পত্রিকা পর্য্যালোচনা

পৃষ্ঠা

পরিষদ কথা

পৃষ্ঠা

পুস্তক পর্যালোচনা

বার্তা বিচিত্রা

বার্তা বিচিত্রা

পৃষ্ঠা

বিয়োগ পঞ্জী

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ৪ } { ১৩৭৯, শ্রাবণ

সম্পাদকীয়

বিদেশী পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি

সম্প্রতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এক বিপর্যয় এনেছে। সরকারী হিসাবমত গত জুন মাসেই দ্রব্যমূল্য শতকরা ২৩৭'০৮ ভাগ বেড়ে গেছে। ক্রেতা সাধারণের কাছে এই মূল্য বৃদ্ধির হার আরও বেশী। খাদ্যদ্রব্যের বা অন্যান্য দেশীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও এক উদ্বেগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সম্প্রতি, তাহল বিদেশী পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি! ভারতীর মুদ্রার মূল্যাবনয়নের ফলে এতকাল ভারতীয় মুদ্রা ও অ্যামেরিকান ডলারের মান ছিল ৭'৫ = ১। সম্প্রতি এই মূল্যান্তর বৃদ্ধি পেয়ে অ্যামেরিকান এক ডলারের মূল্যমান দাঁড়িয়েছে ভারতীয় আট টাকায়। যদিও এই মূল্যান্তর কোন সরকারী তরফ থেকে হয়নি। তবুও অ্যামেরিকায় প্রকাশিত কোন পুস্তক কিনতে হলে সম্প্রতি এই অতিরিক্ত হিসাবে মূল্য দিতে হচ্ছে।

মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করে যারা মুনাফার আশায় দিন গোনে, সমাজের চোখে তারাও যেমন দোষী, মানুষের মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপাদান বইয়ের দামও যারা অহেতুক বাড়িয়ে মুনাফা শিকার করে তারাও সমাজের চোখে সমান দোষী। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহক বই-এর উপর অতিরিক্ত মুনাফা শিকারীরা শিক্ষা

ও সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এই অন্যায় জুলুম মেনে নেওয়া যায় না। এজন্য প্রয়োজন ভারতের প্রতি পুস্তক বিক্রেতা ও ক্রেতার এই মুনাফা শিকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠা। কেবলমাত্র তাই নয়, যতদিন না মূল্যমানের কোন স্থিতবস্থা আসে ততদিন সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত বই কেনাও বন্ধ করা। এর ফলে সাময়িক অসুবিধা হলেও দীর্ঘদিনের অসুবিধার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

সময় সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধ্বংসের জন্য এইরকম পরোক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বর্তমানেও আমরা আশঙ্কা করছি এই রকম কোন প্রচেষ্টা কোন সংস্থা বা দেশ স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। এই সময় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংস্থা হল গ্রন্থাগার। আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক লেনদেনের মাধ্যমে বর্তমানের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা যাবে। গ্রন্থাগারের সংগৃহীত বই সর্বসাধারণ ও অন্যান্য সংস্থার ব্যবহার করার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে বিশেষ বিশেষ বইয়ের Photo micro film করে রেখে তার অংশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে সরবরাহ করতে হবে।

পুস্তক প্রকাশকদেরও এ নিয়ে কিছু করণীয় আছে। যে সমস্ত পুস্তকের মূল্য এইভাবে বেড়ে গেছে সেইসব পুস্তকের কমদামী সংস্করণ প্রকাশ করা। এর ফলে সাধারণ পাঠক বা ছাত্র, শিক্ষক সকলেই উপকৃত হবেন। উপকৃত হবে গ্রন্থাগার সমূহও। অত্যন্ত বেশী দামে বই না কিনে স্বল্পমূল্যে পুস্তক ক্রয় করে গ্রন্থাগারের সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব। দিনে দিনে এইভাবে যতই বইয়ের দাম বেড়ে যাবে ততই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীতাও বাড়বে। পাঠকরা ক্রমে ক্রমে গ্রন্থাগারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে পুস্তক প্রকাশক বা বিক্রেতারা কোন বইয়ের দাম এভাবে বাড়াতে সাহস করবে না।

বর্তমান সমাজে বাজারে দাঁড়িয়ে জিনিষের দাম কমাও বলে যতই হাঁক দিইনা কেন তাতে যেমন কোন ফল না হয়ে বাজার থেকে জিনিষপত্র উধাও হয়ে যায় এবং পরে সেই জিনিষই দুষ্প্রাপ্য বলে বিক্রেতারা আরও অধিক মুনাফা লাভ করে তেমনি বইয়ের দামও কমাও বলে চিৎকার করলে কোন লাভ হবে না। এর জন্য বৃহত্তর সংস্থা যথা গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়ে নিজেদের জ্ঞান তৃষ্ণা মেটানো যেতে পারে। যার পরোক্ষ ফল হবে বিদেশে প্রকাশিত পুস্তকের মূল্য হ্রাস। বর্তমান অবস্থায় তাই গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েকটি গ্রন্থকীট ও তার প্রতিকার

নিমাই দে

ছোট বড় সবরকমের ইঁদুর ছাড়াও প্রাণীজগতের বিভিন্ন ধরণের কীট বই বা কাগজপত্রের প্রবল শত্রু। বইপত্রের জগতে স্বাভাবিক কারণেই প্রাণধারণের উপযুক্ত পরিবেশের খুবই অভাব। আবহাওয়া সাধারণতই অত্যন্ত শুষ্ক, খাবারের মধ্যে যা পাওয়া যায় তা প্রধানত মাড বা সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ, উপরন্তু সেগুলি খুবই শক্ত আর বিস্বাদ। কিন্তু এ সত্ত্বেও অনেক ধরণের কীটকেই এই আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে, বংশবৃদ্ধি করতে বা বইপত্রের ক্ষতি করতে দেখা যায়। কীটজগতের বৈচিত্র্যের তুলনায় সংখ্যাটা নগণ্য হলেও মোটামুটি একডজনের মত বিভিন্ন ধরণের কীট উপযুক্ত পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পেলে বই বা কাগজপত্রের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

এই কীটকুলের বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করার আগে বই-এর ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ সম্পর্কে কিছু সাধারণ মন্তব্য করে রাখা প্রয়োজন। এই সাধারণ মন্তব্য কিছু প্রধানতঃ জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, আর কিছু এইসব কীটপতঙ্গের আক্রমণ রোধের পন্থা ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে। কীটপতঙ্গের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর দেখা মেলে যেগুলি বেশ স্বাধীনভাবেই বইপত্রের আবহাওয়ার জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বইপত্রের ক্ষতিকর এইসব কীট-পতঙ্গের অধিকাংশই আঞ্চলিকতার বিচারে প্রায় বিশ্বজনীন। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই এদের আগমন ঘটেছে অনবধানতার সুযোগে ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে। এরা গুদামজাত খাদ্যবস্তু, আসবাপত্র, ঔষুধ তৈরির মালমশলা, চামড়ার তৈরি জিনিস ইত্যাদি মানুষের উৎপাদিত বহু বিভিন্ন প্রকারের জিনিসের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে। আর সাধারণভাবে এদেরকে এইসব জিনিসের মধ্যেই থাকতে দেখা যায়। কিন্তু নাড়াচাড়া হয় না এমন অবস্থায় রাখা বই বা কাগজপত্র পেলে সব ছেড়ে সেগুলিই আগে খায়। এইসব কীটপতঙ্গকে নিধন করতে হলে এদের স্বভাব এবং জীবন প্রণালী (life history) সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোনও কীট যদি কোন ঘরের দেওয়াল, মেঝে বা ওই ধরণের কোনও জায়গার গভীর ফাটলের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে তবে ধূপায়ণ (fumigation) প্রথায় তাকে নিধন করা সম্ভব নাও হতে পারে। এই কারণে এদের স্বভাব গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে, যেমন সচরাচর কোন্ সময়ে এগুলি তাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বাইরে আসে, কোন্ সময়ে সব থেকে বেশি সক্রিয় থাকে বা কোন্ খাদ্য এদের বিশেষ

প্রিয়—এসব তথ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আমাদের খুবই প্রয়োজন। এইসব প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের জানা থাকলে তবেই এগুলিকে খাবারের লোভ দেখিয়ে তাদের লুকোবার জায়গা থেকে বের করে আনা সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন তাপাঙ্কে (temperature) বা আর্দ্রতায় এরা কিরকম দ্রুততার সঙ্গে বংশবৃদ্ধি করতে পারে সে তথ্য জানা থাকলে এদের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা বা উৎপত্তি কেন্দ্র সম্পর্কে আগেভাগেই আন্দাজ করা যায় এবং তাতে করে প্রাথমিক পর্যায়েই তা রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে কোনও নিরোধ-ব্যবস্থাই খুব কম ক্ষেত্রেই নিখুঁত আর পুরোপুরি কার্যকরী হতে দেখা গেছে। যদি কোনও ক্ষেত্রে পুরোপুরি কার্যকরী হয়ও তবু সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে এইসব কীটপতঙ্গের খাদ্যাদির বিকল্প সূত্র রয়েছে বা কাছাকাছি কোনও জায়গাতেও এদের প্রাদুর্ভাব থাকতে পারে। এছাড়া কিছু কিছু নিরোধ ব্যবস্থা যেমন 'টোপ'—দীর্ঘ ধৈর্যের অপেক্ষা রাখে। যদি মাত্র একবার বা দুবার এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় তবে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে ভুল ধারণা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

এখানে বলা প্রয়োজন যে জীবনবৃত্তান্তের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কীটপতঙ্গাদিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত কীট ভ্রূণাবস্থা থেকে কয়েকটি অপরিণত অবস্থা পেরিয়ে পরিণত আকার প্রাপ্ত হয়। এদের এই পরিণত অবস্থার পুর্ব অবস্থাকে 'নীম্ফ্' বলা হয়। এই নীম্ফ্ অবস্থায় কেবল ডানা এবং যৌনাঙ্গ ছাড়া এদের আকৃতি সাধারণভাবে পূর্ণবয়স্ক কীটের মতই থাকে। আরশুলা, উই, বুকলাউস সব এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত কীট তাদের জীবনবৃত্তে সুনির্দিষ্ট আকারগত পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর কীটের অপরিণত অবস্থাকে 'লার্ভা' (Larva) বলে। এই পর্যায়ে এদের আকার পরিণত কীটের আকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। গুবরে পোকা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মালগুদামের বা ঔষধপত্রের গুদামের গুবরে পোকা (drug-store-beetle) বই পত্রের সব থেকে ক্ষতিকারক পোকাদের মধ্যে অন্যতম। এই জাতীয় গুবরে পোকা প্রধানতঃ মৃত গাছগাছড়াজাত জিনিসের মধ্যে থাকতে ভালবাসে এবং নিঃসন্দেহে ঘুন জাতীয় কাঠ ফুটো করা কীটের বংশধর। ডেথ-ওয়াচ বা স্পাইডার বিট্‌ল জাতীয় এদের কতিপয় নিকট আত্মীয়ও বইপত্রের খুবই ক্ষতি করে। লিনাস (Linnaeus) ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দেই স্পাইডার বিট্‌ল 'টিনাস ফার' (Ptinusfur)-কে গ্রন্থাগারের পক্ষে মারাত্মক কীট বলে উল্লেখ করে গেছেন। মানুষের তৈরি পারিপার্শ্বিকে ড্রাগষ্টোর বিট্‌ল আশ্চর্য-রকমভাবে বহুবিভিন্ন খাদ্যবস্তুর অনুরক্ত। এরা খাদ্যবস্তুর ক্ষতি করে, চামড়া, শুকনো কাঠ, বেতের আসবাব প্রভৃতি ফুটো করে দেয়, এমনকি মানুষের পক্ষে মারাত্মক বিষ একোনাইট বা বেলেডোনার মত জিনিসও খেয়ে দিব্যি বেঁচে থাকে। পূর্ণবয়স্ক মালগুদামের গুবরে পোকা লম্বায় প্রায় $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি, তামাটে রং, পিউবিসেন্সগুলি (pubescence) সোণালী।

আর সব গুবরের মতই এদেরও দুজোড়া ডানা। পেছনের জোড়া শুধুমাত্র ওড়ার কাজে লাগে। যখন স্থির হয়ে থাকে তখন এ দুটো সামনের দিকের শক্ত ডানা এলিট্রা (elytra) দুটোর নীচে ভাঁজ হয়ে ঢাকা থাকে। সামনের দিকের শক্ত ডানা এই এলিট্রা দিয়ে পিছনের দিক পর্যন্ত সমস্ত দেহটা ঢাকা থাকে। পূর্ণবয়স্ক গুবরে বা এদের লার্ভা দুইই বইয়ের মলাট ফুটো করে ঢুকে কাগজও ফুটো করে দেয়। পূর্ণবয়স্ক গুবরেরা সুড়ঙ্গ কেটে তার ভেতর যে ডিম পাড়ে সেই ডিম ফুটে ছোট ছোট সাদা সাদা বাচ্চা বেরোয় আর তখন থেকেই সেগুলিও ঐ সুড়ঙ্গ কাটার কাজ চালিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে এই লার্ভা বা ছানা অবস্থাই বইপত্রের পক্ষে সব থেকে বেশি ক্ষতিকর। যে সব বই প্রতিনিয়ত ব্যবহার হয় পোকামাকড় তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে না। বই এক জায়গায় বিশেষ করে অন্ধকার বা স্যাঁতসেতে ঘরে নাড়াচাড়াহীন ভাবে রাখা থাকলে তখনই পোকামাকড়ের আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। প্রতি বই আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে ধাড়ি-বাচ্চা সমেত গুবরে পোকাদের মেরে ফেলতে পারলে ওদের হাত থেকে মোটামুটি নিশ্চিতভাবে রেহাই পাওয়া যায়। যে পর্যন্ত না পোকাগুলি নিঃশেষে মেরে ফেলা যাচ্ছে সে পর্যন্ত বইগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। যেখানে পোকার প্রাদুর্ভাব খুব বেশি বা বইপত্রের সংখ্যা অনেক সে সব ক্ষেত্রে নীচে যে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হল সে অনুযায়ী কাজে করলে সুফল পাওয়া যাবে। বইগুলিকে বায়ুনিরোধক (air tight) বাক্সের মধ্যে রাখতে হবে আর সেইসঙ্গে একটা পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্বন বাইসালফেট অথবা বেঞ্জিন রেখে দিতে হবে, যাতে করে ঐ উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ থেকে যে বাষ্প নির্গত হবে সেটা বইগুলির পাতায় পাতায় ঢুকে পোকাগুলিকে মেরে ফেলতে পারে। ২০০ ঘনফুট মাপের একটা বাক্সতে কমপক্ষে এক পাইট উপরিউক্ত তরল পদার্থ ব্যবহার করতে হবে এবং বাক্সটাকে কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখতে হবে। উপরে যে দুটো উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থের নাম দেওয়া হল, ঐ দুটিই অতিমাত্রায় দাহ্য, সুতরাং উপযুক্ত সাবধানতার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

বইপত্রের পক্ষে আর একটি মারাত্মক পোকা হচ্ছে সিল্‌ভার ফিস (**Lepisma saccharina**)। এরা ডানাহীন প্রজাতির অন্তর্গত এবং আদিমতার দিক থেকে গুবরের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এরা আকারে ছোট, সারা গা রূপালী আঁশে ঢাকা, লম্বায় প্রায় আধইঞ্চির মত হয়, মাথায় লম্বা দুটো শুঁড় থাকে, পেছনের দিকে থাকে তিনটে ফিলামেণ্ট বা শুঁয়ো। গায়ের রূপালী আঁশগুলির জন্যে এদের রং রূপোর মত ঝক্‌ঝকে আর উজ্জ্বল দেখায়। সিলভারফিসের যাকিছু তৎপরতা সব রাত্তিরে, দিনের বেলায় ফাটল বা কোনও কিছুর ফাঁকে এমন লুকিয়ে থাকে যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সিলভারফিস খুব তড়িতগতি। রাত্রিকালীন অভিযানের সময় এরা যদি হঠাৎ আক্রান্ত হয় তবে এত তাড়াতাড়ি পালাতে পারে যে এগুলিকে নাগালে পাওয়া খুবই কঠিন। সাধারণভাবে মানুষের

ঘরগৃহস্থালীতে মারাত্মক ক্ষতিকর ধরণের দুরকম সিলভারফিসের দেখা মেলে। একটা এমনি সাধারণ দেখতে, উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেইরকম। অপর ধরণের সিলভারফিসের পিছনের দিকে গাঢ় কাল রংয়ের ছাপকা ছাপকা দাগ থাকে। সিলভারফিস বইয়ের বাঁধাই, কাগজ, দেওয়ালঢাকা কাগজ, মাড় প্রধান আঠা, মাড় দেওয়া পর্দা, বিভিন্ন ধরণের কাপড় যথা রেয়ন প্রভৃতি খেয়ে বেঁচে থাকে। মাড় প্রধান খাদ্যই এদের বেশি পছন্দ। গৃহস্থবাড়ি বা অফিসবাড়ি জাতীয় সাধারণের ব্যবহার্য বড় বড় বাড়ির বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এরা থাকতে পারে। বিশেষ করে বাড়ির একতলার স্যাঁতসেতে অংশে, শীতপ্রধান দেশের বড় বড় বাড়িতে বাড়ি গরম রাখার জন্য কেন্দ্রীয় কোন ব্যবস্থা থাকলে সেই যন্ত্রপাতির জায়গায়, যেমন ষ্টোভ, গরমজলের পাইপ ইত্যাদি এদের প্রিয় বাসস্থান। গ্রন্থাগারের অন্ধকার অংশে নাড়াচাড়া হয় না এমন অবস্থায় রাখা বই বা কাগজপত্রের পক্ষে সিল্‌ভারফিস খুবই মারাত্মক।

জলবায়ুর বিভিন্নতায় এদের জীবনবৃত্তের স্থায়িত্বেরও কম বেশি হয়। উষ্ণ আবহাওয়ায় এরা বেশ একনাগাড়ে বংশবৃদ্ধি করে যেতে পারে, আর নয় মাসের মধ্যেই পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে। নাতিশীতোষ্ণ বা শীতপ্রধান জলহাওয়ায় এরা শেষ বসন্তে ডিম পাড়ে বলে মনে হয় এবং পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠতে দুবছরও সময় লাগতে দেখা যায়। সিল্‌ভারফিস খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করতে পারে না বটে তবে একবার কোনও জায়গায় কায়েমী হয়ে বসতে পারলে এদেরকে তাড়ান খুবই শক্ত, কারণ এরা খুবই কঠিন প্রাণ জীব। দীর্ঘদিন, তা প্রায় একাদিক্রমে নয়মাস পর্যন্ত কোনকিছু না খেয়ে এরা টিঁকে থাকতে পারে।

মোড়কের মধ্যে রাখা বস্তু বা বন্ধ আলমারি জাতীয় আসবাবের পক্ষে ন্যাপথলিন বা প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন উপযুক্ত প্রতিষেধক। বই যেখানে খোলা তাকে রাখার ব্যবস্থা সেক্ষেত্রে বইগুলিকে নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। যদি দেখা যায় যে সিল্‌ভারফিস রয়েছে তবে বিষাক্ত 'টোপ' ব্যবহার করলে কাজ হতে পারে। টোপের জন্য নীচের মিশ্রণটি সুপারিশ করা যেতে পারে—ওজনের মাপে ওটমিলের ময়দা ১০০ ভাগ, সাদা আর্সেনিক ৮ ভাগ, দানাদার চিনি ৫ ভাগ আর লবণ ২½ ভাগ। এগুলি অল্প জল দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে পরে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে, তারপর একটু কচা কচা করে গুঁড়িয়ে নিলেই কাজের মত হবে। সরু আকারের বাক্সের ভিতর ১ চামচ এই গুঁড়ো দিয়ে সেটাকে ছেঁড়া-দোমড়ান কাগজে ভরে বাক্সগুলিকে জায়গায় জায়গায় রেখে দিতে হবে। এই মিশ্রণে বিষাক্ত আর্সেনিক থাকায় বাক্সগুলি যাতে বাচ্চা ছেলে বা পোষা জীবজন্তুর নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে থাকে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া রাত্রিবেলা মেঝের ফাঁটল বা সিল্‌ভারফিসের অন্যান্য সম্ভাব্য লুকোবার জায়গায় কেরোসিন তেলের সঙ্গে পাইরেথ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করলে বা পাইরেথ্রাম পাউডার ছড়িয়েও সুফল পাওয়া যায়। পাইরেথ্রাম বা কেরোসিন-পাইরেথ্রাম মিশ্রণ কোনটিই মানুষ বা

গৃহপালিত জীবজন্তুর জীবনের পক্ষে হানিকর নয়। তবে এর তেজ বেশিক্ষণ টেঁকে না বলে এই মিশ্রণ থেকে স্থায়ী কাজ পেতে হলে ঘন ঘন ব্যবহার করতে হবে।

সিল্‌ভারফিসের পরেই আসে আরশুলার কথা। সিলভারফিসের তুলনায় আরশুলা বই-পত্রের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর নয়। পার্চমেন্ট কাগজ, বইয়ের মলাট, বিশেষ করে চামড়ার মলাট, এসবের প্রতি এদের একটু ঝোঁক থাকলেও বইয়ের কাগজ কেটে নষ্ট করে না। আরশুলা সম্পর্কে সব থেকে বড় অসুবিধে যেটা সেটা হচ্ছে আরশুলা লাগলে জিনিসপত্রে যে বিশ্রী দুর্গন্ধ ছাড়ে সেই দুর্গন্ধ। এই দুর্গন্ধ জিনিসপত্রে যেন লেপ্টে থাকে, কিছুতে যেতে চায় না। এই দুর্গন্ধের কারণ হচ্ছে এদের মল, মলত্যাগী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস আর কোন জিনিসের ওপর দিয়ে চলে যাবার সময়ে এদের মুখ থেকে যে লালা নির্গত হয় সেই স্যালাইভা।

গ্রন্থাগারের বইপত্রের পক্ষে আরশুলা খুব একটা মারাত্মক সমস্যা নয়। কারণ আরশুলার বসবাস বা বংশবৃদ্ধির জন্য যেটা প্রয়োজন—ভ্যাপসা গরম, সেটা সাধারণতঃ গৃহস্থবাড়ির বই রাখার জায়গায় পাওয়া যায়, আর সেছাড়া আরশুলার উপযোগী নানান খাদ্যবস্তুও গৃহস্থ-বাড়িতেই পাওয়া সম্ভব। এইসব কারণে বাড়ির বইয়ের পক্ষেই আরশুলা বেশি ক্ষতিকর।

আরশুলা এমনই একটি বহুল পরিচিত পতঙ্গ যে এর আকার আকৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে যে, এরা ফড়িং ঝিঁঝিঁ পোকার খুব নিকট আত্মীয় আর প্রাচীনতার এদিক থেকেও বেশ বনেদী। (কারণ কোল মেজার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আরশুলার অস্তিত্ব জানা যায়)। এদের প্রায় একহাজার প্রজাতির খবর জানা গেলেও মনুষ্যবসতির মধ্যে মাত্র ৪।৫ রকমের আরশুলাই দেখতে পাওয়া যায়। অন্যেরা মানুষের বসতি থেকে দূরে মাঠে জঙ্গলে থাকে। মানুষের বসতির মধ্যে মোটামুটি চারটি প্রজাতির দেখা মেলে: (১) সাধারণ বা প্রাচ্য দেশীয় আরশুলা (Oriental roach) অপর নাম ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস (Blatta orientalis)। এই ধরণের আরশুলা ইংরেজদের ঘরে বেশি দেখা যায়। (২) জার্মানী আরশুলা (ব্লাটা জারমানিকা Blatta germanica) এরা আকারে অনেক ছোট। এদেরকে ল্যাঙ্কারশায়ার অঞ্চলে 'ষ্টিম বাগ' বলে, আমেরিকায় এদের নাম 'ক্রোটনবাগ'। ইংলণ্ডেও এদের দেখা মেলে। (৩) আমেরিকান কক্‌রোচ (পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা Periplaneta americana)। এদের আদি নিবাস ট্রপিক্যাল বা সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলে। (৪) অষ্ট্রেলিয়ান কক্‌রোচ (পেরি-প্ল্যানেটা অষ্ট্রেলেসিয়া Periplaneta australasiæ) অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী। অষ্ট্রেলীয় ধরণের আরশুলাই ভারতীয় গৃহস্থালীতে বেশি দেখা যায়। ইংলণ্ডের মালগুদামে এদের কিছু প্রভাব থাকলেও সাধারণ গৃহস্থবাড়িতে এরা তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেনি।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে নানান পদ্ধতির প্রচলন আছে, যেমন ওষুধ ছিটান (স্প্রে করা), টোপ, ফাঁদ, ধূপায়ণ প্রভৃতি। হাইড্রোজেন সায়ানাইড জাতীয় বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে ধূপায়ণের ব্যবস্থা আছে। তবে এই ধরণের বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে ধূপায়ণ করতে হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৃত্তিধারী ধূপায়ণকারীদের হাতেই ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া একান্ত উচিত। ১ ভাগ বোরাক্স, ২ ভাগ

মিরাপ মিশিয়ে বেশ কার্যকরী অথচ নিরাপদ বিষ টোপ হতে পারে। এটা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, আর ব্যবহার করাও বেশ সোজা। কার্ড বোর্ডের টুকরোয় এই বোরাক্স মেশানো মিরাপ বেশ পুরু করে মাখিয়ে আসবাবপত্রের তলায়, বইয়ের তাকে ইত্যাদি ধরণের জায়গায় রেখে দিলেই হলো। এছাড়া বাজারে যে ফসফরাসেরলেই পাওয়া যায় স্যাঁতসেঁতে জায়গার পক্ষে সেটা বেশ কার্যকরী। একটা কার্ডবোর্ডে এই লেই বেশ ভাল করে মাখিয়ে নিয়ে লেই মাখান দিকটা ভেতরের দিকে রেখে ফাঁপা চোঙের আকারে পাকিয়ে রবারের ব্যাণ্ড দিয়ে আটকিয়ে আরশুলাদের লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি রেখে দিতে হয়।

উই বা সাদা পিঁপড়েও কখনও কখনও বই বা কাগজপত্রের মারাত্মক ক্ষতি করে। উই পিঁপড়ের চেয়ে আরশুলারই নিকটতর আত্মীয়, তবে এদের সামাজিক জীবনযাত্রার বিচারে পিঁপড়ের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি। পিঁপড়ের মতই এদেরও যে কোনও আস্তানায় (উপনিবেশ) একটা করে প্রজননক্ষম 'রাজা' আর 'রাণী' উই থাকবেই আর তাকে ঘিরে থাকবে অগুনতি বাঁজা পুরুষ ও মেয়ে উই। এরা শ্রমিক শ্রেণী। এদের কাজ হচ্ছে বাসা তৈরি করা, খাবার সংগ্রহ করা, রাজা, রাণী বা বাচ্চা উইদের খাওয়ান-দাওয়ান ইত্যাদি সকলরকম যত্নআত্তি করা। উই উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কীট। এইসব অঞ্চলের কাঠের তৈরি ঘরদুয়ার বা আসবাপত্রের এরা পরম শত্রু। উইয়ের আক্রমণের একমাত্র নিশ্চিত প্রতিকার হচ্ছে এদের মূল বাসাটা খুঁজে বের করে রাজা ও রাণী সমেত সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া।

সবশেষে যে পোকার সম্বন্ধে আলোচনা করব তাহল ক্ষুদে বুক লাউস (লিপোসেলিস ডাইভারজেনস) বা বইয়ের উকুন। আক্ষরিক অর্থে এরা ঠিক উকুন নয়। মানুষ বা জীবজন্তুর পক্ষে ক্ষতিকরও নয় তেমন। সকল দেশের লোকবসতি এলাকাতেই এদের দেখা মেলে। নোংরা তাক, কাপবোর্ড, মদের গুদাম, বই বা কাগজপত্র, বিশেষ করে ছাতা ধরতে পারে এমন অল্প স্যাঁতসেতে জায়গা এদের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত ক্ষেত্র। স্যাঁতসেতে জায়গায় যে ছাতা পড়ে সেই ছাতা এরা খায় বলে মনে হয়। কোথাও এদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে সেটা একটা খুবই বিরক্তিকর বা কষ্টদায়ক ব্যাপার হয়ে ওঠে তবে বই বা কাগজপত্রের ক্ষতি করতে তেমন দেখা যায় না। শুকনো খটখটে জায়গা এদের তেমন সহ্য হয় না। তাই কোথাও এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে সেই জায়গার স্যাঁতসেতে ভাব দূর করে শুকনো গরমের ব্যবস্থা করে আর সেই সঙ্গে পাইরেথ্রাম পাউডার ছড়ালে খুব তাড়াতাড়ি এদের আয়ত্তে আনা যায়।

কীটনাশক পদার্থ হিসাবে ডি, ডি, টি, এবং ৬৬৬-এর আবিষ্কার একটা প্রায় যুগান্তকারী ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কীটপতঙ্গের আক্রমণের প্রতিবিধান ও প্রতিষেধক হিসেবে ডি, টি, টি,-র ব্যবহার সারা বিশ্বে খুবই ব্যাপক ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে সবরকম পোকামাকড় এতে মরে না, যেমন সবুজ মাছি। তবে সারা বিশ্বে ডি, ডি, টি, জাতীয় কীটনাশকের উপর যে ব্যাপক গবেষণা চলেছে তার ফল খুবই আশাপ্রদ। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতেই অধিকতর সার্থক কীটনাশক ওষুধ আমাদের হাতে আসবে।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (১১)

হাইফেনিত সহায়িকা

বিমলকান্তি সেন

এতদিন আমরা মুখ্যত সাধারণ সহায়িকা নিয়েই আলোচনা করেছি। এবার আমাদের আলোচনা বিশেষ সহায়িকাকে নিয়ে। আলোচ্য পদ্ধতিতে বিশেষ সহায়িকা হচ্ছে তিনটি এবং তাদের পরিচায়ক চিহ্ন হচ্ছে - (হাইফেন), '0 (বিন্দু শূণ্য), এবং ' (অ্যাপস্ট্রফি)। পরিচায়ক চিহ্ন অনুযায়ী আমরা তাদের বলতে পারি হাইফেনিত সহায়িকা, বিন্দুশূণ্য সহায়িকা এবং অ্যাপস্ট্রফি সহায়িকা। উপরিউক্ত সহায়িকা তিনটির প্রথম দুটি হচ্ছে বৈশ্লেষিক এবং শেষেরটি সাংশ্লেষিক।

এই স্তবকে আমরা শুধু হাইফেনিত সহায়িকা নিয়েই আলোচনা করব। সাধারণ সহায়িকা এবং হাইফেনিত সহায়িকার মধ্যে একটি মূলগত প্রভেদ বিদ্যমান। প্রভেদটি হচ্ছে এই যে সাধারণ সহায়িকা মূল তালিকার যে কোন বর্গসংখ্যার সঙ্গে অবাধে বসতে পারে স্বীয় অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে। যেমন (05) সাময়িকপত্র সূচক এই সহায়িকাটি যে কোনও বর্গসংখ্যার সঙ্গে বসুক না কেন, (05) সর্বত্রই সাময়িকপত্রই বোঝাবে, অন্য কিছু বোঝাবে না। বিশেষ সহায়িকার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। একই মানুষ যেমন কোথাও পিতা, কোথাও দাদা, কোথাও কাকা, কোথাও মামা, অনুরূপভাবে একই বিশেষ সহায়িকা একেক স্থানে একেক রূপ অর্থ পরিগ্রহ করে। যেমন —1, এই বিশেষ সহায়িকাটি 264 কিংবা এর উপবিভাগের সঙ্গে ব্যবহৃত হবার সময় এর অর্থ পূজন পদ্ধতি বিষয়ক প্রকাশন ; 535 য়ের বেলায় এর অর্থ দাঁড়ায় অবলোহিত রশ্মি ; 54 য়ের ক্ষেত্রে এর অর্থ পদার্থের অবস্থা ; 62 তে এর অর্থ যন্ত্রপাতির সাধারণ বৈশিষ্ট ; 633 তে —1 হচ্ছে কৃষি বা চাষ ; 801/809 য়ে -1 হচ্ছে বর্ণশুদ্ধি আর 82/89 য়ে -1 হচ্ছে কবিতা।

দুনিয়ার সব কিছুতেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম বিদ্যমান। বিশেষ সহায়িকার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। কারণ বিশেষ সয়ায়িকা -05 কিংবা এর উপবিভাগ তালিকার যে কোন বর্গসংখ্যার সঙ্গে বসতে পারে, স্বীয় অর্থ অপরিবর্তিত রেখে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে সাধারণ সহায়িকার মত হাইফেনিত সহায়িকার কোনও নির্দিষ্ট সাধারণ তালিকা নেই। বিভিন্ন বর্গসংখ্যার সঙ্গে হাইফেনিত সহায়িকার ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় তালিকা দেওয়া আছে। কোথাও বা হাইফেনিত সহায়িকা -1, -2, ইত্যাদি অমুক বিভাগের

মত বিভাজ্য এরূপ নির্দেশ দেওয়া আছে। মোট কথা, যে সংখ্যাটির সঙ্গে হাইফেনিত সহায়িকা দেওয়া আছে, সে সংখ্যাটির এবং তার উপবিভাগের সংগে ঐ হাইফেনিত সহায়িকা-গুলি ব্যবহার হতে পারবে। এছাড়া নির্দেশ থাকলে আরও কোনও কোনও জায়গায় ঐ সহায়িকাগুলি ব্যবহৃত হতে পারবে, যেমন 616 য়ে হাইফেনিত সহায়িকার যে তালিকা দেওয়া আছে, সেই তালিকা 617 এবং 618 য়েও ব্যবহৃত হতে পারে কারণ সেরকমই নির্দেশ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 616 য়ের হাইফেনিত সহায়িকাগুলি যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, 617 এবং 618 য়েও তারা সেই অর্থেই ব্যবহৃত হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাইফেনিত সহায়িকার যে সীমারেখা নিধারণ করে দেওয়া হয়েছে, এর বাইরে এরা ব্যবহৃত হতে পারবে না। যেমন 616 য়ের সহায়িকা 62 তে ব্যবহৃত হতে পারবে না, অনুরূপভাবে 62 য়ের সহায়িকাও 616 য়ে ব্যবহৃত হতে পারবে না।

হাইফেনিত সহায়িকার ব্যবহারিক প্রয়োগ

হাইফেনিত সহায়িকার ব্যবহারিক প্রয়োগ অতি সরল। যক্ষ্মার উপর লেখা একটি সাধারণ বইয়ের কথাই ধরা যাক। যক্ষ্মা একটি রোগ। 616 হচ্ছে রোগের বর্গসংখ্যা। 616 য়ের নীচে দেওয়া হাইফেনিত সহায়িকাগুলির উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেই আমরা দেখতে পাব -002·5 হচ্ছে যক্ষ্মা। 616 য়ের সংগে —002.5 বসিয়ে দিলেই আমরা যক্ষ্মার বর্গসংখ্যা পেয়ে যাব। বর্গসংখ্যাটি হবে 616-002.5।

যক্ষ্মা দেহের নানা অঙ্গের হতে পারে। ফুসফুসের যক্ষ্মা, হাড়ের যক্ষ্মা, গ্রন্থির যক্ষ্মা ইত্যাদি। ফুসফুসের যক্ষ্মার যদি বর্গসংখ্যা গড়তে হয়, তাহলে কীভাবে গড়া যাবে ? 616.24 হচ্ছে ফুসফুস। এবার 616 য়ের নীচে দেওয়া হাইফেনিত সহায়িকা —002·5 যদি 616.24 য়ের সঙ্গে জুড়ে দিই, তাহলেই আমরা ফুসফুসের যক্ষ্মার বর্গসংখ্যা পেয়ে যাই। বর্গসংখ্যাটি হবে 616. 24-002.5। আরও একভাবে এই বিষয়টির বর্গসংখ্যা গড়া যায়। সেটি হচ্ছে যক্ষার বর্গসংখ্যার সঙ্গে : (কোলন) সহযোগে ফুসফুসের বর্গসংখ্যা বসিয়ে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে আমরা যে বর্গসংখ্যাটি পাবো, সেটি হবে 616-002.5 : 626.24।

ফুসফুসের যক্ষ্মা বর্গীকরণ করতে গিয়ে আমরা যে দুটি পদ্ধতির সহায়তা নিলাম, সেই পদ্ধতি দুটির সুবিধা অসুবিধা একটু বিচার করে দেখা যাক। প্রথমোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে রোগবিষয়ক প্রকাশন বর্গীকরণ করলে অঙ্গ অনুযায়ী প্রকাশনগুলি বর্গীকৃত হবে। অর্থাৎ ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্ত রোগের প্রকাশন এক জায়গায় আসবে, অস্থি রোগের সমস্ত প্রকাশন এক জায়গায় আসবে, এবং অন্যান্য অঙ্গের রোগের বইও এক জায়গায় আসবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রোগ অনুযায়ী সমস্ত প্রকাশন বর্গীকৃত হলে, যক্ষ্মা রোগের সমস্ত প্রকাশন এক জায়গায়, কর্কট রোগের সমস্ত প্রকাশন একজায়গায়, এরূপে কোনও রোগের সমস্ত প্রকাশন, তা যে-কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই হোক না কেন এক জায়গায় আসবে।

দৃষ্টিকোণ সহায়িকা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি একাধিক দৃষ্টিকোণ সহায়িকা একটি মিশ্র বর্গসংখ্যায় ব্যবহৃত হতে পারে। হাইফেনিত সহায়িকার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। শিশুরোগ নির্ণয় এই প্রকাশনটির কথাই ধরা যাক। রোগের বর্গসংখ্যা হচ্ছে 616, শিশুর হাইফেনিত সহায়িকা হচ্ছে -053.2, আর রোগ নির্ণয়ের হাইফেনিত সহায়িকা হচ্ছে -07। অতএব শিশুরোগ নির্ণয় এই প্রকাশনটির বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 615-053.2-07

বর্গীকরণ তালিকার অনেক জায়গায় হাইফেনিত সহায়িকাগুলি সংখ্যায়িত নেই। সেখানে প্রথমে নির্দেশ অনুযায়ী হাইফেনিত সহায়িকা গঠন করে নিতে হয় এবং পরে তা উদ্দিষ্ট বর্গসংখ্যার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

633 য়ের নীচে লেখা আছে

633-1 Farm·ng and landwork, growing etc. As 631

633-2 Damage, injury, disease. As 632

দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক (1) Rice breeding, (2) Parasitic diseases of wheat। প্রথম প্রকাশনটি বর্গীকরণ করতে গেলে আমাদের Rice এবং breeding য়ের বর্গসংখ্যার প্রয়োজন। Rice এবং breeding বর্গসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে 633.18 এবং 631.52। কোলন সহযোগে বর্গসংখ্যাটি গঠিত হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু তালিকার নির্দেশ অনুযায়ী বর্গসংখ্যাটি তৈরী করতে গেলে আমাদিগকে 633.18য়ের পুরোটা আর 631.52এর কেবল মাত্র 152 নিতে হবে। কারণ 633-1 য়ের -1, 631র মত বিভাজ্য। সোজা কথায় 633 কিংবা এর কোনও উপবিভাগের সঙ্গে যখন 631 কিংবা এর কোনও উপবিভাগ যুক্ত হবে (+ ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে) তখন 63 বাদ যাবে এবং সেই স্থলে '—' চিহ্ন বসবে। ফলে Rice breeding য়ের বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 633.18-152

দ্বিতীয় বইটি বর্গীকৃত হবে নিম্নরূপে :

Wheat য়ের বর্গসংখ্যা 633·11

Parasitic disease য়ের বর্গসংখ্যা 632·3

633-2 য়ের -2, 632-র মত বিভাজ্য। কাজেই 632 3 য়ের কেবলমাত্র -23 [গোড়ার 63 বাদ দিয়ে] 633 11 য়ের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং চূড়ান্ত বর্গসংখ্যাটি দাঁড়াবে 633.11-23

মিশ্র বর্গসংখ্যায় হাইফেনিত সহায়িকার স্থান

অন্যান্য সহায়িকার মত মিশ্র বর্গসংখ্যার হাইফেনিত সহায়িকারও একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। সাধারণতঃ ·0 সহায়িকার পরে এবং দৃষ্টিকোণ সহায়িকার আগে হাইফেনিত সহায়িকা বসে। একটি উদাহরণ নেয়া যাক : Lubrication of a testing machine : an experiment। এখন—

Materials testing এর বর্গসংখ্যা 620.1

Machine য়ের ·0 সহায়িকা ·05

Lubrication য়ের হাইফেনিত সহায়িকা -72 [62 থেকে নেওয়া]

Experiment য়ের দৃষ্টিকোণ সহায়িকা ·001.5

এই বর্গসংখ্যাগুলি সজ্জিত হবে নিম্নক্রমে :

সাধারণ বর্গসংখ্যা সহায়িকা, ·0 সহায়িকা, হাইফেনিত সহায়িকা, দৃষ্টিকোণ সহায়িকা ; ফলে চূড়ান্ত বর্গসংখ্যাটি দাঁড়াবে :

620.1·05· -72.001.5

হাইফেনিত সহায়িকা ব্যবহারে সতর্কতা

সার্বদশমিক বর্গীকরণে বহু ধারণার জন্য সরল বর্গসংখ্যা এবং হাইফেনিত সহায়িকা দুই-ই আছে। যেমন axles, shafts, pivots, journals, bearings ইত্যাদির জন্য হাইফেনিত সহায়িকা -233 [62-য়ের সঙ্গে দেওয়া আছে] রয়েছে, আবার সরল বর্গসংখ্যা 621.82/83 ও রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সরল বর্গসংখ্যাটি ব্যবহার্য। হাইফেনিত সহায়িকা নয়। হাইফেনিত সহায়িকা ব্যবহারের সময় তাই বর্গীকরণিককে সতর্ক হতে হবে। দেখে নিতে হবে, তিনি যে ধারণার জন্য হাইফেনিত সহায়িকা ব্যবহার করতে চাইছেন, তার জন্য সরল কোন বর্গসংখ্যা রয়েছে কি না। থেকে থাকলে সরল বর্গসংখ্যাটিই ব্যবহার করতে হবে।

হাইফেনিত সহায়িকা — -05য়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা

[বিঃ দ্রঃ এই তালিকার সহায়িকাগুলি সাধারণ সহায়িকার মতই সার্বদশমিক বর্গীকরণের সর্বত্র ব্যবহার্য]

-05 মানুষ, জনসাধারণ ইত্যাদি

-052 গ্রেড, চাকুরীর প্রকার ইত্যাদি অনুযায়ী মানুষের বিভাগ

-053 বয়স অনুসারে মানুষের বিভাগ

- -053.2 শিশু
- -053.3 অতি অল্পবয়স্ক শিশু (Infant)
- -053.4 স্কুলে যাওয়ার পূর্ববর্তী বয়সের শিশু (Pre-school children)
- -053.5 স্কুলে যায়, এমন শিশু (School children)
- -053.6 ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়স্ক (Teenagers)
- -053.7 যুবক-যুবতী, তরুণ (Youths)
- -053.8 বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Adults)
- -053.9 বৃদ্ধ

-054 জাতি (race) ; দেশী ইত্যাদি

-055 লিঙ্গ অনুযায়ী মানুষের বিভাগ

-055.1 পুরুষ

-055.2 স্ত্রীলোক

-056 শারীরিক এবং মানসিক গঠন অনুযায়ী মানুষের বিভাগ

-056.2 শারীরিক অবস্থা

-056.24 পীড়িত

-056.26 বিকলাঙ্গ

-056.3 মানসিক অবস্থা

-056.34 মানসিক দিক থেকে ত্রুটিপুর্ণ

-056.6 জাতীয় চরিত্র (nationality)

-057 পেশা অনুযায়ী মানুষের বিভাগ

-057.2 হস্তশিল্পের শ্রমিক (manual labour)

-057.21 বিশেষজ্ঞ, কুশলী কর্মী (skilled worker)

-057.22 অকুশলী কর্মী (unskilled worker)

-057.3 করণিক। সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি

-057.36 সেনা (স্থলসেনা, জলসেনা, বায়ুসেনা, ইত্যাদি)

-057.4 পেশাগত এবং বিদ্যাগত পর্যায় (grade)

-057.5 কাজের জায়গা অনুসারে বিভাগ

-057.6 বাসস্থান অনুসারে বিভাগ

-057.62 প্রব্রজনকারী (migrant) কর্মী

-058 সামাজিক শ্রেণী বা উপার্জন অনুযায়ী বিভাগ

-058.1 সমাজের উচ্চস্তরের লোক [সামাজিক দিক থেকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত, সম্পত্তিসম্পন্ন, ধনবান, ইত্যাদি ধরণের লোক]

-058.2 সমাজের মধ্যস্তরের লোক [উদাঃ বুর্জোয়া]

-058.3 সমাজের নিম্নস্তরের লোক [উদাঃ শ্রমিক সম্প্রদায়]

-058.4 অতি দরিদ্র

-058.5 সামাজিক এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তিবর্গ

-058.8 পারিবারিক এবং বৈবাহিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভাগ

-058.832 অবিবাহিত

-058.883 বিবাহিত

-058.835 বিধবা

-058 856 বিবাহ-বিচ্ছেদিত স্ত্রী বা পুরুষ

-058.86 অনাথ

[ক্রমশঃ]

পরিষদ কথা

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

গত ১৫ আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকাল ৮ ঘটিকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন প্রাঙ্গনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের স্বাধীনতার তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সমবেত অসংখ্য সদস্যগণের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ২৩ আগষ্ট সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে পরিষদের সাধারণ কার্যালয়ে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার প্রারম্ভে গত ২ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। অতঃপর সভায় স্থির হয় যে পরিষদের সাধারণ সভা যতশীঘ্র সম্ভব আহ্বান করা হবে, ইতিমধ্যে পরিষদের হিসাব সম্পূর্ণ করে হিসাব পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হবে।

শ্রীপ্রিয়ব্রত সেনগুপ্তের আবেদন ক্রমে তাকে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং ঐ সময় একমাসের জন্য শ্রীগেব্বাস মণ্ডলকে সর্ব্বমোট ৮০ টাকায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনায় কর্মসচিব জানান যে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হয়েছে কিন্তু আজও উপরোক্ত মন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়া যায়নি। এ ছাড়াও নবগঠিত রাজ্য যোজনা পর্ষৎ, বিধান সভার বিভিন্ন সদস্য ও রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেসনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

অতঃপর শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবানুযায়ী স্থির হয় যে প্রতিজেলায় ইচ্ছুক গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বৎসরে অন্ততঃ ৫০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার এক পরিকল্পনা নেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারকে একশত টাকা এককালীন পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে এবং পরিকল্পনাকে কার্যকর করে তুলতে পরিষদের দুইজন সদস্য (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) এই শর্তে সর্বমোট ৬০০ টাকা (৫০০+১০০) পরিষদে দান করেন, যে উক্ত পরিকল্পনাকে চালু রাখতে আগামী ১৯৭৪ সালের মধ্যে সাধারণের কাছ থেকে মোট ১,৫০০ টাকা সংগ্রহ করে পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে হবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পর সভার কার্য শেষ হয়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

পুরুলিয়া

গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরী, পোঃ গোবিন্দপুর।

বিগত ১৪ই জুলাই '৭২ তারিখে এক সাধারণ সভায় গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরীর কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নাম :

(১) সর্বশ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ মাহাত, সভাপতি, (২) অমূল্যরতন মাহাত, সহঃ-সভাপতি, (৩) যোগেন্দ্রনাথ মাহাত, সম্পাদক, (৪) প্রণত মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক, (পদাধিকার বলে) (৫) সুধীরকুমার মাহাত, সদস্য, (৬) মুরলীধর নাপিত, সদস্য, (৭) অবিনাশচন্দ্র মাহাত, সদস্য, (৮) রমাপদ মাহাত, সদস্য, (৯) আহ্লাদচন্দ্র গোস্বামী, সদস্য, (১০) ভাগবত পাত্র, সদস্য, (১১) বিরিঞ্চিপদ লায়েক, সদস্য।

বর্ধমান

কবিকঙ্কন পাঠাগার, গ্রাম-পোঃ, ছোটবৈনান।

বিগত ১৫ আগষ্ট '৭২ তারিখে স্বাধীনতার "রজত জয়ন্তী" উৎসব ও পাঠাগারের নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীসুশীলকুমার নায়ক, নব নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঐ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকার্তিক চক্রবর্তী। সম্পাদক শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য এবং শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

জোতরাম বাণী মন্দির, পোঃ জোতরাম।

গত ৯ই জুলাই '৭২ তারিখে গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৯৭২-৭৫ সালের জন্য কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়। সভার প্রারম্ভে গ্রন্থাগারের সভ্যা কৃষ্ণা মজুমদার এবং সভ্য দয়াময় মিত্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় বিগত '৭১-৭২ সালের পরীক্ষিত হিসাব উপস্থিত ও অনুমোদিত হয়।

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার, পোঃ পাণ্ডবেশ্বর।

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে পাঠাগার প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার "রজত জয়ন্তী" উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

সুভাষ পাঠাগার, কালনা।

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব, আলোক সজ্জা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও স্বাধীনতার বিশেষ স্মারক সংখ্যা বিতরণের মাধ্যমে পালন করা হয়। সদস্যদের এক আলোচনা সভায় এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয় এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন গোবিন্দচন্দ্র রায়, মধুসূদন কুণ্ডু, সুশান্ত গুঁই, সরিত চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, সিউড়ী।

গত ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায়, সিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, শ্রীঅরবিন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রবীন অধ্যাপক ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন শ্রীগোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত। দেশাত্মবোধক ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী আভা নন্দী।

গত ২৫শে আগষ্ট সন্ধ্যায় সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবনের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূম জেলা সমাহর্তা শ্রীমনীষ গুপ্ত আই. এ. এস্। সভার উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীগোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। সভার শেষে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

পল্লী সেবানিকেতন, গ্রাম-পোঃ বেড়গ্রাম।

বিগত ১৪ই আগষ্ট '৭২ তারিখে বেলা চার ঘটিকায় বেড়গ্রাম পল্লী সেবানিকেতন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুভূষণ মজুমদার, অধ্যাপক ডঃ প্রবোধরাম চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার প্রারম্ভে শ্রীহিমাংশুভূষণ মজুমদার ২৫টি প্রদীপ জেলে এই সভার উদ্বোধন করেন।

মুর্শিদাবাদ

পল্লী কল্যাণ গান্ধী আশ্রম (রুরাল) লাইব্রেরী, পোঃ ধুলিয়ান।

গত ১৫ই আগষ্ট '৭২ তারিখে কাঞ্চনতলা পল্লীকল্যাণ গান্ধী আশ্রম লাইব্রেরীতে স্বাধীনতার 'রজত জয়ন্তী" বর্ষের উৎসব ও ঋষি শ্রীঅরবিন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রী শ্রীপতিভূষণ দাস মহাশয়।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, পোঃ তমলুক।

গত ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭২ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী ও ঋষি শ্রীঅরবিন্দের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতার ইতিহাস পর্যালোচনা, শহীদবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং দেশাত্মবোধক রচনা পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন মহকুমা শাসক শ্রীরমানাথ সমাদ্দার ও তাঁর অবর্তমানে শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, পোঃ পাঁতিহাল।

গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ সবুজ গ্রন্থাগারে 'রজত জয়ন্তী বর্ষের স্বাধীনতা দিবস' উৎসব উপলক্ষ্যে সকাল ৮ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমন্মথনাথ পল্যে মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়। সভায় স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করা হয়। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও মূকাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগারে এক সপ্তাহকাল যাবৎ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সভার শেষে গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলকুমার মাইতি উপস্থিত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

সারস্বত লাইব্রেরী, গ্রাম-পোঃ মাকড়দহ।

গত ১৫ই আগষ্ট '৭২ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব সারস্বত লাইব্রেরীতে পালিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়, শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন শ্রীসমর ভট্টাচার্য এবং স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রীবিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য।

হুগলী

মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী, পোঃ ডানকুনি।

বিগত ১৫ই আগষ্ট, ৭২ তারিখে পাঠাগার ভবনে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীকালীপদ দাস মহাশয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার পোঃ ত্রিবেণী।

বিগত ৩০শে জুলাই '৭২ তারিখে পাঠাগার কক্ষে ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে পাঠাগার সদস্য ফণীন্দ্রকৃষ্ণ দাস, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় এবং ভোলানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

পাঠাগারের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পাঠাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮৫ জন, পুস্তক সংখ্যা ৫,৬৩৪টি এবং আলোচ্য বৎসরে প্রায় ১২০০'০০ টাকার পুস্তক খরিদ করা হয়েছে। ১৮টি সাময়িক পত্রিকা দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছে। শিশুপুষ্টি প্রকল্পের কাজ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এবং এ যাবৎ প্রতিটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত অক্টোবর '৭১ মাসে জাপানের "তেন রিকিও" ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে পাঠাগারে একটি ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় নৃত্য, গীত ও তথ্য চিত্র সহকারে "তেন রিকিও" ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়।

সঙ্কলন : **শিবেন্দু মান্না**

ডি, আর, টি, সি, চতুর্থ মধ্যবর্ষ পুনর্চচা পাঠক্রম ও আলোচনাচক্র

সূক্ষ্ম বর্গীকরণোপযোগী বর্গতালিকা নির্মাণ প্রণালী

(Design of Schemes for Depth Classification)

বাঙ্গালোরে ১০ থেকে ১৫ জুলাই ১৯৭২ সূক্ষ্ম বর্গীকরণোপযোগী বর্গতালিকা নির্মাণ প্রণালীর উপর মধ্যবর্ষ পুনর্চচা পাঠক্রম ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্র, শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডকুমেণ্টেশন কেন্দ্রগুলি থেকে মোট ৫৬ জন প্রতিনিধি ঐ আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। বর্গতালিকা নির্মাণ প্রণালীর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলি সম্পর্কে বিশদ ও মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিরা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হন, সেইসব প্রতিষ্ঠানের ও প্রতিনিধিদের নাম নীচে দেওয়া হল :

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিনিধির নাম
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	শ্রীসুবল চৌধুরী
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ	শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

# GRANTHAGAR

Volume 22 : Number IV : July-August, 1972 (SHRABAN, 1379 B S.)

Rising prices of foreign books : Editorial

The editorial comments on the recent rising of prices of foreign books by the unscrupulous book-traders according to their own will. The rising of price is nothing but to reduce the reading habit of the people in India. The libraries, in this critical moment, have an important role to play for the interest of the readers. The introduction of inter-library loan system and making available of the photo-stat copies of the original books are some of the remedial measures viewed in the editorial

[P. 99] B C.

A few book-worms and their remedies—by Nemai Dey.

Preservation of books from the book—lices is a sordid problem. In this article, the way of life of different types of book-lices and the possible ways to protect the books from these harmful insects, have been described in a very lucid way. The nook and corner of growing the insect has been brought into light and the common medicines and ways to safe-guard the books and other materials, has also been mentioned which would help equally the custodian of books and the book lovers in general.

[P. 101] B.C.

Universal Decimal Classification (II)
Hyphenated auxiliaries, by B. K. Sen

Difference between common and hyphenated auxiliaries, practical applications of hyphenated auxiliaries, place of hyphenated auxiaries in a compound class number, and limitations of its use have been described with illustrations. Important subdivisions of the hyphenated auxiliary of persons, i.e. —05 have also been appended.

[P. 107] B.K.S.

Association News

National Flag hoisting ceremony.

On the 15th August, the Secretary of the Association hoisted the national flag in the association building at 8 A.M.

Executive Committee Meeting.

On the 23rd August the members of the executive committee met in the association building at 6-30 P.M. with Shri Gurudas Banerjee on the chair.

It was resolved in the meeting that the Annual General Meeting would be held at the earliest and Shri Gobbas Mandal would be appointed for one month in case of leave of Shri Priyabrata Sen.

The meeting also resolved that a programme on adult education would be launched within 1974 with the donation of Rs. 600.00 from two well-wishers of the Association, as per the proposal placed by Shri Gurudas Banerjee.

[P .112]

News from the libraries.

Birbhum : Palli Sevaniketan ; Vivekananda Granthagar.

Burdwan : Baidyarathpur Jotram Bani Mandir ; Palli Mangal Sadharan Pathagar ; Kavikankan Pathagar ; Subhas Pathagar.

Hooghly : Manoharpur Public library ; Tribeni Hitasadhan Samity Sadharan Pathagar.

Howrah : Sabuj Granthagar.

Midnapore : Tamluk Zela Granthagar.

Murshidabad : Palli Kalyan Gandhi Ashram (Rural) Library.

Purulia : Gobindapur Public library.

[P. 113]

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ৫ ১৩৭৯, ভাদ্র

সম্পাদকীয়

সরলাদেবী চৌধুরাণী

বাংলার কোলে জন্মেছেন যুগে যুগে বিভিন্ন মণীষী, তাঁদের ধ্যান ধারণা বুদ্ধি দিয়ে বাংলাকে করেছেন গৌরবান্বিত। বাংলার এই মণীষীদৃপ্তির জন্যই মহামতি গোখেল একদা বলেছিলেন 'বাংলা আজ যাহা ভাবে, সারা ভারত ভাবে তাহা আগামীকাল'। বাংলার বুকে মহিয়সী মহিলাও এসেছেন অনেক। তার মধ্যে শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা, শরীরচর্চা, সংগীত সব বিষয়ে একাধারে সর্বগুণে সমন্বিতা ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরাণী। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী কিংবা মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ও পিতা জানকীনাথ ঘোষালের কন্যা হিসাবেই তাঁর পরিচয় নয়, সরলাদেবী ছিলেন স্বনামধন্যা।

১৮৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম হয় সরলাদেবীর। যে সময়ে নানা নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল নারী সমাজ, সেই নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে নারীশিক্ষা আন্দোলনের পুরোভাগে এসেছিলেন তিনি। ১৮৯০ সালে মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করে স্বীয় আন্দোলনের পথ করলেন প্রশস্ত। বর্তমান শিক্ষাসঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে একশ বছর আগে জন্মে সরলাদেবী যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আমাদের কাছে তা চিরস্মরণীয়। যে দেশ স্বাধীনতা লাভের রজত জয়ন্তী বৎসরেও দেশের শতকরা ৩১'২ ভাগের বেশী জনসংখ্যাকে সাক্ষর করে তুলতে পারেনি সেই দেশেরই মহিলা স্বীয় প্রচেষ্টায় শুরু করেছিলেন স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার মাত্র দশ/এগার বৎসরে। গত কয়েক বছর ধরে সারা ভারতে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর নিরক্ষরতা দূরীকরণ সপ্তাহ পালিত হয় অথচ আজও আমরা শিক্ষার দিকে কত পিছিয়ে রয়েছি। এই হিসাবে স্ত্রীশিক্ষার হার তো আরও কম। প্রকৃতপক্ষে কাজ করার সহজাত প্রবৃত্তি না থাকলে কিছুই সাফল্য লাভ করে না।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য সরলাদেবী তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতায়' লিখেছেন, "দিদির বিয়ের পূর্বে কাশিয়াবাগানে পাড়ার মেয়েদের জন্যে আমরা দুজনে মিলে একটা পাঠশালা খুলেছিলুম। দিদি হলেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, আমি হলুম তাঁর এসিস্ট্যান্ট। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ-পনের, আমার বয়স দশ-এগার। আমরা নিজেরা তখন দিনের বেলা বেথুন স্কুলে যাই, সকালে সন্ধ্যায় বাড়িতে সতীশ পণ্ডিতের কাছে স্কুলের পড়া

তৈরি করি, সংস্কৃতের পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত, ওস্তাদ ও মেমের কাছে গান, সেতার ও পিয়ানো শিখি। আর ইস্কুল থেকে ফিরেই তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা রীতিমত ইস্কুল চালাই। বাঙলা, ইংরেজি অঙ্ক ও সেলাই—এই চারটি বিষয়েই শেখাতুম আমরা। প্রায় কুড়িটি মেয়ে আসত, কেউ কুমারী, কেউ বা বালবিধবা।"

কেবলমাত্র এক সীমিত অংশের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করেই সরলাদেবী নিরস্ত ছিলেন না, সারাভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি ছিলেন সচেষ্ট। ১৯১০ সালে এলাহবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে সরলাদেবীর উদ্যোগে নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই সম্পর্কে সরলাদেবী ভারতস্ত্রী মহামণ্ডল স্থাপনের পরিকল্পনা দেন এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে "ভারতের পর্দানশীন নারীদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। গৌরীদানের প্রথা তখনও বলবৎ থাকায় অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই এ নিমিত্ত একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা সর্বত্র অনুভূত হইতেছে। বেতন দিয়া শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হইলে অর্থের খুবই প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভারতস্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা স্থাপন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে।" (ভারতী, চৈত্র, ১৩১৭)

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য সরলাদেবীর প্রচেষ্টা ও তাঁর চিন্তাধারা আজও আলোচনার বিষয়। সরলাদেবী বুঝেছিলেন দেশকে অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে প্রয়োজন শিক্ষার, সে শিক্ষা কেবলমাত্র পুরুষদেরই নয় নারীদেরও। কারণ মায়ের লালন পালনেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যত বংশধরেরা আর সেই বংশধরদেরই উপর নির্ভর করছে পরবর্তী ভারতের ভাগ্য। এজন্যই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠন, 'বীরাষ্টমী' উৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে শারীরিক দৌর্বল্য দূর করা; সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ সেবা ও দেশপ্রেমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা ছাড়াও সরলাদেবী গ্রন্থাগারের প্রসারের প্রতিও ছিলেন সচেষ্ট। বঙ্গদেশের প্রথম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের একবছর আগেই ১৯২৪ সালে গ্রন্থাগারের ধারণা সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'গ্রন্থাগার হবে মানুষ তৈরীর কারখানা।' 'শক্তির বোধন, বুদ্ধির বিকাশ এবং আত্মার প্রসার' এই হবে গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। তৎকালীন সময়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে এরূপ চিন্তাশীল বক্তব্য তাঁর পক্ষেই রাখা সম্ভব ছিল। তাঁর বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে খুব বেশী সময় ব্যয় না করলেও যে কয়টি স্থানে বিশেষ করে বালী সাধারণ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা, ওভারটুন হলে বক্তৃতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও কুমার সিং হলে প্রদত্ত ভাষণের মধ্যেই তাঁর গ্রন্থাগারের সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের মতামতের সমতুল হয়েছে। পরিষদের সহ সভানেত্রীকে তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা স্মরণ করছি।

সরলাদেবী ও ভারতী পত্রিকা

গীতা চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সূত্রপাত। ১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলার' মধ্য দিয়ে বাঙালীর স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটে এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হয়। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদীয় পুত্রগণ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখদের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, এবং সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলায় স্বদেশী ভাব প্রচারিত হয়। ১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ভূমি তৈরী ও বীজ বপনের যুগ। এই সময় রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা শুধু আবেদন নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙালীরা কোনদিনই এই আবেদন নিবেদনের রাজনীতিকে সুনজরে দেখেনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাংলার সক্রিয় প্রতিরোধ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে এবং এই সময়কেই স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ বলে স্বীকার করা হয়। স্বদেশী যুগকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের Land mark বলা হয় এবং এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক চেতনা প্রথম সক্রিয় রূপ পরিগ্রহ করে। এই আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের নয়, শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা-ব্যবসা-বাণিজ্য পল্লী সংগঠন, সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠাও ছিল এর লক্ষ্য। তাই এই স্বাদেশিকতা শুধু সভা সমিতি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাহিত্য বিশেষ করে সাময়িক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করে। আত্মশক্তির দ্বারা দেশ গঠনের এই প্রচেষ্টা বাঙালীরাই প্রথমে সুরু করে এবং সমস্ত ভারতের পথ প্রদর্শক হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী সরলাদেবীর জীবন শুরু হয়েছিল এই বিশেষ রাজনৈতিক পরিবেশে। দেশের স্বদেশী সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত সংগঠনে এবং সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে ঠাকুরবাড়ি ছিল পথিকৃৎ। এই সময় ঠাকুরবাড়ীর মহিলারা দেশের সর্ববিধ কল্যান ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের পুরোভাগে এসে নেতৃত্ব দেন। ১৮৯০ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী দেবী অন্যতম মহিলা প্রতিনিধিরূপে যোগ দান করেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১২৯০-১৩০২ পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী দেবী এর সম্পাদনা করেন। মহিলা পরিচালিত পত্রিকা জগতে 'ভারতী' নবযুগের সূচনা করে এবং তাঁর সময় মহিলা সম্পাদিত পত্রিকায় প্রথম রাজনৈতিক

আলোচনা সুরু হয়। ঠাকুরবাড়ীর এই বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সরলাদেবীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং এই পরিবেশেই তিনি তাঁর সাহিত্য চর্চা সুরু করেন।

সরলাদেবীর সাহিত্য সাধনা তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমেই সুরু হয়। তাঁর প্রথম রচনা 'দুর্ভিক্ষ' জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ খৃষ্টাব্দে 'বালক' (পরবর্তীকালে যা ভারতী নামে প্রচারিত) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে 'সখায়' প্রকাশিত তাঁর বালিকা বয়সের লেখা 'পিতামাতার প্রতি কর্তব্য' সর্বোত্তম রচনা হিসাবে পুরস্কৃত হয়। ভারতী পত্রিকায় ১২৯৪ বঙ্গাব্দ থেকে সরলা দেবীর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তাঁর এই সাহিত্য-সেবা মাতুল রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে পুষ্টি লাভ করতে থাকে। ১২৯৮/৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মালবিকা অগ্নিমিত্র' ও 'রতিবিলাপ' সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। সরলাদেবীর সাহিত্য প্রতিভা বহু বিষয়ের রচনায় প্রস্ফুটিত হয়েছিলো। তারমধ্যে অনেকগুলিই তাঁর রাজনৈতিক রচনা যা সময়োপযোগী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। বন্দেমাতরম্ গানের কিছু অংশের স্বরলিপি সরলাদেবী রচনা করেন এবং তা ১৩০০ বঙ্গাব্দে আষাঢ়ের ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সহযোগী সম্পাদিকা হিসাবে তাঁর দিদি হিরণ্ময়ীদেবীর সঙ্গে তিনি ১৩০২-৪ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে পত্রিকা সম্পাদনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে সরলাদেবী ভারতীকে রাজনীতিতে চরমপন্থায় বিশ্বাসীদের মুখপত্র করে তুলতে চেষ্টা করেন, এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াসী হলেন। "সাহস, বল, বিদ্যা, একতা, স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্বশাসন" এই ষড়মার্গ অবলম্বনে তাঁর লেখনী পরিচালিত হতে থাকে। সরলাদেবী নিজেই তাঁর রাজনৈতিক সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে বলেছেন "যে সাহিত্যের আঙ্গিনা ছিল কোমল আস্তরণ পাতা কমলালয়া সরস্বতীর নিকুঞ্জ, তা হল শ্মশানবাসী রুদ্রের ভীম নর্তনভূমি, আর তার তালে তালে সকলের পা আপনিই পড়ছে— ইচ্ছে করুক আর না করুক।" রবীন্দ্রনাথ ভারতীর জন্মলগ্নে যে বীণাকে আবাহন করেছিলেন সরলাদেবীর অঙ্গুলিস্পর্শে ভারতীর "সেই বীণা রুদ্রবীণ হয়ে বেজে উঠল শঙ্করের ভেরীনাদিত করে" তাঁর লেখনী বাঙালীকে "মৃত্যুচর্চ্চা"-য় আহ্বান করলো। 'মৃত্যুচর্চ্চা' (১৩০৬, বৈশাখ) 'শক্তিচর্চ্চা' (১৩০৬, ভাদ্র) 'বাঙালীর পিতৃধন' (১৩১০ বৈশাখ) 'বিলেতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' (আষাঢ়, ১৩১০) 'বীরাষ্টমীর গান' (কার্তিক, ১৩১১) 'কংগ্রেস ও স্বায়ত্বশাসন' (বৈশাখ, ১৩১২) 'দাদাকাজীর বিচার' (কার্ত্তিক, ১৩০৯) 'মাতৃদ্রোহীর প্রতি' (শ্রাবণ, ১৩১৩) ইত্যাদি প্রবন্ধ ও কাব্যের মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালীকে ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। হিন্দুস্থান কবিতার 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণি গাহ আজি হিন্দুস্থান' স্বরলিপি, মাঘ ১৩০৮ ভারতীতে প্রকাশিত হয় এবং ১৯০১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সকল ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। এছাড়া বীরাষ্টমীর গান, যুদ্ধগীত, অভয়মন্ত্র, ভয় নাই ইত্যাদি

কবিতাও গান হিসাবে গাওয়া হোত। ১৩৩১—৩৩ বঙ্গাব্দে তিনি যখন পুনরায় ভারতীর ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁর সেই রাজনীতিতে চরমপন্থী মনোভাব অপরিবর্তিত থাকে। তাঁর সেই সময়কার রচনা 'সত্যাগ্রহ সেনাপত্য (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১) 'মানুষ গড়ার রাজনীতি' (১৩৩২) 'রাজায় প্রজায়' (১৩৩২) 'ননকোঅপারেশনের আদি কর্তা কে? ইংরেজ না ভারতবাসী' 'কালের প্রবাহ', 'আম দরবার' ইত্যাদি সাময়িক প্রসঙ্গে সমকালীন ঘটনাবলীর আলোচনা দেখা যায়।

১৩০৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১৪ এবং ১৩৩১-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সরলাদেবী 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। সাহিত্যজগতের দিকপালদের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকাটি সরলাদেবী বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে পূর্বপুরুষের কৃত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে সম্পাদনা করেছেন। সরলাদেবীর সম্পাদকীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ঘরে বাইরে' ও যুগসাহিত্য গ্রন্থে সরলাদেবীর কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন "ভারতীর সম্পাদিকা কাজের ভার প্রায় সমস্তই আমার উপর ছাড়িয়া দিলেও পত্রিকাখানির উপরে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রবন্ধ লিখিবার বেশী অবসর পাইতেন না। কিন্তু আয়ব্যয়ের খবরটা তিনি রাখিতেন; এ সম্পর্কে ভার ছিল কেদারবাবুর উপর। সম্পাদিকা নিজে যেটুকু লিখিতেন তাহা চমৎকার হইত। কোন কোন সময় পুস্তক সমালোচনা করিতেন। তিনি অতি অল্প কথায় ভাবের সমাবেশ করিতে জানেন, তাঁহার লেখায় বাক্যপল্লব ও বৃথা কথার আড়ম্বর আদৌ নাই, হঠাৎ ছবির মত সুন্দর দৃশ্য তাঁহার কথায় ভাসিয়া উঠে।"

'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে সরলাদেবীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তৎকালীন যুগে সাহিত্যচর্চার মূল্য খুব কমই দেওয়া হতো। তিনি প্রথম 'ভারতী'র লেখক/লেখিকাদের জন্য পারিশ্রমিকের নিয়ম প্রবর্তন করেন আর যাঁরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না, তাঁদের কিছু কিছু উপহার সামগ্রী পাঠাতেন। এছাড়া আর একটি হলো "যথাসাময়িকতা" কোন বাংলা সাময়িক পত্রিকাই ঠিক সময় প্রকাশ হতো না। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নে 'ভারতী'কে ঠিক সময়মত প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি নিজেই 'বলেছেন, সময় অতিক্রান্ত করে বেরনর অপবাদ মুছে দিলুম পত্রিকা জগত থেকে'। নতুন লেখক তৈরী করা ছিল সরলাদেবীর সব থেকে বড় কাজ। তিনি কোন লেখাই ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে না দিয়ে লেখককে দিয়ে পুনরায় বা নিজেই তাকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করে প্রকাশ করতেন। আত্মচরিত 'জীবনের ঝরাপাতায়' তিনি লিখেছেন "মালীরা যেমন মুদিত পাপড়িগুলির এক একটি হাতে করে খুলে খুলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম একটি লোকের সামনে ধরে, আমিও তেমনি এই প্রতিভার পদ্মকুঁড়িগুলির পাপড়ি খুলে খুলে দিয়ে তাদের স্বরূপটি ফুটিয়ে ধরতুম। ভারতীতে তাই আমার সম্পাদন ক্রিয়া কেবল mechanical ছিল না, শুধু মেশিনের মতন কাজ নয়। মানবীয় রসে ভরা

ছিল আমার সম্পাদকীয় জীবন। "ভারতী"র জন্মকাল থেকে তাকে ঘিরে সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই সাহিত্য সভা থেকেই যশস্বী সাহিত্যিকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের অনেক সাহিত্যসেবীরাই 'ভারতী'র কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করেছেন। ভারতীর ৪০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "এই সাময়িক পত্রের নৌকাখানি সময়ের স্রোতে যেদিন প্রথম ভাসানো হইল সেদিন আমার বয়স ছিল ষোলো। ***যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম তাহা ষোলো বছরেরই যোগ্য; তবু প্রশ্রয় পাইয়াছিলাম। তাহার ফল কি হইয়াছিল। দক্ষিণ হাওয়ার প্রশ্রয় পাইয়া বসন্তে যেমন অজস্র আমের বোল ধরে তেমনি অজস্র লিখিয়াছি। তবু হাজার প্রশ্রয় পাইলেও যাহা ঝরিবার তাহা ঝরে, যাহা ফলিবার তাহা ফলে। অতএব সেই প্রথম মুকুল প্রায় সবই ঝরিয়াছে। কিন্তু সেই প্রতিহত প্রাণের উত্তমটা রহিয়া গেছে।" (ভারতী। বৈশাখ, ১৩৩৩)

নতুন লেখক/লেখিকা তৈরী করার ক্ষেত্রে সরলাদেবীর কৃতিত্বের কথা বিভিন্ন সাহিত্যিকরা 'ভারতী'র ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত জুবিলী সংখ্যায় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এর মধ্যে আছেন প্রমথ চৌধুরী, ভারতীর অন্যতম সম্পাদকদ্বয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ।

গিরিজাকুমার বসু সম্পাদনা ক্ষেত্রে সরলাদেবীর অসাধারণ কর্মক্ষমতার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে লিখেছেন, 'শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর সঙ্গে এতদিন আর এখনো কাজ করে তাঁর কর্তৃত্বের যে শক্তি, তার বিষয়ে বার বার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি লাহোর থেকে প্রতি ডাকেই আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেছেন তাতে কার্য্যপ্রণালী, ছাপা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর যে উপদেশ থাকতো তা পড়ে আমি চমৎকৃত হোতুম। তাঁর সংগঠনী শক্তির যে নিদর্শন তারমধ্য দিয়ে আমি পেয়েছি তাতে উপকৃত ও ভক্তিনত হয়েছি।***

"তাঁর **Administrative** ও **organising Capacity** অসাধারণ। তাঁর সৌজন্য ও স্নেহের তুলনা নেই। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, যে বিষয়ে যার উপর তাঁর আস্থা আছে, সেই সেই বিষয় ও তার অন্তর্গত বিভাগ সমূহের ভার তিনি তার উপর মুক্তপ্রাণে অর্পণ করতেন অথবা তাঁর বিশ্বস্ত পাত্রের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে তাদের অস্তিত্ব ও নিজের কর্তৃত্ব প্রচার তিনি কখনোই করেন নি।" (ভারতী। বৈশাখ, ১৩৩৩)

ভারতীর সবচেয়ে বড় সমালোচক ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেশ সমাজপতির রক্ষণশীল পত্রিকা 'সাহিত্য' 'ভারতী'তে প্রকাশিত বহু রচনার তীব্র সমালোচনা করেও সরলাদেবীর কর্মকুশলতার প্রশংসা না করে পারেন নি।

"তত্ত্ববোধিনী ভিন্ন এতো পুরাতন মাসিক পত্র বাঙ্গলায় আর দ্বিতীয় নাই।" এই কথা স্বীকার করে 'সাহিত্য' লিখছেন, শ্রীমতী সরলাদেবীর অক্লান্ত অধ্যবসায়ে অসীম যত্নে 'ভারতী' নবজীবন লাভ করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে মহিলার প্রভাব অল্প নহে। আমাদের সাময়িক সাহিত্য সেই পুণ্য প্রভাবপুত, ইহা স্মরণ করিলে সৌভাগ্য গর্বের উদয় হয়। শ্রীমতী সরলাদেবী অসময়ে মৃতপ্রায় ভারতীর ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া নিরস্ত হন নাই, নিরন্তরে শুশ্রূষায় তাহাকে সুস্থ সবল করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতী'র উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, প্রসাধন তাঁহার জীবনব্রত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না"। (সাহিত্য। বৈশাখ, ১৩০৮)

'ভারতী' ছিল জাতীয় আন্দোলনের মুখপত্র। তৎকালীন যুগে বাংলার গুপ্ত বিপ্লবীরা 'ভারতী'র সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে পরোক্ষ প্রশ্রয় পেয়েছিল। এবং তাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনকে সরলাদেবী সম্পাদিত 'ভারতী' তার রচনাগুলির মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রচারিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে সরলাদেবীর নিজের রচনা ছাড়াও, রমেশচন্দ্র বসুর "বিলাতী বুটের আত্মকাহিনী" (মাঘ, ১৩০৯), সুরেশ চৌধুরী ও রমেশচন্দ্র বসুর "কিঞ্চিৎ উত্তম—মধ্যম" (কার্তিক ১৩১০) হরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা "শ্মশানকালী" (পৌষ ১৩১৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন ইত্যাদি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে বহু রচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইম্পীরিয়ালিজম,' প্রমথ চৌধুরী 'বয়কট ও স্বদেশীয়তা' (আশ্বিন, ১৩১২), 'তেল, নুন লঙ্কা' (মাঘ ১৩১২) বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ব্যাঙ্গ রচনা "বঙ্গচ্ছেদে লক্ষ্মী বিষ্ণু সংবাদ", 'ইংরেজস্বার্থে ও দেশের হিত' (শ্রাবণ ১৩১২), অমৃতলাল বসুর ব্যাঙ্গকবিতা 'প্রোক্লামেশন' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয়' (অগ্রহায়ণ ১৩১২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সরলাদেবী এই সময় রাজনৈতিক আলোচনার উদ্দেশ্যে 'খেয়ালখাতা' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলেন, সেখানে উপরি উক্ত অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গুপ্ত সমিতির সশস্ত্র বিপ্লব যেহেতু অনেকেরই সমর্থন হারায়, এই কারণে স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে ভারতীর সুর পাল্টে যায় এবং উগ্র রাজনীতির পরিবর্তে নরম পন্থী সুর 'ভারতী'র বীণায় প্রচারিত হতে থাকে। সরলাদেবীর দ্বিতীয়বার সম্পাদনাকালে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ, খাদি-চরকা প্রভৃতি আন্দোলন উপলক্ষে প্রমথ চৌধুরীর ধারাবাহিক রচনা 'সম্পাদকের দরবারে', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমসাময়িক ভারত '(ধারাবাহিক) ইত্যাদি বহু রচনা প্রকাশিত হয়।

সরলাদেবীর সম্পাদনায় ভারতীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। এই সময় অনেক অবাঙালী ও বিদেশীদের লেখা অনূদিত হয়ে ভারতীতে প্রকাশিত হতে থাকে। আর্যা নিবেদিতার লেখা 'প্রত্যেক মা ছেলের জন্য কি করতে

পারে'—(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬), 'বঙ্গমাতার কর্তব্য' (শ্রাবণ, ১৩০৬) গান্ধীজীর 'দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ভারতোপনিবেশ '(বৈশাখ ১৩০৯), শিভোবু হোরির 'জাপানের সনাতন আদর্শ' (বৈশাখ, ১৩১০) সৈয়দ আমীর আলীর পারসীক রচনা 'পারস্য ভাষা ও সাহিত্য' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, Victor Hugo'র বহু কবিতা অনুবাদ করেন। একদিকে যেমন বিখ্যাত বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদিত রচনা প্রকাশিত হয় অন্য দিকে ভারতের বিভিন্নপ্রদেশবাসীর সাহিত্য, আচার-ব্যবহার তাদের সমাজ জীবন সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এই দিক থেকে 'ভারতী'র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

বিষয় বৈচিত্র্যেও ভারতী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাময়িক পত্রিকায় প্রথম স্বরলিপি সহযোগে সঙ্গীতের আবির্ভাব ঘটে ভারতী'তে। এর সমস্তটুকু কৃতিত্বই সরলাদেবীর প্রাপ্য। এছাড়া শিল্প-ভাস্কর্যের উপর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর লেখা, ব্যোমকেশ মুস্তাফীর লেখা "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলায় সর্টহ্যাণ্ড, নামে প্রবন্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "বেঙ্গল কেমিক্যাল", জগদানন্দ রায় ও রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা, হরিহর শেঠের 'আদর্শ পল্লী পাঠাগার' ইত্যাদি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জাতি গঠন ও বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের পুষ্টি সাধন এই উভয় দিক থেকেই ভারতীর অবদান অসামান্য। একদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন। অন্যদিকে বাংলার বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম—জাতীয় আন্দোলনের এই উভয় চিত্রই 'ভারতী'তে যথাযথ ভাবে চিত্রিত হয়েছিল। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে সরলাদেবী যখন মৃতপ্রায় ভারতীর ভার পুনরায় গ্রহণ করেন তখন প্রমথ চৌধুরী 'ভারতী'র সম্পাদিকার সম্পাদনা কুশলতার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করে তাঁর 'পুর্বস্মৃতি, নতুন ভারতী পড়িয়া' রচনায় লিখেছেন, "আমার মতে ভারতীকে সঞ্জীবিত করবার প্রধান উপায় হল—ও পত্রকে বাঙালী মনের বিশিষ্টতার মুখপত্র করা। বাঙালী বক্তৃতা মনের স্রোত যদি ভারতীর বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে যায়—তাহলে বাঙলা সাহিত্যের ও সেইসঙ্গে ভারতীরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।" (ভারতী, ১৩৩১) ভারতী সরলাদেবীর সম্পাদনায় প্রমথ চৌধুরীর এই নির্দেশ পূর্বাপর পালন করেছিল। কিন্তু তবুও ১৩৩৩-এর পর ভারতীর প্রকাশ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতী মহিলা পরিচালিত পত্রিকা হলেও একে ঠিক মহিলা পত্রিকা বলা যায় না। তৎকালীন মহিলাদের শিক্ষা-আদর্শ-সংস্কারের অনেক উর্দ্ধে 'ভারতী'র সুর বাঁধা ছিল। উচ্চ শিক্ষিত মহিলা মহল ছাড়া 'ভারতী'র প্রবেশ সাধারণ মহিলা মহলে ছিল না বললেই চলে। ব্যবসাভিত্তিক মনোভাব নিয়ে পত্রিকাটি পরিচালনা করা হয়নি, সাহিত্য সাধনাই ছিল এর ব্রত—এই কারণে এটি বারংবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পত্রিকা জগতে যে উগ্র আধুনিকতা দেখা দিয়েছিল এবং যে দ্রুত লয়ে সমাজ জীবন অতি আধুনিকতার পথে

অগ্রসর হচ্ছিল 'ভারতী' তার সঙ্গে সমান তালে চলতে পারল না। পত্রিকা জগতে এই সময় হিংসাদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছিল। ভারতী সেই প্রভাব থেকে নিজেকে অনেক দূরে রাখলেও সাময়িক সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে এর কুফল ভারতীকেও ভোগ করতে হয়েছিল। দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে তাঁর সেবাদাত্রীর হস্তেই ভারতীর বীণার সুর চিরকালের জন্ম স্তব্ধ হয়ে যায়। তবুও বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ভারতীর বিশিষ্ট ভূমিকার কথা স্মরণ করে সাহিত্যিক জলধর সেন লিখেছেন—

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর এতদিন পর্যন্ত 'ভারতী' বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে কি দান করেছেন, সেকথা আর বলতে হবে না। আমার ত মনে হয় ভারতী বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটা **land-mark.** ভারতীর দরবারে যাঁরা জয়মালা পেয়েছেন, তাঁদের অনেকে এখন স্বর্গে গিয়েছেন, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, তাঁরা 'ভারতী'র দরবার থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন; জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী যে সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান ছিল, এবং এখনো আছে, বঙ্কিমযুগের শেষ সময়ে 'ভারতী'ই সাহিত্যের সেই হোমাগ্নি প্রজ্জলিত রেখেছিলেন।" (ভারতী। বৈশাখ, ১৩৩৩)

ভারতী'র এই অসাধারণ অবদান সরলাদেবীরই নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। তিনি যে সব নিয়ম সাময়িক পত্রিকা জগতে প্রবর্তন করেন, সেগুলি অন্য পত্রিকাগুলিকেও প্রভাবান্বিত করে এবং বিখ্যাত পত্রিকাগুলি, লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়া, যথাসময়ে প্রকাশ করা, সাহিত্যিক গোষ্ঠি গড়ে তোলা ইত্যাদি সম্পাদনার বিশেষ কর্তব্যগুলি পালন করতে থাকে। সরলাদেবী হলেন সেই মহিলা যিনি অসি ও মসী এক হাতে চালনা করেছেন। আজ তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে তাঁর কাব্যেই তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি—

"আহিতাগ্নিকা

সর্ব্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ!
পথ যে দুর্গম একায়ন
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্বরী.
অপ্রকম্প্যচিতে
সর্ব্ব ভয় পরিহরি
পারিবে কি যেতে?
হে সুখলালিতা!
দুরাশা-চালিতা!

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি, চিরদীপ্ত
রহিবে কি তাহা ?
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা !
প্রাণাহুতি দিবে তায় ! আত্ম বিসর্জন
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন !
সঙ্কল্প অটল রবে !
হবে চিরধন্যা !
অয়ি বীরমন্যা !

* * *

* * * আর সব নারী ভবে প্রিয়জন-পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ ব্রত-পরায়ণা !
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোরজপা !
দৃঢ় পরন্তপা !"
(ভারতী, আষাঢ়, ১৩০৬)

নির্দেশিকা

দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরে বাইরে ও যুগসাহিত্য
যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী
সরলাদেবী চৌধুরাণী, জীবনের ঝরাপাতা
সাহিত্য সাধক চরিতমালা, সরলাদেবী চৌধুরাণী
সৌম্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশীযুগ ও বাংলা সাহিত্য

ভারতী—১৩০০-১৩১৪, ১৩৩১-১৩৩৩
সাহিত্য—১৩০৪-১৩১৪

পুস্তক তালিকা : পুস্তক চিহ্ন

আ, খা, মুঃ আবদুল মান্নান

বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যুষিত দেশ। ব্যক্তি বিশেষের নামকরণের ক্ষেত্রে এই বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ভাষা ভেদে যেমন নামের পরিবর্তন হ:চ্ছে সংস্কৃতির ভেদেও তেমনটি হচ্ছে। একই ভাষা-ভাষি দুটো সংস্কৃতির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। যেমন বাঙলা ভাষায় হিন্দু ও মুসলমান দুটো প্রধান জাতি দুটো সংস্কৃতির বাহক। অন্তত ব্যক্তি বিশেষের নামকরণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

মুসলমানদের নাম একটা বিশেষ অর্থ দ্যোতক এবং ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্যবাহী। হিন্দু নামেও তেমনি ধর্মের ঐতিহ্য প্রবাহিত। পাশাপাশি অবস্থানের ফলে যুগ যুগ থেকে বিপরীতধর্মী দুই সংস্কৃতির মধ্যে পরস্পরের আদান-প্রদান হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে বহুরূপ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতির মূল ধারায় তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনও নাম দেখে যথারীতি বলে দেওয়া যেতে পারে ব্যক্তিটি মুসলমান না হিন্দু। এর ব্যতিক্রম খুবই কম। এই পার্থক্য স্বীকার করেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বাঙালী লেখকের নামের লিখন নির্ধারিত করতে হ'বে। পুস্তক তালিকার লেখকের নামের যে অংশ লিখন হিসাবে নির্বাচিত করা হ'য়েছে তাকে আমরা বলছি নামের প্রধান অংশ।

লিখনের জন্য নামের প্রধান অংশ নির্ধারণ অত্যন্ত দুরুহ কাজ। পাশ্চাত্য নামের কোন অংশ লিখন হিসাবে ব্যবহৃত হবে তার একটা সর্বজন গ্রাহ্য নিয়ম উদভাবিত হ'য়েছে। প্রাচ্য নামের ক্ষেত্রেও ইদানীং বহু আলোচনা ও সমালোচনা চলছে কিন্তু কোন একটা বিশেষ নিয়ম এখনও সর্বজন গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠেনি। বিচিত্র পূর্ব সংযোজন ও অন্ত-সংযোজনে প্রাচ্য নাম ভরপুর। এতসব সংযোজনের জটিলতা থেকে নামের প্রধান অংশ নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়। যেমন—

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
ফাতমা বানু দুলেনা বেগম
নাজিরুল মুহম্মদ সুফিয়ান
সুশোভন আনওয়ার আলী

প্রধান অংশ নির্ধারণ করলেই সমস্যার সমাধান হ'ল না। তারপর আসে নামের বানান পদ্ধতি। একই নামে বিভিন্ন বানান লেখা হয়। যেমন—

মোহম্মদ কাসেম

মুহম্মদ কাসেম

মোহম্মদ কাসিম

মুহম্মদ কাসিম

আবার কোন কোন লেখক পাশ্চাত্ত্য ধরনে নাম লেখেন। যেমন—

এম, এন, হুদা

এ, আর মল্লিক

এন, আই চৌধুরী।

এই সকল সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, বাঙলা একাডেমী, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্ব অপরিসীম। বাঙলা নামের মান নির্ণয় ও বানানের সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি যতদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা না হচ্ছে ততদিন এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। একটা সহজ সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে আমরা বাঙালী মুসলমান লেখকের নামের তালিকা প্রণয়ন করেছি। তাতে যে বানান গৃহীত হয়েছে, পুস্তক তালিকা প্রণয়ন বা পুস্তক চিহ্ন গঠনে তাই আমরা অনুসরণ করেছি। ব্যবহারিক দিক দিয়ে তার কতখানি যৌক্তিকতা আছে গ্রন্থাগারে প্রয়োগ করেই তা উপলব্ধি করা যাবে। চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীতে ১৯৬৬ ইংরেজীতে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছে তাতে একথা বলা যেতে পারে ইপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জনে অনেকটা সফলকাম হয়েছি।

পুস্তক চিহ্ন

লেখকের নামের প্রধান অংশ নিয়ে পুস্তক চিহ্ন গঠন করতে হ'বে। লেখক অংশের প্রথম তিনটি বর্ণ ও বইয়ের প্রথম বর্ণ নিয়ে সাধারণতঃ পুস্তক চিহ্ন নির্ধারিত হবে। যেমন—

আকরম খান বিরচিত অগ্নি শিখা

আকরঅ

আফসার উদ্দিন বিরচিত দুই তীর

আফসাদু

ব্যতিক্রম—

আবদুর রহিম

আবদুর রউফ

আবদুর রশীদ

আবুল ফজল

আবুল হাসেম

আবুল হোসেন

আবদুল আউয়াল	গোলাম আজম
আবদুল আলীম	গোলাম ফারুক
আবদুল ওদুদ	গোলাম সাকলায়েন
আবু ইসহাক	মুহম্মদ আলী
আবু আহসান	মুহম্মদ হোসেন

এ নামের প্রধান অংশ নিয়ে পুস্তক চিহ্ন গঠন করতে নিম্নরূপ সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

আঃ আবদুর	জাঃ জাহানারা	যুঃ লেঃ	যুগ্ম লেখক
আঃ আবদুল	জিঃ জিয়া	রঃ	রশীদ
আঃ আবদুস	জুঃ জুলফিকার	লঃ	লতিকা
আঃ আবু	না. নাজমা	শ.	শওকত
আ / আবুল	মু. মুকুল	শঃ	শহীদ
আ. আল	নূ. নূর	শাঃ	শহীদুল্লাহ
আঃ আহমদ	ফে ফেরদৌস	শাঃ	শামস উদ্দিন
ই. ইবনে	বে বেদুঈন	শা.	শামসুর নাহার
গো. গোলাম	মু. মুহম্মদ	সু.	সুফিয়া
	র. রওশন	সে.	সেলিনা
		হঃ.	হাসনা
		হাঃ	হাসিনা

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—আ এবং আ—দুটো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। আ একটা নামের আন্তক্ষর মাত্রা আর আ—আবদুর শব্দের প্রতিনিধিত্ব করছে। অনুরূপভাবে মুঃ মুহম্মদ মু—

প্রধান অংশ না নিয়ে লেখক নামের যে অংশ মশহুর সে অংশই লিখন হিসাবে নেওয়া হয়েছে। যেমনঃ মওদুদী, সৈয়দ আবুল আলা।

সরকারী প্রকাশনার ক্ষেত্রে সরকার লেখকের স্থান ও মর্যাদা পাবে। পুস্তক তালিকায় সেগুলোর লিখন হ'বে নিম্নরূপ :—

পূর্ব পাক—জনশিক্ষা বিভাগ প্রকাশিত বড়দের অক্ষর পরিচয়

৩৭৪

জনশিব

নামের প্রধান অংশ বলছি এজন্য যে পাশ্চাত্য নামের যেমন দুটো অংশ স্পষ্ট পাওয়া যায় প্রাচ্য নামে সে অংশ স্পষ্ট নয়। যেমন আবদুল করিম, মুহম্মদ হোসেন, আবুল বাশার এখানে নামের প্রধান অংশ খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। নামের পূর্ব সংযোজন ও অন্ত সংযোজন বাদ দিয়ে যে অংশটুকু থাকে তাকেই প্রধান অংশ বলছি।

চিঠি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

মাননীয় সম্পাদক সমীপেষু,
'গ্রন্থাগার'
কলকাতা।

মহাশয়,

নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করত: বাধিত করিবেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার।

বিষয় : **স্পনর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি ও জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন সম্পর্কে।**

খবরের কাগজের পাতা খুলিলেই ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের নানা শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, প্রোডাকসন বোনাস, উইডো পেনসন, সন্তানদের শিক্ষা ব্যয়, গৃহভাতা প্রভৃতি নানারকমের ব্যবস্থা হইয়াছে বা হইবার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা চলিতেছে ; কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য আজও সরকার সচেষ্ট হন নাই।

সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার জন্য জেলায় জেলায় একটি গ্রন্থাগার পরামর্শদাতা কমিটি থাকা উচিত। সেখানে সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিনিধি থাকা উচিত। অবশ্য গ্রন্থাগার ও উহার কর্মীদের কথা ভাবিবার সময় কর্তৃপক্ষ ও দেশের নেতাদের নাই। চিন্তাধারা থাকিলে এতদিন গ্রন্থাগার আইন অন্যান্য রাজ্যের মত হইয়া যাইত। গ্রন্থাগারগুলি যেমন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত তেমনি কর্মীগণও বাঁচিয়া থাকার মত বেতন ভাতা প্রভৃতি পাইত।

এই সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তাং ২৮-৬-৭২

বিনীত
নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক, কোলাঘাট।

পরিষদ কথা

সরলাদেবী চৌধুরাণীর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণ সভা

গত ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভানেত্রী ও দেশনেত্রী সরলা দেবীচৌধুরাণীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সহসভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সরলাদেবী চৌধুরাণীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর সভাপতি পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরলাদেবী চৌধুরাণী ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করতে আহ্বান করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে মহীয়সী মহিলার জন্মশত-বার্ষিকী আমরা পালন করছি তিনি ছিলেন এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠক—তাঁর স্থান ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। যখন এই দেশের পুরুষদের মধ্যে মাত্র কিছুসংখ্যক ব্যক্তি গ্রন্থাগার সম্পর্কে চিন্তা করেছেন, যখন স্ত্রীশিক্ষা আদৌ ব্যাপক হয়নি, সেই সময়েই তিনি গ্রন্থাগার নিয়ে ভাবতেন; তিনি ছিলেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহসভানেত্রী। ১৯২৪ সালে বালী সাধারণ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রদত্ত ভাষণে তাঁর গ্রন্থাগার চেতনার প্রকাশ আছে—যা কিনা "গ্রন্থাগার কিছু বই-এর সংগ্রহশালা" এই তথাপ্রচলিত ধারণা থেকে অনেক উন্নত এবং অগ্রবর্তী। তিনি বলেছেন, গ্রন্থাগার হল মানুষ তৈরীর কারখানা। "শক্তির বোধন, বুদ্ধির বিকাশ এবং আত্মার প্রসার" এই হচ্ছে গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। দুর্বল এবং পঙ্গু শিশুর পক্ষে যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবার জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগারের। সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বই যেন গ্রন্থাগারে বেশী ব্যবহৃত না হয়—গ্রন্থাগারিককে জানতে হবে কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জনীয়। ব্যক্তিগতভাবে এবং পরিষদের পক্ষে এই মহীয়সী মহিলার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় সরলাদেবী গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে তিনি মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রা ও রোম সম্রাট অগাষ্টাসের গ্রন্থাগার প্রীতির কথা উল্লেখ করেন। অতপর সভাপতি মহাশয় শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পালকে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। শ্রীপাল বলেন আমি আপনাদের এই তরুণদের সভায় উপস্থিত হতে পেরে সৌভাগ্যবান। সরলাদেবী মহাশয়াকে আমি বহুবার দেখেছি। বীরাষ্টমী ব্রতের এক অনুষ্ঠানে গেছি—ভবানীপুরে—উঠোনের মাঝখানে কুস্তির আসর বসেছে—একজন রোগা অল্পবয়সী ছেলে একজন কুস্তিগীরকে অনায়াসে ভূপাতিত করলো। শরীরচর্চা একটা নিয়মিত ব্যাপার ছিল। এবং সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন এই বীরাষ্টমী ব্রতের অন্যতমা উদ্যোক্তা। মেয়েরা যে কত কর্মে প্রেরণা হতে পারেন, তার উদাহরণ সরলাদেবী। এই সময়ের বহু মহিলা কর্মী তাঁর প্রেরণায় স্বদেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তখন স্বদেশীর স্রোত বইছে—বিভিন্ন স্বদেশী সঙ্গীতগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সরলাদেবী চৌধুরাণীর রচিত একটি গান 'গাহ আজি হিন্দুস্থান' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, যা এখনও আমাকে মুগ্ধ

করে। তিনি মহিলাদের পত্রিকা—'ভারতী' সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হয় তাঁর সম্পাদনায়। সাহিত্যে, শক্তিচর্চায় ও সংগঠনে সরলাদেবী ছিলেন অতুলনীয়া।

অতঃপর সভাপতি শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেন যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সরলাদেবী চৌধুরাণী মহোদয়া যা বলেছেন, ভেবেছেন সে সম্বন্ধে গুরুদাসবাবু বলেছেন—সেই নবজাগরণের কাল সম্পর্কে বলেছেন জ্ঞানাঞ্জনবাবু।

যে সময়ে সরলাদেবী এসেছিলেন—১৮৭২, যে পরিমণ্ডলে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে ছিল দেশ সম্পর্কে গভীর অনুরাগ, পরাধীনতার সম্পর্কে বেদনা ও আত্মমর্যাদা স্থাপনে সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা। 'সর্বত ও দীপিকা' রামমোহনের প্রবর্তিত পত্রিকার সম্পাদক হলেন ১৫ বছরের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ। তিনি বললেন, আমাদের নিজেদের ভাষাকে যথোচিত মর্যাদায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাঁরই প্রভাবে তাঁর পরিবারের সন্তানসন্ততিরা সেই সাধনায় লিপ্ত হলেন।

'লব্ধভূমিকত্ব'—প্রত্যেক মানুষকে তার অন্তরের মধ্যে একটা ভূমিকে সৃষ্টি করতে হবে—সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল তখনকার ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডল।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তার আগে তাঁর পিতা Landholders Association তৈরী করলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন এলেন; তখন বাঙালী মধ্যবিত্ত উঠেছে, কাজেই তিনি সন্তানদের নিয়ে গড়ে তুললেন সংগঠন। আশ্চর্যের কথা ভারতের প্রথম আই সি এস তখন হিন্দুমেলায় গান রচনা করছেন—"গাও ভারতের জয় গাও।" সেই হিন্দুমেলায় সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—রাজনারায়ণ বসু ভারতে প্রথম শোনালেন—দৈহিক শক্তি প্রয়োগ নিন্দনীয় নয়, এ এক আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ। স্বাধীনতাকে আনবার জন্য এই আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষের বৈপ্লবিক কার্যধারা অনুপ্রেরণা পেয়েছে অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর উপরোক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, রাখীবন্ধন হচ্ছে। আমার মনে আছে, হঠাৎ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিত হচ্ছে, কারণ বিপিনচন্দ্র ছাড়া পেয়েছেন। এই ছিল সেই পরিমণ্ডল, সেখানে রয়েছে এক সুর বাঁধা।

এই পরিবেশেই এলেন সরলাদেবী—যেখানে রয়েছেন মহর্ষিদেব, আছেন তাঁর মামারা—মস্ত মস্ত দিকপাল। সেই আবহাওয়ায় ছিল স্বদেশপ্রেম, ছিল সাহিত্য—সব ছিল, কিছুরই অভাব নেই সেখানে। এই আবহাওয়াতেই মানুষ এই ছোট্ট মেয়েটি; তাই তৈরীও হলেন এ কজন পরিপূর্ণ মানুষ।

এক অতুলনীয় দীপ্তি ছিল তাঁর মনের। সরলা ঘোষাল ঢুকলেন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে পি, মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি চললেন বরোদায় অরবিন্দের কাছে—কারণ মায়ের

বদলে মার দিতে হবে এবার। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, আমি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পক্ষপাতি ছিলাম না, সেই পথের প্রবক্তা মিস ঘোষাল এবং পি, মিত্র। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন সার্দ্বিক বিপ্লবের।

অনুশীলন সমিতিরও অন্যতম নেত্রী ছিলেন সরলাদেবী।

তখন ১৯২৪/২৫ সালের কথা; তাঁর মনে হলো বীরাষ্টমীকে জোরদার করতে হবে—আমার (বক্তার) ডাক পড়লো। তিনি গান রচনা করলেন। আমরা শপথ গ্রহণ করলাম—দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের, বিরাম নেই—প্রতিটি রক্তবিন্দু আমাদের দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত। তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছেন ক্লীবত্ব থেকে দেশের জনগণকে মুক্ত করার জন্য।

এখানে একটা কথা স্মরণ করতে হবে যে, তখনকার স্বদেশী নেতারা একটা কথা বার বার বলেছেন, বিশ্বমানবতাবাদের কাছেই আমাদের একমাত্র বশ্যতা স্বীকার করতে হবে—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র।

জাতীয়তাবাদ বা **Nationalism**, যা কিনা আজ একটা সোচ্চার শ্লোগান, আর জাতীয় সত্তা পৃথক জিনিষ। জাতীয়তাবাদ শেখায় সবার উপরে আমার জাতি এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ, তার কাছে সবাই ছোট—উদাহরণ হিটলার, চার্চিল, নিক্সন।

ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীকে স্বীকার করেছে—বিশ্বাত্মবাদী ভারতবর্ষ। এই দুটোকে আমরা গুলিয়ে ফেলেছি: **Nationalist** চার্চিল, আর ইংরাজ জাতীয় সত্তার প্রতীক **Shakespeare**; আমেরিকার জাতীয়তাবাদ নিক্সনে মূর্ত কিন্তু আমেরিকান জাতীয় সত্তার প্রতীক লিঙ্কন।

সরলাদেবী ছিলেন বৃহৎ ভারতের পুজারী—সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের তিনি পুজারী ছিলেন না। তাই সারা ভারত ঘুরে তার প্রতিটি অঞ্চলের সুর সংগ্রহ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে।

আপনাদের বলবো, আপনারা গ্রন্থাগারিক, আপনারা শুধু মাত্র নির্দেশ মতো শুধু বই সরবরাহ করবেন না আপনারা শিক্ষিক, আপনারা সুর বেঁধে দেবেন। মহিলাদের জন্য, শিশুদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করে সামাজিক দিক থেকে, গ্রন্থাগারকে আরও প্রয়োজনীয় করে তুলুন। মেয়েদের শিক্ষা দিন তাঁদের উপযুক্ত কাজকর্ম। বিশেষজ্ঞ দিয়ে মেয়েদের মাঝে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করুন গ্রন্থাগারে।

আজ ধন্যবাদ জানাব না, আজ শুধু স্মরণ করি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের জন্য কি অসীম ভালবাসা ছিল সরলাদেবীর।

সবশেষে কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং জ্ঞানাঞ্জন পাল মহাশয়কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদন: **অজয় ঘোষ**

সরলাদেবী চৌধুরাণী প্রদত্ত ভাষণ

[কুমার লাইব্রেরীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভানেত্রী হিসাবে সরলাদেবী যে ভাষণ দেন 'কুমার লাইব্রেরীর কুমারদের প্রতি' শিরোনামায়, সেই ভাষণের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় অংশ উদ্ধৃত করা হল। এই ভাষণটি ভারতী পত্রিকায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে কার্তিক—পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৪ সালে বালী সাধারণ লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সরলাদেবী চৌধুরাণীর ভাষণ গ্রন্থাগার পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। সরলাদেবী চৌধুরাণীর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর প্রদত্ত নিম্নোক্ত দুষ্প্রাপ্য ভাষণটি মুদ্রিত হল। —সম্পাদক]

..."পরিগ্রহের বৃত্তি বা সংগ্রহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বিলাসবস্তু সংগ্রহ থেকে সরিয়ে নিয়ে পুস্তক সংগ্রহে লাগানয় প্রকৃতির উপর একটি বাঁধ বাঁধা হয়। শারীরিক ভোগের স্পৃহা থেকে নিবৃত্ত হয়ে মানসিক ভোগমুখী হলেই পুস্তক সংগ্রহে প্রবৃত্তি জন্মে। আবার সংগ্রহীত পুস্তকাবলী সর্বসাধারণের পাঠের জন্য অবারিত রাখলে, তাকে পাব্লিক লাইব্রেরীতে পরিণত করলে, রুদ্ধমনকে মুক্ত করার প্রথম সোপানে আরূঢ় হওয়া যায়। তোমরা এই পথে বিশ্বের দিকে বাহু সম্প্রসারণ করেছ। একটি বিষয়ে সতর্ক হয়ো। পুস্তকের ভোজ একটা মহাভোজ। এতে জগৎকে আমন্ত্রণ করার আগে ভেবে নিও পুস্তক—কটোরায় থাকতে না পারে এমন মনের খোরাকই নেই। দুষ্পাচ্য ও সুপাচ্য উভয়ই। যেমন মনের স্বাস্থ্য ও বল বৃদ্ধি করতে পারে তেমনি মনকে অবনতির রসাতলে নিয়ে যেতে পারে—এমন অখাদ্য পুস্তকে ভরা থাকে। সেইজন্য উপযুক্ত পরীক্ষকের দ্বারা পরখ করিয়ে দেখেশুনে তবে পুস্তক বিশেষকে লাইব্রেরীতে স্থান দিও।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আজীবন সদস্য চাঁদা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

গত ২ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে অতঃপর পরিষদের আজীবন সদস্যের দেয় ১০০ টাকা (একশত টাকা) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরের মধ্যে পর পর চারটি মাসিক কিস্তিতে দেওয়া যাবে। সম্পূর্ণ চাঁদা উপরোক্ত নিয়মানুসারে দেওয়া হলে আজীবন সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে গ্রহণ করা হবে।

যদি কোন সদস্য পর পর চারটি মাসিক কিস্তিতে তাঁর চাঁদা না দিতে পারেন, তাহলে তাঁর ঐ চাঁদা ব্যক্তিগত সদস্যের চাঁদার হিসাবে সামঞ্জস্য করে নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে তিনি আজীবন সদস্য হিসাবে পরিগণিত হবেন না।

পরিষদ ভবন
২৬ আগষ্ট, ১৯৭২

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

সৈনিক সংঘ, ১২ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

সৈনিক সংঘের গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণীতে জানান যে এই সংঘ ২০ বৎসরে পদার্পন করেছে। ১৯৭১-৭২ সালে পাঠাগারে ৭৫খানি বই দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছ, এর মধ্যে ২৫ খানি গ্রন্থাগারানুরাগী কর্তৃক প্রদত্ত। গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ জানান যে গত ১৪ই এপ্রিল গ্রন্থাগারের নতুন কক্ষের দারোদ্ঘাটন উপলক্ষে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এণ্টালি ইনষ্টিটিউট, ৫৭ দেব লেন

৩১ শে আগষ্ট সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় পাঠাগারের ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশিশিরকুমার শূর মহাশয় এবং পাঠাগারের পতাকা উত্তোলন করেন ডাঃ সুবোধকুমার সরকার মহাশয়। ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী মৃগাঙ্ক মোহন শূর (সভাপতি), বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত (সম্পাদক), বিমানবিহারী মিত্র, লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য ও গোষ্ঠবিহারী দাস।

৩১ শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় 'শ্রীঅরবিন্দ প্রণাম' অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅনিলবরণ রায় (পণ্ডিচেরী), অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরকার। সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিলো।

জলপাইগুড়ি

হাকিমপাড়া কিশোর গ্রন্থাগার, পোঃ জলপাইগুড়ি

গত ১৮ই জুলাই ১৯৭২, হাকিমপাড়া কিশোর গ্রন্থাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক মহাশয় ১৯৭১-৭২ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করেন। তাঁর বিবরণী হতে জানা যায় যে গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ২১০৬ খানি। গ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠা দিবস, সরস্বতী পূজা, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। গ্রন্থাগারের নিজস্ব জমি ও গৃহের জন্য চেষ্টা চলছে। উক্ত গ্রন্থাগারের রেজিষ্টারীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ আয় ও ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। পরিশেষে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে নূতন পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়।

সর্বশ্রী সুকুমার সেনগুপ্ত, সভাপতি ; সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক ; শ্যামলপ্রসাদ বসু, সহ-সম্পাদক ; দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ ; পূর্ণেন্দুনাথ পাল, গ্রন্থাগারিক ; প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কান্ত মজুমদার, শশাঙ্ক সেনগুপ্ত, অজিত বক্সী, তরণীকান্ত চৌধুরী, ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়, সরযুবালা চক্রবর্তী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানস গুপ্তভায়া সদস্যবৃন্দ।

নদীয়া

বার্নিয়া যুব সংঘ, বার্নিয়া

গত ১৫ ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বার্নিয়া যুবসংঘ প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠান হয় অঞ্চলপ্রধান শ্রীদয়ালকৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে। যুবসংঘের-কার্যকরী সদস্য শ্রীঅনাথবন্ধু কর, সংঘের সভাপতি শ্রীশরদিন্দু ঘোষ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ স্থানীয় যুবকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষ হয় গ্রন্থাগারিক শ্রীদেবপ্রসাদ মুখার্জির আবৃত্তির মাধ্যমে।

বর্ধমান

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীন পাঠাগার

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসবে পাঠাগার প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরামসদয় চক্রবর্তী। শহীদ বেদীতে মাল্য দানের পর সম্পাদক গোরক্ষনাথ রায় স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

বিকাল ৫ ঘটিকায় পাঠাগারে বাষিক অধিবেশন শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন—গ্রন্থাগারিক।

বাণী লাইব্রেরী, বোহার

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে লাইব্রেরীর সভ্যসভ্যাবৃন্দ এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব ও ঋষি অরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। ভোর ৫ ঘটিকায় বিভিন্ন মহাপুরুষের প্রতিচ্ছবি ও জাতীয় পতাকা হস্তে প্রভাত ফেরী সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। সকাল ৭-৩০ মিঃ লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে স্থানীয় প্রবীন কংগ্রেস কর্মী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সহকারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং যে সমস্ত বীর স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করেছেন তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ২ মিঃ কাল নীরবতা পালন করা হয়। বেলা ৪ ঘটিকার সময় বাণী লাইব্রেরী খেলাধূলা বিভাগ কর্তৃক একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

বাহাদুরপুর কামিনীবালা পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী

সম্প্রতি ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বাহাদুরপুর কামিনীবালা পল্লীমঙ্গল গ্রামীণ লাইব্রেরীতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচলনা করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীনেপালচন্দ্র মণ্ডল। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন শ্রীপিনাকপাণী ব্যানার্জী (বাহাদুরপুর হাইস্কুলের শিক্ষক)। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হয় ; অংশ গ্রহণ করেন বাহাদুরপুর হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বক্তৃতা দেন।

অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞানপ দ্বারা সভার কাজ শেষ করা হয়।

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি, সাধরণ পাঠাগার, পাণ্ডবেশ্বর।

গত ২৪ আগষ্ট থেকে ২৭ আগষ্ট পর্যন্ত চারদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতিতে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বেতার শিল্পী শ্রীগণেশ দেববর্মণ ও সহশিল্পীবৃন্দ কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশিত হয় বর্ধমান জেলার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সৌজন্যে।

কীর্ণাহার রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতি, পোঃ কীর্ণাহার

বিগত ১৭-৮-৭২ তারিখ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় রবীন্দ্র ভবনে সমিতির ৩১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আদিত্যকুমার ঠাকুর। শ্রীরামপ্রসন্ন গাঙ্গুলী (সাধারণ সম্পাদক) বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সভায় (১) বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন (২) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় (৩) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন দান সম্পর্কে দাবী জানান হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় চণ্ডীদাস সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ। শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস কবিগুরুর জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গী কিশোর সংঘ পাঠাগার, জলঙ্গী

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী এবং শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকী পালনার্থে চারদিনের কর্মসূচী লওয়া হয়। ১৪ই আগষ্ট ভোর ৫ টায় ঋষি অরবিন্দের বাণী ও প্রতিকৃতি সহ প্রভাত ফেরী বাহির করা হয়। প্রাক্তন এম, এল, এ, মহঃ সোলেমান সরকার

মহাশয় সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। উক্তদিন বিকাল ৪ একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় E. O. S. E. শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন Dist. Physical Organiser শ্রীরাধাকান্ত ত্রিপাঠী। সভার শেষে প্রধান অতিথি সংঘের কৃতী সদস্যদিগকে National Physical Efficiency Certificate এবং Star বিতরণ করেন।

১৬ই আগষ্ট বিকাল ৫ ঘটিকায় বন মহোৎসব পালন করা হয়। স্থানীয় অঞ্চল উন্নয়ন অধিকারীক মহাশয় পাঠাগারের সম্মুখে একটি পারুল চারা রোপন করেন। আর একটি চারা রোপন করেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃক্ষরোপন উৎসব শেষে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের জীবনী বিশদ ভাবে সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর বাণী প্রচার করেন। সভা শেষে সন্ধ্যায় রাজ্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক ছায়াছবি প্রদর্শন করা হয়। বহু গ্রামবাসী এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৯শে আগষ্ট কর্মসূচীর শেষ দিন। এই দিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক "চারণ কবি মুকুন্দদাস" ছায়াছবিখানি প্রদর্শিত হয়। ছায়াছবিখানি দেখিবার জন্য প্রচুর জনসমাবেশ ঘটে।

মেদিনীপুর

শহীদ পাঠাগার, চৈতন্যপুর

গত ৯. ৮. ৭২. সকাল ৮টা থেকে সারাদিন ব্যাপী উৎসাহের মধ্যে শহীদ পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। অঞ্চল প্রধান শ্রীশচীন্দ্রনাথ বেদ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। বিকাল ২টায় জাতীয় আন্দোলনের মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী পালিত হয়। অধ্যাপক শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তী, শিক্ষক শ্রীপুলিনবিহারী দে, সভাপতি কুমার বসু আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। বিকাল ৪টায় কৃতী সম্বর্দ্ধনা জানান হয় ডক্টর দেবব্রত জানা ও এন, এস, টি, এস ছাত্র শ্রীমান নীতিশ পাণ্ডাকে। শ্রীজানাকে শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা সংগ্রহ ১ সেট ও শ্রীমান পাণ্ডাকে ১০০.০০ টাকার পাঠ্য পুস্তক উপহার দেওয়া হয়।

চারণ কবি ধীরেন বসু শ্রীজানাকে কবিতায় অভিনন্দন দেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সাহু ও শ্রীশ্রীধরচন্দ্র সামন্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র (Five laws of Library Science) এবং কোলন বর্গীকরণ (Colon Classification) সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ

১৯২৪ সালে ডাঃ এস, আর, রঙ্গনাথন কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র এবং কোলন বর্গীকরণের মূল চিন্তারাজি উদ্ভাবিত হয়। এই স্মরণীয় ঘটনার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ডকুমেণ্টেশন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন দিকের উপর রচিত মৌলিক রচনা সন্নিবেশিত করা হবে। এই বিষয়ে লেখা দিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইংরাজি ভাষায় লেখার বিষয়বস্তু ও রূপরেখা (outline) অনুমোদনের জন্য ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭২ সালের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। এ, নীলমেঘন, আহ্বায়ক। ডি, আর, টি, সি, ১১২ ক্রশ রোড ১১, ব্যাঙ্গালোর ৩।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পুস্তক বিতরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত বইগুলির অনেকগুলি কপি আমরা বৃটিশ কাউন্সিলের কাছ থেকে বিতরণের জন্য পেয়েছি। সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক সদস্যদের নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ১২ই অক্টোবর '৭২-এর মধ্যে দরখাস্ত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

1. The Atom
2. Chemistry for the Modern World
3. An English Library
4. Life on other Worlds
5. Physics for the Modern World
6. Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacture
7. Biology for the Modern World.

পরিষদ ভবন
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত বই/পত্র-পত্রিকাগুলি গত মার্চ, '৭২—জুন, ১৯৭২ তাং-এর মধ্যে পরিষদ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে নতুন সংযোজিত হয়েছে (কেবলমাত্র পুস্তকের লেখক, শিরোনাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করা হলো):—

১। কুনাল সিংহ—প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ। ১৯৭২।

২। মীনেন্দ্রনাথ বসু ও কান্তিভূষণ পাকড়াশী—লাইব্রেরী সংরক্ষণ। ১৯৫০।

৩। শামসুল হক, সম্পাঃ—বাংলা সাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী, ১৯৪৭—১৯৬৯। ১৯৭০।

৪। সত্যব্রত সেন—গ্রন্থাগারে পুস্তক বর্গীকরণ তত্ত্বপ্রসঙ্গ। ১৯৭২।

৫। সুবোধ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। ১৩৭৩।

৬। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক। ১৯৬১।

ইংরাজী প্রকাশন সমূহ

1. Harrod, L. M , ed,—The Librarians' glossary. 1971.
2. A L A & others—Anglo-American Cataloguing Rules (North American Text). 1970.
3. Sengupta, B —Cataloguing : its theory & practice. 1970.
4. Mukherjee, A. K.—Reference work and its tools. 1971.
5. Chakraborty, M. L.—Bibliography in theory & practice. 1971.
6. Prasher, R. G.—Indian library literature ; an annotated bibliography. 1971.
7. National Book Trust, India.—Cataloguing, 1972.
8. Chandler, G.—Libraries in the east. 1971.
9. Ranganathan & Bhattacharya—Conflict of authorship : Corporate body Vs Corporate body. 1970.
10. Ranganathan—Colon classification : ed. 7(1971) : a preview.
11. Bhattacharya, G.—Cataloguing research in India, 1969.
12. Indian Standards Institution—Proof corrections for printers & authors. 1959.
13. Do —Guide for abbreviations of works in titles of periodicals using Roman alphabet. 1971.
14. Do —Practice for alphabetical arrangement. 1962.
15. Do —Specification for title-page and back of title-page of a book. 1965.

16. Indian Standards Institution—Code of practice relating to primary elements in the design of library buildings. 1960.
17. Do —Code of practice for re-inforced binding of library books and periodicals. 1965.
18. Do —Code of practice for the processing of microfilms. 1966.
19. Do —Specification for packages for use of libraries. 1964.
20. Do —Code of practice for storage and use of microfilms of permanent value. 1965.
21. Do —Guide for preparation of manuscript of an article in a learned periodical. 1968.
22. Do —Guide for drafting Indian standards. 1964.
23. Do —Guide for lay-out of learned periodicals. 1963.
24. Do —Specification for general structure of preliminary pages of a book. 1956.
25. Do —Specification for half-title leaf of a book. 1956.
26. Do —Practice for table of contents. 1956.
27. Siddique, Abu Bokr.—D D C number building and number analysis : a mathematical synophsis. 1972.
28. International who's who. 1970-71.
29. Whitaker, J.—(An) Almanac for the year of our Lord. 1962.
30. Wells, A. J., ed.—(The) British National Bibliography. Jan.-Sept. 1970.
31. Dewey, Melvil—Dewey Decimal Classification and relative index ; 18th ed. 1971 (one set).
32. University of Calcutta—Hundred years of the University of Calcutta (with supplement), 1957.
33. I L A Bulletin. Vols. 3, 5 & 6. 1967-'70.
34. Special libraries Assoc.—Special Libraries, Vols. 59 & 60. 1968-'69.
35. University of Illinois Graduate School of Lib. Sc.—Library Trends. Vols. 14-16. 1965-'67.

প্রদীপ চৌধুরী
গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ ভবন
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ও

নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান

নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার ক্রমাবনতিতে এই রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীরাও উদ্বিগ্ন। পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ বলে আসছে যে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে গ্রন্থাগারগুলির সক্রিয় ভূমিকা আছে এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।

নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে গ্রন্থাগারগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে নিম্নলিখিত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে :

'নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে গ্রন্থাগার' এই কর্মসূচী বাংলা ১৩৮১ সাল থেকে শুরু হবে। প্রতি বছর পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি পশ্চিমবঙ্গের কোন একটি নির্বাচিত জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে আবেদন পত্র আহ্বান করবেন। নির্বাচিত জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনগুলি হতে বিশেষ একটি গ্রন্থাগারকে নির্বাচন করে এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য অনুরোধ জানান হবে। উক্ত নির্ধারিত গ্রন্থাগারটিকে এক বছরের মধ্যে ন্যূনতম ৫০ জনকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করতে হবে। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ নির্ধারিত কিছু বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানও আহরণ করতে হবে। বৎসরান্তে এই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ সম্পর্কে পরিষদ সন্তুষ্ট হলে উক্ত গ্রন্থাগারকে ১০০ (একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের অঙ্ক সামান্য হলেও, গ্রন্থাগারগুলি এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর কর্মসূচী রূপায়ণে তৎপর হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থাগারগুলিকে এই কাজে উদ্যোগী ও তৎপর হওয়ার জন্যই এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে ১৫০০ (দেড় হাজার টাকার) একটি তহবিল সৃষ্টি করা হবে এবং উক্ত তহবিল ব্যাঙ্কে জমা রাখা হবে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে পরিষদের জনৈক সহ-সভাপতি (স্বীয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) ৫০০ (পাঁচশত টাকা) এবং শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১০০ (একশত টাকা) দিয়ে এই তহবিলের উদ্বোধন করেছেন। পরিষদের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একান্ত অনুরোধ এই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ১৫০০ টাকার তহবিল পূরণে যথাসাধ্য দান করুন।

নিবেদক,

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

পরিষদ ভবন
২রা অক্টোবর, ১৯৭২

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি পবিত্র দিন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এই দিনটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি পরিষদ এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। পরিষদের প্রধান লক্ষ্য—সুষ্ঠু সার্বজনীন নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন যা আজও সম্ভব হয়নি। গ্রন্থাগার দিবসের পবিত্র দিনে একদিকে পরিষদ যেমন এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের সমস্যাগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চায়, অন্যদিকে আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দূর করার শপথও নিতে চায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই প্রতিটি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর নিকট আবেদন জানাচ্ছে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করার জন্য।

এই বছরের গ্রন্থাগার দিবসের আর একটি তাৎপর্য হল এই যে ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসাবে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মূল বক্তব্য হল: 'সব মানুষের জন্য গ্রন্থ'। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে বিনা চাঁদার আইনভিত্তিক সার্বজনীন সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মার্চমাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধনকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় শ্রী ভি, ভি, গিরিও রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তাই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পরিষদ নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি বিভিন্ন জনসভা, আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার এবং এ সম্পর্কে প্রস্তাবাদি গ্রহণে অনুরোধ জানাচ্ছে :

(১) গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে অবিলম্বে এই রাজ্যে বিনাচাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(২) প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে এবং বিদ্যালয় বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৫ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(৩) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(৪) শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন) সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(৫) জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

(৬) গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে।

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস হতে শুরু করে একসপ্তাহ কাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য অনুরোধ জানান হচ্ছে। ইতি—

পরিষদ ভবন
২ অক্টোবর, ১৯৭২।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান—স্টুডেন্টস্ হল (কলেজ স্কোয়ার)

বিকাল ৫টা—উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ

বিকাল ৬টা—জনসভা

॥ দলে দলে যোগ দিন ॥

পুঃ—জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, সংবাদ পত্র ও পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করুন।

যাদবপুর বিশ্ববিত্তালয়ের বি, লিব এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা

১৯৭১

প্রথম শ্রেণী (ক্রমিক সংখ্যানুসারে)

প্রাণকৃষ্ণ মিশ্র (১)
বিজয়কুমার চৌধুরী (২)
নীরেন্দ্রনাথ পোদ্দার (৩)
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (৭)
মিনতি চক্রবর্তী (আঢ্য) (৮)
পূর্ণিমা রায় (১১)
দীপা সেন (১৪)
মীনাক্ষী সিংহ (১৫)
নন্দিতা লালা (দত্ত) (১৬)
সুচেতা গুহঠাকুরতা (১৮)
বিশ্বনাথ সরকার (২১)
রত্নাকর রাউত (২৭)
রেবা মুখোপাধ্যায় (৩১)

দ্বিতীয় শ্রেণী

দীপককুমার রায় (৪)
স্বপনকুমার দে (৫)
মোহিতমোহন দে (৬)
নিত্যনারায়ণ বসু (৯)
নিবেদিতা ঘোষ (মিত্র) (১০)
দীপা কুণ্ডু (পালচৌধুরী) (১২)
সুলেখা গুপ্ত (১৩)
কৃষ্ণা গাঙ্গুলী (১৭)
তিমিরকুমার রায়চৌধুরী (১৯)
গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০)
মঞ্জরী লাহিড়ী (মুখার্জী) (২২)
শিপ্রা রায়চৌধুরী (২৩)
গায়ত্রী গঙ্গোপাধ্যায় (২৪)
মঞ্জু সেনগুপ্তা (২৫)
কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬)
নিতাইচন্দ্র সাধুখাঁ (২৮)
মন্দিরা মজুমদার (২৯)
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় (৩২)
বিমলকুমার বক্সী (৩৩)
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৪)
স্বাতী রায় (৩৫)
স্বপনকুমার রাহা (৩৬)
শৈলেশচন্দ্র চ্যাটার্জী (৩৭)
রামঅধর রাম (৩৯)

১৯৭২

প্রথম শ্রেণী (ক্রমিক সংখ্যানুসারে)

বাণী মজুমদার (২)
ব্রততী চক্রবর্তী (মিত্র) (৪)
কল্পনা পোদ্দার (৫)
শ্রীলা বসু (৮)
মৈথিলী সেনগুপ্তা (৯)
সুনন্দারাণী বসু (১০)
সুমিতা রায় (১২)
ব্রজবিহারী মিশ্র (১৫)
মাণি বিজয়লক্ষ্মী (১৭)
মিনতি নন্দী (১৯)
সুবলকুমার সেন (২০)
যতীন্দ্রনাথ দাশ (২৬)
রঞ্জনা মিত্র (২৭)
হেমা সুব্রাহ্মণিয়ম (২৯)
মায়া মুখোপাধ্যায় (৩০)
মমতা রায় (৩১)

দ্বিতীয় শ্রেণী

নৃপেন্দ্রনাথ মাইতি (১)
মায়া চৌধুরী (৩)
মুক্তা পাল (৬)
নমিতা গঙ্গোপাধ্যায় (৭)
সুনীলরঞ্জন দাশগুপ্ত (১১)
লাবণ্য বসু (দত্ত) (১৩)
গোকুলানন্দ দাশ (১৪)
মলয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৬)
কমলেশ ভট্টাচার্য (১৮)
বিনয়কুমার গুহ (২১)
জয়া মজুমদার (২২)
ধয়মদেও নারায়ণ সিং (২৩)
গৌরমোহন গোপ (২৪)
জয়শ্রী রাহা (২৫)
কল্পনা চৌধুরী (২৮)
নরহরি সাহু (৩২)
অমিতা রায় (গঙ্গোপাধ্যায়) (৩৩)
অশোককুমার দাশ (৩৪)
যুগলকিশোর প্যাটেল (৩৫)
অজিতকুমার সিংহ (৩৬)

---

* ১৯৭১ সালের ফলাফল অতি সম্প্রতি 'গ্রন্থাগার' দপ্তরে পৌঁছানোয় একসঙ্গেই দুই বছরের ফল প্রকাশ করা হ'ল।

[সঃ গ্রঃ]

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ, ১৯৭২

উপলক্ষে

আলোচনা চক্র

উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র সমূহের সংস্থা (ইয়াসলিক্), ব্রিটিশ কাউন্সিল, কলিকাতা ।

তারিখ : ৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

কর্মসূচী

শনিবার, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ (জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত)

স্থান : রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার হল,
গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯ (অনুমোদন সাপেক্ষ)

সময় : বিকাল ৪ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয় : আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মূল লক্ষ্য "সকলের জন্য গ্রন্থ" বিষয়টি সম্পর্কে গ্রন্থকার, প্রকাশক, পাঠক এবং গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গী, বক্তব্য রাখবেন চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি।

রবিবার ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ (কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত প্রতিনিধিদের জন্য)

স্থান : ব্রিটিশ কাউন্সিলের বক্তৃতা কক্ষ। (৫ শেক্সপীয়র সরনি, কলিকাতা-১৬)

সকাল ৯ ঘটিকা হতে দুপুর ১২ ঘটিকা : "ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা" সম্পর্কে আলোচনা চক্র।

দুপুর ২ ঘটিকা হতে বিকাল ৫ ঘটিকা : "গ্রন্থাগার ও গ্রন্থের বাজার" সম্পর্কে আলোচনা চক্র।

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

(১) শনিবার, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখের আলোচনা চক্র জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

(২) রবিবার, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখের আলোচনা চক্র কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত প্রতিনিধিদের জন্য। উৎসুক ব্যক্তিদের **অবশ্যই ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে** স্বীয় ঠিকানা সহ আবেদন পত্রের মাধ্যমে ১ (একটাকা) দিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা ইয়াসলিক কার্যালয়ে নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। তালিকাভুক্তিকরণ কালে সংগৃহীত অর্থ আলোচ্য প্রবন্ধাদি মুদ্রণ, প্রতিনিধিদের জন্য জলযোগ ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যয় করা হবে। কেবলমাত্র তালিকাভুক্তিকৃত (১৫ই নভেম্বরের মধ্যে) প্রতিনিধিদের মধ্যে পূর্বেই আলোচ্য প্রবন্ধ এবং বিস্তৃত কর্মসূচী বিতরণ করা হবে। উদ্যোক্তা তিনটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বা গ্রন্থাগার আন্দোলনে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তিই নিজ নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

(৩) প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি, বক্তা, মূল প্রবন্ধ উত্থাপক ও আলোচনা চক্রের পরিচালকদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে।

(৪) বিশেষ অসুবিধাবশত যদি অনুষ্ঠানের তারিখ, সময় ও স্থানের পরিবর্তন হয় তা হলে প্রতিনিধিদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

(৫) আলোচনাচক্রে যোগদানকারী ব্যক্তিদের নিজেদের আহার,বাসস্থান এবং যাতায়াতের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(৬) বিস্তৃত কর্মসূচীর জন্য কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা কর্মসচিব, ইয়াসলিক বা শ্রীতপন সেনগুপ্তের (উপগ্রন্থাগারিক ব্রিটিশ কাউন্সিল) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

নিবেদক—

প্রবীর রায় চৌধুরী	কমলা মজুমদার	এস. এম. কুলকার্ণি
কর্মসচিব	গ্রন্থাগারিক	কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	ব্রিটিশ কাউন্সিল	ইয়াসলিক

পুস্তক পর্যালোচনা

প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ : পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রীকুণাল সিংহ প্রণীত। কালকা, ওয়ার্লড প্রেস, ১৯৭২, মূল্য : দশ টাকা।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীকুণাল সিংহকে বাংলাভাষায় লিখিত উপরোক্ত গ্রন্থটির জন্য প্রথমেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। প্রথমত গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি অবহেলিত দিক, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের অনাদৃত অথচ গবেষণার প্রয়োজনে যথেষ্ট মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। দ্বিতীয়ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত আমরা অনেকেই যা পারিনি সেই অবহেলিত দিকটি নিয়ে সুন্দর ঝরঝরে বাংলায় এই গ্রন্থটি রচনা করে বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন।

শ্রীযুক্ত সিংহ গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে নিযুক্ত একজন দায়িত্বশীল কর্মী। কিন্তু নিজেকে স্বীয় কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করেছেন। ঐসব গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য, পুরাতন পুঁথি-পুস্তক ও পত্র পত্রিকার তালিকা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। কলিকাতার কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগার যথা, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, বিশপস্ কলেজ গ্রন্থাগার, ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিশেষ সংগ্রহ ও প্রাচীন পুঁথি, পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াও তিনি হুগলী, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা এবং হাওড়া জেলার কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগার সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উত্তরবঙ্গের একমাত্র রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রন্থাগার এই সমীক্ষা থেকে বাদ পড়েছে। হয়ত এও দেখা যাবে যে পুঁথি, গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকার যে তালিকা তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বা তথ্য থাকলে গবেষক বা পাঠকদের দিক থেকে আরো সুবিধা হত। এইসব সীমাবদ্ধতার কথা লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন। সময় ও অর্থের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে। তাছাড়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির

সমীক্ষার কাজ অনেক সময়সাধ্য ও ব্যয়বহুল। অধিকন্তু দলগতভাবে করলে এই কাজ অনেক সুষ্ঠুভাবে দ্রুত করা যায়। এইসব সীমাবদ্ধতা সত্বেও একক প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্ত কুণাল সিংহ প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির এই অমূল্য সম্পদকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে এইসব গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ সংগ্রহকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং ঐ গ্রন্থ সংগ্রহগুলি যাতে বাইরে না চলে যায় সে বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলন থেকে কিছু কিছু মূল্যবান প্রস্তাব গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়েছে। ঐ বিষয় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ থাকলে ভাল হত।

পরিশেষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত এই দিকটি নিয়ে এই উল্লেখযোগ্য- গ্রন্থটি রচনার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে শ্রীযুক্ত সিংহকে আবার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বিনা দ্বিধায় বলছি এটি এমন একটি গ্রন্থ যা শুধু গবেষকরা নয় প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীরই পড়া উচিৎ এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রাখা উচিৎ।

প্রবীর রায়চৌধুরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে ডাকাতি

অতীব দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে গত ২রা অক্টোবর, ১৯৭২ তারিখের রাত্রি ২ ঘটিকার পর একদল দুর্বৃত্ত আগ্নেয়াস্ত্র সহ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে হানা দেয় ও ডাকাতি করে। উক্ত দুর্বৃত্তের দল কোলাপসিবল্ গেটের তালা ভেঙ্গে পরিষদের দারোয়ানকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ভয় দেখায় ও পরিষদের কেয়ার টেকারের পরিবারকে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। অতঃপর তারা পরিষদের অফিস ঘরের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। ঘরের ভিতর একটি আলমারিও ভাঙ্গে। দুর্বৃত্তের দল পরিষদের তিনটি টাইপরাইটার মেশিন (১টি বাংলা) এবং দেয়ালঘড়ি নিয়ে একটি গাড়ী করে পালিয়ে যায়। ঘটনার সাথেসাথে পরিষদের কেয়ার টেকার ইন্টালী থানায় ডায়েরী করেছেন। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করেছে। ইতিমধ্যে পরিষদের পক্ষথেকে বিষয়টি জানিয়ে এবং এ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ করে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব, ডেপুটি কমিশনার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট, ডেপুটি কমিশনার, ইষ্টার্ন সুবারবন ডিভিশন এবং ইন্টালী থানার অফিসার ইনচার্জকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

পরিষদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এই অবস্থায় তিনটি টাইপরাইটার মেশিন ও ঘড়ি চুরি যাওয়ায় পরিষদের কাজকর্মে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দিয়েছে। একটি টাইপরাইটার মেশিন সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র পত্রিকার যৌথ সূচী প্রণয়ন কাজের জন্য ইয়াসলিক অফিস থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। উক্ত সংস্থাকে ঐ মেশিনটি ফেরৎ দিতে হবে। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৫৫০০ টাকার উপর। টাইপ মেশিনের অভাবে পরিষদের দৈনন্দিন কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। জানিনা ঐ টাইপরাইটার মেশিনগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু কার্যালয়ের কাজ চালু রাখার জন্য এ বিষয় এখনই কিছু করা প্রয়োজন। অথচ পরিষদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে আমরা এখনই একটি টাইপরাইটার মেশিন কিনতে পারি।

পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ যে আপনারা আপনাদের সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করে এই ক্ষয় ক্ষতিপূরণে পরিষদকে সাহায্য করুন। কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যদি টাইপরাইটার মেশিন দিয়ে সাহায্য করেন আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।

ভবদীয়

প্রবীর রায়চৌধুরী

Association News

Meeting to Commemorate the Birth Centenary of Sarala Devi Chaudhurani.

A meeting was held on the 9th September at the Association Building to celebrate the birth centenary of Sarala Devi Chaudhurani, with Sri Saumyendranath Tagore on the chair. Sri Gurudas Bandyopadhpay described Sarala Devi's conception of a library and her activities as organiser of Library movement of the country. Sri Jnananjan Pal recollected the age when Sarala Devi lived and worked in the light of her organising 'Birastami Brata' The President Mr. Tagore in his speech mainly described the environment which matured and moulded Sarala Devi's approach to life and narrated some characteristic features of her life. [P. 131] A, G.

News from the Libraries

Birbhum : Kirnahar Rabindra Smriti Samiti,

Burdwan : Bahadurpur Kaminibala Pallimangal Library ; Baharan Palli Unnayan Samiti Gramin Pathagar ; Baidyanathpur Pallimangal Samiti Sadharan Pathagar, Pandabeswar ; Bani Library, Bohar.

Calcutta : Entalli Institute, Deb Lane ; Sainik Sangha, Balaram Ghosh Street .

Jalpaiguri : Hakimpara Kishore Granthagar.

Midnapur : Sahid Pathagar, Chaitanyapur.

Murshidabad : Jalangi Kishore Sangha Pathagar.

Nadia : Barnia Yuba Sangha [P. 135] A. G.

Book Review

Prachin Granthasangraha : Paschimbanger kayekti prachin granthagarer sankshipta bibaran, by Kunal Singha ; reviewed by P. Roychaudhury.

[P. 149]

শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন

জন্ম : শিয়ালি ৯ আগস্ট, ১৮৯২   মৃত্যু : ব্যাঙ্গালোর ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক ও ভারতের
গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জাতীয়
অধ্যাপক পদ্মশ্রী ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের
প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রন্থাগার ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় . সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা/৬ ১৩৭৯ আশ্বিন-কার্তিক

সম্পাদকীয়

ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ইন্দ্রপতন হল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ তাঁর ব্যাঙ্গালোরের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। একাশি বছরের জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই তিনি ব্যয় করেছেন গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বিষয়ে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কেবলমাত্র ব্যয় করাই নয়, গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, নতুন প্রাণ সঞ্জীবিত করে, উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পথও সুগম করেছে। জনজীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আইনতঃ স্বীকার্য করার মহতী প্রচেষ্টায় সর্বাগ্রে ব্রতী হয়েছিলেন ডঃ রঙ্গনাথন। তিনি ১৯৩০ সালে বারানসীতে অনুষ্ঠিত 'সমগ্র এশিয়া শিক্ষা বৈঠকে' সার্বজনীন গ্রন্থাগারের একটি নমুনা বিল পেশ করেন। এই বিলের নমুনা নিয়ে বঙ্গদেশে কুমার মুনিন্দ্রদেব রায় মহাশয়ও ১৯৩২ সালে বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন কিন্তু দুঃখের ও লজ্জার কথা আজও গ্রন্থাগার আইন পশ্চিমবঙ্গে পাশ হয়নি। ডঃ রঙ্গনাথনই এই কৃতিত্বের অধিকারী যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে ভারতে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইনতঃ স্বীকৃত হয় 'মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাক্ট' প্রনয়ণের মাধ্যমে। তিনি কেবলমাত্র নিজ প্রদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির দিকেই লক্ষ্য না রেখে সারা ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রনয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিলেরও তিনি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন এমনকি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন উদ্বোধন করেছিলেন, তাঁর নানা অসুবিধা সত্ত্বেও।

কোনরকম প্রাদেশিকতা বা সঙ্কীর্ণতায় আবিষ্ট না হয়ে ডঃ রঙ্গনাথন আজীবন স্বেচ্ছাশ্রম দান করে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গ্রন্থাগারিকতাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও সুদূর প্রসারী করে তুলেছেন স্বীয় সেবা ও প্রচেষ্টায়। তাঁর উদ্ভাবিত কোলন বর্গীকরণ ব্যবস্থা পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহের কাছে নতুন চিন্তার খোরাক যুগিয়ে চলেছে। ব্যাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠিত ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেন্টার' অধ্যাপক রঙ্গনাথনের অনলস পরিশ্রমের সামান্য নিদর্শন। আজকের পরশ্রীকাতরতা ও

[শেষাংশ ১৭৫ পৃষ্ঠায়]

বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম আমলে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা

প্রমীলচন্দ্র বসু

বাংলা সাময়িক পত্র সৃষ্টির প্রথম আমলে সাময়িক পত্রগুলির দৃষ্টিতে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় আলোচনা অবহেলার বিষয় না হ'য়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ব'লে যে বিবেচিত হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষার প্রথম মাসিক পত্র 'দিগ্দর্শন' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রেরও প্রকাশ শুরু হয়। সম্ভবতঃ এই পত্রিকাটিই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। উভয় পত্রিকার প্রথম পাঁচ ছয় মাসের সংখ্যাগুলির পৃষ্ঠা অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যায় নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের সংবাদ ব্যতীত গ্রন্থ, গ্রন্থাগার, গ্রন্থমুদ্রণের কথা ইত্যাদি বিষয়ে নানা সংবাদ ও প্রবন্ধ এই পত্রিকাগুলিতে ঐ সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি রচনার ও সংবাদের নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল।

'সমাচার দর্পণে' যে সকল সমাচার দেওয়া হবে ব'লে পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় তার মধ্যে এ বিষয় গুলিরও উল্লেখ ছিল :—

"ইউরোপ দেশীয় লোক কর্ত্তৃক যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে যে নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংলণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে। এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।"

১৮১৮ সালের আগষ্ট মাসের 'দিগ্দর্শনে' 'ছাপাকর্ম্মের বিবরণ' শিরোনামায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রণশিল্প সৃষ্টির ফলে ইউরোপে যে শুভফল লাভ হয়েছিল তার বর্ণনায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। ঐ প্রবন্ধে বলা হ'ল, "অনুমান ১৪০০ সনে ইউরোপে বিদ্যোদয় হইতে লাগিল, তাহার কতক বৎসর পর ছাপাকর্ম্ম সৃষ্টি হইল, এবং লোকেরা অনেকে পড়িতে আরম্ভ করিল, ও আপনাদের মধ্যে সদসদ্বিবেচনা করিতে লাগিল,...ছাপা কর্ম্মের দ্বারা গুণ ও সন্দর্ভশুদ্ধির আশ্রয় প্রাচীনদের পুস্তক পুনর্ব্বার লুপ্ত হইতে পারিল না। এই কর্ম্মের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ন্যূন হইল তাহাতে ইতর লোকেদের বিদ্যাপ্রাপ্তির উপায় হস্তগত হইল; এবং যে ২ নূতন বিদ্যা প্রকাশ হইল তাহা ছাপা দ্বারা অবিকৃত রহিল ও ইউরোপের মধ্যে শীঘ্র ব্যাপিল। এবং নূতন বিদ্যা দ্বারা অন্য নূতন বিদ্যাসৃষ্টি হইল, ও নিদ্রিত মানস ব্যাপার জাগ্রৎ হইল

এবং বিদ্যার এমত চর্চ্চা হইল, যে তাহাতে মনুষ্যজাতি পুনর্ব্বার অসভ্যতা কূপে মগ্ন যে হইবে তাহার বিষয়ও রহিল না।

মনুষ্যেরা পৃথিবীর আরম্ভাদি যে যে সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে এই ছাপা কর্ম্ম অত্যন্ত সপ্রয়োজনক। যে দেশে এই কর্ম্মের চলন হইয়াছে সে দেশে জ্ঞান ও বিদ্যা অতি শীঘ্র ব্যাপিয়াছে। আসিয়া ও আফ্রিকার লোক অদ্যাপি অজ্ঞানের বশ, কিন্তু তাহাদের জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত যে ২ উদ্যোগ হইতেছে সে এই বহু মূল্য কর্ম্মদ্বারা দশগুণ সহজ হইতেছে সংক্ষেপতো মনুষ্য বংশ ছাপা কর্ম্মদ্বারা যত উপকার পাইয়াছে ও পাইতেছে সে অসংখ্য; এবং আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে ইউরোপে যত জ্ঞান ও বিদ্যার প্রচার হইয়াছে ছাপা কর্ম্ম ব্যতিরেকে কদাচ এত হইত না।"

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা কনষ্টাটিনোপল অধিকৃত হ'লে গ্রীক পণ্ডিতেরা ঐ স্থান থেকে তাদের গ্রন্থাদি নিয়ে পলায়ন করে ইউরোপের নানা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করায় ইউরোপের লোকেরা বিদ্যায় অগ্রগামী হয়। এই বিবরণ 'দিগ্দর্শন' মাসিক পত্রের ঐ আগষ্ট মাসের সংখ্যায় **'ইউরোপে জ্ঞানোদয়ের বিষয়'** এই শিরোনামায় এই ভাবে দেওয়া হ'য়েছে:—

"১৪৫৩ সনে তুরুকেরা কন্স্তান্তীনোপল নগর আক্রমণ করিল; কেবল সে নগরে গ্রীক বিদ্যা চলন ছিল, এবং গ্রীকদের অনুপম গ্রন্থ পাঠ করা যাইত। যখন সেই নগর তুরুকেরদের অধীন হইল, তখন যে পণ্ডিতেরা সেখানে ছিলেন তাহারা আপন বিদ্যা ও গ্রন্থ লইয়া পলাইলেন, এবং ইউরোপের নানা দেশে আশ্রয় চেষ্টা করিলেন এবং সেই ২ প্রদেশে পাঠশালা করিয়া গ্রীক ভাষা শিখাইতে লাগিলেন। ইহাতে প্রকৃত জ্ঞান ও বিদ্যার চেষ্টা ক্রমে ক্রমে হইল; এবং যে ঘোর অজ্ঞান মেঘ ইউরোপকে এতকাল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছিল সে মেঘ ক্রমে ২ দূর হইতে লাগিল এবং বিদ্যা দিবাকরোদয় হইতে লাগিল। এই কালাবধি ইউরোপে নানা ভাষার অধিক চলন ও সংস্কার হইল, এবং এমত বিদ্যা দৃঢ় স্থাপন হইল যে তাহার দ্বারা সে কালাবধি ইউরোপীয় লোকেরা বিদ্যাতে অগ্রগামী নিত্য হইতেছে।"

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র 'সমাচার দর্পণে'র (১৮১৮ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখের) চতুর্দশ সংখ্যায় ইংলণ্ডের গ্রন্থকারের স্বত্ব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ভাবে প্রকাশিত হয়:—

"ইংগ্লণ্ডে পুস্তক ছাপাইবার ব্যবস্থা

এই বিষয়ে ইংগ্লণ্ডে দুই তিনবার ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু শেষ ব্যবস্থা এই স্থির হইয়াছে যে ব্যক্তি আত্মবুদ্ধি দ্বারা কোন গ্রন্থ করে সে ব্যক্তি সে পুস্তক ছাপাইয়া বিক্রয় করিলে যে লাভ তাহা সে আটাইশ বৎসর পর্য্যন্ত আপনি ভোগ করিবে তারপর আর ২ লোকও সে গ্রন্থ ছাপাইয়া বিক্রয়দ্বারা লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই আটাইশ বৎসরের

মধ্যে তাহার আজ্ঞা বিনা কোন লোক ছাপাইতে পারে না। ইংগ্লণ্ডে এই ধারা চলিয়া আসিতেছে যে একব্যক্তি একগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া পুস্তক বিক্রয় ব্যবসায়ীর নিকটে উপযুক্ত মূল্য লইয়া বিক্রয় করে ও তাহার পর সে পুস্তকের লাভালাভের কোন এলেকা তাহাকে লাগেনা ও যে তাহা ক্রয় করে সে পুস্তক ছাপাইয়া আটাইশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার লাভালাভ আপনি ভোগ করে।"

১৮১৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ক'লকাতা ও লণ্ডনের সংবাদপত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবর দু'টি প্রকাশিত হয়:—

(১)

কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ

এই সপ্তাহের মধ্যে মোঃ কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহারা মাস ২ ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবেক।

(২)

লণ্ডনের সমাচারের কাগজ

লণ্ডনে প্রতিদিন ছাপা যায় এমন চৌদ্দটা সমাচারের কাগজ আছে এবং সপ্তাহের মধ্যে যে তিনবার ছাপা যায় এমত সাতটা সমাচার পত্র আছে। এবং সপ্তাহের মধ্যে একবার ছাপা যায় এমত ত্রিশটা আছে এবং যে ছাপাখানায় অধিক ছাপা হয় সেখানে প্রতি ফারম এগার হাজার ফর্দ ছাপা হয়।

বাংলাভাষার সাময়িকপত্রের প্রথম যুগের এই সকল উদ্ধৃতি থেকে শুধু যে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে সে যুগের পত্র পত্রিকার সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষের মনোভাবের পরিচয় মেলে তা' নয় এই সকল বিষয়ে ঐ সকল পত্র পত্রিকায় সংবাদ ও রচনা প্রকাশের ভঙ্গি ও ভাষার বৈচিত্র্য এ যুগের লোকের মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টি ক'রে এবং উদ্ধৃতিগুলি পূর্বের বিস্মৃত অনেক ঘটনা স্মৃতিপটে জাগিয়ে তোলে।

প্রাচীনযুগের আলেকজেণ্ড্রিয়া শহরের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থাগারের কাহিনী আজ সভ্য-জগতের কোথাও অবিদিত নেই। দেড়শ' বছরেরও আগে ১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দিগ্দর্শনে **'আলেক্সান্দ্রিয়া নগরে সাতলক্ষ পুস্তক দাহ'** এই শিরোনামায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি মুদ্রিত হ'য়েছিল:—

"মিশর দেশের রাজধানী আলেক্সান্দ্রিয়া নগরে, অর্থাৎ সেকেন্দরীয় নগরে, যে পুস্তকালয় ছিল সে পৃথিবীর মধ্যে সকল হইতে বৃহৎ। সেকেন্দর শাহের মরণের পর মিশর দেশের বাদশাহ প্তোলিমি এই পুস্তকালয় প্রথম স্থাপিত করিলেন। তাহার পর তৎপদস্থ রাজারা সেই পুস্তকালয় এমত বাড়াইলেন যে শেষে তাহার মধ্যে সাতলক্ষ পুস্তক ছিল। দুই হাজার

বৎসর হইল যখন কাইসর্ সেকেন্দরীয় নগর ঘেরিল, তখন তাহার চারিলক্ষ পুস্তক অকস্মাৎ পুড়িয়া গেল, কিন্তু সে দেশের সৌন্দর্য্যে ও জ্ঞানে সমখ্যাতা ক্লেয়োপাত্রা নামে রাণী পুনর্ব্বার তাহাতে দুইলক্ষ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিল। এবং অন্য লোকেরাও কালক্রমে অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া সেখানে রাখিল, তাহাতে পুনর্ব্বার সাতলক্ষের অধিক পুস্তক হইল।

সন ৭০০ সালে যখন মুসলমানেরা সেকন্দরীয় নগর পরাজয় করিল, তখন বিদ্যা শিক্ষার্থে সচেষ্ট তাহাদের অমরা নামে সেনাপতি, সেখানকার এক পণ্ডিতের সহিত নিত্য আলাপ করিত। একদিন ঐ পণ্ডিত তাহাকে কহিল, যে তুমি সেকেন্দরীয় নগরের সকল স্থানে গিয়া সকল সরকারী বস্তুর উপরে আপন মোহর দিয়াছ, ঐ সকল বস্তু তোমার উপকার যোগ্য বটে, আমার উপকার যোগ্য নয়, কিন্তু এই নগরে এমত কোন বস্তু আছে যে তাহাতে তোমার কিছু উপকার নাই আমার যথেষ্ট উপকার হয়। অমরা কহিল যে তোমার প্রার্থনা কি ; তিনি কহিলেন রাজকীয় পুস্তকালয়ে যে সকল পুস্তক, তাহা আমাকে দেও। অমরা প্রত্যুত্তর করিল যে ইহা দিতে আমার শক্তি নাই, কিন্তু আমার প্রভু ওমার কলিফকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক।

পরে তিনি তৎক্ষণে এই বিষয়ে জ্ঞাত কারণ ওমার কালিফের নিকট দূত পাঠাইলেন তিনি এই প্রত্যুত্তর লিখিলেন, যে পুস্তকের বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ, সেই পুস্তক যদি ঈশ্বরের পুস্তক, অর্থাৎ কোরাণের সমশীল হয়, তবে সে পুস্তকের কোন প্রয়োজন নাই, যে হেতুক কোরাণে আমারদের জ্ঞাতব্য সকলি পাওয়া যায়। যদি তাহাতে কোরাণের কোন বিরুদ্ধ কথা থাকে, তবে তাহা কোন প্রকারে গ্রাহ্য নহে, অতএব এই পত্র দ্বারা আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা করি, সে সকল পুস্তক নষ্ট করিবা।

অমরা এই আজ্ঞা পাইয়া, সে সকল পুস্তক নগরের সকল লোকের স্নানাগারে জল তপ্ত করিবার জন্যে পাঠাইয়া দিল। সেখানে এত পুস্তক ছিল যে ছয় মাস পর্য্যন্ত সেই সকল উননে কাষ্ঠের প্রয়োজন রহিল না। এইরূপে সেকেন্দরীয় নগরের সর্ব্বত্র সুখ্যাত পুস্তকালয়ের নাশ হইল, এবং মনুষ্য জাতির গোচরে তন্মধ্যস্থ বিদ্যার মহাভাণ্ডার লোপ হইল।"

১৮১৮ সালের ৩রা অক্টোবর 'সমাচার দর্পণে'র বিংশতি সংখ্যায় 'নূতন কেতাব' এই শিরোনাম দিয়ে নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদ পরিবেশন করা হয় :—

"ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাতবর্ণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জ্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে। এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেলু করা ইহার মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজাক সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।"

১৭ই অক্টোবরের 'সমাচার দর্পণে' (দ্বাবিংশ সংখ্যা) 'দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর' শিরোনামায় বলা হ'য়েছে যে অল্পদিন পূর্বে ইংলণ্ডে এক পুস্তক মুদ্রিত হ'য়েছে। কেহ কেহ বলেন ঐ পুস্তক বিবি হুড লিখেছেন। ঐ পুস্তকে ১৮১৪ সালের ১২ই জুন ইংলণ্ডের এক ব্যক্তি দিল্লীর বাদশাহের সাথে সাক্ষাতের বিবরণ আছে। এই কথার উল্লেখ করে এ বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার 'সমাচার দর্পণে' দেওয়া হ'য়েছে।

২৪শে অক্টোবরের (১৮১৮ সাল) 'সমাচার দর্পণে' 'এক ফকারের কথা' শিরোনামায় অনেকের মতে বিবি হুড লিখিত এবং অল্পদিন পূর্বে ইংলণ্ডে মুদ্রিত এক গ্রন্থের উল্লেখসহ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়।

১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসের 'দিগ্দর্শনে' 'ছাপাকর্মের উৎপত্তির বিবরণ' নাম দিয়ে নিম্নলিখিত মনোজ্ঞ ও কৌতুহলোদ্দীপক রচনাটি মুদ্রিত হয়।

"পৃথিবীর মধ্যে ছাপা কর্ম্ম মনুষ্য সৃষ্ট অন্য ২ সকল ক্রিয়া হইতে প্রশস্ত ও উপযোগি, এবং অন্য ২ উপায় হইতে তাহার দ্বারা বিদ্যার বেগ অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। এই ছাপাকর্ম্ম মনুষ্যদের মনে নূতন রাজ্যের মত জ্ঞান হয়। ছাপা সৃষ্টির পূর্ব্বে, যখন সকল গ্রন্থ কেবল হস্ত লিখিত মাত্র ছিল, তখন বিদ্যা অতি মন্দ গামিনী ছিলেন, যে হেতুক কোন গ্রন্থ রচনা করা গেলে তন্নিকটবর্ত্তি লোকেরা ক্রমে ২ বহুদিনে জানিতে পারিত কিন্তু অন্য ২ দেশস্থেরা তাহা হইতেও অত্যন্ত বিলম্বে সে গ্রন্থ জানিত, ইহাতে বিদ্যার গমন অতি মৃদু ছিল এবং অত্যল্প লোকের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা ছিল। ছাপা উপস্থিত হওনের পুর্ব্বে ইউরোপ দেশীয় লোকেরা অতি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন ছিল, অত্যল্প লোক কেবল লিখাপড়া জানিত প্রকৃত জ্ঞান প্রায় লুপ্ত ছিল, কিন্তু, ছাপাকর্ম্ম প্রকাশ হইলে পর নানা বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ সৃষ্টি হইল, তাহাতে যেমন পুর্ব্বে ঘোরান্ধকার ছিল তেমন এখন বিদ্যার আলোক প্রজ্জলিত হইল।

ছাপা কর্ম্মদ্বারা সকল প্রকার সত্য কিম্বা মিথ্যা শীঘ্র জানা যায়, যে হেতুক কোন বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া ছাপা হইলে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রকাশিত হওয়াতে তাহার সত্যমিথ্যা অনেকে বিচার করিতে পারেন, এবং আপন ২ অভিপ্রায়ানুসারে তাহার বিবেচনা করেন ; এই ২ প্রকারে বিদ্যার সত্যতা প্রকাশ হয়। যদি ছাপা কর্ম্ম প্রকাশ না হইত তবে লোকেরদের অভিপ্রায় জানিতে দুর্ঘট হইত।

ছাপার দ্বারা কর্ম্মণ্য পুস্তক চিরজীবি হইয়া থাকে। গ্রীকেরদের এবং রোমানেরদের পুস্তক কেবল লিখিত ছিল ; এই নিমিত্ত নানা রাজ্যের উপপ্লবেতে ও সময়ের গমনেতে তাহার অনেক লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ছাপাকর্ম্মের আরম্ভ হইলে যে পুস্তক ভাগ্যক্রমে ছিল সে ২ পুস্তক চিরজীবি থাকিবে। যে হেতুক ঐ পুস্তক এত সংখ্যক ছাপান গিয়াছে এবং ইউরোপের নানা দেশে এমত ব্যাপ্ত হইয়াছে, যে তাহাতে সকল আদর্শ কখনও লুপ্ত হইতে পারে না। এবং ছাপার আরম্ভাবধি কোন কর্ম্মণ্য পুস্তক লুপ্ত হয় নাই। পুর্ব্বে ছাপা কর্ম্ম না থাকাতে, নানাদেশীয় লোকেরদের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এবং পুর্ব্বকালীন লিখিত মাত্র ইতিহাস এমন লুপ্ত

হইয়াছে যে তাহারদের সন্তানেরা জানে না তাহারদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি নামে খ্যাত ছিল। পূর্ব্বকালীন হিন্দু অধ্যাপকেরদের অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; তাহার নাম মাত্র শুনা যায় এখন অবশিষ্ট যে ২ গ্রন্থ আছে সে সকল যদি ছাপান যায় তবে চিরজীবি হইবে; এই প্রকারে বাল্মীকিও চিরজীবি হইয়া থাকিবেন।

ছাপা কর্ম্মারম্ভের সম্ভ্রমের কারণ হলণ্ড দেশান্তর্গত হারলেম নগর, ও জর্ম্মণি দেশান্তঃপাতি মেন্‌স নগরের বিরোধ আছে। পণ্ডিতেরা এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে হারলেম নগরে এই ছাপাকর্ম্ম প্রথম উৎপন্ন হইল, কিন্তু মেন্‌স নগরের লোকেরা তাহার সংস্কার করিল। অনুমান চৌদ্দশত ত্রিশ সনে হারলেম নগরে লারেন্‌সিয়স নামে একজন ক্রীড়া নিমিত্ত এক বৃক্ষের উপর অক্ষর ক্ষুদিয়া, তাহার উপরে কালি দিয়া কাগজ ছাপাইলেন তাহাতে সুন্দর অক্ষর জন্মিল, ইহাতে আশাযুক্ত হইয়া তিনি কাঠের উপরে অক্ষর ক্ষুদিয়া ছাপাইতে লাগিলেন। পরে এক ২ অক্ষর স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ২ কাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ও তাহা একত্র করিয়া তাহার দ্বারা পুস্তক ছাপাইলেন। এই ছাপাকর্ম্মের আরম্ভ কিন্তু সেই কাষ্ঠে অক্ষর ক্ষুদিতে এত বিলম্ব হইলে, যে সাত আট বৎসরে এক পুস্তক ছাপা সমাপ্ত হইল।

এই প্রথমোদ্যোগের বার বৎসর পরে, অর্থাৎ চৌদ্দশত বিয়াল্লিশ সনে, সেই ছাপা গৃহস্থিত ফষ্টস্ নামে এক ব্যক্তি এক প্রস্ত অক্ষর ও ছাপার উপযোগি তাবদ্বস্তু লইয়া রাত্রিতে পলায়ন করিয়া মেন্‌স নগরে গিয়া সেখানে ছাপাঘর করিলেন; তাহার দুইতিন বৎসর পরে তাঁহারা দেখিলেন যে শীঘ্র কাষ্ঠ ক্ষয় হয়, এই কারণ সীসার উপরে অক্ষর ক্ষুদিতে লাগিলেন ইহাতে দ্বিতীয় সংস্কার হইল।

ইহার পনের বৎসর পরে, অর্থাৎ চৌদ্দশত সাতান্ন সনে শেফর নামে এক ব্যক্তির সহিত ঐ ফষ্টস এক পরামর্শ হইয়া সমানাংশে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, ঐ সেফর প্রথমে অক্ষর ঢালিতে লাগিলেন; ইহার পুর্ব্বে যখন কাষ্ঠে ও সীসাতে অক্ষর ক্ষুদিতেন তখন অতিশয় বিলম্ব হইত, কিন্তু ঐ ব্যক্তি প্রথম ইস্পাতের উপরে ছেনি ক্ষুদিলেন; পরে সেই ইস্পাত অতি দৃঢ়রূপে তাঁবার উপরে মারিলেন এবং সীসা গলাইয়া সেই তাঁবার উপর ঢালিলেন তাহাতে যত অক্ষর করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই তাঁবাতে সীসা ঢালিবামাত্র অত্যল্পকালে তত অক্ষর জন্মিতে লাগিল। এই সংস্কার তৃতীয়। পরে দেখিলেন যে সীসা অতি কোমল অতএব তাহার সহিত সুরমা মিশ্রিত করিয়া শক্ত করিলেন।

চৌদ্দশত বাষট্টি সনে, ছাপার আরম্ভের বত্রিশ বৎসর পরে জর্ম্মণিদেশীয় একরাজা ঐ নগরাধিকার করিলেন; তাহাতে ঐ ছাপাঘরের সকল লোক ও ছাপার তাবৎ সজ্জা নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িল; তাহাতে নানা দেশে ছাপা বিদ্যা প্রকাশ হইল, কএক বৎসর পরে ইউরোপ দেশের সকল প্রধান ২ নগরে ছাপা স্থাপন হইল; কিন্তু এই কর্ম্মের উৎপত্তি জন্য সংভ্রম হলণ্ড দেশের রহিল।

ইংলণ্ড দেশে কোন সময়ে ছাপার আরম্ভ হইয়াছে তাহার নির্ণয় কারণ বিরোধ হইতেছে। অনেক কাল পর্য্যন্ত লোকেরদের জ্ঞান ছিল যে ইংলণ্ডে কাক্‌স্তন সাহেব চৌদ্দশত

একহত্তর সনে প্রথমে এক পুস্তক ছাপা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে অকস্ফোর্দ নামে বিদ্যালয়ের পুস্তকের মধ্যে চৌদ্দশত আটষট্টি সনের ছাপা এক পুস্তক পাওয়া গেল। ইহাতে আমরা কাক্স্তন সাহেবকে ছাপার পিতা বলিয়া যে সংভ্রম করিতাম তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইল। অকস্ফোর্দে যে ছাপা আরম্ভ হয় তাহার বিবরণ কিছু আশ্চর্য্য ; যখন ইউরোপেতে প্রথম ছাপা খ্যাত হইল ইংগ্লণ্ড দেশের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আপন বাদশাহের নিকটে অনেক বিনয় করিয়া যাচ্ঞা করিলেন, যে কোন প্রকারে এই নূতন ও আশ্চর্য্য ছাপাবিদ্যা আপন দেশে আনেন। ইহাতে বাদশাহ সম্মত হইলেন ও বুঝিলেন যে একর্ম্ম কেবল গুপ্তরূপে করিলেই নিষ্পন্ন হইতে পারিবেক। এই কারণ আপন বিশ্বস্ত এক চাকর ও ঐ কাক্স্তনকে ও কতক টাকা হলণ্ড দেশে পাঠাইলেন। ঐ চাকর অন্যবেশ ধারণ করিয়া হলণ্ড দেশের দুই তিন নগরে কতক কাল বাস করিলেন, যে হেতুক হলণ্ডের হারলেম নগরের অধ্যক্ষেরা অন্যে এই কর্ম্ম শিক্ষা করিবে, ইহা ভাবিয়া সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ ছিলেন এবং যে লোকেরা শিখিবার নিমিত্ত সে নগরে গিয়াছিল তাহার দিগকে ধরিয়া কএদ করিয়াছিলেন। পরে অনেক চেষ্টাতে ঐ ছাপাঘরের কর্সিলিপ নামে এক চাকরকে অধিক টাকা দিলেন ; তাহাতে সে ইংগ্লণ্ড দেশে যাইতে সম্মত হইল ও এক রাত্রিতে পলাইয়া সমুদ্রতীরে বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রস্তুতা এক নৌকাতে আরোহণ করিয়া ইংগ্লণ্ডে আইল। কিন্তু, বাদশাহ লণ্ডন নগরে ছাপাঘর করিতে ভয় করিলেন এই প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে সৈন্য দিয়া অকস্ফোর্দ নগরে পাঠাইলেন এবং সেখানে যাবৎ দুই তিন জন ইংগ্লণ্ডীয় লোক তাহার নিকটে ছাপাকর্ম্ম শিক্ষিত হইল তাবৎ তাহাকে প্রহরীর জিম্মাতে রাখিলেন। ইহার পরে ক্রমে ২ ছাপার বৃদ্ধি অতিশয় হইল এবং প্রধান ২ নগরে ছাপাঘর হইল। ছাপাকর্ম্মের প্রকাশ হওনের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ছাপাঘর না হইল ইউরোপের মধ্যে এমত দেশ ছিল না।

এই ছাপা কর্ম্মের প্রশংসা অনেক করা গিয়াছে ; কিন্তু সে অতুল্য নহে। যে অবধি এই ছাপার আরম্ভ হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে যে বিদ্যোপার্জ্জনে সহস্র বৎসর লাগিত সে বিদ্যোপার্জ্জন ইহার দ্বারা একশত বৎসরে হইতেছে। ইউরোপ দেশস্থ লোকেরা আপনারদের জ্ঞান ও বিদ্যা হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের নিকটে এখন প্রেরণ করিয়াছেন তাহার সহিত ছাপাকর্ম্মও পাঠাইয়াছেন এবং সে কর্ম্মের দ্বারা যে বিদ্যা এতদ্দেশে প্রচলিতা হইতেছে সে বিদ্যা কখনও লুপ্তা না হইয়া নূতন সংভ্রম প্রাপ্তা হইবে, যাবৎ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রত্যেক প্রদেশ বিদ্যাতে পরিপূর্ণ হয়।"

উপরের উদাহরণগুলি থেকে অনুমান করা যায় বাংলা সাময়িক পত্রের উৎপত্তি কালে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বিষয়কে প্রথম পর্যায়ের পত্র পত্রিকাতে উপেক্ষা করা হয়নি।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপরেখা

—সত্যব্রত সেন

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ এযুগে প্রায় সব দেশেই স্বীকৃত, তবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ণ সব দেশে সমান নয়। স্তরভেদ ঘটে থাকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি খুব অল্প দিনের ঘটনা। এই নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা শিক্ষা ব্যবস্থাটি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ নেবেন, তা আমাদের এখন জানা হয়নি। তবে ভিত্তি নিশ্চয় প্রাক্তন পাকিস্তানী ব্যবস্থাটি। কেননা, একদম খোল নলচে পাল্টাবার উদ্যোগ ও সামর্থ্যের অভাবকে অস্বীকার করা যাবে না, নানা কারণে।

আমি এই প্রবন্ধে অবশ্য কোন তত্ত্বকথা বলার সুযোগ নিতে চাই না, যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল তারই একটা খুব সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি মাত্র।

ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল যার অবস্থান একটি মনোরম ভবনে। অবশ্য বর্তমান ভবনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে দেওয়ায় এই ঢাকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটির স্থানান্তর অবশ্যম্ভাবী। নতুন ভবনও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সমাপ্ত হয়েছে। প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মনোরম গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণকার্য সমাধা হবার কথা। তবে নতুন বাংলাদেশ সরকার কতদিনে এবং কিভাবে এর নির্মাণ সম্পূর্ণ করবেন তা বলা দুষ্কর।

এই গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহ প্রায় ৭৫ হাজার, কর্মীসংখ্যা ৫৩ জন. তার মধ্যে বৃত্তিকুশলী (প্রফেশনাল) কর্মীবিন্যাস নিম্নরূপ: গ্রন্থাগারিক (৫০০-১১০০), বিব্লিওগ্রাফী অফিসার (৪৫০-১১০০), একজন করে, সহকারী গ্রন্থাগারিক (৪৫০-১০০০) তিনজন, সিনিয়র টেকনিক্যাল সহকারী (২৫০-৫০০) একজন, সিনিয়র রেফারেন্স সহকারী (২০০-৩৩০) দুইজন, গ্রন্থাগার সহকারী গ্রেঃ ১(১৭০-৩৩০) তিনজন, রিডিং হল সহকারী (১৭০-৩৩০) ছয়জন, গ্রন্থাগার সহকারী গ্রেঃ ২(১৫০-২৯০) চারজন—মোট একুশ (২১) জন।

এ ছাড়া বুক সর্টার দুইজন, বাইণ্ডার্স দুইজন, দপ্তরী ২ জন, বেয়ারা, দ্বারোয়ান, নাইট গার্ড মিলিয়ে উনিশজন রয়েছে। এরা সকলেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী (৭৫-১০৫)। একটা অফিসের জন্য অতিরিক্ত রয়েছে হেড ক্লার্ক একজন, একাউন্টেন্ট একজন, সহকারী দুইজন, টাইপিষ্ট একজন।

কর্মী সংখ্যা ও পদবিন্যাস দেখে নিশ্চয় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটি একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক মহঃ এ, এম, মোতাহার আলি খান—যিনি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সম্পাদকও—এঁর সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল যে প্রায় প্রতিদিন এক হাজার পাঠক এই গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেন। পাঠ কক্ষটি যথেষ্ট প্রশস্ত। তবে পুস্তক ধার দেবার কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। রমনা ময়দানকে সামনে রেখে শান্ত পরিবেশে এই গ্রন্থাগারটির অবস্থান। এটি সম্পূর্ণ ভাবে সরকারী গ্রন্থাগার। দায়দায়িত্ব সব সরকারের। তবে পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে মহঃ খান মোটেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়া বাংলাদেশে রয়েছে তিনটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার—একটি চট্টগ্রামে, একটি খুলনায় আর একটি রাজসাহীতে। তবে রাজসাহীর আঞ্চলিক গ্রন্থাগারটি এখনও চালু হয়নি।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা বেশী নয়, বিশ হাজারের নীচে। কিন্তু কর্মী সংখ্যা ২৫ জন। গ্রন্থাগারিক একজন (৪৫০ ১১০০), সহকারী গ্রন্থাগারিক (৪০০ ৭০০) একজন, সিনিয়ার রেফারেন্স সহকারী (২৭৫-৬০০) একজন, ক্যাটালগার (২৫০-৫০০) দুইজন, সিনিয়র রিডিং হল সহকারী (২৫০-৫০০) একজন, রিডিং হল সহকারী (জুঃ) চারজন, গ্রন্থাগার সহকারী (১১০-২৪০) একজন। এছাড়া আছেন একজন করে মুখ্য করণিক এবং একাউন্টেন্ট (১৪০-২৫০), নিম্ন কেরাণী (১১০-২৭০) একজন, টাইপিষ্ট (১১০-২৪০) ও একজন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী প্রায় দশ জন। এখানেও পুস্তক ধার দেবার বন্দোবস্ত নেই। দৈনিক পাঠক সংখ্যা প্রায় পাঁচশ। সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মহঃ আবদুল মন্নান জানান যে সঠিক ভাবে গ্রন্থাগারটি চালাবার সুযোগ একটুও পাওয়া যায়নি, তবে তিনি পুস্তক রক্ষণাবেক্ষণ, ইনডেক্সিং, সাময়িক পত্রের সযত্ন রক্ষণে যথেষ্ট তৎপর। এখানে স্থান সঙ্কুলান কম। মহঃ মন্নান সাহেবের কাছে যা জানা গেল তাতে তদানীন্তন পাকিস্তান কাউন্সিল (যা বাংলাদেশ কাউন্সিল নামে পরিচিত) এই গ্রন্থাগারের অংশ বিশেষ ব্যবহার করছেন এবং একটি আলাদা গ্রন্থাগারও পাশাপাশি চালাচ্ছেন। তবে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার দুটিও সম্পূর্ণ সরকারী।

এর নীচে জেলা গ্রন্থাগার বা সহর গ্রন্থাগার বা গ্রামীণ গ্রন্থাগার বলে কিছু নেই। তবে প্রায় সারা বাংলাদেশের প্রায় ১২৫টি গ্রন্থাগারকে সরকার কিছু কিছু অনুদান দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির মতে সারা বাংলাদেশে ৩৫৩টি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে মাত্র। এর মধ্য থেকে ১৪টি গ্রন্থাগারকে জেলা গ্রন্থাগার বলে মেনে নেওয়া হয়। এখানে সামান্য বেতনভুক ও অবৈতনিক কর্মী সংখ্যা মাত্র ৬৯ জন। গ্রন্থাগারগুলির অনেকেরই

অবশ্য নিজস্ব বাড়ী আছে। এর মধ্যে মাত্র চারটি গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীন। সরকার থেকে বাৎসরিক অনুদান সাধারণত ২০০০ থেকে ১২৫০০ টাকার মধ্যে। স্থানীয় মিনিসিপ্যালিটি থেকে সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। অন্যান্য উপায়ে আয় এদের ৫০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত। পুস্তক সংখ্যা ৬০০০ থেকে ২৫০০০ পর্যন্ত। এগুলি কিন্তু বেসরকারী।

এছাড়া ১৫টি গ্রন্থাগারকে মহকুমা গ্রন্থাগার হিসাবে গণ্য করা হয়। সরকারী অনুদান টা: ১০০০ থেকে টা: ৫৫০০ পর্যন্ত। জেলা পরিষদ থেকে সামান্য কিছু অর্থ পেয়ে থাকে, অন্য উপায়ে আয় ১০০ টাকা থেকে ৫৫০০ টাকা পর্যন্ত। পুস্তক সংখ্যা ১৭০০ থেকে ৫৪০০ পর্যন্ত। সব কয়টি গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ী আছে। কিন্তু মাত্র একটি গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের দ্বারা পরিচালিত যদিও এসব গ্রন্থাগরাগুলিতে নিযুক্ত সামান্য বেতনভুক ও অবৈতনিক কর্মী সংখ্যা মোট ৪৪ জন।

এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার রয়েছে—তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২৮৬টি কলেজ গ্রন্থাগার রয়েছে, বিশেষ গ্রন্থাগার রয়েছে ৫৯টি। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আছে ৩৬৫০টি প্রায় কিন্তু স্কুলের গ্রন্থাগার বলতে কয়েটি স্কুল ছাড়া, কিছুই নেই। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে মাত্র ১০টি কলেজের ক্ষেত্রে শিক্ষকের পদমর্যাদা রয়েছে। বাকীগুলি অসন্তোষজনক।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ ব্যবস্থার স্তর তিনটি। সার্টিফিকেট কোর্স—গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক পরিচালিত চার মাসের ট্রেনিং। বছরে মাত্র ২৫ জনের জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স ও মাষ্টার ডিগ্রি কোর্স। এছাড়াও এডুকেশন এক্সটেশন সেণ্টার স্কুলের গ্রন্থাগারিকদের ও কলেজের ক্যাটালগারদের জন্য স্বল্পকালীন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ট্রেনিং ১৯৬৩ সাল থেকে দিয়ে আসছেন বলে শোনা যায়—তবে এ ব্যবস্থাটি সন্তোষজনক নয়।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি খুব আশা ব্যঞ্জক না হলেও গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগ ও সংগঠিত আন্দোলনের দ্বারা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি যে সম্ভব, তা বাংলাদেশের স্বল্প সংখ্যক কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় উপলব্ধি করা যায়, যদিও বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সদস্য সংখ্যা মাত্র এক শতের কাছাকাছি। প্রতিষ্ঠান-সদস্য খুবই নগন্য এবং পাল্টা একটি সংগঠন Special Library Association নামে ১৯৬৮ সাল থেকে গড়ে উঠেছে যার পরবর্তী নাম বাংলাদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ। সম্ভাবনার কথা বললাম এজন্য যে, সমিতি পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ট্রেনিং কোর্সের শিক্ষকরা কেউ কোনরূপ অর্থ নেন না। ঢাকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেরই ওদের প্রধান কার্যালয় অন্য কার্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধুনা ২নং গ্রীন পার্ক, ঢাকা।

সদালাপী সহৃদয় আলি খান জানান যে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি অপ্রতুল মনে হলেও এর গ্রন্থগার উন্নয়নের সূচনাকাল আসলে ১৯৫৮। তাছাড়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন ভারপ্রাপ্ত বিশেষ অফিসার (গ্রন্থাগার কার্যের উন্নয়নের জন্য)। কিন্তু তাঁর অবসর গ্রহণের পর ঐ পদে আজও কোন নিয়োগ হয়নি। বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন যাঁরা উদ্যোগ নিলে সরকারী সহযোগিতায় বাংলা দেশের গ্রন্থাগার জগতটি জনস্বার্থমুখী ব্যাপকতা প্রাপ্ত হবে সন্দেহ নেই।

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় জনসভা

সভাপতি—শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত

স্থান—স্টুডেন্টস হল (কলেজ স্কোয়ার)

বিকাল ৫টা—উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ

বিকাল ৬টা—জনসভা

॥ দলে দলে যোগ দিন ॥

পুঃ—জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, সংবাদ পত্র ও পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করুন।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (১২)

'০ (বিন্দু শূন্য) সহায়িকা

বিমল কান্তি সেন

স্থান বিভাগ নিয়ে আলোচনা করার সময় বিন্দুশূন্য সহায়িকা নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছিল। এবারে একটু বিস্তৃতভাবে এই সহায়িকা নিয়ে আলোচনা করছি।

সার্বদশমিক বর্গীকরণে যে তিনটি বিশেষ সহায়িকা বিদ্যমান আগেই বলেছি বিন্দুশূন্য সহায়িকা তাদের অন্যতম। হাইফেনিত সহায়িকা, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, তার সংগে '০ সহায়িকার যেমন মিল আছে, তেমনি রয়েছে কিছুটা তফাৎ। হাইফেনিত সহায়িকার মতই, বিন্দুশূন্য সহায়িকাও মূল তালিকার কতকগুলি বিশেষ বর্গসংখ্যার সংগে, অর্থাৎ যে বর্গসংখ্যার তলায় হাইফেনিত সহায়িকা সংখ্যায়িত আছে, সেই বর্গসংখ্যা কিংবা তার উপবিভাগের সংগেই ব্যবহৃত হতে পারে, অন্য কোন বর্গসংখ্যার সংগে নয়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে হাইফেনিত সহায়িকা এবং বিন্দুশূন্য সহায়িকার মধ্যে তফাৎটা কোথায়? 621 য়ের তালিকাটাতেই একটু চোখ বুলানো যাক। দেখা যাবে 621 য়ের তলায় হাইফেনিত সহায়িকা —1 থেকে —9 অব্দি সংখ্যায়িত রয়েছে। এই সহায়িকাগুলি 621 য়ের ত বটেই, তাছাড়াও 62 র প্রায় সমস্ত উপবিভাগের সংগে, 63, 64, 65 য়ের কোথাও কোথাও এবং 66, 67, 68 ও 69 য়ের বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়। 621 য়ের প্রায় সমস্ত উপবিভাগের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ পাওয়া গেছে, সেগুলিই শুধু হাইফেনিত সহায়িকা—1/·9 দ্বারা সংখ্যায়িত হয়েছে। এবার 621·3 বা 621 য়ের নিম্নে সংখ্যায়িত হাইফেনিত সহায়িকাগুলি সমস্তই ব্যবহৃত হবে, যেহেতু 621.3 বা বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিবিদ্যার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন বর্তনী (circuit), প্রবাহ, ভোলটেজ, ইত্যাদি যেগুলি অন্যান্য প্রযুক্তি বিদ্যায় অনুপস্থিত, আর এই বৈশিষ্ট্যগুলি বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্গসংখ্যায় কীভাবে দেখানো যাবে? বলাই বাহুল্য এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলিকেই দেখানো হয়ে থাকে '০ সহায়িকার সাহায্যে।

621 এর হাইফেনিত সহায়িকা এবং 621.3 য়ের কতকগুলো '০ সহায়িকার এখানে উল্লেখ করে সহায়িকা দুটোর তফাৎ আরও স্পষ্টীকৃত করার চেষ্টা করছি।

621 যন্ত্রবিদ্যা এবং বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিবিদ্যা যন্ত্রপাতি

621-1/-9 যন্ত্রবৃত্তান্ত

621-1 সাধারণ বৈশিষ্ট্য

621-2 অচলমান (Fixed) এবং চলমান (moving) অংশ
621-21 অচলমান অংশ
621-23 চলমান অংশ
621-4 স্বরূপ ও আকৃতি (উৎপন্ন দ্রব্যাদির)
621-5 চালনা (operation) ও নিয়ন্ত্রণ (control)
621-519 দূর-নিয়ন্ত্রণ (Remote control ; telecontrol)
621-51 স্বনিয়ন্ত্রণ (automatic control ; servomechamism)
621-7 পরিষ্করণ, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তাজনক ব্যবস্থাদি
621-8 চালিকা-শক্তি অনুসারে যন্ত্রপাতির বর্গীকরণ
621-81 বাষ্পচালিত
621-83 বিদ্যুৎ-চালিত
621-9 পদ্ধতি ও জনিত্র (plant) বৈশিষ্ট্য

621.3 বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিবিদ্যা

621·3 কিংবা যে কোনও বিভাগের সংগে উপর্যুক্ত হাইফেনিত সহায়িকাগুলি প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন:—বিদ্যুৎ-উৎপাদকের চলমান অংশ, এই প্রকাশনটির বর্গীকরণ করতে হয় নিম্নরূপে—

621·313·12 বিদ্যুৎ-উৎপাদক (Generator)
621—23 চলমান অংশ

অতএব 621·313·12—23 হল বিদ্যুৎ উৎপাদকের চলমান অংশ। এখানে 621—23 থেকে কেবলমাত্র —23 নেওয়া হল যেহেতু 621·313·12, 621 এরই উপবিভাগ।

621·3 এরও অনেকগুলি আপন বৈশিষ্ট্য আছে। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের এখানে উল্লেখ করলাম।

621·3 বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিবিদ্যা
621·3·01 সাধারণ বিষয়াবলী। সংজ্ঞা। চিহ্ন
621·3·02 বিদ্যুৎ-প্রবাহ, বিদ্যুৎ-শক্তি ইত্যাদির ধরণ
621·3·03 বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগের যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামের অংশাদি
621·3·035 বিদ্যুৎ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম : তড়িদ্বার, তড়িৎ বিশ্লেষ্য
621·3·04 যন্ত্র ও পরিবর্তকের (Transformer) অংশ, বর্তনী, ইত্যাদি
621·3·06 সংযুক্তি পদ্ধতি (Connecting mothods), বর্তনীর ডিজাইন
621·3·08 মাপন। মাপনের যন্ত্রাদি

উপরোক্ত '0 সহায়িকাগুলি কেবলমাত্র 621·3 এবং এর উপবিভাগ 621·31 থেকে শুরু করে 621·398 পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এর বাইরে নয়।

621·43তে গিয়েও আমরা ·01, ·03, 04, ·05 প্রভৃতি ·0 সহায়িকার সাক্ষাৎ পাব। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না, চেহারার দিক থেকে এরা ঠিক হলেও, এখানে এদের কাজকর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে ·01 হচ্ছে ইন্ধন এবং তাপীয় সমস্যার নির্দেশক, ·04 হচ্ছে প্রজ্বলনের (ignition) উপায় ও পদ্ধতি; ·05 বোঝাচ্ছে দহনের (combustion) নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি। একই মানুষকে দিনের বিভিন্ন সময়ে যেমন বিভিন্ন কাজ করতে হয়, ·0 সহায়িকাগুলিকেও ঠিক তেমনি বিভিন্ন বর্গে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়।

·0 সহায়িকার ক্ষেত্র হাইফেনিত সহায়িকার ক্ষেত্রের তুলনায় অনেকটা সীমিত। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভাগের সর্বত্র হাইফেনিত সহায়িকার ব্যবহার, তার কোন কোন উপবিভাগের সংগেই ব্যবহৃত হচ্ছে ·0 সহায়িকা, এটাও লক্ষ্যনীয়।

·o সহায়িকার ব্যবহারিক প্রয়োগ

·0 সহায়িকার ব্যবহারও হাইফেনিত সহায়িকার মতই সরল। যে বর্গসংখ্যার তলায় ·0 সহায়িকা সংখ্যায়িত আছে সেই বর্গসংখ্যা কিংবা তার যে কোন উপবিভাগের সঙ্গে এই সহায়িকাগুলি সরাসরি বসতে পারে। যেমন :—

1) Qualitative inorganic analysis 543·7·061

প্রকাশনটির উপরোক্ত বর্গসংখ্যায় আমরা কী করে এলাম, তা বিশ্লেষণ করা যাক। প্রকাশনটি বৈশ্লেষিক (Analytical) রসায়ণের, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই বৈশ্লেষিক রসায়ণের তালিকায় চোখ বুলিয়ে গেলেই আমরা দেখতে পাবো inorganic analysis-য়ের বর্গসংখ্যা 543·7 এবং qualitative analysis য়ের বর্গসংখ্যা 543·061 543 য়ের নিয়ে সংখ্যায়িত ·0 সহায়িকার দল 543 য়ের যে কোনও বিভাগের সংগেই বসতে পারে। বসতে পারে 543·7 য়ের সংগেও। কাজেই 543·7 য়ের সংগে আমরা যদি ·061 বসিয়ে দিই, তাহলেই আমরা qualitative inorganic-analysis-য়ের বর্গসংখ্যা পেয়ে যাই।

2) ব্যাক্‌টিরিওফাজের শারীরবৃত্ত 576 ·858.9 ·095.

576. 858. 9. ব্যাক্‌টিরিওফাজ

.095 শরীরবৃত্ত [576·8 থেকে নেওয়া]

3) Theory of electric circuits 621·3·049·001·1

621·3 Electrical engineering

·049 circuit construction [621·3 থেকে নেওয়া]

001·1 theoryর দৃষ্টিকোণ সহায়িকা

4) Distillation of solvents 66·062·048

66 chemical technology

·062 Solvent [66 থেকে নেওয়া]

·048 distillation [66 থেকে নেওয়া]

অনেক সময় দেখা যায়, একই ধারণা বা ধারণাদির জন্য ·0 সহায়িকা তো আছেই আবার অন্য কোন সহায়িকাও আছে। যেমন 69 য়ের ·059·1 হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিষ্করণ ইত্যাদি ধারণার বিশেষ সহায়িকা। আবার দৃষ্টিকোন সহায়িকা ·004·5 ও উপরোক্ত ধারণাগুলিরই নির্দেশক। এক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহার্য এ নিয়ে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি এসব ক্ষেত্রে ·0 সহায়িকার ব্যবহারই সুবিধাজনক।

মিশ্র বর্গসংখ্যায় হাইফেনিত সহায়িকার স্থান

সাধারণতঃ' (অ্যাপস্ট্রফি) সহায়িকার পরে এবং হাইফেনিত সহায়িকার পূর্বে ·0 সহায়িকা বসে থাকে। নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকেই মিশ্র বর্গসংখ্যায় ·0 সহায়িকার স্থান সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা পাওয়া যাবে। Automatic heating of iron—aluminium —silicon alloys

Iron য়ের বর্গসংখ্যা 669·1

Aluminium য়ের বর্গসংখ্যা 669 71

Silicon য়ের বর্গসংখ্যা 669.782

অতএব Iron—aluminium—silicon alloy য়ের

বর্গসংখ্যা 669.1'71' 782

Heating process য়ের বর্গসংখ্যা 669.046 ; আর Automation য়ের হাইফেনিত সহায়িকা হচ্ছে—52। এখানে উল্লেখ্য যে—52 এই হাইফেনিত সহায়িকাটি 62 য়ের নিয়ে সংখ্যায়িত হলেও, 669 য়েও এটা ব্যবহার্য ; কাজেই আমাদের চূড়ান্ত বর্গসংখ্যাটি দাঁড়াচ্ছে 669·1'71'782·046'52

(ক্রমশঃ)

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ১৭ নভেম্বর ৭২ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে পরিষদ ভবনে শ্রীফনিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত ২০ সেপ্টেম্বর ও ৭ অক্টোবর, ১৯৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কার্যবিবরনী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। এই প্রসঙ্গে পরিষদ ভবনে ডাকাতি সম্পর্কে কর্মসচিব জানান যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ত্রিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থান নির্বাচনের পর যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। এই সম্পর্কে স্থির হয় যে সম্মেলনে দুটি আলোচ্য প্রবন্ধ থাকবে। একটি হবে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপরেখা অন্যটি হবে অধ্যাপক রঙ্গনাথন প্রণীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তার প্রভাব। প্রথমোক্ত আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনায় দায়িত্ব দেওয়া হয় শ্রীফণিভূষণ রায়কে এবং তাঁকে সহযোগিতা করবেন সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, সুধেন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায় ও তুষারকান্তি সান্যাল।

সভায় প্রখ্যাত ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক উইলফ্রেড অ্যাসওয়ার্থকে সম্বর্ধনায় কর্মসূচী গৃহীত হওয়া ছাড়াও স্থির হয় যে সমাজ বিজ্ঞানের সূচীকরণ প্রকল্পের জন্য প্রাপ্য সমস্ত অর্থই পরিচালক শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া হবে।

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে ভর্তির সময় প্রত্যেককে প্রথম অবস্থায় সর্বমোট ৬০'০০ টাকা ও দ্বিতীয় কিস্তিতে ২০'০০ টাকা দিতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষার ফি বাবদ বাকী ১৫'০০ টাকা যথাসময়ে নেওয়া হবে।

২০ নভেম্বর, ১৯৭২

শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে গত ২০ নভেম্বর, ৭২, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রমে উত্তীর্ণদের তালিকা অনুমোদিত হয়।

পুস্তক পর্যালোচনা

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনামের মালা। অধ্যাপক কৃষ্ণানন্দ দে, বাদলকুমার প্রধান ও জগন্নাথ দাস। মেদিনীপুর, চন্দন প্রকাশনী, ১৩৭৮। পৃঃ অ-দ, ৮১। মূল্য চার টাকা।

বাংলা সাহিতে ছদ্মনামের প্রচলন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সাধকদের অনেকেই ছিলেন রাজ-প্রসাদ পুষ্ট। রাজ খেতাব অনুযায়ীই পরিচিত হতেন. অনেকে, প্রকৃত নাম ঢাকা পড়তো রাজ-প্রদত্ত নামের আড়ালে। মধ্যযুগের পদাবলীর লেখকরা নিজেদের প্রকৃত নামের চেয়ে স্ব স্ব দেবদেবীর দাস বা দাসী হিসাবেই লিখতেন তাঁদের পরিচয়। আর আউল বাউল সহজিয়া পদকর্তাদের তো নামই পাওয়া যেতনা অনেক সময়। পরবর্তী কালে নিজের নামে চমক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতেন ছদ্মনাম—অনেক সাহিত্যিক। কট্টর সমাজপতিদের কঠোর সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সমাজ সংস্কারকগণ আর রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীগণও গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম; অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

বিভিন্ন অবস্থায় ছদ্মনামের ভীড়ে প্রকৃত নাম খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-সূচী প্রণয়নেই অসুবিধা দেখা দেয় সবচেয়ে বেশী। ঠিকমত ছদ্মনাম জানা না থাকায় এই লেখকের বই ছদ্মনামে কোনটা বা লেখকের প্রকৃত নামে পাওয়ায় অসুবিধা দেখা দেবেই। তাই ছদ্মনামের সংকলন গ্রন্থাগারের অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের গবেষকদেরও প্রয়োজন হয় ছদ্মনামের সংকলনের। কারণ কোন বিশেষ লেখক কোন সময় কোন ছদ্মনামে লিখেছেন বা আদৌ লিখেছেন কিনা তা জানা না থাকলে গবেষণা কার্যে ব্যাঘাত ঘটে।

গ্রন্থাগার ও বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের সহায়ক পুস্তক রূপে 'বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনামের মালা' প্রকাশ করে সংকলকত্রয় সুধীজনের প্রশংসা ভাজন হয়েছেন সন্দেহ নেই। ছদ্মনামের সংকলন এর আগেও হয়েছে. বিশেষ করে বাণীকণ্ঠ ভট্টাচর্যের (আসল নাম গোবিন্দ ভট্টাচর্য 'ষষ্টি মধুতে' প্রকাশিত ছদ্মনাম 'গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরতন কুমার দাসের 'বাঙলা সাহিত্যে ছদ্মনাম'। উল্লেখিত সংকলন দ্বয়ের চেয়ে বর্তমান গ্রন্থে ছদ্মনামের সংযোজন অনেক বেশী। যদিও সংক্ষিপ্ত নামকেও ছদ্মনাম হিসাবে ধরা হচ্ছে সেদিক থেকে 'বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনামের মালা'র গুরুত্ব বেড়েছে। বাংলা সাহিত্যের মত সারবান ও ব্যাপক সাহিত্যের সাহিত্যিকদের ছদ্মনামের সংকলন ঠিকমত করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তাসত্ত্বেও অধ্যাপক কৃষ্ণানন্দ দে, বাদল কুমার প্রধান ও জগন্নাথ দাস তাঁদের অনলস

পরিশ্রমের ফলে যে উপহার বাংলা সাহিত্যে দিয়েছেন তা অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকবে।

বিষয়বস্তু হিসাবে বইটির গুরুত্ব থাকলেও প্রকাশনার দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রথমত বানান ভুল ছাড়াও সর্বত্র একই বানান অনুসরণ করা হয়নি। মুখার্জি চ্যাটার্জি ইত্যাদির স্থানে মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি লেখা বাঞ্ছনীয়। সহায়ক পুস্তক হিসাবে বইটিকে রাখতে হলে তার জন্য ভাল কাগজ ও বাঁধাইয়ের প্রয়োজন—তারও অভাব রয়েছে বইটিতে। ছাপার দিকেও ঠিকমত লক্ষ্য রাখা হয়নি—যার ফলে দুই আকারের (Point) অক্ষর দিয়ে ছাপা হয়েছে। এমনকি কয়েকটি ছদ্মনামেও ভুল রয়েছে।

পরিশেষে একথা সহজেই বলা যায় যে এ ধরণের গ্রন্থ সংকলন যথেষ্ট কষ্টসাধ্য সেজন্য এই ধরনের বই সংকলনে যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত। তা সত্ত্বেও সংকলকত্রয় যে পরিশ্রম করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। যথাস্থানে ত্রুটি সংশোধন করে পরবর্তী সংস্করণের আরও উন্নত ধরনের প্রকাশনা আশা করি।

—বিকাশগুপ

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥

পুস্তক বিতরণ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

৺কুমুদবন্ধু দত্তের নামে উৎসর্গীকৃত বইগুলি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার প্রদত্ত বইগুলির জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন তাঁদের অনুরোধ করা যাচ্ছে, তাঁরা যেন নিজস্ব গ্রন্থাগারের সভাপতি/সম্পাদক/গ্রন্থাগারিকের সুপারিশ পত্রসহ আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত সময়ে পরিষদের সহঃ গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে তাঁদের জন্য বরাদ্দ বই সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করেন :

সময় : সন্ধ্যা ৬টা—৮টা (রবিবার ও ছুটির দিন বাদে)

পরিষদ ভবন
২৮শে নভেম্বর, ১৯৭২

কর্মসচিব,
॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥

বার্তা বিচিত্রা

ছাপাখানার বিস্ফোরণ

নয়াদিল্লী থেকে ইউ, এন, আই সূত্রে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত রূপ এক সংবাদ পাওয়া গেছে :—

১ পৃথিবীর ছাপাখানাগুলি থেকে প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে ২৬০টি বই ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে। ছাপা হচ্ছে সাড়ে চার হাজার খবরের কাগজ। প্রত্যেক মিনিটে একটি করে সম্পূর্ণ নতুন বইয়ের আবির্ভাব ঘটছে।

বছরে বিশ্বে যত বই ছাপা হয় সেগুলি পাশাপাশি রাখলে গোটা পৃথিবীকে চারটে পাক দিয়ে আসবে।

ঐতিহাসিকের নামে নাম করণ

বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একটি কক্ষের নামকরণ হয়েছে, সরকার সার-দেশাই কক্ষ।' ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুই দিকপাল স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) ও ডঃ জি এস সারদেশাই-এর (১৮৬৫-১৯৫৯) স্মৃতিতেই এই কক্ষ। এখানে এই দুই ঐতিহাসিক লিখিত যাবতীয় গ্রন্থ ও অন্যান্য নথিপত্র স্থান পাবে। স্যার যদুনাথের অন্যতম শিষ্য মারাঠী পণ্ডিত ও সংবাদিক শ্রীএম আর টিকোর তার নিজস্ব 'যদুনাথ সংগ্রহ' বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে দান করেন।

বর্ধমান সাধারণ নাট্য গ্রন্থাগার

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ এই গ্রন্থাগারটিকে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্টের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৬৮ থেকে এই নাট্য গ্রন্থাগারটী বর্দ্ধমানের পাল বিল্ডিংয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুস্তক সংখ্যা (দেশী-বিদেশী নাটক ও নাট্য সমালোচনা গ্রন্থ সমেত) প্রায় দুহাজার। যাত্রা, থিয়েটার, মেকআপ, (ষ্টেজ-ক্রাফট, লাইট ইত্যাদি নাটক ও নাট্য বিষয়ক গ্রন্থের এমন একটি নাট্য গ্রন্থগার প্রায় দেখা যায় না। বর্দ্ধমান কর্পোরেশন এই গ্রন্থগারকে মঞ্চ পাঠকক্ষ ও মিউজিয়ম হলের জন্য ভূমি দান করবার মনস্থ করেছেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

১৯৭১ সালের সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জার্মাণ ঔপন্যাসিক হেনরিক বোয়েল। টমাস ম্যানের পুরস্কার পাওয়ার পর বোয়েলই প্রথম জার্মাণ ঔপন্যাসিক যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর জীবনযাত্রার নির্ভরযোগ্য তথ্য-চিত্রই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। ১৯৬৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর জার্মানীর কোলনে বোয়েলের জন্ম। ১৯৪৬-৪৭ সালে তাঁর প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে 'গ্রুপ-৪৭' পুরস্কার পাওয়ার পর বোয়েল সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং ১৯৫৫ সালে তিনি সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি পান। ৫৫ বছর বয়সে এই ঔপন্যাসিক গতবছর ইন্টারন্যাশনাল কোন ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন।

নীতিশ লাহিড়ী শিশু গ্রন্থাগার

গত ২৫শে জুন ১৯৭২ কলকাতার রোটারী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত নীতিশ লাহিড়ী শিশু গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী মায়া রায়, এম, পি। গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য তিন লক্ষ টাকার এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যার ইতিমধ্যেই একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলা হয়েছে।

ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্ররূপে ডি, আর, টি, সি'র স্বীকৃতি

ডঃ ভেঙ্কটগিরি গোড়ার সভাপতিত্বে গঠিত পর্যবেক্ষণ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাঙ্গালরস্থ ডকুমেন্টেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেণিং সেন্টারকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পি, এইচ, ডি, পর্যায়ের গবেষণা কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন স্মরণ সভা

গত ৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও 'ইয়াসলিকে'র যুগ্ম উদ্যোগে স্টুডেন্ট হলে ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন স্মরণে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রারম্ভে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়া নাথ মুখোপাধ্যায়। অতঃপর জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক রঙ্গনাথের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে জাতীয় অধ্যাপকের পদে ডঃ রঙ্গনাথ বৃত হওয়ার খবরে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক রঙ্গনাথন সম্পর্কে উৎসুক হয়ে পত্রালাপ করেন। পত্রের মাধ্যমেই অধ্যাপক রঙ্গনাথন উত্তর দেন। অধ্যাপক রঙ্গনাথনের যে সংস্কৃত সাহিত্যেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল তা তার পত্রের মাধ্যমেই জানতে পারা যায়।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন অধ্যাপক রঙ্গনাথন প্রবর্তিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বর্গীকরণ পদ্ধতি এক উচ্চমানের বিজ্ঞান যদিও এই পদ্ধতি আজও ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি সমস্ত গ্রন্থাগারে তবুও কারিগরী ও বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারে এর বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রঙ্গনাথন বাঙ্গালোরে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং কলকাতায় এসে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও পরিদর্শন করেছিলেন।

শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বৎসরের পরিচয়ের কথা বলতে যেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, অধ্যাপক রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারে বিজ্ঞানে এক দূরদর্শী পাণ্ডিত ব্যক্তি ও বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারিক ছিলেন। অধ্যাপক রঙ্গনাথনের বক্তব্য ছিল সুষ্ঠু ও প্রাঞ্জল এবং তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে গবেষণার মাধ্যমে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পত্রের উত্তরদান সম্পর্কে অধ্যাপক রঙ্গনাথন ছিলেন সদা তৎপর। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সম্পর্কে তিনি ছিলেন পথ প্রদর্শক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদা বৃদ্ধিই ছিল অধ্যাপক রঙ্গনাথনের জীবনের তপস্যা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের সহ সভাপতি শ্রীফণীভূষণ রায় বলেন আজকের দিনে কেবলমাত্র স্মরণসভা করেই অধ্যাপক রঙ্গনাথনের বহুমুখী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব নয়—তাঁর আরব্ধ কাজকে সফলরূপায়নেই হবে অধ্যাপক রঙ্গনাথনের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। অধ্যাপক রঙ্গনাথন বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করেছেন এবং সব জায়গাতেই তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী

প্রতিভা সম্পন্ন সুলেখক ও সূচীকারক। ব্যাঙ্গালোরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্ত এক উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেছেন অধ্যাপক রঙ্গনাথন। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোরের ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার সম্প্রতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের গবেষণা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে—সঃ প্রঃ) বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্ত প্রস্তাবিত বিল তৈরী করেছেন অধ্যাপক রঙ্গনাথন। অন্তের প্রতি সহানুভূতি ও প্রীতিতে ভরা ছিল অধ্যাপক রঙ্গনাথনের অন্তর।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সহকারী সম্পাদক শ্রীআনন্দরাম অধ্যাপক রঙ্গনাথনের নিরহঙ্কারী মন, পরোপকারী অন্তর ও বাহ্যিক ব্যক্তিগত সুখসুবিধার প্রতি নিস্পৃহ প্রবৃত্তির উল্লেখ করেন। অধ্যাপক রঙ্গনাথনের ছিল এক সদা উৎসুক দৃষ্টি যার মাধ্যমে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন সহজেই। তাঁর চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশভঙ্গী ছিল যুক্তিপূর্ণ অথচ প্রাঞ্জল।

গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয় নাথ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও 'ইয়াসলিক'কে অনুরোধ করেন অধ্যাপক রঙ্গনাথনের স্মরণে উভয় সংস্থার মুখপত্রের একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্ত। শ্রীমুখোপাধ্যায় ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত 'ক্যাটালগ কোড কনফারেন্সে' অধ্যাপক রঙ্গনাথনের সঙ্গে পরিচিত হন। অধ্যাপক রঙ্গনাথন বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এই সম্পর্কে তিনি একখানি প্রস্তাবিত বিলও প্রকাশ করেন।

অতঃপর সভার অনুমোদনের জন্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পাঠ করেন 'ইয়াসলিকে'র কর্মসচিব শ্রীএস, এম কুলকার্নি।

প্রস্তাব 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টার এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম উদ্যোগে আয়োজিত ৯ অক্টোবর, ১৯৭২ সভায় পশ্চিমবঙ্গবাসী গত ২৭ সেপ্টম্বর ১৯৭২ ব্যাঙ্গালোরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এস আর, রঙ্গনাথের মৃত্যুতে, গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিতেছে। এই সভা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত ভারত ও ভারতের বাহিরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার সেবা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথের অবদানের কথা স্মরণ করিতেছে। এই সভা তাঁহার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ভারতের চারটি প্রদেশে বিনামূল্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্ত গ্রন্থাগার আইন পাশের জন্ত তাঁহার অনবদ্য ভূমিকা তাঁহার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও বৃত্তিগত উন্নতির প্রয়াস এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের সর্বাধিক উন্নতির সর্বোপরি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতির জন্ত তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছে। তিনি প্রকৃত অর্থেই বর্তমান ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক রূপে অভিহিত হইবার যোগ্য।

এই সভা ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, ডকুমেন্টেশন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ডঃ রঙ্গনাথের অভি-ব্যক্তিকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে অনুরোধ করিতেছে।

এই সভা মনে করে যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথের নামে অধ্যাপক, পদ ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এই সভা ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ করিতেছে—যে অধ্যাপক রঙ্গনাথনের শেষ ইচ্ছানুযায়ী আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র শুল্ক নিঃ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য যেন প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হয়। এই সভা গ্রন্থাগার বৃত্তিধারী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকেও ডঃ রঙ্গনাথনের চিন্তাকে বাস্তবায়িত করিতে তাঁহার চিন্তার প্রচার করিতে বহু অনুরোধ করিতেছে। এই সভা ডঃ রঙ্গনাথনের জীবন সঙ্গিনী শ্রীমতী সারদা রঙ্গনাথন ও পরিবার পরিজনকে আন্তরিক সহানুভূতি ও শোক জ্ঞাপন করিতেছে।"

সভা শেষের আগে সমবেত সকলে এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইয়াসলিকের সভাপতি ডঃ বি, মুখোপাধ্যায়।

[১৫২ পৃষ্ঠার পর]

স্বদেশিকতার সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দিনে তাই আরো বিশেষ ভাবে মনে পড়ে অধ্যাপক রঙ্গনাথনের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা।

অধ্যাপক রঙ্গনাথনের মৃত্যু শুধুমাত্র ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষেই অপূরণীয় ক্ষতি নয়, এ ক্ষতি সারা বিশ্বের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অপূরণীয়। অধ্যাপক রঙ্গনাথনের উত্তরসূরীদের কাছে তাই দিন এসেছে চরম পরীক্ষার —গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শকের অভাবে যেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিতে কোন ভাঁটা না পড়ে, এ দায়িত্ব প্রতিটি গ্রন্থাগার পরিষদের, প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর। সর্বোপরি ভারত সরকারকেও অনুরোধ যাঁরা ডঃ রঙ্গনাথনকে জাতীয় অধ্যাপকরূপে এবং পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করতে কুণ্ঠীত হননি তাঁরা যেন অধ্যাপক রঙ্গনাথ-নের আজীবন সাধনাকে বাস্তবে রূপায়ণে যথেষ্ট সচেষ্ট হন। কেবলমাত্র কতকগুলি শোক সভা বা স্মরণ সভার আয়োজনেই অধ্যাপক রঙ্গনাথনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ হবে না, গ্রন্থাগারবৃত্তিকে শ্রদ্ধার চোখে বিচার করে, তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করাই হবে অধ্যাপক রঙ্গনাথনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বর্ষ, ১৯৭২

উপলক্ষে

আলোচনা চক্র

উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র (ইয়াসলিক) বৃটিশ কাউন্সিল, কলকাতা এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা।

তারিখ : ৯ ও ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২

কর্মসূচী

প্রথম অধিবেশন (উদ্বোধন অনুষ্ঠান) : ৯ ডিসেম্বর (শনিবার), ১৯৭২

স্থান : রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার হল,
গোলপার্ক, কলকাতা-২৯

সময় : বিকাল ৪ ঘটিকা হতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত

আলোচ্য বিষয় : আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বর্ষের মূল লক্ষ্য "সকলের জন্য গ্রন্থ" বিষয়টি সম্পর্কে, গ্রন্থাকার, প্রকাশক, পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বক্তব্য রাখবেন যথাক্রমে চারজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

সভাপতি : ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন (উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

স্বাগত সম্ভাষণ :—রমলা মজুমদার (গ্রন্থাগারিক, বৃটিশ কাউন্সিল, কলকাতা)

বক্তা : শ্রীবুদ্ধদেব বসু (প্রখ্যাত লেখক) শ্রী এন. এ, ওবরিয়েন (সহ-জেনারেল ম্যানেজার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস), ডঃ সুরজিৎ সিংহ (ডিরেক্টর, অ্যানথরোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া), ডঃ আদিত্য ওহদেদার (মুখ্য-গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার)।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন : শ্রী এস. এম, কুলকার্নি (কর্মসচিব, ইয়াসলিক)

দ্বিতীয় অধিবেশন (তালিকাভুক্ত প্রতিনিধিদের জন্য) ১০ ডিসেম্বর (রবিবার) ১৯৭২

স্থান : বৃটিশ কাউন্সিল বক্তৃতা কক্ষ
৫, সেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা—১৬।

সময় : সকাল ৯ ঘটিকা হতে ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত

আলোচ্য বিষয় : ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

পরিচালক : শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার (গ্রন্থাগারিক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার)

মূলবক্তা : শ্রীফণিভূষণ রায় (গ্রন্থাগারিক কমার্শিয়াল ইন্টিলিজেন্স অ্যাণ্ড স্টাটিস্টিক্স লাইব্রেরী, কলকাতা)

প্রতিবেদক : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক, আকাশবাণী, কলকাতা)

তৃতীয় অধিবেশন তালিকাভুক্ত প্রতিনিধিদের জন্য) ১০ই ডিসেম্বর (রবিবার) ১৯৭২

স্থান : বৃটিশ কাউন্সিল বক্তৃতা কক্ষ

৫, সেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা—১৬

সময় : বিকেল ২-৩০ মিঃ হতে ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত

আলোচ্য বিষয় : 'গ্রন্থাগার ও গ্রন্থের বাজার'

পরিচালক : শ্রী এন, কে, বাচনী (অক্সফোর্ড বুক অ্যাণ্ড স্টেশনারী কোং, কলকাতা)

মূলবক্তা : শ্রী এম, এন, নাগরাজ (সহকারী গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাত)

প্রতিবেদক : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

(১) শনিবার, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখের আলোচনা চক্র সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

(২) রবিবার, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখের আলোচনা চক্রে কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত প্রতিনিধিগণই অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। উদ্যোক্তা তিনটি সংস্থার এক বা একাধিকের সঙ্গে যুক্ত অথবা গ্রন্থাগার আন্দোলনে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

(৩) বিশেষ অসুবিধা বশতঃ অনুষ্ঠানের স্থান, সময় ও তারিখের পরিবর্তন হলে প্রতিনিধিদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

(৪) আলোচনা চক্রে যোগদানকারী ব্যক্তিদের নিজেদের আহার, বাসস্থান এবং যাতায়াতের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(৫) অন্যান্য বিবরণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা ইয়াসলিকের কর্মসচিব অথবা গ্রন্থাগারিক, বৃটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

তারিখ—২০ নভেম্বর ১৯৭২।

রমলা মজুমদার	এস, এম, কুলকার্নি	প্রবীর রায়চৌধুরী	বিমলেন্দু মজুমদার
গ্রন্থাগারিক	কর্মসচিব	কর্মসচিব	গ্রন্থাগারিক
বৃটিশ কাউন্সিল	ইয়াসলিক	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৯৭২ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল

প্রথম শ্রেণী (গুণানুক্রমে সাজানো)

রোল নং	নাম
৩০	পার্থসারথি ঘোষ
৬৩	অজন্তা ঘোষ
১০	শুচি শেঠ
৬৭	চৈতালী মুখোপাধ্যায়
১৩	ধনঞ্জয় লোধ
৭৭	জায়ন্তী লোধ
৭৯	কৃষ্ণা চক্রবর্তী
১৫	দীপককুমার দত্ত
৫৮	সুরজিৎকুমার দত্ত
১০৬	শান্তনু ভট্টাচার্য
৭৩	গীতা মিত্র
৭৫	জে. সত্যবামা
৬	বলাইচন্দ্র বসু
৪৪	শান্তিরাম কুণ্ডু
৯৩	শান্তা মিত্র
৪	অশোককুমার মিত্র
৬৮	চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়
৮৯	প্রতিমা সাহা
৭২	ডলি রায়
৩১	প্রদীপকুমার মিত্র
৫৩	[illegible] ভট্টাচার্য
এম ৭০-এং ২	বাবুলাল ঘোষ
৭০	দেবিকা সরকার

রোল নং	নাম
২৬	জ্যোতিভূষণ রায়চৌধুরী
৩	অশোক কুমার দে
৬৪	অঞ্জনা দাস
২৪	জয়গোপাল সাহা
৯৭	শুক্লা দাশ
৯২	শকরী চৌধুরী
৮৩	মঞ্জু দাশগুপ্ত
৪৮	শ্যামলেন্দু নন্দ
৯১	রিনি সেন
২৩	জয়গোপাল পট্টনায়ক
৪২	সমীর মুখোপাধ্যায়
৪৬	সৌম্যেনকুমার বাগচী
৫৫	সুকুমার মণ্ডল
৩৫	রণেন্দ্রকুমার ঘোষ
৯০	রেণু বসু
৩৩	প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত
৮১	কুমকুম নন্দীমজুমদার
৬৯	ছায়া দাশ
৬৫	আরতি মুখোপাধ্যায়
৫	অশোককুমার নাগ
৫৭	সুনীলকুমার দাশ

দ্বিতীয় শ্রেণী (রোল নং অনুযায়ী সাজানো)

রোল নং	নাম	রোল নং	নাম
৮০	কুমকুম বিশ্বাস	৮২	মালা সেন
২	অমিল কুমার রায়	৮৪	মনীষা ঘোষ
৯	বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫	মীরা বসাক
১০	বিমান রঞ্জন নন্দী	৮৬	মীরা সরকার
১১	বিপুলকান্তি রায়চৌধুরী	৮৭	নিবেদিতা তরফদার
১৬	দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী	৮৮	নীলিমা দাশগুপ্ত
১৭	দীপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৯৪	সতী দে
১৮	গৌরহরি বেরা	৯৮	সুমিতা সেনগুপ্ত
২১	হৃষিকেশ ঘোষ	৯৯	সুপ্রীতি পাল
২২	জগদীশপ্রসাদ যাদব	১০১	উমা চক্রবর্তী
২৮	নিমাইচাঁদ মাজি	১০৩	বিমানকৃষ্ণ রায়
৩৪	রমেশচন্দ্র সাহা	১০৪	কাশীনাথ মিশ্র
৩৬	রণজিৎকুমার দাশ	১০৮	অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭	রণজিৎকুমার দত্ত	১০৯	সুভাষচন্দ্র ঘোষ
৩৮	রণজিৎকুমার সিংহ	১১০	আরতি ভট্টাচার্য
৪১	সাধনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৪	অজিতকুমার দাশ
৪৩	শঙ্করীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১১৫	অম্বিকা প্রসাদ দত্ত
৪৯	স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়	এম-৭০ নং	১-অসীমকৃষ্ণ সর্বাধিকারী
৫১	শ্রদ্ধাকর মল্লিক	এম-৭০ নং	৪-মাধবলাল বিশ্বাস
৫২	শুভাশীষ বসু	এম-৭০ নং	৭-তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬	সুনীলকুমার চক্রবর্তী	এম-৭০ নং	১-জি, এস, গিরিজা
৫৯	তপনকুমার দাশ	এম ৭১ নং	২-শেফালী দাস
৬১	তারাপদ বেরা	এম ৭১ নং	৩-শিখা বসু
৬২	তারাপদ ভট্টাচার্য	এম ৭১ নং	৫-অর্চনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৬	বাণী দাশগুপ্ত	এম ৭১ নং	১৮ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৫	জয়ন্তী প্রমাণিক	এম ৭১ নং	১৯-নীলিমারাণী রায়
৭৬	জয়ন্তী সামন্ত		
৭৮	কল্যাণী প্রামাণিক		

বিয়োগ পঞ্জী

পরলোকে নির্মল কুমার বসু

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ও মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুরাগী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু গত ১৫ই অক্টোবর ১৯৭১, ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। অধ্যাপক বসু ভারতীয় খণ্ডজাতি, মন্দির, ভাস্কর্য, সমাজ বিজ্ঞান এবং মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে প্রায় ৫ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিশেষ গ্রন্থানুরাগী ছিলেন এবং এই কারণে গ্রন্থাগারের প্রতিও বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। অনেকবার তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বাবিংশ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। যখনই অবসর পেতেন তখনই কাঁধে ঝোলা, কিছু বইপত্র ও ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন পরিব্রাজক। ভারতের মাটি ও মানুষ সম্বন্ধে অপরিসীম জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি ভারতের দিকে দিকে ঘুরে বেরিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালীন অবস্থায় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। এজন্য তিনি কারাবরণও করেন। ১৯৫৯-৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি এনথ্রপলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ান ডিরেক্টার ছিলেন। ১৯৬৬-৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি তপশীলী ও খণ্ডজাতি সমূহের কমিশনার ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া ও চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেশার এবং এনথপলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন।

—মিনতি চক্রবর্তী

Abstracts

Dr. Shiyali Ramamrita Ranganathan : Editorial

Dr. Ranganathan is no more. The dynamic personality and the untiring soul who fought into his last for the development of library science as well as of library service creates a vacancy in the domain of library movement with his death, leaving behind a heavy burden on the shoulders of his successors. Library orgainsations and the personnels in the same field are to complete the unfinished work of Dr. Ranganathan, Let his spirits be the guide lines of the torch-bearers of the father of the Library Science.

[P 151]

Libraries through the ancient periodicals by Pramilchandra Bose

The periodicals at the primary period did not keep aside the news of libraries. The news of libraries were also the course of discussion of those periodicals. A vivid picture of the ancient libraries including the history of these libraries has been incorporated in the article.

[P 153]

Library system in Bangladesh by Satyabrata Sen

The brutal military junta destroyed all they could including the libraries, The devasted Bangladesh now have been trying its best to mend all it had. The Conditions of libraries though had been gleam one still been improved by dint of Government help and other subsidiaries. The people of Bangladesh trying to solve the problems of libraries with their utmost efforts.

[P. 160]

Universal Decimal Classification (12) **Point nought auxiliaries** by B. K. Sen

The difference between hyphenated and ·O auxiliaries has been pointed out, and the practical application of the latter has been described with illustrations. The place of ·O auxiliaries in a Compound class no. has also been shown.

[P. 164]

Association News

Executive committee Meeting

The Executive Committee of the Association met on the 17th November and discussed about the measures had been taken as regards the decoity in premise, and abort the tentative date and place of next Annual library Conference. In a subsequent meeting held on the 20th the committee approved the examination result of the Certificate course of Librarianship of 1971-72.

Book-Review

Bangla Sahitye Chhadmanamer mala by Krishna nanda Dey, Badal kumar Pradhan and Jagannath Das reviewed by Bkashyap.

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥

বার্ষিক পূর্ণমিলন উৎসব—১৯৭২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞাতার্থে জানান যাচ্ছে যে ১৯৭২ সালের বার্ষিক পূর্ণমিলন উৎসব আগামী ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ অনুষ্ঠিত হবে।

উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান হচ্ছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যুগ্ম সম্পাদক, পূর্ণমিলন উৎসব সমিতি, কে/অব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি, আই, টি, স্কীম ৫১, কলিকাতা-১৪, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিনীত—

পরিষদ ভবন
১ ডিসেম্বর, ১৯৭২

দীপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ভক্তা দাস
যুগ্ম-সম্পাদক

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ৭ } { ১৩৭৯, অগ্রহায়ণ

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জেলা শাখা সমূহ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্বাচন এগিয়ে আসছে। বাৎসরিক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে নতুন কর্মী পরিষদ। পুরানোদের কেউ থাকবেন আবার কেউবা বাদ যাবেন। নতুন উদ্যমে কাজ চলবে এগিয়ে—সব কিছুই আশার কথা। বাস্তবে এসে যারা সামান্যতম পরিষদের কাজ করে থাকেন তারা কিন্তু এক নতুন অভিজ্ঞতাই লাভ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমানে রয়েছে অনেকগুলি জেলা শাখা। জেলার সর্বস্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এই সব শাখা সংস্থাগুলি প্রধানতঃ গঠন করা হয়েছে। প্রথম অবস্থায় এই শাখা সমূহেরও উৎসাহের অন্ত ছিল না; পরিষদের কেন্দ্রীয় সংস্থারও ছিল যথেষ্ট উদ্যম। কিন্তু কালক্রমে বার্ষিক বিবরণীতে ছাড়া শাখা সমূহের কার্যাবলীর ও সক্রিয় অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই।

এর মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যোগাযোগের অভাবই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রধান বাধা। পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বর্তমানে অসংখ্য কার্যাবলী সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে, তাই তার পক্ষে সব সময় সঠিকভাবে শাখা সংস্থা সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়তো সম্ভব হয় না। কিন্তু শাখা সমূহের যে কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন, তা বোধহয় সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রদেশের প্রত্যন্তভাগের স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সচেতনতা ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়ে পরিষদ চালিত গ্রন্থাগার আন্দোলনে সকলকে সামিল করার দায়িত্ব শাখা কমিটিগুলির উপর। কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সকলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করা বা আন্দোলনে সামিল করার অসুবিধার জন্যই বিভিন্ন শাখা কমিটি যাতে পরিষদের বক্তব্য সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে পারে সেজন্য পরিষদের অনেকটা নির্ভর করতে হয় শাখা কমিটিগুলির উপর। এবং নিম্নস্তর থেকে ধাপে ধাপে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সর্বমুখী করে তোলার জন্য পরিষদের শাখা কমিটি গুলির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দায়িত্ব পালনে আগে দরকার সংশ্লিষ্ট সংস্থার সক্রিয় ভূমিকা ও পরে দরকার টাকা পয়সার। আর্থিক সংস্থানের এক ব্যবস্থা আছে নতুন সদস্যদের দেয় চাঁদার এক অংশের মাধ্যমে। গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে প্রয়োজনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও আর্থিক সাহায্য করতে পারে কিন্তু যে অংশ পরিষদের শাখা কমিটিগুলি থেকে পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা পড়ার কথা তাঁর প্রায় কিছুই জমা পড়ছেনা। এর ফলে শাখা কমিটিগুলি দিন দিন অকর্মন্য ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। শাখা কমিটিগুলি যদি সক্রিয়ভাবে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামতেন তা হলে নিশ্চয়ই আজ এ অবস্থা হয়ে পড়তো না। শাখা কমিটিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা ও তাকে ক্রম বর্ধমান করে তোলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শাখা কমিটির কর্মকর্তাদের। নিজে-দের প্রয়োজনেই শাখা কমিটিগুলি তাঁদের কাজ আরো ভালভাবে করতে পারতেন যদি তাঁরা আরও সচেষ্ট হতেন। তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা নিয়ে পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখলে অনেক সমস্যারই সুরাহা করা সম্ভব হতো। কিন্তু কার্যত তা হয়নি—হওয়ার কোন আশাও দেখা যাবেনা যদি বর্তমান অবস্থাতে সব কিছু চলতে থাকে। পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে অবহেলা রয়েছে এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। যোগাযোগ কেবলমাত্র এক পক্ষ থেকেই সবসময় হওয়া সম্ভব নয়, যোগাযোগ রাখতে হবে উভয়তঃ। দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিভিন্ন দাবীই করে আসছি কিন্তু তা আদৌ পূরণ হল কিনা তা নিয়ে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ই নয়, প্রতিটি শাখা কমিটিকেও ভাবতে হবে ও উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের চেয়ে পরিষদের শাখা কমিটিগুলিই যোগ্যতর সংস্থা। তাই শাখা কমিটিগুলির দায়িত্বও অনেক। সে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে নতুন উদ্যমে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে শাখা কমিটিগুলিকেই আগে। ১৯৩২ সালে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন তাকে কার্যকর করে তুলতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সীমিত সাধ্যের সঙ্গে জেলান্তরের শাখা কমিটিগুলি একত্রে কাজ করলে তবেই হয়তো, এতদিনের প্রয়াস কার্যকরী হবে। এখন তাই সময় এসেছে সর্বস্তরের সংস্থার হাত ধরাধরি করে একত্রে কাজ করার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সেকাল এবং একাল

প্রমীলচন্দ্র বসু

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পরিষদের এই পঁয়তাল্লিশ বছর অস্তিত্বকালের কবে তার সেকাল শেষ হ'য়েছে আর কবে যে একাল আরম্ভ হ'য়েছে তা' বলা কঠিন। তবু লোকে তার সেকাল এবং একাল সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে থাকে। পরিষদের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত এর সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন এমন কোন জীবিত লোকের কথা জানা নেই। তবে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট আছেন। এবং গোড়ার আমলের লোকদের সাথে যোগাযোগ ছিল এমন লোকের একেবারে অভাব এখনও হয় নি। নিজেদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা পুরানো দিনের এবং এখনকার দিনের তুলনামূলক আলোচনা ক'রতে পারেন। বয়সের প্রভাবে আলোচনাকারীদের স্মৃতির প্রখরতা হ্রাস পাওয়ায় এরকম আলোচনায় কিছু কিছু ভুল-চুকের অনুপ্রবেশ সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েই আলোচনাকে গ্রহণ করা কর্তব্য। এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে বর্তমান আলোচনা সম্ভব হ'য়েছে।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পরিষদের সাথে বর্তমান লেখকের সংযোগ। পরিষদের উৎপত্তি কাল থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এমন অনেকের সাথে এক কালে চলার সুযোগ লেখকের হ'য়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় তখনকার দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্যোগ এসেছিল সাধারণতঃ অগ্রন্থাগারিকদের তরফ থেকে। গ্রন্থাগারিকরা কেউ কেউ সঙ্গে থাকলেও সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন একেবারেই নগণ্য এবং মুখ্য উদ্যোগটার কৃতিত্বও তাঁদের ছিলনা। পরবর্তী কালে গ্রন্থাগারিক এবং অগ্রন্থাগারিকদের যুগ্ম নেতৃত্ব ও প্রয়াসে আন্দোলন অগ্রসর হ'তে থাকে। হালের গ্রন্থাগার অন্দোলনে সাধারণতঃ গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীদেরই প্রাধান্য যদিও তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার আন্দোলনে অনুরাগী অগ্রন্থাগারিকও আছেন।

বর্তমানে পরিষদের নিজস্ব তিনতলা বাড়ী হ'য়েছে। কিন্তু একেবারে প্রথম যুগে এর নিজস্ব কোন উল্লেখযোগ্য অস্থায়ী আস্তানাও ছিল না। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠানের পরে পরিষদকে পুনর্গঠিত করার কথা ওঠে। ১৯৩৩ সাল থেকে পরিষদের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। এই সময় থেকে পরিষদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ হয় বলা যায়। প্রথম পর্যায়ে সম্পাদকের বাড়ীর ঠিকানাই সাধারণতঃ পরিষদের ঠিকানা ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের গোড়ায় দিকে মিশ্র ব্যবস্থার প্রচলন ছিল—অর্থাৎ সম্পাদকের বাড়ীর ঠিকানাও ব্যবহার করা হ'তো, আবার কখন কখন কোন

কোন বিষয়ে ক'লকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, মহাবোধি সোসাইটি ভবন, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ কলেজ ও আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউট ভবন প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাও ব্যবহার করা হ'ত। বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের শেষের দিকে প্রধানতঃ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই পরিষদের কার্যালয়ের কাজকর্ম নির্বাহ হ'ত। পরবর্তী দশকের মাঝামাঝি (১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) পরিষদকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সোসাইটি আইনে রেজিষ্ট্রী করা হয়। তখন থেকে এখন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ঠিকানা পরিষদের রেজিষ্ট্রীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক সময়ে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং পরিষদ উভয় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পরিষদের দৈনন্দিন কাজকর্মের অসুবিধা হতে লাগলো। সেজন্য এবং তা ছাড়া মফঃস্বলের সভ্যদের সুবিধার জন্যেও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে অনেক চেষ্টা ক'রে চুজুরীমল লেনে ত্রিশ অথবা পঁয়ত্রিশ টাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয় সেখানে স্থাপিত হ'ল। ঠিক এই অবস্থার পূর্বে যখন পরিষদের স্থান সঙ্কুলান এক দুরূহ সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে তখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিষদকে অন্যত্র স'রিয়ে নিয়ে সরকারী প্রভাবের আওতায় আনার এক পরোক্ষ প্রয়াস সরকারী তরফের কোন কোন কর্তাব্যক্তিদের পক্ষ থেকে করা হয়। পরিষদের কর্তৃক্ষের সজাগ অংশের বাধা দানে সে সময়ে সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সান্ধ্য কার্যালয়েও স্থানাভাব হওয়ায় চুজুরীমল লেনের ছোট ঘর থেকে শীঘ্রই ঐ রাস্তায়ই আর একটা বাড়ীতে কিছু বেশী জায়গা ভাড়া নিয়ে পরিষদের সান্ধ্যকার্যালয় সেখানে উঠে যায়। ঐ বাড়ীতেই ক্রমে আরও বেশী জায়গা নিয়ে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ের বিস্তৃতি হয়। এই সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি, পরিষদের নিজস্ব ভবন তৈরী না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু ছিল।

পরিষদের উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা পরিষদের কোন পদাধিকারী ছিলেন তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি পরিষদের ব্যক্তিগত সভ্য ছিলেন না। সকলেই কোন না কোন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি হিসাবে পরিষদের সভ্য হ'তেন অর্থাৎ সেদিন বাস্তবতঃ প্রতিষ্ঠানটি ছিল গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠান—গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার অনুরাগীদের প্রতিষ্ঠান নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাটা উল্টা দাঁড়াল। ১৯৩৩—৩৪ সালে যখন পরিষদের পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হ'ল তখন প্রতিষ্ঠান সভ্যের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সভ্য নিয়েই পরিষদ পুনর্গঠিত হ'ল। ঐ সময়ে ১৯৩৪ সালের শেষে পরিষদের সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় একশ'র নীচে—মোট ৯৬ জন। এঁরা সকলেই ছিলেন ব্যক্তিগত সভ্য। শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। ব্যক্তিগত সভ্যের সাথে সাথে অনেক প্রতিষ্ঠানকেও সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করা হ'ল এবং পরিষদের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ১৯৩৫ সালের শেষে সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৪। এর মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্যের সংখ্যা ছিল ৮৩ এবং প্রতিষ্ঠানগত সভ্যের

সংখ্যা ৯১। ১৯৪০ সালের শেষে সভ্য সংখ্যা ছিল ৪৮৭; তার মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্যের সংখ্যা ২১৩ এবং প্রতিষ্ঠানগত সভ্যের সংখ্যা ২৭৪। ১৯৫০ সালে মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ৪৮১। এর মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্য ছিলেন ১৫৪ জন বাকী ৩২৭ জন সভ্য প্রতিষ্ঠানগত সভ্য। ১৯৫৫ সালের ৯৬৮ জন সভ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্যের সংখ্যা ছিল ২৯৩ বাকী ৬৭৫ ছিল প্রতিষ্ঠান সভ্যের সংখ্যা। ১৯৬০ সালে মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ৯৫০। এর মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্য ছিলেন ৪৫৫ জন, আর প্রতিষ্ঠান-সভ্যের সংখ্যা ছিল ৪৯৫। ১৯৬৫ সালে মোট সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৬৩। এর মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্যের সংখ্যা ছিল ১৩২৩ এবং প্রতিষ্ঠানগত সভ্যের সংখ্যা ৬৪০। ১৯৬৮ সালে মোট ১২১৯ জন সভ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত সভ্য ৮৫২ বাকী ৩৬৭টি সভ্য প্রতিষ্ঠান-সভ্য। পরিষদের বর্তমান সভ্যসংখ্যা বোধ হয় কিছু কম বেশী হাজার দেড়েক হবে—ঠিক কত আমার জানা নেই এবং ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত সভ্যের সংখ্যাইবা কত সে কথাও আমি ব'লতে পারবো না।

১৯২৫ সালে পরিষদের যখন প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় তখন পরিষদের নাম ছিল 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' (All Bengal Library Association) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই নাম পরিবর্তন ক'রে 'বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ' নাম রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৩৩ সালে পরিষদের পুনর্গঠনের প্রাক্কালে পুনর্গঠিত পরিষদের নাম 'বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' (Bengal Library Association) রাখার প্রস্তাব হয় এবং যথা সময়ে ঐ নামই গৃহীত হয়। পরে বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এই নামের সাথে বন্ধনীর মধ্যে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' কথাগুলি অনেক সময়ে যোগ করা হ'ত। অতঃপর পরিষদকে উল্লেখ করতে হ'লে বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (Bengal Library Association) অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই উভয় নামের যে কোনটা উল্লেখ করার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়। দেশ বিভাগের পরে পরিষদের কোন কোন প্রভাবশালী সভ্য পরিষদের নাম পরিবর্তন ক'রে 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' (West Bengal Library Association) অথবা 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ' নাম রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে অপর কোন কোন সভ্য পরিষদের নাম অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেন। নাম অবশেষে অপরিবর্তিতই থাকে। এখন পরিষদকে উল্লেখ ক'রতে হ'লে কেউ বলেন "বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন', কেউ বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" আবার সংক্ষিপ্ত জনপ্রিয় নাম 'বি, এল, এ (B. L. A.) ও কেউ ব'লে থাকেন।

পরিষদের প্রথম পর্যায়ের আয় ব্যয়ের হিসেব জানা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের একেবারে প্রথমে ১৯৩৩-৩৪ সালে পরিষদের আয় হ'য়েছিল মাত্র একশ' এক টাকা ১৯৩৫ সালে

বাহাত্তর টাকা। আর ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ব্যয় হ'য়েছিল একশ' এগার টাকা। ১৯৪০ সালে আয় হ'য়েছিল ১,৪০৫ টাকা; ব্যয় হ'য়েছিল ৬৬৯৸ ৯ পাই। ১৯৪৫ সালে আয় হয় ৭১৪ টাকা ৸৴ ৮ পাই এবং ব্যয় হয় ৫০১৶ ৯ পাই। ১৯৫১ সালে আয় দাঁড়ায় ২,৩৬১ টাকা ৯ পাই এবং ব্যয় হয় ১,৯৯৫৷৶৯ পাই। ১৯৫৫ সালের আয় ১০,৭১৬৷৹ আনা এবং ব্যয় ৯,৪৬৮৸৵৯ পাই। ১৯৬০ সালের আয় ২২,০২২ টাকা ১৩ পয়সা ব্যয় ১৯,৫৭৭ টাকা ১৮ পয়সা। ১৯৬৫ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব এই রকম, আয় ২৬,১৭৫ টাকা ৩৩ পয়সা ব্যয় ৩১,৪৯২ টাকা ৩২ পয়সা। ১৯৬৭ সালের আয় ২২,৫৬৪ টাকা ৮৫ পয়সা ব্যয় ২৬,৬১৬ টাকা ২৮ পয়সা। একেবারে সাম্প্রতিক কালের আয় ব্যয়ের হিসাব আমার জানা নেই

পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে ১৯২৮ সালে পরিষদের পরিচালক মণ্ডলীতে ছিলেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ। প্রতিষ্ঠাকালে ১৯২৫ সালে যে সাময়িক সংসদ (Provisional Committee) গঠিত হয়েছিল তার পরিচয় আমার জানা নেই।

সভাপতি :— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহ : সভাপতি :— ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীমতী সরলা দেবী; শ্রীবিনয়কুমার সরকার; কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়। সম্পাদক :—শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ; সহঃ সম্পাদক :— শ্রীতিনকড়ি দত্ত; শ্রীজগন্নাথ দেব রায়। কোষাধ্যক্ষ :—ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা।

কর্মসংসদের সদস্যবৃন্দ :—সর্বশ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিত; প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ডক্টর গুরুদাস রায়; নারায়ণচন্দ্র দে; গণপতি সরকার; বিদ্যারত্ন; বিজয় গোপাল গাঙ্গুলী; দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী; হরলাল মজুমদার; হিমাংশুকুমার আইন; ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি এবং ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ, হুগলী জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ, নোয়াখালি জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ ও মৈমনসিংহ জেলা গ্রন্থালয় পরিষদের প্রতিনিধি।

পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য ১৯৩৩ সালে যে সাময়িক সংসদ (Provisional Council) গঠিত হয় তার কর্মকর্তা ও সদস্য ছিলেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা :—

সভাপতি :— কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়; সহঃ সভাপতি :— শ্রীসন্তোষ কুমার বসু, খাঁ বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা; ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমোশারফ জে, সেঠ; শ্রীএইচ, এ, ষ্টার্ক, শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী।

অবৈতনিক সম্পাদক বৃন্দ :— শ্রীতিনকড়ি দত্ত; শ্রীশচীন্দ্র মাথরুদ্র; এ, এম, এফ, ওয়াহব। কোষাধ্যক্ষ :— শ্রীমনীন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্য :—শ্রীমতী এন, সি, সেন, শ্রী জোহান ভ্যান ম্যানেন; শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ; ডক্টর সুকুমার রঞ্জন দাশগুপ্ত; শ্রীসুরেন্দ্র

নাথ কুমার ; শ্রীপূর্ণচন্দ্র নিয়োগী ; শ্রীএস, এন, সিংহ ; অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ রুদ্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ; শ্রী এম, চ্যাটার্জি ; শ্রী এস, বি, রায় ; শ্রী এফ, এম, আবদুর মজিদ রশদি ; মহম্মদ কাশেম আলি রহুন পুরি ; শ্রী কে, সি, বিশ্বাস ; শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বসু ; শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীরাজ রাজ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীএইচ, জি, ফ্রাঙ্কস ; শ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু।

পরে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর কুমুদশঙ্কর রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্র, রায়সাহেব অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীকিশোরীমোহন ব্যানার্জী, শ্রীমতী লতিকা বসু, শ্রীমতী তটিনী দাস, কুমারী রাণী ঘোষ, শ্রীসোমেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সামসুল উলেমা কামাল-উদ্দিন আমেদ, শ্রীমতী এ, ডি, ষ্টুয়ার্ট, শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, শ্রীনৃপেন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রী এস, এন, বসুকে এই সংসদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

পরিষদের নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে পুনর্গঠিত পরিষদের (১৯৩৬ সালের) প্রথমে কর্মকর্তা ছিলেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা :—

সভাপতি :—কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় ; সহঃ সভাপতি :—খাঁ বাহাদুর কে, এম, আসাদুল্লা ; শ্রী এফ এম, আবদুল আলি ; শ্রী এইচ, এ, ষ্টার্ক ; শ্রী আর, এম, ঠাকুর ; শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী।

সাধারণ সম্পাদক :—শ্রীতিনকড়ি দত্ত। সহ : সম্পাদক :—শ্রী এস চ্যাটার্জী, শ্রীপ্রমীল-চন্দ্র বসু। কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীমনীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সদস্য :—শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ; শ্রীবিজলীমোহন মুখোপাধ্যায় ; ডক্টর জে, কে, মজুমদার ; অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র ; শ্রী এস, এন সিংহ ; শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ; শ্রী এন, সি মিত্র ; অধ্যাপক মহম্মদ ইশাক ; অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ রুদ্র ; অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ; শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ; শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যাঁরা বিভিন্ন সময়ে পরিষদের সভাপতি, সহ: সভাপতি ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম-কর্তার পদে নির্বাচিত হ'য়েছেন যতটা সম্ভব তাঁদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে :—সভাপতি :—কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

সহ : সভাপতি :—শ্রীডব্লু, সি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ; ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ; শ্রী এ, এফ, এম, আবদুল আলি ; শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ ; শ্রীহুমায়ুন কবীর ; শ্রীঅনাথনাথ বসু ; ডক্টর সত্যানন্দ রায় ; শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার,

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীকালীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বি, এস, কেশবন, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ সেনগুপ্ত, শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার, শ্রীফণিভূষণ রায়, শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক :—শ্রীতিনকড়ি দত্ত, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ রায়, শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী-বিশ্বাস, শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী।

যুগ্ম সম্পাদক :—শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতুষারকান্তি সান্ন্যাল, শ্রীসত্যব্রত সেন।

সহকারী সম্পাদক :—শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল বসাক, শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত, শ্রীবিজয়াপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীতুষারকান্তি সান্ন্যাল, শ্রীসুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর এ, বি, এম, হবিবুল্লা, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ রায়, শ্রীমতী বাণী বসু, শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক।

গ্রন্থাগারিক :—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার, শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাণী বসু, শ্রীমতীঅশোকা ধর, শ্রীঅশোককুমার বিশ্বাস, শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য, শ্রীচঞ্চলকুমার সেন, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ, শ্রীনীহার কান্তি চ্যাটার্জী, শ্রীঅশোক বসু, শ্রীঅরুণকুমার রায়, শ্রীহিরণকুমার দত্ত, শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী।

গ্রন্থাগার পত্রিকা সম্পাদক :—শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীচঞ্চলকুমার সেন, শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগারের সহকারী সম্পাদক :—শ্রীমনোজ নিয়োগী, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী গীতা মিত্র, শ্রীঅজয় ঘোষ।

পরিষদের উৎপত্তির সূচনা থেকে এপর্যন্ত প্রথম বার পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং তৎপরে পরিষদের উদ্যোগে এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। এই সকল সম্মেলনে যাঁরা সভাপতিত্ব করেছেন অথবা উদ্বোধক, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ইত্যাদি পদের দায়িত্ব বহন ক'রেছেন তাঁদের নামের উল্লেখ করা যাচ্ছে। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক -দের নাম উল্লেখ ক'রতে পারলে সুখী হ'তাম। কিন্তু একত্রে সকল নাম সংগ্রহের জন্য যে সময় ও সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন বর্তমানে আমার তা না থাকায় তা' করা গেল না বলে আমি দুঃখিত।

সম্মেলনের তারিখ	স্থান	সভাপতি বা সভানেত্রী	উদ্বোধক	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বা সভানেত্রী
(১) ১৯২৫, ২০শে ডিসেম্বর	কলকাতা এলবার্ট হল	শ্রী জে. এ. চ্যাপম্যান (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান)		
(২) ১৯২৮, ২১শে ও ২২শে জানুয়ারী	কলকাতা এলবার্ট হল	শ্রী প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) শাখা সভাপতি :— শ্রীচারুচন্দ্র রায় (ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (বিদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন) শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী (গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার (গ্রন্থাগার পরিচালনায়)		রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়
(৩) ১৯৩১, ১৮ই ১৯শে নভেম্বর	কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবন	শ্রীনিউটনমোহন দত্ত (বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার সমূহের কিউরেটর)		

সম্মেলনের তারিখ	স্থান	সভাপতি বা সভানেত্রী	উদ্বোধক	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বা সভানেত্রী
(৪) ১৯৩৭, ২৪শে ও ২৫শে জুলাই	ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ হল	শ্রীফজলুল হক (অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী) বিঃ দ্রঃ তখন Premier বা প্রধান মন্ত্রী বলা হ'ত।	শ্রীসনৎ কুমার রায় চৌধুরী (ক'লকাতার মেয়র—প্রদর্শনীর উদ্বোধক)	শ্রী ডবলিউ সি. ওয়ার্ডস ওয়ার্থ (ষ্টেটসম্যান সম্পাদক এবং ভূতপূর্ব ডি, পি, আই)
(৫) ১৯৩৮ ১৯শে ও ২০শে মার্চ	মেদিনীপুর	ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়	শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট)
(৬) ১৯৪১, ১১ই ও ১২ই এপ্রিল	বাঁশবেড়িয়া (হুগলী জেলা)	শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন	শ্রীএস, কে, হালদার (বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার)	কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়
(৭) ১৯৪৪, ২৫শে, ২৬শে নভেম্বর	বর্দ্ধমান	কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় (সম্মেলনে নির্বাচিত সভাপতি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় বর্ত্তমান লেখক নির্বাচিত সভাপতির ভাষণ পাঠ করেন ও সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন)	বর্দ্ধমানাধিপতি উদয়চাঁদ মহাতব বাহাদুর	শ্রীনগেন্দ্র নাথ রক্ষিত
(৮) ১৯৪৬, ৩১শে মার্চ	আড়িয়াদহ ২৪ পরগণা	শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ	শ্রীঅনাথনাথ বসু	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(৯) ১৯৫০, ৩১শে ডিসেম্বর	ক'লকাতা এশিয়াটিক্ সোসাইটি	শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ	রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (শিক্ষামন্ত্রী)	ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়

সম্মেলনের তারিখ	স্থান	সভাপতি বা সভানেত্রী	উদ্বোধক	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বা সভানেত্রী
(১০) ১৯৫৩, ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল	শান্তিপুর (নদীয়া)	অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ (পরিষদ সভাপতি হিসাবে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন)	শ্রীশশী খাঁ
(১১) ১৯৫৪, ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল	মালদহ	অধ্যক্ষ অনাথ নাথ বসু	শ্রীবি. এস, কেশবন	শ্রীরমাপ্রসন্ন রায়
(১২) ১৯৫৫, ৮ই, ৯ই ও ১০ই এপ্রিল	খিদিরপুর (ক'লকাতা)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় (মুখ্যমন্ত্রী)	পাল
(১৩) ১৯৫৬, ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল	কাঁথি (মেদিনীপুর)	শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু	ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়	শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মাল
(১৪) ১৯৫৭, ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল	পুরুলিয়া	শ্রীবি, এস, কেশবন	শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু	শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(১৫) ১৯৫৮, ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল	নবদ্বীপ (নদীয়া)	ডক্টর এস, আর রঙ্গনাথন	নির্বাচিত উদ্বোধক শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জীর অনুপস্থিতিতে শ্রী, বি, এস, কেশবন	তিনকড়ি বাগচী
(১৬) ১৯৫৯, ২৭শে ও ২৮শে মার্চ	বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)	কাজী আবদুল ওদুদ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
(১৭) ১৯৬০, ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল	ইছাপুর নবাবগঞ্জ (২৪ পরগণা)	শ্রীশচীদুলাল দাশগুপ্ত	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	শ্রীতপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল
(১৮) ১৯৬১, ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল	বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)	শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়	শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়	শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়
(১৯) ১৯৬২, ১০ই ও ১১ই জুন	শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)	শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রী এস, পি, রায়

সম্মেলনের তারিখ	স্থান	সভাপতি বা সভানেত্রী	উদ্বোধক	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বা সভানেত্রী
(২০) ১৯৬৩, ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল	কাকদ্বীপ (২৪ পরগণা)	ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত	শ্রীঅশোক কুমার সেন (কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী)	শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়
(২১) ১৯৬৪, ১৩ই ও ১৪ই জুন	সিউড়ী (বীরভূম)	শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(২২) ১৯৬৫, ৩০শে ও ৩১শে মে	শ্যামপুর (হাওড়া)	অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু	শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়
(২৩) ১৯৬৬, ১২ই ও ১৩ ফেব্রুয়ারী	দ্বারহাট্টা (হুগলী)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	নির্বাচিত উদ্বোধক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপস্থিত ছিলেন	শ্রীঅজিতকুমার ঘোড়াই
(২৪) ১৯৬৭, ২১শে, ২২শে ও ২৩শে এপ্রিল	শ্রীখণ্ড (বর্ধমান)	ডক্টর সুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীযাদব মুরলীধর মুলে (জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক)	শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর
(২৫) ১৯৬৮, ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে মে	বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর)	শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু	শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী
(২৬) ১৯৬৯, ৪ঠা, ৫ই, ৬ই, এপ্রিল	উত্তরপাড়া (হুগলী)	ডক্টর অমলেন্দু বসু	শ্রীসত্যপ্রিয় রায় (শিক্ষামন্ত্রী)	শ্রী এস, এন, ভট্টাচার্যের অনুপস্থিতি সহ সভাপতি শ্রী এস, এন, সেন স্বাগত ভাষণ দেন
(২৭) ১৯৭০, ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে মার্চ	বড় আন্দুলিয়া (নদীয়া)	শ্রীজীবানন্দ সাহা	ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (কল্যাণী বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য)	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সম্মেলনের তারিখ	স্থান	সভাপতি বা সভানেত্রী	উদ্বোধক	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বা সভানেত্রী
(২৮) ১৯৭১, ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী	হরিপদ সাহিত্যমন্দির পুরুলিয়া	ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়	নির্বাচিত উদ্বোধক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত	শ্রীহরিপদ সেন
(২৯) ১৯৭২, ২০শে, ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী	চকদীঘি সারদাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশন বর্ধমান	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	ডঃ সুকুমার সেনের অনুপস্থিতিতে তাঁর টেপরেকর্ডে দেওয়া ভাষণ শোনান হয়	শ্রীপ্রদীপকুমার রায়

এতক্ষণ পরিষদের বাহ্যিক দিক বা বহিরাঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা গেল। এবার একটু ভিতরের দিকে বা অন্তরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। কোন দেশের কোন সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির তৎকালীন অবস্থা দেশের মানুষের মনের উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। ফলে মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কাজকর্মের মধ্যেও এই প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিবিম্ব সূক্ষ্ম এমন কি স্থূলভাবেও প্রতিফলিত হয়। গ্রন্থাগার পরিষদ মানুষের গড়া এবং মানুষের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। কাজেই এখানেও এই অবস্থার ব্যতিক্রম না হবারই কথা। তবে কোন সময়ে দেশের আবহাওয়া অধোগতির দিকে চল'লে সে সময়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনের দায়িত্ব যাদের ওপর এসে পড়ে তাঁরা যদি আদর্শনিষ্ঠ, শক্তিশালী ব্যক্তি হন, তাঁদের দৃষ্টি যদি স্বচ্ছ এবং সুদূর প্রসারী হয় তা' হ'লে প্রতিষ্ঠানটিকে অধোগতির কবল থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন। চেষ্টা ক'রলেই যে সম্পূর্ণ সফল হওয়া যায় এমন কথা বলা চলে না। বিরুদ্ধ প্রভাবের শক্তি ও প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বেশী হ'লে চেষ্টা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে যে সময়ে পরিষদের উৎপত্তি হয়, সে সময়ে মহাত্মা-গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তনের ঠিক পরবর্তী যুগ। এদেশে মানুষ তখন দেশকে স্বাধীন করার এবং দেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। সে যুগের আবহাওয়ায় মিশে ছিল আদর্শ নিষ্ঠা, এবং স্বার্থত্যাগের দ্বারা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সমাজ ও দেশের সম্মানের জন্য কাজ করার অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা। এই আবহাওয়ার মধ্যেই পরিষদের সৃষ্টি

এবং অগ্রগতি। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশের আবহাওয়া মোটামুটি এই রকমই ছিল। দেশ স্বাধীন হ'লে প্রথমে কিছুটা ধীরে ধীরে এবং ক্রমে দ্রুতগতিতে এই আবহাওয়ার পরিবর্তন হ'য়েছে এবং হচ্ছে। বর্তমানে পরিবর্তনের গতি এত দ্রুত যে এই পরিবর্তন দেশের পক্ষে শুভ অথবা অশুভ হ'চ্ছে বা হবে সে কথা উপলব্ধি করার আগেই সমাজকে এই গতির সাথে তাল রেখেই চ'লতে হচ্ছে। সমাজের সাথে সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানও এই গতিবেগের কবল থেকে মুক্ত নয়। কাজেই গ্রন্থাগার পরিষদেও এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। তবে মনকে যতটা সম্ভব এই গতিবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং উর্ধ্বে রেখে স্থির ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে গ্রন্থাগার পরিষদের সেকালের এবং একালের অবস্থার মূলগত কিছু পার্থক্য দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

দীর্ঘদিন যাঁরা এই পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁরা এ জিনিষটা উপলব্ধি করতে পারেন যে অতীতে পরিষদের সভ্যদের মধ্যে নানা ব্যবধান সত্বেও সাধারণভাবে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে সত্যিকারের প্রীতি, আকর্ষণ এবং সব চাইতে বড় কথা হৃদয়ের উষ্ণতা ছিল আজ তা' অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ খাতে চলে গেছে। ঐ সকল গুণের (অথবা দোষের ?) ব্যাপকতা এবং গভীরতা উভয়ই প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পেয়েছে। পরিষদের দায়িত্ব বহনকারী পরিচালকরা এই জিনিষটা ঠিক এই ভাবে না দেখলেও এর অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তাঁরা অনেক সময়ে অভিযোগ করেন প্রবীনেরা তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেন না। আবার তাঁদের এ অভিযোগ আছে যে নবীনেরা পরিষদের কাজে ঠিক মত এগিয়ে আসছে না। অর্থাৎ পরস্পরের যোগাযোগ সূত্র অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তার আরও অন্যান্য উদাহরণ আছে। এই অবস্থা সৃষ্টি হবার কারণ কি ? কারণ হয়তো অনেক। কিন্তু একটা প্রধান কারণ হৃদয়ের উষ্ণতার হ্রাস। মানুষ মানুষই যন্ত্র বা মেশিন নয়। মানুষের মন বলে যে জিনিষ আছে, যন্ত্রের তা' নেই। এই জায়গাতেই মানুষ ও যন্ত্রে পার্থক্য। মন অনুকূল হলে মানুষ অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়। আবার মন প্রতিকূল হলে সামান্য কাজও মানুষকে দিয়ে করান অসাধ্য হয়ে পড়ে। পরস্পরের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও স্বার্থহীন আকর্ষণ, মানুষের হৃদয়ের উষ্ণতা মানুষকে কর্মের যে প্রেরণা যোগায় স্থূল স্বার্থবোধ দ্বারা পরিচালিত মানুষের আঁতাত যে প্রেরণা কখনই যোগাতে পারে না। অথচ আমাদের দেশের এবং সমাজের চতুর্দিকে এমন কি বর্তমান যুগে বোধ হয় পৃথিবীর সর্বত্রই বাস্তবের স্থূল দৃষ্টি মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এর প্রভাব মানুষের প্রতিষ্ঠানের ভিতরও প্রতিফলিত হচ্ছে। বক্তব্যটা খানিকটা 'ধান ভানতে শিবের গীতের মত হয়ে পড়লো। কিন্তু কান টানলে মাথা এসে পড়ে, উপায় নেই। যাই হোক পরিষদের সেকাল এবং একাল' আমাদের এই আলোচ্য বিষয়ে আবার ফিরে আসা যাক। তবে তার আগে ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে অব্যাহতি

পাবার আগ্রহে একটা কথা বলা দরকার। 'স্থূল স্বার্থবোধ' বলতে আমি কিন্তু পরিষদ সংশ্লিষ্ট কারও ব্যক্তিগত স্বার্থ বোধের কথা আদৌ মনে করিনি। বরং দেশের এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ আজকের দিনে উৎকটভাবে প্রকাশ পেলেও আমার বিশ্বাস সাধারণ ভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মী ও পরিচালকেরা এখনও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উর্ধ্বে থেকে আদর্শকে সামনে রেখেই চলার চেষ্টা করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার উৎপত্তি কালে নীতিগত ভাবে গ্রন্থাগারের পরিষদ হবার চেষ্টা ক'রলেও কার্যতঃ তা' হ'তে পারে নি। খোলাখুলি ভাবেই সে নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করার নীতি পরিষদে অনুসৃত হয়। আরও পরবর্তী কালে পরিষদের সভ্যদের মধ্যে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে গ্রন্থাগারিকদের প্রতিষ্ঠানের আদর্শও পরিষদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থার বিবর্তন বা পরিবর্তনে দোষের কিছু না থাকলেও পরিষদের তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের একথা সব সময়ে মনে রেখে চলা বোধ হয় সঙ্গত যে এই পরিষদ শুধু গ্রন্থাগারের পরিষদ নয়, শুধু গ্রন্থাগারিকের পরিষদও নয় আবার শুধু গ্রন্থাগার-প্রিয় অগ্রন্থাগারিকের পরিষদও নয়। এ পরিষদ গ্রন্থাগারের পরিষদ, গ্রন্থাগারিকের পরিষদ এবং গ্রন্থাগারপ্রিয় অগ্রন্থাগারিকেরও পরিষদ। এই দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে হলে সর্বশ্রেণীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করে পরিষদের লক্ষ্য স্থির করা ও পরিচালনা করা প্রয়োজন। পরিষদের দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে সব সময়ে এই সমতা রক্ষা করা সম্বন্ধে সচেনতা ছিল বা আছে বলে আমার মনে হয় না। হয়তো আমার ধারণা ভুল। সত্য হোক ভুল হোক, এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে আমার বিশ্বাস এই সমতাবোধের অভাব বর্তমান পরিষদের সভ্যদের মধ্যে শিথিলতা সৃষ্টির আর একটা বড় কারণ।

সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি, কার্যক্ষেত্রের অধিকতর ব্যাপকতা, কার্যধারার বিচিত্রতা ও জটিলতা, নিয়ানুবর্তিতা, মাত্র প্রচারমূলক আন্দোলন অথবা আবেদন নিবেদন মূলক আন্দোলন অপেক্ষা নিজ দায়িত্বে নানাদিকে কার্য শুরু করা প্রভৃতি বিষয়ে সেকালের এবং একালের পরিষদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। আর একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে পরিষদের দায়িত্ব পূর্ণ পদে সাধারণতঃ কোন নবাগত ব্যক্তিকে সহসা প্রতিষ্ঠিত করা হয় না। বিভিন্ন স্তরে কর্মসম্পাদন এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কর্মীদের ধাপে ধাপে উচ্চতর দায়িত্ব বহনের কাজে নিয়োগ করাই পরিষদের অঘোষিত নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এবং সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত এই নীতিই অনুসৃত হ'য়ে চলেছে।

ডিউই ও কোলনে ইতিহাস

সুশান্তকুমার হাজরা

সমগ্র জ্ঞান ভাণ্ডারকে ডিউই দশ ভাগে ভাগ করেছেন। ইতিহাস স্থান পেয়েছে সর্বশেষ বিভাগ ৯০০ তে। ৯০০তে ইতিহাস ছাড়াও অর্থাৎ ইতিহাসের বিষয়বস্তু ছাড়াও ভ্রমণ, ভূগোল ও জীবনী বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে।

ভূগোলকে ইতিহাসের ঘরে স্থান দেওয়ার কোন কারণ বা সার্থকতা আছে কিনা আমার জানা নেই। কোলনে ইতিহাস ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে ইতিহাসের ঘরে স্থান দেওয়া হয়নি। এখানে ইতিহাসের জন্য V এবং ভূগোলের জন্য U বিভাগ নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। ইতিহাসের স্থান ভূগোলের পরে দেওয়া হয়েছে। ডঃ রঙ্গনাথন জীবনীর জন্য W এবং কোন কোন স্থানে Y (Anteriorising Common Isolate) র ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এর জন্য কোন উপবিভাগ ইতিহাসের মধ্যেই সৃষ্টি করেন নি। কোলনের A C I কে ডিউই পদ্ধতির ফর্ম ডিভিজনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

(১) ডিউই দশমিক পদ্ধতি অনুসারে ভূগোলের বিভাগটিতেও অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়। ভূগোলের বিভিন্ন শাখাগুলি যা প্রকৃতপক্ষে ভূগোলের বিষয়বস্তু তা এই পদ্ধতিতে ভূগোলের মধ্যে স্থান পায় নি। ফলে বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে আছে যেমন :—

ক) অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক ভূগোল খ) প্রাকৃতিক ভূগোল গ) নৃ-ভূগোল

ঘ) জৈব-ভূগোল ঙ) Meteorology চ) জন সংখ্যা ছ) সমুদ্রতত্ত্ব

জ) মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা ঝ) military geography

এই বিষয়গুলির নম্বর Dewey অনুসারে নিম্নরূপ ক) 330·9 খ) 551·4 গ) 572·9 ঘ) 574·9 ঙ) 551·5 চ) 312 ছ) 551·45 জ) 526·8. ঝ) 355·47 এছাড়া Geomorphology র বিষয়ের কোন পৃথক নম্বর ডিউই দেননি। যদিও বিষয়টি প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত তবুও এর জন্যও একটি পৃথক সংখ্যার প্রয়োজন সহজেই অনুভব করা যায়। গাণিতিক ভূগোল বিষয়টিও ডিউইতে নেই—অবশ্য 912 এর ঘরে মানচিত্রাবলী ও গ্লোব পড়ে যা গাণিতিক ভূগোলেরই বিষয়। অথচ ঐ একই বিষয়ের অনেকগুলি শাখা 912 এর ঘরে পড়ে না যেমন Topographical Survey, Hydrographical Sur-

vey, Cartography ইত্যাদি কিন্তু কোলনে ভূগোলের সমস্ত বিষয়গুলিকেই ভূগোলের U এর মধ্যেই পাওয়া যায়

U 1 = গাণিতিক ভূগোল	U 21 = Geomorphology
U 11 = মানচিত্রাঙ্কণ	U 25 = সমুদ্র তত্ত্ব
U 2 = প্রাকৃতিক ভূগোল	U 28 = Meteorology
U 4 = নৃ ভূগোল	U 23 = জৈব ভূগোল
U 5 = রাজনৈতিক ভূগোল	U 6 = অর্থনৈতিক ভূগোল
U 8 = ভ্রমণ, অভিযান	U 54 = Military Geography.

১ (ক) Meteorology in Assam :— ডিউই পদ্ধতি অনুসারে এই বইটির নম্বর 551·5 ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া সম্ভব নয় ফলে এই নম্বর সমস্ত বিষটিকে সম্পূর্ণ ভাবে বোঝায় না কিন্তু কোলনে তা সম্ভব যেমন U 28·277

১ (খ) Political Geography of India Brought upto 1950's ভূগোল ও ভ্রমণকে ডিউই একই বস্তু বলে ধরেছেন। কোলন ভ্রমণকে ভূগোলের বিষয়বস্তু বলে স্বীকার করেছেন এবং ভূগোল U এর এর মধ্যে ভ্রমণের জন্য U 8 উপ বিভাগের সৃষ্টি করেছেন। ডঃ রঙ্গনাথন ভ্রমণকে ভূগোলের শাখা হিসাবে গণ্য করেছেন ভূগোল ও ভ্রমণ একই বিষয় রূপে গণ্য করেন নি। রাজনৈতিক ভূগোল বিষয়টিকে তিনি ভ্রমণ থেকে পৃথক বিভাগ U 5 এর ঘরে স্থান দিয়েছেন। উপরোক্ত বিষটির নম্বর ডিউই অনুসারে 915·4 হবে—যা অসম্পূর্ণ নম্বর। এবং Indian Travels Brought up to 1950 থাকলেও 915·4 ছাড়া অন্য কোন নম্বর দেওয়া যায় না। কিন্তু কোলনে দুটি বিষয়ের জন্য দুটি পৃথক নম্বর দেওয়া যেতে পারে যেমন :

i) U 5. 2 : N 5 = Political Geography of India Brought upto 1950

ii) U 8. 2 : N 5 = Indian Travels Brought upto 1950। কোলন নম্বর দিয়ে বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ ও পৃথকভাবে বোঝানো সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও ডিউই পদ্ধতিতে ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোল, বাংলা দেশের ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলির নম্বর দেওয়া কঠিন।

২ ক) জীবনী (Biography)—ডিউইতে জীবনী বিভাগটিও খুব সুবিধাজনক হয়নি। প্রথমতঃ এই বিভাগে এক স্থানে লেখা আছে other special classes not included in 921—928. Devide like 000-999. Such as Astrologers 920·91335 এ সমালোচনার বিষয়। দর্শন 100 মূল বিভাগের উপবিভাগ হচ্ছে 130; যার ভাগ হচ্ছে 133·5 = Astrology। দার্শনিকদের জীবনী যাবে 921 এর ঘরে এবং তা দেশ অনুসারে পর পর স্থান পাবে ও নম্বর হবে 921·1, 921·2 ইত্যাদি। কিন্তু Astrologer

দের জীবনী যদিও Astrology দর্শন 100 এর বিষয় বস্তু এবং একই মূল বিভাগের অন্তর্গত তবুও এদের জীবনীর স্থান 921 এর ঘরে না দিয়ে 920·9 ঘরে দেওয়ায় এই বিভাগের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

২ (খ) Lives of Slaves পেতে হলে গ্রন্থাগারিককে যেতে হবে 320—রাজনীতি বিজ্ঞানের ঘরে। সেখান থেকে 326—Slaveryতে। তারপর দেখা যাবে 326·92= Lives of Slaves এই বিভাজন কি যথার্থ? পাঠক আশা করেন জীবনীর তাকে সমস্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী পরপর একই স্থানে পাশাপাশি থাকবে। আলোচ্য পদ্ধতিতে তা কি সম্ভব? কিন্তু কোলনে তা সম্ভব।

২ (গ) ডিউই পদ্ধতি অনুসারে একাধিক ব্যক্তি একটি বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট থাকলে তাঁদের প্রত্যেকের জীবনী বা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের একই নম্বর হবে। কিন্তু কোলনে জন্ম সন প্রয়োজন হয় বলে নম্বরও আলাদা আলাদা পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ হিসাবে বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যের দুজন কবির আত্মজীবনী—যাঁদের জন্ম সন ১৯৩০ ও ১৯৪০। ডিউই পদ্ধতিতে দুটি আত্মজীবনীর নম্বরই পড়বে 928·91441 কিন্তু কোলন পদ্ধতিতে দুটি বইএর জন্য দুটি নম্বর পড়বে—0157, IN3W এবং 0157, 1N4W। এথেকে বোঝা যাচ্ছে ডিউই পদ্ধতিতে যেখানে সমস্যায় পড়তে হয় কোলনে তার সমাধান সহজেই করা যায়। [ছোটহাতের w] Biography of Newton এবং Ramanujan এর নম্বর Dewey অনুযায়ী একই নম্বর যেমন 925'1 কিন্তু কোলনে পৃথক পৃথক নম্বর BwK 42 এবং BwM 88

Dewey তে ইতিহাসের অন্যান্য বিষয়গুলিও ৯০০ এর ঘরে এমন বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে তার ফলে পাঠকদের বহু অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে। যথা Cultural History of India or History of civilisation of India-র নম্বর 901·954। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 934. Archeology of India 913·54. এইভাবে 900 ইতিহাসের মধ্যেও ইতিহাসের বিষয়গুলি ভারতের ইতিহাস 954 থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে। 940—999 হ'ল Medieval and Modern History of Specific places আবার এর period division করা হয়েছে যেমন '।, '2,'3 ইত্যাদি। Period division-ই যখন করা হ'ল তখন আবার প্রাচীন ইতিহাস ও Medieval and Modern History দুটি পৃথক পৃথক বিভাগ করার যুক্তিটা ঠিক বোঝা যায় না। Period division এর দ্বারা কি প্রাচীন ইতিহাসকে বোঝান সম্ভব হত না? Indian Archives ও Archiology একই বিষয় বস্তু নয়। কোলন কিন্তু Archives, Archeology ও Inscription-কে ইতিহাসের বিষয় বস্তু ধরে নিম্নলিখিত নম্বর দিয়েছেন v2 : 8, v2 : 71 এবং v2 : 72 (Indian) Dewey অনুযায়ী 913·54—Indian Archeology এবং 417—Inscription.

League of Nations, United Nations ইত্যাদিগুলিও ইতিহাসের মধ্যে স্থান পায়নি। এদের স্থান 340 (Law) বিভাগে হয়েছে। ডিউই অনুযায়ী United Nations এর নম্বর 341·13. History of United Nations এর নম্বর দিতে হলে এই একই নম্বর বড় জোর 341·1309 দিতে হবে, মূল বিভাগের কোন পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। কোলনে কিন্তু এদের নম্বর মূল বিভাগ V এর মধ্যে দেওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না। যেমন

V 2 : 6 = Cultural History of India

VIN 4 = United Nations' History

V 2 : 71 = Archaeology of India

প্রাচীন ভারতের নম্বর কোলনে Period division অর্থাৎ Time Isolate দ্বারা বোঝান হয়। এর জন্য আলাদা কোনো উপবিভাগ নেই। United Nations এর ইতিহাস হবে VIN 4 এভাবে League of Nations ও হবে। ডিউই অনুযায়ী Indian constitution এবং History of Indian Constitution এর নম্বর আলাদা পড়লেও মূল বিভাগ একই থেকে যাবে। যেমন :—

342·54 = Indian Constitution

342·5409 — History of Indian Constitution আবার ইচ্ছে করলে আপনি 954 নম্বর দিতে পারেন। রচনার উদ্দেশ্য ভেদে সংবিধান হয় রাজনীতি বিজ্ঞান, নয় ইতিহাসের অঙ্গ; কিন্তু তা কি করে আইন-এর মধ্যে পড়ে তা বোঝা যায় না। কোলনে Constitutional Law এবং Constitution এর পৃথক নম্বর। কিন্তু ডিউইতে একই নম্বর কোলনে Indian Constitution ও History of Indian Constitution একই নম্বর। = V2 : 2। তা ছাড়াও ডিউই Civics কে সংবিধান ও Constitutional Law এর মধ্যেই রেখেছেন। যদিও Civics এর সঙ্গে বিষয়গুলির পার্থক্য বর্তমান। যেমন :—

Indian Civics = 342·54

কোলনে Indian Civics = V 2 : 5

Indian Constitutional Law = V 2 : 2 : (z)

Indian Home Policy brought up to 1950 এবং Political History of India brought up to 1950 উভয় বিষয়ের ডিউইতে একই নম্বর 954·04।

Constitutional History of India brought up to 1950 ডিউই অনুযায়ী এর নম্বর 342·54 ব্যতীত অন্যকিছু দেওয়া যায় না কিন্তু কোলনে এর নম্বর V 2 : 2. N5.

Constitutional History of Commonwealth এর নম্বর ডিউই অনুযায়ী দিতে হবে 942।

Constitution একবার দিতে হচ্ছে ৯০০ এর ঘরে আরেক বার 340 Law এর ঘরে।

কোলনে এইরূপ করতে হয় না। কোলনে Constitutional History of Commonwealth এর নম্বর VIN 8 : 2

Home Policy যদিও Political History র শাখা তবুও এর জন্ত একটি ভিন্ন নম্বরের প্রয়োজন সহজেই অনুভূত হয়। কোলনে কিন্তু দুটি পৃথক পৃথক নম্বর দেওয়া যায় যেমন :—

V 2 : 1. N5= Political History of india brought upto 1950

V 2 : 11. N5= Home Policy of Indir brought upto 1950

খ) ডিউই অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঠিক বর্গীকরণ নম্বর দেওয়া খুবই কঠিন

i) Constitution of Local bodies in India brought upto 1950 (কোলন নম্বর V2, 6 : 2. N5)

ডিউই অনুযায়ী এর নম্বর হয় Constitution of India র মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয় তা' না হলে Local Bodies in India ঘরে রাখতে হয়। কোন ঘরে রাখলে সুবিধা তা পাঠকেরা বিবেচনা করে দেখবেন। কিন্তু কোলনের পদ্ধতিতে বর্গীকৃত হয়ে বিষয়টি সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পাঠকদের সামনে এসে পড়ছে।

ii) History of Muslim Countries এর কোন নম্বর ডিউইতে নেই। কোলনে —VI (Q 7)

iii) Buddhist Archaeology of China—এর সঠিক নম্বর ডিউই পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। ডিউই অনুসারে Archaeology of China'র নম্বর 913·51-টিই এরও নম্বর। কিন্তু এতে বৌদ্ধযুগ বা বৌদ্ধ বিশেষণটি বাদ পড়ে যাচ্ছে। কোলনে সম্পূর্ণ নম্বর দেওয়া সম্ভব যেমন :—

V41 : 71 ob Q 41 Buddhist Archaeology of China

V41 : 71 Archaeology of China

iv) The Functions of the Executive of the united Nations brought up to 1950—ডিউইতে এর নম্বর 341·1309 ছাড়া আর কিছু দেওয়া সম্ভব কিনা বলা কঠিন কিন্তু কোলনে সম্পূর্ণ অংশের নম্বর দেওয়া যেতে পারে যেমন V1 N4, 2 : 3. N 5,

v) British European Economic Policy বইটির ডিউই দশমিক পদ্ধতি অনুযায়ী নম্বর হয় 327·42। কিন্তু নম্বরটির দ্বারা শুধু British Foreign Policy বোঝায়। কিন্তু কোলন পদ্ধতিতে নম্বর দিলে বিষয়টিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় যেমন :—

British Foreign Policy—V 3 : 19·5

British European Economic Policy V 3 : 19·5 0bx ।

ডিউই পদ্ধতিতে British European Foreign Policy-র নম্বর 327·4204 কিন্তু উক্ত বিষয়ের বইএ দেওয়া চলে কিন্তু বইটি ইতিহাস। ডিউই অনুযায়ী বাধ্য হয়ে রাখতে হবে রাজনীতি বিজ্ঞান 320 বিভাগে। এছাড়াও ডিউইতে Economic Policyটি সঠিক ভাবে বোঝান যাবে না।

(vi) ভারতের রাজনৈতিক পার্টিগুলির ইতিহাস ও ভারতের কংগ্রেস পার্টির ইতিহাস ডিউই অনুসারে একটি মাত্র নম্বরের অধীন ; যেমন :—

329·954= History of Political Parties In India

329·954= History of Congress Party of India

এই বর্গীকরণ সঠিক নয়। একেতো বিষয়বস্তু ইতিহাসের, আছে রাজনীতিতে। কোলনে মূল বিভাগ V ইতিহাসের মধ্যে রেখে পৃথক নম্বর দেওয়া চলে ; যেমন :—

V 2, 4= History of India's Political Parties

V 2, 4M= History of India's Congress Party.

vii) Period Division এর ক্ষেত্রে একই নম্বর দ্বারা বিভিন্ন বিভাগে পৃথক পৃথক সময় ধরা হয়েছে যেমন :—

940—ইয়োরোপ	954 ভারত
·1=476–1453	·1=Early History to 1162
·11=476–800	·2=1162–1480
·14=800–1100	·3=1480–1905
·2=1453–1914	
·3=1914–1918	

দেখা যাচ্ছে এখানে Cannon of Mnemonics কে অথবা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

viii) সাধারণ ভাবে পৃথিবী ৬টি মহাদেশে বিভক্ত : এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ অ্যামেরিকা। ডিউই পাঁচটি মহাদেশকে পৃথক পৃথক উপবিভাগে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াকে কোন উপবিভাগে স্থান দেননি। এই মহাদেশটিকে ডিউই প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের (990) শাখা হিসেবে—994 এর ঘরে রেখেছেন। কোলনে কিন্তু এভাবে কোন মহাদেশ বাদ পড়েনি। যেমন, এশিয়া—4, ইয়োরোপ—5, আফ্রিকা—6, অ্যামেরিকা—7, দক্ষিণ অ্যামেরিকা—791, উত্তর অ্যামেরিকা—71, অষ্ট্রেলিয়া—8। ডিউইতে অ্যামেরিকা বোঝাতে কোন নম্বর নেই।

ix) 911·3=Geography of Ancient world আবার 911·4—911·9—Historical Geography of Modern Places : এই দুটি নম্বর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকছে। এতে পাঠকদের স্বাভাবিক ভাবেই অসুবিধায় পড়তে হবে। এখানে 911·3—Geography of Ancient World কেও 911·4—911·9 এর মধ্যে রাখলে এই অসুবিধা এড়ানো যেত। দুটি পৃথক নম্বর সৃষ্টি করার কোনও সার্থকতা দেখা যাচ্ছে না। কোলনে এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়না।

x) Atlas ও Maps কে ডিউইতে কেবলমাত্র ভূগোলের বিষয়বস্তু বলেই ধরা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের Atlas ও Maps 3 তো হয় যেমন ইতিহাস, জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক। কোলনে তাই Atlases এর জন্য f ACI দেওয়া হয়েছে।

xi) 923·2—Biography of persons related in politics এই নিয়মানুযায়ী 923·1=Biography of persons related in statistics হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয়েছে 923·1=Biography of Rulers including kings, Queens, presidents. এ থেকেই বোঝা যায় ডিউইর নিয়মগুলি মাঝে মাঝে সঙ্গতিহীন হয়ে পড়েছে যার ফলে পদ্ধতিটি নিখুঁত হতে পারেনি। কোলন পদ্ধতির সম্প্রসারণশীলতার জন্যে এ ধরণের খুঁত সৃষ্টি হবার কোন অবকাশই নেই।

Indian Inscription এর নম্বর ডিউই অনুযায়ী 417 কিন্তু কোলনে এর নম্বর V2: 72। বইটি ইতিহাসের বিষয় বস্তু হওয়া সত্ত্বেও এটিকে ডিউই 400 এর ঘরে স্থান দিয়েছেন।

এছাড়াও Indian coins or seal খুঁজতে হলে Dewey অনুযায়ী যেতে হবে 700 Fine Arts এর ঘরে। এটি কিন্তু ইতিহাসের বিষয় বস্তু। কোলনে কিন্তু একে ইতিহাসের বিষয় বস্তু বলেই ধরা হয়েছে। যেমন V : 73।

xiii) ঐতিহাসিকদের জীবনী ও সাহিত্যিকদের জীবনী—ডিউই পদ্ধতিতে দুইটি বিষয়েরই মূল বিভাগ হচ্ছে 928· এতে পাঠকদের পক্ষে যে অসুবিধা ঘটবে তা সহজেই বোঝা যায়। ঐতিহাসিকের জীবনী খুঁজতে সাহিত্যিকদের জীবনীর কথা কি সহজে মনে আসে? কোলন পদ্ধতি স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের এ অসুবিধা দূর করে দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডিউই পদ্ধতিতে কোলন পদ্ধতির মত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্গী করণ করা সম্ভব নয়। অনেকের ধারণা কোলন পদ্ধতি দুর্বোধ্য ও জটিল। এই ধারণা যে শুধু অমূলক তা' নয় এই ধারণা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষেও ক্ষতিকর।

অন্যদিকে বিদেশে-যেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি নিয়ে অবিরাম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে সেখানে ডঃ রঙ্গনাথনের কোলন পদ্ধতি নিয়ে এদেশের চেয়ে অনেক বেশী চর্চা হয়েছে। তাঁরা এই পদ্ধতিটির ও ডঃ রঙ্গনাথনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। Bliss বলেছেন "The system is constructed on valid principles...The basic classification is logical in most of its divisions, seientific in details and scholarly in its elaboration.

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পরিষদের সভ্যদের জানান যাইতেছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২১শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ (রবিবার) পরিষদ ভবনে (পি-১৩৪, সি. আই. টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪) অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, মনোনয়ন পত্র, বার্ষিক কার্য বিবরণী, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পৃথক ডাক যোগে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হইতেছে।

পরিষদ ভবন
১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ও ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ষষ্টিতম বর্ষ পূর্তি

—শিবেন্দু মান্না

১৯৭০ সালের ৯ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত UNESCO'র ষোড়শতম সাধারণ অধিবেশনে ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষরূপে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পটভূমিকারূপে দেখতে পাচ্ছি: শিল্পোন্নত ইউরোপের কয়েকটি দেশ ছাড়া সমগ্র পৃথিবীতে নিরক্ষরের সংখ্যা সর্বমোট লোকসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। নিরক্ষরের সংখ্যাধিক্য উন্নতিকামী দেশগুলির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা আজ আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। UNESCO'র আকাঙ্ক্ষা তাঁরা উন্নতিকামী মানুষ তথা দেশের কাছে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো এনে দেবার আন্দোলন পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন। UNESCO'র এই সংগ্রাম—অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর সংগ্রাম, তাই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের ধ্বনি হোল: সকলের জন্য বই—Books for All. এই ধ্বনি সাক্ষর-নিরক্ষর সকলের জন্যই।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে UNESCO সকলদেশের লেখক ও প্রকাশক, গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগারিক এবং পুস্তক ক্রেতা ও বিক্রেতার কাছে যে আবেদন রেখেছেন, তা হোল:

* Everyone has the right to read;
* Books are essential to education;
* Society has a special obligation to establish the conditions in which authors can exercise their creative role:
* A sound publishing industry is essential to national development:
* Book manufacturing facilities are necessary to the development of publishing:
* Book sellers provide a fundamental service as a link between publisher and the reading public:
* Libraries are national resources for the transfer of information and knowledge, for the enjoyment of wisdom and beauty:

* Documentation serves books by preserving and making available. essential background material :
* The free flow of books between countries is an essential supplies and promotes international understanding :
* Books serve international understanding and peaceful co-operation.

১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের যে প্রস্তাবিত কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল : নয়াদিল্লীতে একটি বিশ্বগ্রন্থমেলার আয়োজন ; নীস্, ব্রুসেলস্, বোলগ্না ও ফ্রাঙ্কফুর্টে একটি করে আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার আয়োজন ; কায়রো এবং মসকোতে একটি করে সেমিনার ; বুদাপেস্তে IFLA'র অধিবেশন ; ফ্রান্সে Congress of the International Publishers' Association এবং মেক্সিকো সিটিতে world congress of the International Confederation of Authors and Composers এর একটি করে বিশেষ অধিবেশন। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন দেশের নিজস্ব অনুষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের কর্মসূচী সম্পর্কে সকল স্তরের গ্রন্থাগার তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানিয়ে ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও "জাতীয় অধ্যাপক" ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন বলেছেন : Creative education cannot be merely teachear – centered or text book centered. It can only be student-centered and library-centered. নিরক্ষরতা দূরীকরণকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের আবশ্যিক কর্মসূচী হিসাবে গণ্য করতে অনুরোধ করে বলেছেন, প্রতিটি গ্রন্থাগারে—

* গুরুত্বপূর্ণ সাপ্তাহিক সংবাদগুলিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে ;
* নিয়মিত ভাবে পুস্তক পাঠ অথবা অনুরূপ আসরের আয়োজন করতে হবে ;
* বিভিন্ন বিষয়ে ছায়াচিত্র প্রদর্শনী ; এছাড়া
* পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, চিত্র ও আলোকচিত্র সহযোগে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর বিশেষ ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক, বৃটিশ কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল : কলকাতায় বিভিন্ন আলোচনা সভা এবং আঞ্চলিক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। আলোচনা সভার অন্যতম বিষয়বস্তু হোল, রাজ্যের প্রকাশন শিল্পের সমস্যাবলী এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার উদ্যোগে, পশ্চিমবঙ্গে

বিশিষ্ট কয়েকজন শিক্ষাব্রতী, লেখক কবি ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উদযাপন কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন এই কমিটির সভাপতি হয়েছেন।

১৯৭২ সাল বিশ্বের দরবারে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ রূপে চিহ্নিত হলেও ভারতবর্ষে এই সনটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। এটা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির রজত জয়ন্তী বৎসর, তাছাড়া, এই বছরেই ভারতবর্ষে আধুনিক ধারায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ষাট বছর পূর্ণ হয়ে গেল। ১৯১১ সালে বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়াড দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক পরিশীলিত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বরোদাতে আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা করেন। আধুনিক ধারার গ্রন্থাগার আন্দোলন বলছি এই কারণে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন পরিলক্ষিত হলেও, বরোদার মহারাজা নিজ রাজ্যে বাধ্যতা মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দূরদর্শী মহারাজা বুঝেছিলেন: স্কুলের শিক্ষাই শেষ কথা নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'I am doing what I can to educate my people to the stage where they can read and appreciate great thoughts of the present and of the past. and the result so far has been gratifying. But I would do more. I would bring to the poor man or woman, the ordinary man of the baaar, to the common people every where this wealth of literature now only known to the educated.

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রকে মহারাজা গায়কোয়াড একটি গ্রন্থাগার বিভাগ সংযোজিত করেন এবং এই বিভাগের ভার অর্পিত হয় William Alanson Borden নামীয় জনৈক আমেরিকান গ্রন্থাগারিকের উপর।

এর ফলে ১৯৩১ সালে দেখা গেল সমগ্র বরোদা রাজ্যে—গ্রামে ও শহরে, সাধারণ গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার, মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে রাজ্য ব্যাপী এক অখণ্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বরোদার নিদর্শন থেকে মহীশূর, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অখণ্ড বাংলার গ্রন্থাগার অনুরাগীরাও অনুপ্রাণিত হলেন। তারপর ১৯১৪ সালে অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, ১৯১৫ সালে পাঞ্জাব লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, ১৯২৫ সালে বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এবং ১৯২৮ সালে মাদ্রাজ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। মাদ্রাজে প্রতিটি জেলাতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা দৃঢ়বদ্ধ হয়। তদানীন্তন বঙ্গদেশও এ ব্যাপারে নেহাত পিছনে ছিল না। ১৯৩২ সালে অবিভক্ত

বাংলার আইন সভায় বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ক বিলটি উত্থাপন করা সত্ত্বেও তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলের বিরোধিতার ফলে বিলটি আইনে পরিণত হয়নি। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে যখন বিশ্বব্যাপী ধ্বনিত হচ্ছে : Books for all—সকলের জন্য বই, পুস্তকপাঠে সকলের সমানাধিকার, তখন পশ্চিমবঙ্গবাসী শুধুই ঘুমায়ে রয়। গ্রন্থাগার তথা আত্মার আরোগ্য নিকেতনর দরজা রাজ্যের সর্ব্বস্তরের জনগণের জন্য, স্বাধীনতার প'চিশ বছর পরেও কি খুলবে না? এখনও কি গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে জনমত গড়ে উঠবে না?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৩০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং সুভাষ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় ৩০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ১১—১৩ই মার্চ, ১৯৭৩ তারিখে জলপাইগুড়ি জেলার কলাকাটায়, অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় :—

(১) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বক্তব্য

(২) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিচালনায় ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন কৃত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের প্রভাব

সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী সংখ্যা গ্রন্থাগারে জানান হইবে।

পরিষদ ভবন
১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭২

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

পরিষদ কথা

অধ্যাপক উইলফ্রেড অ্যাসওয়ার্থের সম্বর্ধনা সভা

পলিটেকনিক অব সেন্ট্রাল লণ্ডনের মুখ্য গ্রন্থাগারিক এবং ASLIB ও Libray Association-এর প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক উইলফ্রেড অ্যাসওয়ার্থকে সম্বর্ধনা জানান হল গত ২৩শে নভেম্বর, ইয়াসলিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম উদ্যোগে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কারিগরী প্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রন্থাগারিক সম্মেলনে আগত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু প্রতিনিধি।

সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় তাঁর সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক অ্যাসওয়ার্থের কর্মময় জীবনের সাথে উপস্থিত সকলের পরিচয় করিয়ে বলেন সম্ভবতঃ তিনিই লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি, যিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে পদার্পণ করলেন, সেদিক দিয়ে এদিনের সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যুক্তরাজ্যের বিশেষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করবার জন্য সম্মানিত অতিথিকে অনুরোধ জানান।

অধ্যাপক অ্যাসওয়ার্থ তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে যুক্তরাজ্যের বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহের অবস্থা এবং তার সমস্যা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বিশেষ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি এবং সাধারণতঃ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাই ছিলেন এই ধরণের গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা ; তাই যুক্তরাজ্যের বেশীর ভাগ বিশেষ গ্রন্থাগারই শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে যুক্ত।

তিনি বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে জ্ঞানরাজ্যে যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে এবং নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে, তার সঙ্গে তাল রেখে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, বিশেষতঃ বর্গীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ হয়নি এবং ফলে বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। সমস্যা সবচেয়ে বেশী বিশেষ গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবার ক্ষেত্রে। কারণ, সেখানেই সম্মুখীন হতে হয় তার জটিল এবং তাৎক্ষণিক সমস্যা সম্পর্কিত সব প্রশ্নের এবং সেক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রন্থপঞ্জী বা সূচী, নির্দেশিকা সমাধান হিসাবে কার্যকর হয় না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন পাঠকের সমস্যাকে সম্যকভাবে উপলব্ধির, কারণ তাঁর সমস্যার সমাধানই তখন একমাত্র কাম্য—এবং গ্রন্থাগারিককে সম্ভাব্য বিভিন্ন সমাধানের মধ্যে সবকটিকে বেছে গ্রহণ করতে হয় ; সেজন্য প্রয়োজন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, তাঁকে বিষয় বিশেষের বিশেষজ্ঞ হয়।

তাঁর মতে, গ্রন্থাগারিককে বিষয়সম্পর্কিত তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস করলেই চলে না, সেই জ্ঞানের অপরিপূর্ণতা (knowledge gap) সম্পর্কেও তাকে অবহিত হতে হবে। যুক্তিসঙ্গত (Logical) বিন্যাস এই শূন্যতাকে আবিষ্কারে সহায়তা করে।

তিনি বলেন, বিশেষ গ্রন্থাগারসমূহ জটিলতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। শিল্পসংস্থাগুলির একীকরণ, হস্তান্তর এবং অধিকতর পরিমাণে যন্ত্রগণকের উপর নির্ভরশীলতাকে তিনি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেন, কারণ এর ফলে গবেষণাকর্মী ও গ্রন্থাগারকর্মী পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগী কর্মসূচী হ্রাস পাচ্ছে। জ্ঞানের যান্ত্রিকীকরণ আপাতঃদৃষ্টিতে লাভজনক মনে হলেও 'ঈশ্বর' যন্ত্রগণকেরও কাজের একটা সীমা আছে এবং তিনি সব সমস্যার সমাধান হতে পারেন না।

তিনি বলেন, 'এই দুর্ভাগ্যজনক ঝোঁকগুলি আমাকে ব্যথিত করে কারণ আমি মনে করি নূতনতর প্রশ্নাবলীর সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে গ্রন্থাগারিক এবং তাঁর পাঠকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং পরিচিতি এবং এই যোগাযোগ বিঘ্নিত হলে ভবিষ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ প্রশ্নকর্তা ও গ্রন্থাগারিকের সম্পর্কের উন্নতির উপরই ভবিষ্যত নির্ভর করছে।'

শ্রীঅ্যাসওয়ার্থের ভাষণ শেষে শ্রীফণিভূষণ রায় ধন্যবাদ জানান শ্রীঅ্যাসওয়ার্থকে তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণ দেওয়ার জন্য এবং টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীদাসকেও শ্রীঅ্যাসওয়ার্থকে উপস্থিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। অধ্যক্ষ দাস তাঁর ভাষণে বলেন যদিও তিনি এক বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বৃত্তিকুশলীদের বিদগ্ধ সভায় এসেছেন এমনকি কিছু বলতেও উঠেছেন তবুও এ কথা ঠিক যে তিনি ঐ বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন। তবুও সম্পূর্ণ অন্য-বৃত্তির ব্যক্তি হয়েও গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রতি রয়েছে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।

অতঃপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী শ্রীঅ্যাসওয়ার্থ, অধ্যক্ষ দাস, বৃটিশ কউন্সিলের গ্রন্থাগারিকা রমলা মজুমদার, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্যের সঙ্গে পরিষদ প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার

গত ১১ ডিসেম্বর সকাল ১১-৩০ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিকের সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। আলোচনার প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী প্রতিনিধিদলের অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীবসুমল্লিকের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রতিনিধিদলে কর্মসচিব

ছাড়াও ছিলেন সর্বশ্রী: ফণিভূষণ রায়, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন ও বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র হয়ে শ্রীফণিভূষণ রায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন সময় ও স্তরে আবেদন করে আসছে, তা সত্ত্বেও, সরকার গ্রন্থাগার আইন প্রনয়নে সচেষ্ট হননি। ভারতের চারটি প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে অথচ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম প্রগতিশীল রাজ্য হয়েও এদিকে পিছিয়ে রয়েছে। শ্রীরায় পশ্চিমবঙ্গের জনগণের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীতার কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির' সুপারিশও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। প্রদেশের প্রত্যন্তভাগ ও রাজধানীর মধ্যে এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কেবলমাত্র গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেই সম্ভব বলে শ্রীরায় অভিমত পোষণ করেন।

শ্রীবসু মল্লিক বলেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে তাতে বৃত্তিগত শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে, এই বৃত্তিগত শিক্ষা বিভাগের পাঠ সূচীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে, অধিকতর কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। এছাড়া তিনি পরিষদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা সমূহকে বাস্তবায়িত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

অতঃপর শ্রীফণিভূষণ রায় রাজ্যের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহ, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ও মহাবিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করেন। কোনরূপ সুনির্দিষ্ট পন্থার অভাবে এই সব গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় যে প্রকৃতপক্ষে কোন উপকারেই আসছেনা সেদিকে যোজনা পর্ষদের মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব এবং সর্বোপরি সুশৃঙ্খলভাবে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার আইনের অভাবই যে উপরোক্ত অবস্থার ফল, একথা জানান শ্রীরায় শ্রীবসু মল্লিককে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও সদ্য-সাক্ষরদের সাক্ষরতাকে নিরন্তর রাখতে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভুমিকার কথাও বলা হয়। শ্রীবসু মল্লিক সদ্য-সাক্ষরদের সাক্ষরতাকে জীইয়ে রাখতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় ভুমিকার কথা স্বীকার করেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগারের পারস্পরিক যোগাযোগ রাখার কথাও স্বীকার করেন। এই সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি রাজ্য যোজনা পর্ষদের সভায় আলোচনা করবেন বলে প্রতিনিধিগণকে আশ্বাস দেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

কাশীপুর ইনস্টিটিউট, ৪৩ কাশীপুর রোড।

গত ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ শ্রীজীবনকৃষ্ণ মিত্রের সভাপতিত্বে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনে 'রাজা রামমোহন রায় আলোচনা চক্র' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা চক্রে সর্বশ্রী নির্মল মিত্র বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গুরুপদ রায় অংশ গ্রহণ করেন।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার, ২৬/৮এ, মহাত্মা গান্ধী রোড।

গত ৮ অক্টোবরে, অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের পরলোকগমনে চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের সাধারণ সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার বিদ্যার অগ্রদূত ডঃ রঙ্গনাথনের পরলোক গমন এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে এক অপূরনীয় ক্ষতিস্বরূপ। চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের এই সভা ডঃ রঙ্গনাথনের লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করে।"

নকুলচন্দ্র সেন স্মৃতি ভবন, ২৭/১এ, অশোকগড় ইস্ট।

গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসবে পতাকা উত্তোলন করেন পাঠাগার সভাপতি শ্রীশম্ভুচাঁদ ঘোষ। পাঠাগারের পক্ষ থেকে ঐদিন শহীদ বেদীতেও মাল্যদান করা হয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, পাঠাগারে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের মৃত্যুতে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

'সাধারণ পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির বর্দ্ধিত এই সভা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং বিশ্বখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডক্টর এস, আর রঙ্গনাথনের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। এই সভা মনে করে তাঁহার তিরোধানে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। এই সভা সংকল্প প্রকাশ করিতেছে যে সাধারণ পাঠাগারের কর্মীবৃন্দ পাঠাগারের সুষ্ঠুতা সম্পাদনের মধ্য দিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে।'

রাখী সংঘ, ২৪, পরমহংস দেব রোড।

গত ৭-৯ সেপ্টেম্বর তারিখে সংঘ প্রাঙ্গনে রাখী বন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ ইঙ্গিত গোষ্ঠী কর্তৃক 'মহবত' নাট্যাভিনয় ও পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক 'তাসের দেশ' নৃত্য নাট্য অনুষ্ঠিত হয়।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী, ৪সি, প্রভুরাম সরকার লেন।

গত ৩১মে তারিখে শ্রীমলয়পবন মহান্তের সভাপতিত্বে লাইব্রেরীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই পাঠাগারের উন্নতিকল্পে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এককালীন দান হিসাবে পেয়েছে। পাঠাগারে বর্তমানে ১২,৭৩৭ খানি পুস্তক আছে এবং এর পাঠক সংখ্যা ১৩৯ জন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৭২-৭৩ সালের কর্মকর্তা মণ্ডলীতে নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি—শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সহ-সভাপতি—শ্রীশরৎচন্দ্র মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীদিলীপকুমার বসু, সম্পাদক—শ্রীমিহিরকুমার মুখার্জি, গ্রন্থাগারিক—শ্রীমনোরঞ্জন সেন, সহ-গ্রন্থাগারিক—শ্রীতপনকান্তি ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবাদলকুমার সরখেল।

চব্বিশ পরগণা

তারাগুনিয়া বীণাপানি পাঠাগার, তারাগুনিয়া।

গত ১৪ নভেম্বর 'শিশুদিবস' উপলক্ষে পাঠাগার প্রাঙ্গনে শ্রী প্রমথনাথ নাগচৌধুরীর সভাপতিত্বে শিশু সমাবেশ হয়। সভায় শিশুদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাশেষে সকলকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

পানিহাটী ক্লাব, নরেন ব্যানার্জী রোড।

গত ১৩মে তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় পঠিত কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯৫ জন। গ্রন্থাগারের অবস্থা উদ্বেগজনক এবং গ্রন্থাগারের অস্বাস্থ্যকর এবং অবৈজ্ঞানিক পরিবেশে পুস্তক সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে বলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জানান। অতিরিক্ত অর্থ সাহায্যের জন্য তিনি সভ্যদের কাছে আবেদন জানান।

নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, *নদীয়া জেলা শাখা।*

গত ৮ নভেম্বর ভাতজাংলা রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রামীন গ্রন্থাগারে কর্মী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। ৩৫ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস, সহ-সভাপতি শ্রীকেশবলাল চক্রবর্তী, সম্পাদক—শ্রীমদনমোহন মল্লিক, সহ-সম্পাদক—শ্রীঅনিলকুমার কর, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বাস, সদস্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী অলোককুমার দত্ত, সাগরময় অধিকারী, নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রনজিৎ মুখোপাধ্যায়, নারানচন্দ্র দত্ত, অজিতকুমার প্রামানিক ও সন্তোষকুমার সরকার।

কেচুয়াডাঙ্গা কিশোরীমোহন রুর‍্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক যতীন্দ্রনাথ অধিকারীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে যতীন্দ্রনাথ অধিকারীর পরিবারকে ৬০ টাকা বিশেষ সাহায্য দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকেও অনুরোধ জানান হয়।

বর্ধমান

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার, কালনা।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, মহকুমা গ্রন্থাগার ভবনে ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের মৃত্যুতে দুইমিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

কালনা মহকুমা কর্মীগণের এই সভা ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের পুরোধা, গ্রন্থাগার বিমানের জাতীয় অধ্যাপক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, দেশবরেণ্য গ্রন্থাগারিক মাননীয় ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন মহাশয়ের তিরোধানে গভীর শোক ও মর্মবেদনা অনুভব করিতেছে। এই সভা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জাতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁহার বিরাট অবদানের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছে এবং তাঁহার অবর্তমানে গ্রন্থাগার জগতে যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অপূরণীয় বোধে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার অমর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করিয়া এই সভা প্রণতঃ চিত্তে নীরব বেদনায় শোক জ্ঞাপন করিতেছে।'

গত ২ অক্টোবর সকাল ৯ টায় গ্রন্থাগার ভবনে মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে অম্বিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পারিচালনায় এন, সি, সি, ছাত্রগণ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। উপস্থিত সকলের শপথ বাক্য পাঠ ও 'রামধুন' সঙ্গীতের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়।

গত ৮ অক্টোবর কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় মহকুমা শাসক শ্রীভবতোষ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে। সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী গৌরশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়' বিনয় মুখোপাধ্যায় ও তেজেন্দ্রনাথ রায়। সভাপতির ভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়।

ছোটবৈনান কবিকঙ্কন পাঠাগার, ছোটবৈনান।

গত ২ অক্টোবর কবিকঙ্কন পাঠাগারে শ্রীসিদ্ধেশ্বর মণ্ডলের সভাপতিত্বে গান্ধী জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। সভায় গান্ধীজীর জীবনী পাঠ করেন শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য ও বাণী পাঠ করেন শ্রীকল্যানকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ও দয়াময় মুখোপাধ্যায়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর পাঠাগার ভবনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৫২ তম জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীবাসুদেব দে। বিদ্যাসাগরের জীবনী ও রচনা সম্পর্কে সভাপতি ছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, সর্বশ্রী বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ পণ্ডিত, অনিলকুমার পণ্ডিত, সুদাম সাহা, স্বপন দে'ও বলাই সাহা। শেষে সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গত ৩ অক্টোবর জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার এবং জাড়গ্রাম পরিবার ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের যুগ্ম উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয় শ্রীমতী রেনুকণা চট্টোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে। শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর লেখা থেকে পাঠ করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবনী আলোচনা করেন সভানেত্রী ও শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী। এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর 'রামধুন' সঙ্গীতের মাধ্যমে উৎসব সমাপ্ত হয়।

সুভাষ পাঠাগার, কালনা।

গত ৬ অক্টোবর সুভাষ পাঠাগার পত্রিকা 'মহুয়ার' দশম বার্ষিকী উপলক্ষে পত্রিকার স্থানীয় লেখকদের নিয়ে এক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় শ্রীমানবেন্দ্র পালকে সভাপতি এবং শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়কে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত করে সুভাষ পাঠাগারের উদ্যোগে 'মহুয়া' সাহিত্য বাসর স্থাপন করা হয়।

পল্লীসেবানিকেতন গৌরীবালা স্মৃতি গ্রাম্য গ্রন্থাগার, বেড়গ্রাম।

গত ১৩ ভাদ্র, ১৩৭৯ গ্রন্থাগারে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন বিশ্বভারতীর দর্শন শাস্ত্রের রীডার ডঃ সুধীন চক্রবর্তী। সভায় শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে শ্রীতুষার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী

গত ১৭ সেপ্টেম্বর রামরঞ্জন পৌরভবনে শরৎ চন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। সভার উদ্বোধন করেন শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ পশুপতি শাসমল।

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বোলপুর

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর '৭২ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ডঃ রঙ্গনাথনের তিরোধানে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীদের এক মিলিত শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ডাঃ বিমলকুমার দত্ত ডঃ রঙ্গনাথনের জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ রঙ্গনাথনের লিখিত অংশ পাঠ করেন। উপস্থিত সকলে এক মিনিট মৌনতা অবলম্বন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সর্বশেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়।

"বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সভা গ্রন্থগার বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ ডঃ শ্রীশিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের মৃত্যু সংবাদে গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করছে।

গ্রন্থাগারিকরূপে ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকরূপে তাঁর অসামান্য অবদান ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রন্থগারিকতাবৃত্তি আধুনিক কালে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং বৃত্তিগত মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর এই অবদান তাঁকে শুধু স্বদেশেই নয় সমগ্র বিশ্বে এক বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণার ব্যাপকতা ছিল সর্বতোমুখী ও সর্বত্র প্রসারী এবং তাঁর গবেষণালব্ধ ফলগুলি বর্তমান কালের ও আগামী দিনের গ্রন্থাগার কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষক সকলের কাছেই, তত্ত্বগত ও প্রয়োজনগত উভয় দিক দিয়েই, অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হবে।

জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজেকে ব্যাঙ্গালোরের ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টারের গবেষণা কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণার কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হল। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থাগারিক, সার্থক শিক্ষক ও অক্লান্ত গবেষককে হারাল।

এই সভা তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করছে এবং তাঁর আত্মীয় বর্গের দুঃখে যথোচিত সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করছে।"

মেদিনীপুর

কৈবল্যদায়িনী বানিজ্য মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গত ৩০ সেপ্টেম্বর কৈবল্যদায়িনী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ ডঃ রঙ্গনাথন স্মরণ সভার আয়োজন করে। এই সভায় নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়।

"প্রবীন শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথনের দেহান্তরে আমাদের গ্রন্থাগার সমাজের তথা জাতির যে অপরিসীম ক্ষতি সাধন হইল তাহা সত্যই অপূরণীয়। এই নিদারুণ দুঃখে তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। আমরা ডঃ এস, আর রঙ্গনাথনের পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।"

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

গত ৯ সেপ্টেম্বর শ্রীহরিসাধন সরকারের সভাপতিত্বে সরলাদেবী চৌধুরাণীর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হয়। শ্রীবিষ্ণুপদ মিশ্রের মঙ্গলাচারণের পর জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য সরলা দেবী চৌধুরাণীর সমাজ ও সাহিত্য সেবা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর পৌরহিত্বে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৯৭ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিদ্যাসাগরের রচনা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীগণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আলোচনায় সভাপতি ব্যতীত সর্বশ্রী বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, সুখেন রায় ও হরিদাস সরকার অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস বিদ্যাসাগারের প্রিয় কীর্তন গান করেন এবং জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

গত ১ অক্টোবর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের উদ্দেশ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 'কোলন' প্রথার জনক ডঃ রঙ্গনাথনের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করেন। সভাস্থ সকলে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং একটি শোক প্রস্তাবও গ্রহণ করেন।

পল্লীজ্যোতি পাঠাগার, কুঁকড়হাটি

গত ১৪ নভেম্বর পাঠাগার প্রাঙ্গনে শ্রীঅমিয়গোপাল সান্যালের সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি শ্রীনীলাম্বর মল্লিকের উপস্থিতিতে জওহর শিশু দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, ক্রীড়া ও সঙ্গীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, ব্রতচারী প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৮০০ শিশু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে।

বিধান স্মৃতি পাঠাগার, সুতাহাটা

গত ১৪ নভেম্বর শ্রীবরদাকান্ত পাড়ুই এর সভাপতিত্বে এবং গ্রন্থাগারিক শ্রী দেবেন্দ্রনাথ পাড়ুই এর পরিচালনায় প্রায় ৪০০ শিশু সমভিব্যহারে 'জওহর শিশু দিবস, পালন করা হয়। এই উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীজগদীশ চন্দ্র ভূঞা।

হাওড়া

কানপুর সেবা সঙ্ঘ পাঠাগার, কানপুর

গত ১০ সেপ্টেম্বর, সঙ্ঘ ভবনে দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ বিভূতিভূষণ পালধি মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সঙ্ঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৯৩ জন, পুস্তক সংখ্যা ২,৩৫৯টি এবং আলোচ্য বৎসরে ৭৮৩,২৯ টাকায় পুস্তক কেনা হয়। দেশ, প্রণব, শুকতারা, শিশুসাথী, বসুমতী প্রভৃতি সাময়িক পত্রপত্রিকা পাঠকক্ষে নিয়মিতভাবে রাখা হয়।

বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী, বাঁ্যাটরা

গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্রকুমার দাশের মৃত্যুর ফলে ১৩৭২-৭৩ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত সদস্য গণকে নিয়ে পুনর্গঠিত হয়েছে। শ্রীতেজচন্দ্র রায়চৌধুরী (সভাপতি), শ্রীদাশরথি দে ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভদ্র (সহ সভাপতি) শ্রীতপন কুমার রায়চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক) শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ (সহ সাধারণ সম্পাদক) শ্রীশঙ্কর দাস কুণ্ডু (কোষাধ্যক্ষ) শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও শ্রীঅমর বসু (হিসাব রক্ষক) সর্বশ্রী প্রাণকুমার মজুমদার, বৈদ্যনাথ মাঝি ও রনজিৎ দত্ত (গ্রন্থাগারিক), শ্রীকানাইলাল রায় (সম্পাদক, সমাজ শিক্ষা), শ্রীমুরারীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদক, সাংস্কৃতিক বিভাগ) শ্রীশিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, ক্রীড়া বিভাগ), শ্রীমতী অর্চনা রায় (সম্পাদিকা, মহিলা বিভাগ), শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, কিশোর বিভাগ) সর্বশ্রী প্রনবকুমার সিংহ, গোপাল দে, শ্যামল গুপ্ত ও দিলীপকুমার দাস (সদস্য)।

সংস্কৃতি, চাকপোতা

গত ৭ অক্টোবর শ্রীনিমাই মান্নার সভাপতিত্বে ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথনের স্মরণে দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শোক পালন করা হয় এবং নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

"সংস্কৃতির এই সভা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করে। তাঁর স্থান অপূরণীয়। সংস্থা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে গভীর মর্মবেদনা জানায়।"

গত ১৮ নভেম্বর শ্রীনিমাই মান্নার পৌরোহিত্যে কবি এজরা পাউণ্ড স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কবির কবিতা আবৃত্তি ও কবির সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন সভাপতি শ্রীমান্না।

সারস্বত লাইব্রেরী মাকড়দহ

গত ১ অক্টোবর শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সারস্বত লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডঃ রঙ্গনাথনের মৃত্যুতে ২ মিনিট মৌনতা পালন করে শ্রদ্ধা জানান হয়। ডঃ রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারিক শ্রীবিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, পাঠাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৫১৩৪ ও সদস্য সংখ্যা ১৭৯ জন।

মগরা সাধারণ পাঠাগার, মগরা

গত ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় পঠিত বার্ষিক কার্য বিবরণী থেকে জানা যায়, পাঠাগারে বর্তমানে পুস্তকের সংখ্যা ৪,৪৮২ খানি এবং শিশু ও আজীবন সভ্য সমেত মোট সদস্য সংখ্যা ৩১০ জন। দৈনিক গড়ে ২৫ জন পাঠক ফ্রি রিডিং টেবিল ব্যবহার করেছেন এবং ৭০টি পুস্তকের আদান প্রদান ঘটেছে। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও অমৃত বাজার পত্রিকা এবং মাসিক মৌচাক, শুকতারা, গ্রন্থাগার, কিশোর ভারতী সাপ্তাহিক অমৃত, দেশ প্রভৃতি পত্র পত্রিকাগুলি পাঠকক্ষে নিয়মিত ভাবে রাখা হয়। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নেতাজী জন্মদিবস, বাণী অর্চনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীসত্যব্রত সেন এই সভায় উপস্থিত থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামগ্রিক রূপরেখা ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। এবং আশা করেন যে গ্রন্থাগার আইনের দাবীতে পরিষদের কার্যক্রম জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে সফল হবে।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার

গত ২৬ ও ২৭শে আগস্ট, '৭২ গ্রন্থাগারের ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়।

প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন, উত্তর পাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীতরুণ কুমার মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগারের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়ে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের সদস্যদের যৌথ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং গ্রন্থাগারকে কিভাবে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানান্তে পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীগণ কর্তৃক তরজা, কবিগান পরিবেশিত হয়।

দ্বিতীয় দিন শিশু সাহিত্য সেবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা ও বর্ধমানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৫০ জন প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটেছিল, উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅখিল বন্ধু নিয়োগী (স্বপন বুড়ো) এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টচার্য, আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর, নির্মলেন্দু গৌতম, রাণা বসু, পলাশ মিত্র প্রমুখ শিশু সাহিত্যিক বৃন্দ।

ভ্রম সংশোধন

ছাপাখানার অব্যবস্থায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার গত আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় অসংখ্য ভুল রয়েছে। অপেক্ষাকৃত মারাত্মক ভুলগুলি নিম্নরূপ সংশোধিত হবে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১৬৯	২৩—২৪	রতনকুমার দাদের	রতনকুমার দাসের
,,	২৫—২৬	···অনেক বেশী। যদিও···	অনেক বেশী। সেদিক থেকে···
১৭১	১	ছাপাখানার	প্রকাশনার
১৭২	৫	১৯৬৭ সালের	১৯১৭ সালের
,,	৯	কোন ক্লাবের	'পেন' ক্লাবের
,,	১৬	সেভারকে	সেক্টারকে
১৭৫	১৬	স্বদেশিকতার	প্রাদেশিকতার
১৭৭	৩	শ্রীবিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৭৮	৬	রোল নং ১০	রোল নং ১০২
১৭৮	৮	ধনঞ্জয় লোধ	ধনঞ্জয় কোলে
,,	৯	জায়ন্তী লোধ	জয়ন্তী লোধ
,,	১৫	রোল নং ৭৫	রোল নং ৭৪
১৭৯	৩	কুমকুম বিশ্বাস (দ্বিতীয় শ্রেণী)	প্রথম শ্রেণী—কুমকুম বিশ্বাস
,,	২৩	রোল নং এম-৭০ নং ১	রোল নং এম-৭১ নং ১
১৮০	৩	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১	১৫ অক্টোবর, ১৯৭২

উপরোক্ত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

[সঃ গ্রঃ]

Abstracts

Bengal Library Association & the District Branches : *Editorial*

Comments on the relation of the District Branches with the Head quarters of Bengal Library Association. Special emphasis is given on the immediate improvement of the close knitted relation between the parent body and its branches. To organise a library movement in the state the Head office and its branches should work hand in hand. [P 181] B. C.

The Past & Present of the Association, by Pramilchandra Bose.

Narrates a chronological history of events relating to the development of the Association upto the present day. The another specially focuses the light on the inner corner of the development of Library Association keeping a view on the present administrative structure and aim and objectives of the Association. [P. 183] B. C.

The treatment of History in Dewey & Colon by Susanta Hazra

The comparative study of the subject History (Specially the Division 900 according to Dewey Decimal classitication) as pèr D. C and Colon. classification Scheme, has been dealt with. The wrong approach of subject History by D. C. Scheme has also been criticised comparing with the Colon classification Scheme. [P 196] B. C.

The International Book-year & the 60th year of the Library movement in India, by Sibendu Manna.

Explains the moot theme of the International Book-year with a special emphasis on the eradication of illeteracy by dint of the slogan, 'Books for all. Emphasis has also been given on the enactment of Library Legislation specially in West Bengal on the Silver jubilee year of the India's Independence. [P. 204] B. C.

Association News

Recepti n to Wilfred Ashworth

On the 23rd November 1972, under the auspices of Bengal Library Association and IASLIC, a reception was given to Mr. Wilfred Ashworth the noted Librarian of London at the Association Building. Mr. Ashworth spoke on the Special Library system in vogue in London and its difficulties to keep pace with the present technological development. Trainees of the Technical Training Institute & the noted Librarians from different corners were also present in the Reception.

[P 208] B. C.

Deput.tion with the member of the State Plannig Board

Representatives of Bengal Library Association had a deputation with the member of the State Planning Board, Shri P. C. V. Mullick, on the 11th December '72. The representatives stressed on the anomalies of the library system both in the public and in educational sphere, considering which, emphasis was given to enact the Library law and to tie the library Budget with that Education. The member assured to do his best.

[P204] B.C.

News From The Libraries

Birbhum : Pallisevaniketan Gowri Bala Smriti Gramya Granthager. Vivekananda Library & Ramranjan Town Hall ; Visvabharati Central Library.

Burdwan : Chhotobainan Kabikankan Pathagar ; Jaragram Makhanlal Pathagar ; Kalna Mahakuma Granthagar ; Subhas Pathagar.

Calcutta : Chinmoyee Smriti Pathagar ; Cossipore Institute ; Nakulchandra Sen Smriti Bhavan ; Rakhee Sangha ; Sailesware Library.

Hoogly : Magra Sadharan Pathagar ; Mahesh Sri Ramkrishna Granthrgar.

Howrah : Bantra Public Library ; kanpur seva Sanga Pathagar ; Sanskriti ; Saraswata Library.

Midnapore : Bidhan Smriti Pathagar ; Distict Library, Tamluk ; Kaibalyadayinee College of Commerce ; Pallijyoti Pathagar.

Nadia : West-Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Association, Nadia Branch.

24 Parganas ; Panihati Club ; Taragunia Binapani Pathagar.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ৮ } { ১৩৭৯, পৌষ

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ও তারপর

UNESCO ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসাবে পালন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, ভারতও পিছিয়ে ছিল না। এমন কি আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের রাজধানী দিল্লীরই বুকে। এ ছাড়াও ভারতের বিভিন্নস্থানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষকে স্মরণ করে বিভিন্ন আলোচনা চক্র, পুস্তক প্রদর্শনী, বিতর্ক সভা প্রভৃতি। এই সব অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মহোদয় থেকে শুরু করে প্রায় সকলেই সারগর্ভ ভাষণ আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছিলেন।

১৯৭২ সাল পার হয়েছে। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ আমরা উৎসাহের সঙ্গেই পালন করেছি। এখন আমাদের নেওয়া বিভিন্ন প্রস্তাবকে কার্যকর করে তোলার সময় এসেছে। 'সকলের জন্য বই' এই ধ্বনিকে সার্থক করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই এমন এক অবস্থা যার ফলে দেশের প্রতিটি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোক তার প্রয়োজনীয় বই বিনা আয়াসে পেতে পারে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেশের বেশীর ভাগ পাঠককেই বই কিনে পড়ার স্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়। আবার সদ্য-সাক্ষরদের উপযোগী বইয়েরও যোগান যথেষ্ট না হওয়ায় অনেকের পাঠ স্পৃহা কমে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থার অবসানে দরকার দেশের প্রতিটি এলাকায় একটি করে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা। আর এই সব গ্রন্থাগার কোন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নয়, এক সুসংবদ্ধ অবস্থায় গড়ে তুলতে হবে। নিঃশুল্ক এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায়। কারণ যে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে সেগুলির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যয় জনসাধারণের কাছ থেকে তোলার অর্থই হল

পরোক্ষভাবে শুল্কাধীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার। যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা বর্তমান উন্নতিশীল ও অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশের জনসাধারণের সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—ফলে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের চিন্তা, 'সকলের জন্য-বই' কোনকালেই ফলপ্রসূ হবে না।

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগার সমূহও পারস্পরিক সুসংবদ্ধতা গড়ে তুলতে পারে না। প্রথমত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পরিচালক সংস্থা গঠিত, তারপর পারস্পরিক বই ও পত্র পত্রিকা লেনদেনের অসুবিধা ও আর্থিক ঝুঁকি থাকাতে সুসংবদ্ধতা গড়ে ওঠে না।

এই উভয় অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যই প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের ধ্বনিকে সফল করে তুলতেই নয়, দেশের সদ্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা বজায় রাখতেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য। সাময়িক চর্চার ফলে যে জনসংখ্যা সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়, চর্চার অভাবে এবং উপযুক্ত বইয়ের অভাবে সেই সদ্য সাক্ষরেরা কালক্রমে পুনরায় অক্ষরজ্ঞানহীনদের দল ভারী করে। এই সদ্য সাক্ষরদের মনের খোরাক যুগিয়ে তাদের জ্ঞান চর্চাকে অব্যাহত রাখতে পারে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারই।

গত ৯ ডিসেম্বর কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের আলোচনাচক্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: সত্যেন্দ্রনাথ সেনও সদ্য সাক্ষরদের জন্য—অধিক পরিমানে পুস্তক প্রকাশন ও সকলের কাছে সহজলভ্য হওয়ার মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারের প্রসারের দিকে জোর দিতে বলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দাবীর সঙ্গে গত ১০ ডিসেম্বর বৃটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রেও সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবী সংযোজিত হয়।

সবদিক পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে খুব সহজেই আসা যায়, যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে আর কালক্ষেপ করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। এদিকে সরকারের আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য বিধান সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হবে খুব শীঘ্রই, এই অধিবেশনে যদি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে কোন সঠিক প্রস্তাব না নেওয়া হয়, তবে অকারণ কালহরণ ও কর্তব্য-চ্যুতির দায়ে দায়ী হবেন তাঁরা আন্তর্জাতিক শিক্ষা সমাজ ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কাছেই। পরন্তু আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মূল ধ্বনিকে কার্যকরী করার যে প্রতিশ্রুতি সকলে দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গেরও দায়ে দায়ী হবেন সংশ্লিষ্ট সকলে। তাই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর দায়িত্ব আমাদের সকলেরই—একথা যেন ভুলে না যাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান সংকট ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার

প্রবোধ ভট্টাচার্য

পুস্তক প্রকাশনা জাতির একটি অত্যাবশ্যক শিল্প। সারা ভারতে প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশী প্রকাশন সংস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন সংস্থাগুলি প্রধানতঃ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। এদের মোট সংখ্যা প্রায় তিনশতর কাছাকাছি। প্রকাশন শিল্প জাতির প্রগতি ও প্রসারের প্রতিটি দিকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং প্রকাশনশিল্পকে জাতীয় জীবনে আরো বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে এর প্রধান প্রধান সঙ্কটগুলি অনুসন্ধান করা দরকার।

উৎকৃষ্টমানের উপযুক্ত পরিমাণ কাগজের অভাব

সরকারী হিসেবে ১৯৭১-৭২ সালে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৫·৫ ভাগ। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় দশগুণ বেশী। পশ্চিমবঙ্গের কাগজকলগুলির অনমনীয় অসহযোগিতা ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কালোবাজারি কাগজের ঘাটতি ও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। জাতীয় চাহিদা মেটাতে নতুন নতুন কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন নতুবা অদূর ভবিষ্যতে বহু প্রকাশন সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে কাগজের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৭৩ মিলিয়ন কে. জি.। [Economic Review, 1971-72, Govt of West Bengal] এই উৎপাদন ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ২০ ভাগ। ইণ্ডিয়ান পেপার মেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতে বর্তমান কাগজ শিল্পের সঙ্কটের অন্যতম কারণগুলি হোল কাঁচামালের অভাব, বিদ্যুৎসঙ্কট ও উপযুক্ত পরিমাণ ওয়াগনের অভাব।

কাগজ তৈরীর অত্যাবশ্যক কাঁচামাল বাঁশ ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের কাগজ উৎপাদকদের সন্নিহিত রাজ্যগুলি হতে বাঁশ সংগ্রহ করতে হয়। এই সমস্ত রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্যের মিলগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বনজ অঞ্চল লীজ দেয়। এছাড়াও কাঁচামাল অবাধে ও সমনীতির ভিত্তিতে চলাচল করতে দেওয়া হয় না। বাঁশ উৎপাদনে রাজ্য বন দপ্তর উদ্যোগী হলে এই সঙ্কটের কিছুটা সুরাহা হয়। রয়্যালটি ধার্যের ব্যাপারেও বাস্তবভিত্তিতে একটা সমরূপ জাতীয় বননীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ঘন ঘন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় কাঁচামাল ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর একটি গুরুতর সঙ্কট হ'ল উপযুক্ত পরিমান

পরোক্ষভাবে শুল্কাধীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার। যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা বর্তমান উন্নতিশীল ও অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশের জনসাধারণের সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—ফলে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের চিন্তা, 'সকলের জন্য-বই' কোনকালেই ফলপ্রসূ হবে না।

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগার সমূহও পারস্পরিক সুসংবদ্ধতা গড়ে তুলতে পারে না। প্রথমত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পরিচালক সংস্থা গঠিত, তারপর পারস্পরিক বই ও পত্র পত্রিকা লেনদেনের অসুবিধা ও আর্থিক ঝুঁকি থাকাতে সুসংবদ্ধতা গড়ে ওঠে না।

এই উভয় অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যই প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের ধ্বনিকে সফল করে তুলতেই নয়, দেশের সদ্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা বজায় রাখতেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য। সাময়িক চর্চার ফলে যে জনসংখ্যা সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়, চর্চার অভাবে এবং উপযুক্ত বইয়ের অভাবে সেই সদ্য সাক্ষরেরা কালক্রমে পুনরায় অক্ষরজ্ঞানহীনদের দল ভারী করে। এই সদ্য সাক্ষরদের মনের খোরাক যুগিয়ে তাদের জ্ঞান চর্চাকে অব্যাহত রাখতে পারে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারই।

গত ৯ ডিসেম্বর কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের আলোচনাচক্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনও সদ্য সাক্ষরদের জন্য—অধিক পরিমানে পুস্তক প্রকাশন ও সকলের কাছে সহজলভ্য হওয়ার মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারের প্রসারের দিকে জোর দিতে বলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দাবীর সঙ্গে গত ১০ ডিসেম্বর বৃটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রেও সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবী সংযোজিত হয়।

সবদিক পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে খুব সহজেই আসা যায়, যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে আর কালক্ষেপ করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। এদিকে সরকারের আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য বিধান সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হবে খুব শীঘ্রই, এই অধিবেশনে যদি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে কোন সঠিক প্রস্তাব না নেওয়া হয়, তবে অকারণ কালহরণ ও কর্তব্যচ্যুতির দায়ে দায়ী হবেন তাঁরা আন্তর্জাতিক শিক্ষা সমাজ ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কাছেই। পরন্তু আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মূল ধ্বনিকে কার্যকরী করার যে প্রতিশ্রুতি সকলে দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিভঙ্গেরও দায়ে দায়ী হবেন সংশ্লিষ্ট সকলে। তাই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর দায়িত্ব আমাদের সকলেরই—একথা যেন ভুলে না যাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান সংকট ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার

প্রবোধ ভট্টাচার্য

পুস্তক প্রকাশনা জাতির একটি অত্যাবশ্যক শিল্প। সারা ভারতে প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশী প্রকাশন সংস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন সংস্থাগুলি প্রধানতঃ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। এদের মোট সংখ্যা প্রায় তিনশতর কাছাকাছি। প্রকাশন শিল্প জাতির প্রগতি ও প্রসারের প্রতিটি দিকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্থতরাং প্রকাশনশিল্পকে জাতীয় জীবনে আরো বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে এর প্রধান প্রধান সঙ্কটগুলি অনুসন্ধান করা দরকার।

উৎকৃষ্টমানের উপযুক্ত পরিমাণ কাগজের অভাব

সরকারী হিসেবে ১৯৭১-৭২ সালে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে শতকবা ৫'৫ ভাগ। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় দশগুণ বেশী। পশ্চিমবঙ্গের কাগজকলগুলির অনমনীয় অসহযোগিতা ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কালোবাজারি কাগজের ঘাটতি ও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। জাতীয় চাহিদা মেটাতে নতুন নতুন কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন নতুবা অদূর ভবিষ্যতে বহু প্রকাশন সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে কাগজের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৭৩ মিলিয়ন কে. জি.। [Economic Review, 1971-72, Govt of West Bengal] এই উৎপাদন ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ২০ ভাগ। ইণ্ডিয়ান পেপার মেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতে বর্তমান কাগজ শিল্পের সঙ্কটের অন্যতম কারণগুলি হোল কাঁচামালের অভাব, বিদ্যুৎসঙ্কট ও উপযুক্ত পরিমাণ ওয়াগনের অভাব।

কাগজ তৈরীর অত্যাবশ্যক কাঁচামাল বাঁশ ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের কাগজ উৎপাদকদের সন্নিহিত রাজ্যগুলি হতে বাঁশ সংগ্রহ করতে হয়। এই সমস্ত রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্যের মিলগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বনজ অঞ্চল লীজ দেয়। এছাড়াও কাঁচামাল অবাধে ও সমনীতির ভিত্তিতে চলাচল করতে দেওয়া হয় না। বাঁশ উৎপাদনে রাজ্য বন দপ্তর উদ্যোগী হলে এই সঙ্কটের কিছুটা সুরাহা হয়। রয়্যালটি ধার্যের ব্যাপারেও বাস্তবভিত্তিতে একটা সমরূপ জাতীয় বননীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ঘন ঘন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় কাঁচামাল ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর একটি গুরুতর সঙ্কট হ'ল উপযুক্ত পরিমান

ওয়াগনের অভাব। ওয়াগনের অভাবে কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য যথা চুনাপাথর, কয়লা, ট্যালকম পাউডার ইত্যাদি সংগ্রহে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত কাঁচামাল সড়কপথে সংগ্রহ করা ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে উৎপাদিত কাগজের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক ষোল দফা শিল্প ইন্‌সেনটিভস্ (Incentives) কাগজ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

ক্ষুদ্রায়তন কাগজ উৎপাদকদের সমস্যা ভিন্ন ধরনের। ক্ষুদ্রায়তন কাগজকলগুলি সাধারণতঃ বাজে কাগজের কাটিং, খড় ও আখের ছোবড়া কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে। এই সমস্ত কাঁচামালের দামও গত তিনবছরে প্রতি টনে প্রায় ৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ —বড় মিলগুলি তাদের কাগজের মণ্ডের ঘাটতি বাজে কাগজের কাটিং দ্বারা পূরণ করে। বাজে কাগজের কাটিং-এর বড় সরবরাহকারী সরকার নিজেই। কাজেই সরকার যদি এই কাঁচামাল টেণ্ডার মাধ্যমে বিলি না করে নির্দ্ধারিত মূল্যে ক্ষুদ্রায়তন কাগজকলগুলির মধ্যে বিলি করেন তবে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। এছাড়া প্রাইস প্রেফারেন্স, এক্সাইজ ডিউটির বিশেষ সুবিধা ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষুদ্রায়তন কাগজশিল্পকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

মুদ্রণ যন্ত্র ও অন্যান্য কাঁচামাল

প্রকাশন শিল্পের প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিমান উৎকৃষ্ট মানের মুদ্রণযন্ত্রের উৎপাদন করা দরকার। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে মুদ্রণ যন্ত্র আমদানী করা যেতে পারে। এ ছাড়া বর্দ্ধিত চাহিদা অনুসারে প্রকাশন শিল্পকে যদি উদারভাবে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, স্পেয়ার পার্টস্ ইত্যাদি আমদানী করতে না দেওয়া হয় তবে এই শিল্প পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যথোপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণে স্বভাবতই অপারগ হবে। ছাপার কালি, হরফ, প্রেস ও প্রিণ্টার্স মেটিরিয়ালস্ ইত্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধি পুস্তক উৎ-পাদনের খরচ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া প্রোসেস্ এনগ্রেভিং শিল্পেও গত কয়েকবছরে বিভিন্ন কাঁচামালের যথা ফটো প্লেট ও ফিল্ম, তামা ও দস্তার পাত, আর্ক ল্যাম্প কার্বন, আর্টিষ্টস্ ব্রাশ, বিদেশী আর্ট পেপার ইত্যাদির অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, ভারত সরকারের আমদানীর অনুদার নীতির ফলে এই শিল্প এক সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে পৌছেছে। আমদানীকৃত কাঁচামাল শুল্ক ও মাশুল বৃদ্ধির জন্য আরো দুর্মূল্য হওয়ায় প্রকাশিত বইয়ের মূল্য আমদানীকৃত বিদেশী বইয়ের চেয়ে অত্যধিক বেশী হয়। কারণ আমদানী করা কাঁচামাল, ও মুদ্রণ যন্ত্র ইত্যাদির উপর যে হারে কর বসান হয়েছে সে হারে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বইয়ের উপর কর বসান হয় নি। প্ল্যানিং কমিশনের মুখপত্র "যোজনা"র ২৫শে জুলাই, ১৯৭১ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে যে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বইয়ের পরিবর্তে কাগজ আমদানী যদি শুল্কমুক্ত হোত তবে অনেক বেশী পরিমাণে সুলভ মূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হোত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কাঁচামালের অবাধ চলাচল অব্যাহত না থাকায় বইয়ের অবাধ চলাচল অর্থপূর্ণ হয়নি। ফলে অসম প্রতিযোগিতা

অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এছাড়া ট্যারিফ কমিশনের মাধ্যমে কাগজ ও অন্যান্য কাঁচামালের মূল্য নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকাশক ও কর্মী

প্রকাশকই লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন। সেজন্য প্রকাশকের উপযুক্ত কল্পনাশক্তি, ব্যবসায়িক দক্ষতা ও আধুনিক প্রকাশন শিল্প সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা দরকার। অথচ অধিকাংশ প্রকাশকই প্রকাশনের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। সেজন্য প্রকাশনার সর্বাধুনিক সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও বহু প্রকাশন সংস্থা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশন সংস্থাগুলির উচিৎ কর্মীদের প্রকাশন শিল্পের শিক্ষণের সুযোগ দেওয়া। কলকাতায় স্কুল অফ প্রিণ্টিং টেকনোলজিতে স্বল্পকালীন ছয়মাসের সান্ধ্য শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশন শিল্প অন্যতম পাঠ্য বিষয় করা প্রয়োজন।

উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থার অভাব

অনেক ছোট ছোট শহরেই উপযুক্ত পুস্তকবিক্রয় সংস্থার অভাব দেখা যায়। কোন কোন দূরবর্তী অঞ্চলে একেবারে নেই বললেই চলে। গ্রামাঞ্চলে অবস্থাটা আরো শোচনীয়। এই সমস্ত অঞ্চলে ডাকযোগে বই সংগ্রহ করা ব্যয়বহুল। বিদেশে শিল্পোন্নত দেশগুলির মতো ডাক বিভাগের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিলে এই অসুবিধার কিছুটা সুরাহা হয়। বিভিন্ন পুস্তক বিক্রয় সংস্থার মজুদ বইয়ের সংখ্যাও খুব উল্লেখযোগ্য নয়। বিজ্ঞান সম্মত সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে এই বই পৌঁছে দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পেশাদারী সংস্থাদেরই অগ্রণী হতে হবে। অ্যামেরিকায় American Book Publishers Council এর ১৮৮ জন প্রকাশক-সদস্য নিয়ে গঠিত Credit Information Service সংস্থা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই সংস্থা নির্ধারিত ফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন পুস্তক বিক্রেতাদের আর্থিক সঙ্গতি, ব্যবসায়িক খবরাখবর ইত্যাদি সংগ্রহ করে। এই সমস্ত সংগৃহীত খবরাখবর বিভিন্ন প্রকাশক-সদস্যদের অনুরোধে তাদের গোপন ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়। এই সংস্থা কেবলমাত্র Clearing house এর কাজ করে। কিন্তু কখনও কোন প্রকাশক-সদস্যকে কোন বিশেষ কার্য পদ্ধতি অনুমোদন বা প্রস্তাব করে না। সাধারণভাবে প্রতিটি প্রকাশককে প্রতিটি পুস্তক বিক্রেতার নিকট হতে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও আর্থিক খবরাখবর সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে অথবা কোন অসন্তোষজনক উৎস হতে সংগ্রহ করতে হতো। কিন্তু Credit Service সংস্থায় কেবলমাত্র একবার অনুসন্ধানেই এই সমস্ত প্রয়োজনীয় খবরাখবর জানা যায়। এইভাবে এই সংস্থা পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক উভয়েরই সময় ও খরচ বাঁচাতে সাহায্য করে। Credit Service সংস্থা ও পুস্তকবিক্রেতাদের এই পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে পুস্তক বিক্রেতারা ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভবান হন এবং এবং ব্যবসায়ের উপযুক্ত আর্থিক নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হন। Credit Service সংস্থা পুস্তক বিক্রেতাদের প্রদত্ত বিভিন্ন আর্থিক বিবৃতি বিশ্লেষণ করে, এবং-

পুস্তকবিক্রেতাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া ব্যবসার বিভিন্ন ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উপযুক্ত পরামর্শের মাধ্যমে তাদের ব্যবসাকে মজবুত আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকদেরও সুস্থ ক্রেডিট্ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে। এ ছাড়াও এই সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতাদের জ্ঞাতার্থে সরবরাহ করে। জাতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় প্রকাশন সংস্থাগুলি Credit Service এর মতো একটি সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হলে বণ্টন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকরা সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে বই বিজ্ঞাপিত করার ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। প্রকাশকেরা মিলিতভাবে প্রায়ই পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারেন। বিভিন্ন মেলায়, উৎসবে, বইয়ের স্টলের মাধ্যমেও সাধারণ মানুষকে পুস্তকমুখী করা যেতে পারে। বিভিন্ন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা জাতীয় গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে পুস্তকপ্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। কলকাতার বিভিন্ন সভা সমিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার খবরাখবর সংবাদপত্রের সভাসমিতির স্তম্ভে দেখা যায়। সেই সমস্ত সভা সমিতির উদ্যোক্তাদের অনুমতি নিয়ে স্বল্প পরিসরে পুস্তকপ্রদর্শনীব আয়োজনও মাঝে মাঝে করা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন, সিনেমা স্লাইডে বিজ্ঞাপন, বড় বড় রাস্তার হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন পেট্রল পাম্প স্টেশনের অতিরিক্ত স্থানে রেলওয়ে স্টেশনে, রেলওয়ে টাইম টেবিলে, প্রতিটি বড় বড় বাজারে বইয়ের প্রদর্শন করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। এসব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য হোল সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে বই পৌঁছে দেওয়া। অথচ আজও এ সমস্ত ব্যাপারে প্রকাশকেরা যথেষ্ট উৎসাহী হননি। সরকারী স্তরেও এ ব্যাপারে যা করণীয় তার কিছুই করা হয়নি।

বহিবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী বইয়ের উপযুক্ত প্রচার ও সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। পুস্তকক্রয়ে উৎসুক বহু প্রবাসী বাঙ্গালী উপযুক্ত বাংলা বই সংগ্রহে অপারগ হন। গত দুর্গাপূজায় কলকাতার একটি প্রকাশন সংস্থা 'মিত্র ও ঘোষ' বোম্বাইতে বাংলা বইয়ের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যম। এছাড়া বহির্ভারতের বইয়ের বাজারও উপেক্ষণীয় নয়। ইংরাজীতে প্রকাশিত ভারততত্ত্ব বা Indology সংক্রান্ত বইগুলির বিদেশের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে অথচ উপযুক্ত প্রচারের অভাবে বিদেশের বাজারে এই সমস্ত পুস্তকের ব্যবসা সম্প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

উপযুক্ত লেখকের অভাব

উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাবে উপযুক্ত লেখকের অভাব দেখা দিয়েছে। অনেক বিখ্যাত লেখক এ কারণে বিদেশী প্রকাশন সংস্থার দ্বারস্থ হন। এ ব্যাপারে সরকারী স্তরে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য বেশ কিছু বই ক্রয়ের অনুদান দিলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন না থাকায় সেটা কার্যকরী করাও সম্ভবপর নয়। এ ছাড়া বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে

লেখকদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। প্রকাশকদেরও স্বলভ মূল্যে বই প্রকাশে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। পুস্তক প্রকাশন শিল্পকে অগ্রাধিকার শিল্প বা priority industry ঘোষণা এবং বিভিন্ন আর্থিক ঋণসংস্থা ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে উদার মতে ঋণ দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজনে সরকারী স্তরে একটি "পুস্তক ঋণ সংস্থা" গঠন করা যেতে পারে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ব গ্রন্থ মেলার উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি গিরি পুস্তক প্রসারণে সরকারকে প্রকাশকদের দায়িত্বের অংশ গ্রহণে অনুরোধ করেছেন। তিনি পুস্তক প্রকাশনে সরকারী সাবসিডির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখও করেছেন। ১৯৬৭ সালে গঠিত "জাতীয় পুস্তক উন্নয়ন সংস্থা" যে সমস্ত বিষয়গুলি অনুমোদন করেছেন সেগুলি হোল—প্রকাশনে আরো সমবায় সমিতি গঠন, পাঠ্যবস্তু ক্রয়ে টেণ্ডার প্রথার বিলোপ, ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর নিয়মিত প্রকাশ, কাগজ সরবরাহে প্রকাশকদের বিশেষ স্থবিধা দেওয়া, প্রকাশকদের জন্য প্রয়োজনীয় নিউজপ্রিণ্ট আমদানী, বইয়ের উপযুক্ত বাজার তৈরী, গ্রন্থাগারের অধিকতর প্রসার ইত্যাদি। এই অনুমোদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলি হোল প্রকাশকদের ধার্য আয় থেকে শতকরা ২০ ভাগ কর রেহাই, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হতে উদার আর্থিক সাহায্য, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীতে ভারতের অংশ গ্রহণ।

সম্প্রতি দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থলভ মূল্যে বাংলা বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে বার্ষিক ২৫ টাকা সদস্য ফি হিসেবে ১৫০০ শত সদস্য বিশিষ্ট একটি বুক ক্লাব গঠন করছেন। কেরালাতেও সাহিত্যিকরা সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থলভ মূল্যে বই প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট মানের বইয়ের প্রকাশন বাঞ্ছনীয়।

উপযুক্ত পাঠকের অভাব

এদেশের প্রকাশকেরা প্রায়ই পাঠকদের বই পড়ার আগ্রহ এবং রুচির অভাবের অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে পুস্তক পাঠে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। ইটালীতে ১৯৬২ সালে সমাজের সকল স্তরের ৪০০ লোকের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় শতকরা ৪০ ভাগই পাঠক নন। ১৯৬৭ সালে ফ্রান্সে প্রায় ৬,৮৬৫ জন লোকের মধ্যে অনুরূপ একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা ৫৩ ভাগই পাঠক নন। হল্যাণ্ডে ১৯৬০ সালের একটি সমীক্ষায় প্রকাশ শতকরা ৪০ ভাগ লোকই পুস্তক পাঠে অনিচ্ছুক বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে ১৯৬৩-৬৪ সালে অনুন্নত দেশ পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) সকল স্তরের প্রায় ১৪৫টি সরকারী কর্মচারী পরিবার (মোট ৪৮৮ জন) সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে শতকরা ১১ ভাগের কিছু কম পাঠক নন। অত্যন্ত উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষিত লোকের একটি বিরাট অংশই কদাচিৎ কিংবা একেবারেই বই পড়েন না। যুব ও ছাত্র সমাজের মধ্যে পুস্তকপাঠে অনীহা ততটা নয়। সুইজারল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে যথাক্রমে ১৯৬০ ও ১৯৬২-৬৩ সালে যুব সমাজের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যথাক্রমে শতকরা ৭ ভাগ ও শতকরা ৮·৯ ভাগ পাঠক নন।

(Reading habits & book hunger : Robert Escarpit—the UNESCO Courier, Jan 72) ভারতবর্ষেও জাতীয় পাঠক সমীক্ষায় দেখা গেছে পাঠকের সংখ্যা ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের মধ্যেই সর্বাধিক এবং বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে পুস্তক পাঠের অভ্যাস কমে আসে। [The Statesman dt. 23-1-72] আমাদের দেশেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পুস্তক পাঠে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক দীনতাও পাঠকের অপ্রতুলতার অন্যতম কারণ। বর্ত্তমানে পুস্তকের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। সাধারণ পাঠকের কাছে বই কেনা সেজন্য একটা বিলাসিতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহত্তর পাঠক সাধারণের কাছে সুলভ মূল্যে বই পৌঁছে দিতে না পারলে এ সমস্যা থেকেই যাবে। অবশ্য প্রকাশকেরা এ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। অনেক প্রকাশকই ঝকঝকে মলাটের নিচে বস্তাপচা বিষয় দিয়ে পাঠক মহলে সাড়া জাগাতে চান। উপযুক্ত প্রচার ও বণ্টন ব্যবস্থা থাকলে সুলভ মূল্যের উৎকৃষ্ট বই নিশ্চয়ই পাঠক মহলে আদৃত হবে। সেজন্যই প্রখ্যাত ইতালিয় সাহিত্যিক Alberto Moravia বইয়ের ভবিষ্যত প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"The future of the book will be assured if we succeed in 'writing" books, it will perish if we content ourselves with merely printing them" একমাত্র পেপার ব্যাকের মাধ্যমেই সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট বই প্রকাশ করা সম্ভব। অথচ এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা কিছুই হয়নি বললেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৩৩.০৫ ভাগ মাত্র। কলকাতায় ৩১.৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ১২.৪ লক্ষ লোকই অশিক্ষিত। এ থেকেই বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গে পাঠকের সংখ্যা কত সীমিত। এই সীমিত সংখ্যার মধ্যেও সকলেই পুস্তক সচেতন নন। আবার অনেকে অর্থনৈতিক কারণে বই কিনতে পারেন না। এই সীমিত পাঠক সাধারণকে পুস্তক সচেতন করতে জাতীয় স্তরে উদ্যোগ প্রয়োজন। ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট বিভিন্ন পুস্তক প্রদর্শনী, পুস্তক সপ্তাহ, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ পাঠক-সমাজকে পুস্তক সচেতন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন—যদিও এই প্রচেষ্টা সুদূর প্রসারী হয় নি। গ্রামীন জীবনে এর কোন প্রভাবই পড়ে নি। সাধারণ মানুষকে পুস্তক সচেতন করায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির আরো বৃহত্তর ভূমিকা নেবার প্রয়োজন আছে।

উপযুক্ত বইয়ের অভাব

পশ্চিমবঙ্গে বছরে ১০ লক্ষ পাঠকের জন্য মাত্র ২৫টি বই প্রকাশিত হয়। শিক্ষা বিষয়ক বইয়ের ক্ষেত্রে এই অভাব আরো শোচনীয়। উচ্চশিক্ষা বিষয়ক বই আজো বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার (২৫-১০-৭১) একটি সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় যে বি, এস, সি, কোর্সে ছয়টি মূল বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ্য ২৬০টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ৭১টি অর্থাৎ শতকরা ৩০টি, এম, এস, সি, কোর্সে পাঠ্য ৩৮৫টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ২২টি অর্থাৎ শতকরা ৫টি, চিকিৎসা বিদ্যায় পাঠ্য ৩৭৪টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ৩৫টি অর্থাৎ শতকরা ১১টি এবং প্রযুক্তি বিদ্যায়

পাঠ্য ২৩৪টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ১৪টি অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬টি বই ভারতে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে (অর্থাৎ যে বছর পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশিত হয়েছিল) মোট ১১৮৫ খানি প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩ ও ২২টি মাত্র। শিশুপাঠ্য, স্কুল পাঠ্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ ইত্যাদি আরো অধিক পরিমাণে প্রকাশ করতে সাধারণ প্রকাশকদের বিভিন্ন পুরস্কার, রিবেট ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহিত করবার জন্য সরকারী স্তরে ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল প্রকাশিত বইয়ের বিষয়বস্তু। মনে রাখা দরকার যে বইয়ের বিষয়বস্তু বইয়ের অপর্যাপ্ত প্রকাশের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই বইয়ের বিষয়বস্তু যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথোপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয় সেজন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রকাশন শিল্পের ভূমিকা ব্যাপক। সুলভ মূল্যে উপযুক্ত বইয়ের অভাব নিরক্ষরতা দূরীকরণে একটা বড় বাধা। ১৯৭১ সলে সাক্ষরের সংখ্যা ১৯৬১ সালের তুলনায় শতকরা ১২.৮৮ ভাগ বেড়েছে। অথচ সে অনুপাতে বইয়ের সংখ্যা না বেড়ে কিছুটা কমে গেছে। কাজেই প্রকাশন শিল্পের অগ্রগতি ও সুলভ মূল্যে উপযুক্ত বই প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পেশাদারী প্রতিষ্ঠানদের অগ্রণী হতে হবে।

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে বই, গ্রন্থাগার ও শিক্ষা অপরিহার্য। কাজেই প্রকাশনের তথা গ্রন্থাগারের প্রসার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের মধ্যেই গনতন্ত্রের সুষ্ঠ বিকাশ নির্ভর করছে। পুস্তক প্রকাশনের বিভিন্ন সঙ্কট দূর করতে তাই একটা সার্বিক প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশন শিল্প দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যাবে।

শ্রীইয়্যানকি ভেঙ্কট রমণায়্যা এবং ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন

আর, সত্যনারায়ণ

মহৎকার্যে উৎসর্গীকৃত জীবনের সংখ্যা পৃথিবীতে নিতান্তই অল্প। শ্রীইয়্যানকি ভেঙ্কট রমণায়্যা এই অল্পসংখ্যকদেরই একজন। শ্রীভেঙ্কট রমণয়্যাকে এ বছর পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে ভারত সরকার এ কথাই প্রমাণ করলেন যে গ্রন্থাগারিক না হয়েও যে সব মনীষী জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে দেশের প্রান্তে প্রান্তে গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অসামান্য অবদান সরকারের কাছে তুচ্ছ নয়।

আক্ষরিক অর্থে শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যা কোনদিন ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন না। তৎসত্ত্বেও তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টায় অন্ধ্রপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অজস্র জনসাধারণের উপযোগী গ্রন্থাগার। তাই অন্ধ্রবাসীর কাছে তিনি গ্রন্থাগার-পিতামহ রূপে পরিচিত।

ইতিপূর্বে ভারতের গ্রন্থাগার জগতের দুই দিকপাল ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন এবং শ্রীবেল্লারী শমান্না কেশবন পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। পদ্মশ্রী পাওয়ার অনুক্রমে যদিও শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যার স্থান তৃতীয়ে, তৎসত্ত্বেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে ডঃ রঙ্গনাথন এবং শ্রীকেশবন গ্রন্থাগার জগতে অবতীর্ণ হওয়ার বহু আগেই শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলেছেন।

শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যা অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় ইয়্যানকি গ্রামে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজস্ব গ্রামের স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি অন্ধ্রের তদানীন্তন কৃষ্টিকেন্দ্র মসলিপটমে যান পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য।

১৯০৭ সাল। তখন দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে। এই আন্দোলনের তিন দেশবরেণ্য নেতা লাল, বাল এবং পাল দেশের যুবসম্প্রদায়কে পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল অন্ধ্রের স্থানে স্থানে জনসভায় ভাষণ দেন এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। তাঁর প্রথম বক্তৃতা ছিল মসলিপটমে। এই বক্তৃতা শোনার পর শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যা চিরদিনের জন্য স্থির করে ফেলেন যে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন এবং এই মহৎ কাজেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন।

বিলাতী শিক্ষাধারার প্রতি এমনিতেই তিনি বিতৃষ্ণ ছিলেন। বিপিন চন্দ্র পালের বক্তৃতা

শোনার পর বিদ্যায়তনের দিকে তাঁর আর মন চলল না। পড়াশোনার পালা তাই সাঙ্গ হল। তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন এবং ক্রমে ক্রমে দেশনেতা ডঃ পট্টভি সীতারামিয়া; কে, হনুমন্ত রাও; এম কৃষ্ণ রাও এবং অন্ধ্রের অন্যান্য দেশনেতার নিবিড় সান্নিধ্যে এলেন। এইসব দেশনেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন সাহিত্য এবং রাজনীতিতে তাঁর জ্ঞানের দৈন্য। এই দুটি বিষয় নিয়ে তিনি চর্চা সুরু করেন এবং বলা বাহুল্য তাঁর তীক্ষ্ণধীর বলে অতি সহজেই তিনি এ দুটি বিষয়কে অল্পদিনেই আয়ত্ত করে ফেলেন।

১৯১০ সালে 'অন্ধ্র ভারতী' নামক একখানি মাসিকপত্রের তিনি স্থাপনা করেন এবং যোগ্যতার সংগে পত্রিকাটির সম্পাদনার কাজ চালিয়ে যান। এই পত্রিকাটিতে কৃষ্টি এবং সাহিত্যবিষয়ক বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয় পত্রিকাটি জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে তিনি যতই জড়িয়ে পড়তে লাগলেন, ততই তার মনে হতে লাগল ভারতের মত একটি বিরাট দেশে এই আন্দোলনের ঢেউ কখনও কার্যকরীরূপে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, যতদিন না দেশবাসী সাক্ষর হয়। আর দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে চাই দেশের সর্বত্র জনসাধারণের উপযোগী অজস্র গ্রন্থাগার। বলা বাহুল্য, এই চিন্তাধারাই তাঁকে সেদিন দেশে অজস্র গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তিনি বিরামহীনভাবে পরিক্রমা করেছেন এবং জনজীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছেন। তাঁর এই পরিক্রমা এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি।

১৯১৪ সালে অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের ব্যাপারেও তাঁর ছিল মুখ্য ভূমিকা।

এই পরিষদের প্রথম সম্পাদক হিসাবে শ্রীভেঙ্কট রমণায়া শ্রান্তিহীনভাবে কাজ করেছেন। দোরে দোরে হাত পেতে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং **গ্রন্থালয় সর্বস্বাম্** নামক গ্রন্থাগার বিদ্যার একটি সাময়িকপত্রের প্রকাশ করেছেন। এই পত্রিকাটিতে তিনি যে সমস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি বলাই বাহুল্য চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলীর বেশীর ভাগই গ্রন্থাগারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে। **গ্রন্থালয় সর্বস্বাম্** আজও টিকে আছে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে চলেছে।

শ্রীভেঙ্কট রমণায়ার কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র অন্ধ্রের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যেই সামায়িত থাকেনি। তাঁরই প্রচেষ্টায় এবং অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার সঙ্ঘমের আনুকুল্যে ১৯১৯ সালের ১৪ই নভেম্বর মাদ্রাজে প্রথম All India Public Library Conference অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন মাদ্রাজের তদানীন্তন গভর্নর লর্ড উইলিংডন এবং এর সভাপতিত্ব করেন জে, এস, কোদালকর। এই সম্মেলনের ফলশ্রুতি হিসেবেই All India Public Library Association স্থাপিত হয়। শ্রীভেঙ্কট রমণায়া সুদীর্ঘ পনের বছর এই Association য়ের সম্পাদক ছিলেন এবং শ্রান্তিহীনভাবে ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিস্তৃত করার কাজ করেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রথম

All India Village Libraries Conference এবং South Indian Libraries Conference অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়োক্ত সম্মেলনটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ, এই সম্মেলনটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের বার্তা দক্ষিণ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়। Indian Library Journal, এই গ্রন্থাগারপত্রটি স্থাপনের ব্যাপারেও শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যার দান অসামান্য।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের বার্তা দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যা উত্তর ভারতেরও অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেন। তাঁর ষাট বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সময় Indian Librarian য়ের স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীসন্ত রাম ভাটিয়া এক অভিনন্দন বার্তায় বলেছিলেন "It is not an exaggeration to state that Shri Iyyanki is known to the people of Punjab as the originator and leader of the library movement in this part of the country. He travelled all the way from Bejwada to Lahore during the Christmas of 1929 to assist in the organisation of the All India Public Library Conference presided over by the Late. Dr. P. C. Ray. Much of the credit for the success of that Conference is due to the devoted work of Shri Iyyanki. We the people of Punjab will remain grateful to him for that. We do not hesitate to recognise Shri Iyyanki's role in the spread of library movement in the country. I, for one, always notice in him a sincere feeling for librarief. Nobody could ever forget his services as the secretary of the All India Library Association. I pray to God that there may be many Ramanayyas in every State [1]

ভেঙ্কট রমণায়্যার কর্মক্ষেত্রের পরিধি সুবিশাল। জনহিতকর বহু আন্দোলনের সংগেও তিনি জড়িত ছিলেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান সামান্য নয়। অখিল ভারতীয় প্রকৃতি ধর্ম সঙ্ঘের তিনি সম্পাদক ছিলেন সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবগত করাবার জন্য তিনি একাদিক্রমে দশ বছর অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির অন্ধ্রপ্রদেশ শাখারও সম্পাদক ছিলেন দশ বছরেরও উপর। তিনি স্কাউট আন্দোলনেও অংশ গ্রহণ করেন এবং অন্ধ্র অঞ্চলের স্কাউটের কমিশনারের পদে কিছুকাল কাজ করেন। অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিরও তিনি তিন বছর সভ্য ছিলেন। এই সময়েই তিনি পূর্বোক্ত কমিটির জন্য সুশিক্ষিত এবং নিয়মানুবর্তী একটি ভলান্টিয়ার কোর গড়ে তোলেন। তাঁর দেশ-সেবার স্বীকৃতি হিসাবে শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যা দুইবার বিজয়ওয়াদা পৌর সভার সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি **অন্ধ্র ভারতী, গ্রন্থালয় সর্বস্বম্**, Indian Library Journal, Indian Naturopath

প্রভৃতি সাময়িকপত্রগুলির স্থাপনা এবং সম্পাদনা ছাড়াও ইংরেজী এবং তেলুগুতে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী ১১টি খণ্ডে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। কয়েকটি খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসাবে যখন আমরা শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যার কথা চিন্তা করি, তখন আমাদের চোখের সম্মুখে খোসমেজাজী অমায়িক পরোপকারী এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বমণ্ডিত একটি চরিত্রই ভেসে উঠে।

মনীষীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের নজির এ বিশ্বে বিরল নয়। একবার শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যা এবং ডঃ রঙ্গনাথনের মধ্যে তিক্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, শেষোক্তের Five laws of library scienceকে কেন্দ্র করে। এখানে সেই দ্বন্দ্বেরই কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি। উপরোক্ত গ্রন্থটি মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই অন্ধ্রের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য ছিল। এই বিরূপ মন্তব্যই অন্ধ্রের গ্রন্থাগারিক, বিশেষ করে অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীদের মনে ভয়ানক ক্ষোভের সঞ্চার করে। অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের প্রত্যেক সম্মেলনে এর প্রতিবাদ করা হয়, এবং Five laws of libary science থেকে ঐ উক্তিগুলি বাদ দেওয়ার দাবী জানানো হয়।

ডঃ রঙ্গনাথন ভাবলেন শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যাই নেপথ্য থেকে এ সব করাচ্ছেন। শ্রীভেঙ্কট রমণায়্যা এই বৃথা দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার জন্য একদিন ডঃ রঙ্গনাথনের বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেদিন ডঃ রঙ্গনাথন তাঁর সাথে সদয় ব্যবহার তো করেনি নি, বরং ক্রোধের রজ্জু সম্পূর্ণ শিথিল করে বলে উঠেছিলেন, "আমি আপনার কাছে মৃত, আপনিও আমার কাছে মৃত।" নিজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ডঃ রঙ্গনাথন লিখেছেন"...display of emotion and bitterness cannot go further !... Iyyanki was essentially a good man, continued his efforts to close up the breach between 2 [i.e. Ranganathan] and the Andhra Desa Library Association. The per-istence of Iyyanki in this matter brought repentence in the mind of 2 for the rude treatment given by him to Iyyanki."[2]

ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই অন্যতম পথিকৃৎ কত উদারচিত্ত এবং মহানুভব, উপরের উদ্ধৃতি থেকে তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

অনুবাদক : **বিমলকান্তি সেন**

1. Venkataramanayya I : Granthalaya jyothi : a collection of essays, ed. by V. Venkatappayya. Vijayawada, Saraswati Samrajyam, 1967.
2. Ranganathan S R : A librarian looks back. Chapter B K. Herald of Lib Sc 1970, 9 (3), 177-89,

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার দিবস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ষ্টুডেন্টস হলে, সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু।

গ্রন্থাগার দিবসের বিভিন্ন দাবী- দাওয়া সমর্থিত প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার দিবস পালনের গুরুত্ব আলোচনা করেন। তিনি বলেন এই পুণ্য দিনেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে পরিষদের প্রতিষ্ঠা সেই উদ্দেশ্য আজও সফল হয়নি। তাই প্রতি বছরই এই একই বক্তব্য রাখতে হয়, দাবী দাওয়া জানাতে হয় এবং যতদিন এই দাবী পূরণ না হবে ততদিনই এই বক্তব্য আমাদের রাখতে হবে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারিকের কাজ জনগণের সেবা এবং যে দাবী রাখা হয় তা বৃহত্তম জনগণের কল্যাণের জন্যই, এই সেবাব্রতের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার, আত্মসমালোচনার—গ্রন্থাগার দিবস তাই আত্মসমীক্ষারও দিন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে ১৯৭২ সাল ইউনেস্কোর ডাকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসাবে পালিত হচ্ছে —যার মূল ডাক 'সকলের জন্য গ্রন্থ' এবং সম্প্রতি লোকান্তরিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সকলের কাছে বই পৌছে দেবার জন্য এক আকুল আবেদন জানিয়ে গেছেন; মূল প্রস্তাব বিবেচনার সময় এই পরিপ্রেক্ষিতকে স্মরণ করে শপথ নিতে হবে, এগুলি কার্যকর করবার জন্য এবং তার জন্য যে আন্দোলনের কর্মসূচী আগামী দিনে গ্রহণ করা হবে তাতে প্রত্যেককে অংশগ্রহণ করে সাফল্যকে নিশ্চিত করতে হবে।

এরপরতিনি প্রস্তাবগুলি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ পাঠ করেন। প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীসুধেন্দু-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেন, প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে অবিভক্ত বাংলাদেশে প্রথম সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়। গ্রন্থাগার দিবস প্রতি বছরই পালিত হয়; এদিনটি পালন করবার তাৎপর্য আছে কিনা এই প্রশ্নে তিনি বলেন যে এই কর্মসূচী শুধু এখন নয় চিরদিনই এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কারণ গ্রন্থাগার এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যাকে সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে হয়, কিন্তু সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

সবসময়ে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পূরণ হয় না—ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে বাস্তব সম্পর্কে জনগণকে সম্যকভাবে অবহিত করা দরকার; ভারতের গণতন্ত্রকে সফল করতে হলেও দরকার সার্বজনীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের অজ্ঞানতাকে দূর করা। কিন্তু গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বারবার এই বক্তব্য উপস্থিত করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত সরকারী তরফে এ ধরণের কোন প্রচেষ্টা হয়নি—এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

তিনি বলেন, সময় দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, আজকের জগতে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞান, কারিগরীবিদ্যা এবং সামগ্রিকভাবে সর্ববিষয়ের প্রতিটি সংবাদ না জানলে প্রতিযোগিতায় টিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং এই সংবাদ জানা একমাত্র সুষ্ঠু গ্রন্থাগারব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। নিরক্ষরের দেশে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন নেই বলেও একটা মত প্রচলিত আছে, যেটা, তিনি বলেন, বড় যুক্তিহীন একটা মত, কারণ আজকের গ্রন্থাগার শুধু বইসর্বস্ব নয়, বই ছাড়াও অন্য নানাবিধ উপায়ে জ্ঞানদান করবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেন, "কোন আন্দোলনকে সফল করতে হলে নতুন রক্ত সঞ্চার করা দরকার, তাই আশা করবো এবং অনুরোধ করবো যাঁরা আজ শিক্ষণ বিভাগ থেকে অভিজ্ঞানপত্র পেলেন, তাঁরা যেন গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করতে আত্মনিয়োগ করেন।"

গৃহীত প্রস্তাবাবলী

প্রথম প্রস্তাব

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই জনসভা মনে করে যে জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমুন্নতিতে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই সভা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন আজও হয়নি।

ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের (১৯৭২) মূল ডাক "সব মানুষের জন্য গ্রন্থ।" এই লক্ষ্যে উপনীত হ'তে হ'লে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মূল লক্ষ্যের কথা স্মরণ রেখে পশ্চিমবঙ্গের সর্বধরণের গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য এই সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করার জন্য সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে :—

(ক) গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে অবিলম্বে এই রাজ্যে বিনাচাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(খ) প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে এবং বিদ্যালয় বাজেটের ন্যূনতম

শতকরা ৫ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(গ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২০৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(ঘ) শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন) সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ব-পলিটেকনিক বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬'৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(ঙ) জনগনের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

(চ) গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই জনসভা পশ্চিমবঙ্গের স্পনসর্ড-গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন স্পনসর্ড প্রথার অবসান, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, সার্ভিস রুলস্, প্রতি-মাসে নিয়মিত বেতন প্রভৃতি কয়েকটি দাবীর ভিত্তিতে যে আন্দোলন শুরু করেছেন তার প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছে। এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের এই দাবীগুলি মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

তৃতীয় প্রস্তাব

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই সভা কামারপুকুর কলেজের গ্রন্থাগারিক এবং এগারজন শিক্ষককে যে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাঁটাই করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করছে। এই সভা উক্ত কলেজের গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষকদের অবিলম্বে পুনর্নিয়োগের করছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই জনসভা লোকসভায় প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করে যে ভাবে তড়িঘড়ি জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে তাতে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে। এমনকি জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত রিভিউইং কমিটির (ঝা কমিটি) সুপারিশও যথাযথভাবে বিবেচিত হয়নি।

এই সভা মনে করে যে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের স্বার্থে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা যথাযথভাবে নিরূপনের জন্য প্রস্তাবিত এই বিলটির আলোচনা লোকসভায় আপাতত স্থগিত রাখা হোক এবং উক্ত বিল এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার পরিষদ, শিক্ষাবিদ ও পাঠকদের মতামতের জন্য প্রচার করা হোক।

বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব

১৯৭২ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র দান করা হলো গত ২০শে ডিসেম্বর ষ্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত এক সভায়; সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সহ উপাচার্য (Pro-Vice-Chancellor) ডঃ অম্লান দত্ত।

সভার প্রারম্ভে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির সচিব শ্রীচঞ্চলকুমার সেন তাঁর প্রতিবেদনে বলেন যে এবছর ১২৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেন, তাঁদের মধ্যে ৪৫ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং ৫৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

১৯৭২ সালের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীপার্থসারথি ঘোষকে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় স্মৃতি পদক ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করেন ডঃ অম্লান দত্ত।

প্রধান অতিথি ডঃ অম্লান দত্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত সমাবর্তন ভাষণে সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, যে বৃত্তিকে আপনারা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তার চেয়ে গৌরবের, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আর নেই। কারণ গ্রন্থাগার এমন একটি স্থান যেটা মন্দির, যেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রবেশ করতে হয়, যেখানে গত আড়াই হাজার বছরের চিন্তারাজি সাজানো আছে। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়' হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিদ্যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একমাত্র গ্রন্থাগার গুলিই মূলতঃ এই কাজ করে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তির যাত্রাপথে একমাত্র কামনা, আপনাদের মন যেন বিনয় ও গর্ব এই দুই অনুভূতিতে পূর্ণ থাকে। সে বিনয়, সে গর্ব পূজারীর; পূজারীর মানসিকতা নিয়ে (গ্রন্থাগার) মন্দিরে নিয়োজিত হতে হবে, কারণ গ্রন্থাগার বেঁচে থাকলে ইতিহাস, সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে—অনেক মানুষের মৃত্যুকে পেরিয়েও ইতিহাস বাঁচে যদি কয়েকখানা বই বাঁচিয়ে রাখা যায়।

সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন যে এই গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই আজ গ্রন্থাগারিকের চাকরী জোটে না। তিনি অভিজ্ঞানপত্র প্রাপ্ত নবীন গ্রন্থাগারিকদের অভিনন্দিত করেন।

সঙ্কলক : অজয় ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য

গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, গ্রন্থাগার বিভাগের ডীন এবং গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধানকে উদ্দেশ্য করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্মে পরিষদের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

বক্তব্যের শুরুতে গ্রন্থাগারিকতা বিজ্ঞান শিক্ষণের সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দুইজন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিকে সাধুবাদ জানানো হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হয় যে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় শিক্ষার যথাযথ মর্যাদা দানের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক শিক্ষার উপর প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। উপরন্তু ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রভূত গুরুত্ব অর্জন করেছে, এমনকি ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বৃত্তিকুশলীগণ বিদেশে গ্রন্থাগার পরিচালনা বা গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণেও আমন্ত্রিত হচ্ছেন।

এ ছাড়া ভারতে বর্তমানে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, লিব, শিক্ষাক্রম প্রচলিত হয়েছে এমনকি কোন কোন সংস্থায় এই বিজ্ঞানে গবেষণারও ব্যবস্থা রয়েছে।

এমতাবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ কালে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রতি কোনরূপ অধিক গুরুত্ব প্রয়োগ না করে প্রার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং এই সম্পর্কে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কথা তুলে দিয়ে নতুন এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার জন্যও অনুরোধ করা হয়।

উপরোক্ত স্মারকলিপির অনুলিপি ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ও ইয়াসলিক এবং চণ্ডীগড়, বেনারস, দিল্লী, কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় ও ডি, আর, টি, সি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বিভাগীয় প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সচিবের নিকট প্রেরণ করা হয়।

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

। ৩০ তম অধিবেশন।

কালাকাটা: জলপাইগুড়ি

১১—১৩ মার্চ, ১৯৭৩

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং সুভাষ পাঠাগার, কালাকাটা এর ব্যবস্থাপনায় আগামী ১১—১৩ মার্চ, ১৯৭৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩০ তম অধিবেশন জলপাইগুড়ি জেলার কালাকাটার সুভাষ পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনের অলোচ্য বিষয় :—

(১) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী

(২) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিচালনায় স্বর্গত ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের প্রভাব

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে প্রবন্ধ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত হইবে। দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য গ্রন্থাগার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট হইতে প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হইতেছে। এই বিষয়ে প্রবন্ধ পরিষদ কর্মসচিবের নিকট আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ১৯৭৩ র মধ্যে জমা দিতে হইবে।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং জনসাধারণকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাঁহারা সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সেই প্রস্তাব ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যান্য সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠানলিপি পরে জানানো হইবে।

সম্মেলনে আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি।

নমস্কারান্তে

শ্রীমহাদেব ঘোষ
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ৩০তম অধিবেশন।
C/o, সুভাষ পাঠাগার
পোঃ কালাকাটা
জিলা—জলপাইগুড়ি।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪ সি, আই, টি স্কীম ২৫
কলিকাতা-১৪
(ফোন—৪৪-৮৫৬৬)

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

১। সম্মেলন ১১-১৩ মার্চ, ১৯৭৩ রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হইবে। ১১ মার্চ, ৪ টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ১৩ মার্চ, মঙ্গলবার দুপুর ১২-০০ টায় সম্মেলন সমাপ্ত হইবে।

২। প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্তিকরণের কাজ ১১ মার্চ সকাল ৮-০০ টায় শুরু হইবে।

৩। যে কোন ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানগত) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নন তাঁহাদের চার টাকা প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ৭ মার্চ তারিখের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। প্রতিনিধি/দর্শকের নিজস্ব বিছানা, মশারী ও হাল্কা শীতবস্ত্রাদি আনিতে হইবে। ১১ হইতে ১৩ তারিখ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান ও আহারাদির জন্য জনপ্রতি মোট ৯.০০ টাকা করিয়া লাগিবে। যাঁহারা সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ও পরে অবস্থান ও আহারাদি করিবেন, তাঁহাদের তাহা অভ্যর্থনা সমিতিকে পূর্বেই জানাইতে হইবে এবং এই জন্য অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে।

৫। কলিকাতা হইতে ফালাকাটা যাইবার সুবিধাজনক পথ :

ট্রেনপথ : (ক) হাওড়া হইতে ফালাকাটা—কামরূপ এক্সপ্রেস যোগে। দূরত্ব ৬৬৬ কিলোমিটার। ছাড়িবে ১৮-৫৫, পৌঁছাইবে ১২-২০। ভাড়া—১ম শ্রেণী ৮০.৮৮, ২য় শ্রেণী ৪০.০০; ৩য় শ্রেণী ২৩.৫৩। রিজার্ভেশন বাবদ ৪.৫০ টাকা।

(খ) শিয়ালদহ হইতে নিউ জলপাইগুড়ি—দার্জ্জিলিং মেল যোগে। ছাড়িবে—১৬-১৫; পৌঁছাইবে ৫-১৫। নিউ জলপাইগুড়ি হইতে লোকাল ট্রেনে বা বাসযোগে ফালাকাটায় যাওয়া যায়।

বাসপথ : কলিকাতা (এসপ্ল্যানেড) হইতে কুচবিহারগামী বাসে ফালাকাটায় যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে শিলিগুড়িগামী বাসে শিলিগুড়ি যাইয়া ঐ স্থান হইতে ফালাকাটা অন্য বাসে যাওয়া যায়। যাত্রা সময়, ভাড়া ইত্যাদির জন্য এসপ্লানেডে স্টেট বাসের গুমটিতে যোগাযোগ করিতে হইবে। ট্রেন ও বাসের রিজার্ভেশনের দায়িত্ব প্রতিনিধিদের নিজেদের।

৬। কলিকাতা হইতে ফালাকাটায় একটি বিশেষ বাসের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আসন সংখ্যা ৪৫। ১০ তারিখ বিকালে বাস ছাড়িবে এবং ১৪ তারিখ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যাতায়াতের জন্য মোট খরচ ৫০ টাকা ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পরিষদ কার্য্যালয়ে জমা দিতে হইবে। প্রয়োজনীয় আসন সংখ্যা পূরণ হইলেই বাস রিজার্ভ করা হইবে অন্যথায় ৫ই ফেব্রুয়ারী টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে। রিজার্ভেশন যাওয়া এবং ফিরিয়া আসা উভয়ের জন্য।

৭। অভ্যর্থনা সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করিবেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার ৩৭/২এ অশোকগড় ইষ্ট,

গত ৩।১২।৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন—

সর্বশ্রী শম্ভুচাঁদ ঘোষ—সভাপতি, জীবনকৃষ্ণ পাল—সহঃ সভাপতি; হরিপদ ঠাকুর—সহঃ সভাপতি, সুধাময় সেনশর্মা—সম্পাদক; গগন বিহারী বসু—সহঃ সম্পাদক, এবং শচীন্দ্র মোহন পাল, মনোজিৎ কুণ্ডু অমলাংশু ঘোষ, তিমিরবরণ রায়চৌধুরী, অমলকৃষ্ণ পাল, সন্তোষকুমার সাহা—সদস্য; প্রবীর চক্রবর্তী—গ্রন্থাগারিক;

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পাঠক সমিতি ৪৬।এ, বি, টি, রোড।

গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে গত ২৩ ডিসেম্বর '৭২ শনিবার অপরাহ্নে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমিতি গ্রন্থাগারে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন।

ভাষণদান কালে প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীমনকুমার সেন বলেন, শিক্ষাকে বিস্তার করার জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিরাট, সেই ভূমিকা যোগ্যভাবে পালিত না হলে শিক্ষার গতি ব্যাহত হবে। গ্রন্থাগার শুধু উপন্যাস পড়ার জন্য নয়—থাকবে নানাধরণের চিন্তামূলক গ্রন্থ এবং তার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতির মুখপত্র গ্রন্থজগৎ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅনিল ভৌমিক পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশন শিল্পের সঙ্কটের চিত্র তার ভাষণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে বলেন গ্রন্থ ছাড়া গ্রন্থাগার হয় না, গ্রন্থাগার গ্রন্থের আত্মা। তিনি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় "বুক ফিনান্স কর্পোরেশন" গঠন করে প্রকাশন শিল্পের অর্থনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য শ্রীতুষার সান্যাল বলেন,—আমরা বহুদিন থেকে আইন ভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে আসছি। প্রত্যেকের কাছে গ্রন্থাগারের দরজা খুলে দিতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সভাপতির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারের দুরবস্থা ও সরকারী উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যের কথা ব্যাখ্যা করে বলেন, দেশের নানারকম উন্নতি, সামাজিক বিপ্লব, সুসংবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের সব চেয়ে বড় ভূমিকা—তা হোল গ্রন্থাগার। সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা হবে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করতে হলে লেখক, প্রকাশক, পাঠক, গ্রন্থাগার কর্মী—এই চার শরিকের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। সরকারী শিক্ষা বাজেটের ২·৫ শতাংশ রাজ্যের গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

পাঠক সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দান কালে শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত বলেন—সকলের জন্য বই চাই ঠিক কথা—সকলকে বই এর উপযুক্ত করতে হবে—সে কাজে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব বিরাট। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকে ভালবাসার দীক্ষা নিতে হবে বিদ্যোৎসাহী সকলকে।

বর্দ্ধমান

আডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী, আসানসোল

ডাঃ এস, আর রঙ্গনাথনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে গ্রন্থাগার (৩০ সেপ্টেম্বর) অর্দ্ধ দিবস বন্ধ রাখা হয়। ঐদিন গ্রন্থাগার কর্মীগণ একত্রিত হয়ে ১মিঃ নীরবতা পালন করেন এবং ডাঃ রঙ্গনাথন সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কৈথন মিলন পাঠাগার, কৈথন

বিগত ২০শে ডিসেম্বর '৭২ কৈথন জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস সোৎসাহে পালিত হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের উদ্যোগে এবং পরিবার ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় গত ১৪ই নভেম্বর '৭২ তারিখে জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষে সারাদিবস ব্যাপী "বিশ্ব শিশু দিবস" উৎসব পালন করা হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু শ্রীমান অঞ্জনকুমার দে। মধ্যাহ্নে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অপরাহ্নে শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীর পৌরোহিত্যে পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২০শে ডিসেম্বর '৭২ পাঠাগার ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়।

হাওড়া

সংস্কৃতি, চাকপোতা, আমতা

গত ২০শে ডিসেম্বর '৭২ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে "গ্রন্থাগার দিবস" ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ: ১৯৭২ সংস্কৃতির উদ্যোগে পালিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্র ও সাহিত্যবাসর বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক শ্রীনিমাই মান্নার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসারের জন্য ছ' দফা দাবী সম্বলিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সংকলক: **শিবেন্দু মান্না**

পত্রিকা পর্যালোচনা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার : বার্ষিক পত্র। ১৩৭৯। যুগ্মসম্পাদক—শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীশশাঙ্কশেখর পাল। ১৬।৮ এ, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। ১১২+৮০ পৃষ্ঠা।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বার্ষিক পত্রটি সম্প্রতি হাতে এসেছে। কোন গ্রন্থাগার যে এত সুন্দর মুখপত্র প্রকাশ করতে পারে, তা বর্তমান সংখ্যাটি হাতে না পড়লে ধারণা করা যায় না। ঝরঝরে ছাপা, সুন্দর কাগজ আর চকচকে মলাটের সঙ্গে নিখুঁত সম্পাদনায় পত্রিকাটি সকলের কাছেই আকর্ষণীয় হবে।

পত্রিকাটির সাহিত্যমূল্য বাড়াতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাক্সমুলার, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রফিকুল ইসলাম, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, ও আবদুল্লাহ্ অলমুতি প্রভৃতির বিভিন্ন রচনা পত্রিকাটিতে সংকলিত বা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া মাননীয় বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের 'রাজা রামমোহন রায়' শ্রীসমীর ঘোষ ও শ্রীরাণা বসুর যথাক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ও অতুল প্রসাদ সেন সম্পর্কীয় রচনা পত্রিকার মানোন্নয়ন করেছে। সর্বশ্রী অমলেন্দু রায়চৌধুরী, অনিল রায়, কুমারেশ ঘোষ, চিরঞ্জীব, শিবরাম চক্রবর্তী, আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবিতেশ চক্রবর্তী, পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও শঙ্কর বিজয় মিত্র বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের রচনায় সমৃদ্ধ করেছেন পত্রিকাটিকে। আর রয়েছে পাঠাগার পরিচালিত পুরস্কার প্রাপ্ত দুটি প্রবন্ধ, লিখেছেন শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা দে। শ্রীদীপককুমার দে সরকার লিখেছেন একটি গল্প।

একটি বিষয়ে কিন্তু মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। গ্রন্থাগারের মুখপত্র অথচ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কীয় মাত্র একটি প্রবন্ধের সংকলন ছাড়া আর কোন প্রবন্ধ নেই। যা থাকলে ভাল হোত। সামাজিক প্রয়োজনে চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের ভূমিকা বা প্রয়োজনীতার কথাও লেখা যেত। এছাড়া শ্রীঅনিলকুমার রায়ের প্রবন্ধটি আবার ছোট মাপের অক্ষরে ছাপা হয়েছে যা সারা পত্রিকাটির মধ্যে—বিসদৃশ্য মনে হয়। যে বিজ্ঞাপনগুলি আলাদা ছাপা হয়েছে সেগুলির জন্য আলাদা পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া উচিত ছিল, মূল পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে মেলানো ঠিক নয়। আর প্রবন্ধটি শেষ হওয়ার নীচেই প্রবন্ধটি সঙ্কলন বা পুনর্মুদ্রিত কিনা তা জানালে ভাল হোত। না হওয়ার পত্রিকাটির শেষ পর্যন্ত না গেলে বোঝাই যায় না সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি সংকলিত বা পুনর্মুদ্রিত কি না।

উপরোক্ত ত্রুটি থাকলেও এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য।

—বিকাশরূপ

Library Review. Vol. 1, No. 1, August 1972. Editor : K. K Bhattacherja. Published quarterly by Bureau of Research & Publications on Tripura. Annual Subs. Rs. 14·00

আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'লাইব্রেরী রিভিউ' পত্রিকার প্রকাশ পূর্বাঞ্চলের পথ প্রদর্শক হয়ে থাকলো। কারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী ও কর্মীদের অন্যান্য মুখপত্র থাকলেও ইংরাজীতে আর একটিও নেই। পত্রিকাটির আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে পত্রিকাটি ত্রিপুরার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নয়ণে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র। কিন্তু কেবলমাত্র ত্রিপুরার নয়, পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ভারতের যে কোন অঞ্চলেরই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বা গ্রন্থাগার আন্দোলনে সহায়ক হবে। সেদিক থেকে পত্রিকাটির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্তের নিরক্ষরতা ও কর্মহীনতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের উন্নয়ণ শীর্ষক প্রবন্ধটি বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মূল্যবান সংযোজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন এম, বি, বি, কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রী কে, কে, ভট্টাচার্য। প্রবন্ধটির সঙ্গে ত্রিপুরার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে তথ্য পূর্ণ সমীক্ষাও রয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এক সম্যক চিত্র পাওয়া যায়। এ ছাড়া শ্রী এন, জি, রায় ও শ্রীঅরবিন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে অনুলয় সেবার প্রয়োজনীয়তা ও কার্য প্রণালী এবং ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে। দুটি প্রবন্ধেই সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা হয়েছে। প্রবন্ধ দুটিতে আরও তথ্য পূর্ণ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। 'কিতাবওয়ালার' ত্রিপুরার গ্রন্থাগারের প্রসার ও আসামের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা দুটি তথ্যপূর্ণ। সমীক্ষায় দেখা যায় ত্রিপুরার প্রতিটি বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার রয়েছে যদিও সব কয়টি গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী কর্মী বা উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় নিঃসন্দেহে এখবর উৎসাহব্যাঞ্জক।

পত্রিকাটিতে ত্রিপুরা গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় খবরাখবর ও পুস্তক পর্যালোচনা বিভাগ রয়েছে। পত্রিকার এটি প্রথম প্রকাশ স্বভাবতই মুখবন্ধ বা সম্পাদকীয়তে পত্রিকার পরিধির বিস্তৃতি ও প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেওয়ার অবকাশ রয়েছে, কিন্তু তার কোনটিই পত্রিকাতে নেই। যার ফলে পত্রিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও সর্বভারতীয় গ্রাহ্য ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা একটি প্রশংসনীয় উদ্যম, তাতে সন্দেহ নেই।

—বিকাশরূপ

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ১৯৭২

উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী আলোচনাচক্র

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২

গত ৯ ডিসেম্বর ১৯৭২, অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, 'ইয়াসলিক', বৃটিশ কাউন্সিল ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সমবেত উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত আলোচনা চক্রের উদ্বোধন হয়, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার হলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে অনুরোধ করেন 'ইয়াসলিকের কর্মসচিব শ্রী এস, এম, কুলকার্ণি এবং প্রস্তাব সমর্থন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। স্বাগত ভাষণে বৃটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিকা রমলা মজুমদার বলেন, "সকলের জন্য বই" আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের এই ধ্বনিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করার পিছনে UNESCO'র উদ্দেশ্য হল বইয়ের প্রতি সকলের আগ্রহ বাড়ানো আর বইয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকাও অপরিসীম।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসু বলেন যদিও ১৯২০ সাল থেকেই গণশিক্ষার ধ্বনি উঠেছে তা সত্ত্বেও দেখা যায় চলচ্চিত্র, নিম্নমানের পুস্তক ইত্যাদির কুপ্রভাবে সাধারণভাবে মানুষের রুচিও নেমে গেছে অনেক। তিনি প্রকাশকদের অনুরোধ করেন যে কেবলমাত্র নামী লেখকদের লেখাই নয়, ভাল সাহিত্যের প্রকাশের জন্য প্রয়োজনে ক্ষতি স্বীকার করেও অনামী সাহিত্যিকদের সাহিত্যও প্রকাশ করা উচিত। পরিবর্তে জনগণের রুচি অনুযায়ী গোয়েন্দা উপন্যাস, লোমহর্ষক কাহিনী আর বাজে উপন্যাস অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হলে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের মানই নিম্নগামী হবে। যদিও এখন যন্ত্রের যুগ, তাহলেও এখনি এমন আশঙ্কা করার কারণ নেই যে ভাল সাহিত্যের প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো বইয়ের চেহারা পাল্টাবে কিন্তু মানুষের চিন্তাধারাকে ধরে রাখতে বইও থাকবে।

পাঠকের চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে যেয়ে অ্যানথোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্টর ডঃ সুরজিৎচন্দ্র সিংহ বলেন, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার মত প্রকাশনার বিস্ফোরণও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক বই প্রকাশিত হয় যা তথ্যের দিক থেকে যে কোন সাময়িক পত্রের চেয়েও নিকৃষ্ট। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকাশনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে

কিন্তু কোনরূপ সুসংবদ্ধতা না থাকায় এবং সকলের কাছে সব প্রকাশনা সহজলভ্য না হওয়ায় সব দেশে কারিগরী বা মানসিক অগ্রগতি সমানতালে হচ্ছে না। উপরন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুমোদন না পেলে আমাদের শিল্পের উৎকর্ষতার মানও যাচাই হবে না—এই মানসিকতায় ভারতবাসী এখন ভুগছে।

ডঃ সিংহ গ্রন্থাগারে কি ধরণের বই বেশী থাকা দরকার সে সম্পর্কে বলেছেন স্থানীয় জনসাধারণের নিজস্ব সমস্যাদি নিয়ে লেখা বইই বেশী রাখা দরকার। এই প্রসঙ্গে রামমোহন রায় ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরীর বই কেনা সম্পর্কে তিনি বলেন, স্থানীয় জনসাধারনের নাগালের বাইরে বসে কিছু বই কিনে কোন গ্রন্থাগারের প্রকৃত উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। তিনি বই অপেক্ষা সাময়িক পত্র রাখার উপর বেশী জোর দেন এবং সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সম্মিলিত গ্রন্থসূচীর প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পারস্পরিক সহযোগিতাই গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধন করতে পারেন বলে ডঃ সিংহ অভিমত পোষণ করেন। লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মিঃ স্যাটান বলেন লণ্ডনের গ্রন্থাগারটি বিশেষ গ্রন্থাগার হিসাবে বিভিন্নস্তরে সেবা করে যাচ্ছে। তিনি বলেন প্রয়োজনে জাতীয় গ্রন্থাগারকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া সরকারের কর্তব্য। এই জন্য ভারতে পুস্তক প্রকাশন আরও বেশী করে হওয়া প্রয়োজন এবং বিশেষ করে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ক্লাসিক গ্রন্থসমূহের অনূদিত প্রকাশনাও একান্ত প্রয়োজন বলে মিঃ স্যাটান মনে করেন।

অতঃপর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সহকারী ম্যানেজার শ্রী এন, এ, ওব্রিয়েন বলেন মানুষ বই কেনে বিভিন্ন কারণে, তার অভিজ্ঞতা বজায় রাখতে, তার মানসিক আমোদের জন্য বা জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু ছোট ছোট প্রকাশক অধিক মুনাফার লোভে প্রায়শই নিম্নমানের বই প্রকাশ করে মানুষের রুচিরও মান নিম্নগামী করে তুলছে। ভাল বই অল্পদামে প্রকাশ না করলে ভাল বইয়ের পাঠক কমে যাবে। একমাত্র 'পি এল ৪৮০' এবং 'ই, এল বি, এস' এর উদ্যোগ ব্যতীত এবিষয়ে আর কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। তিনি বলেন সমাজের প্রতি প্রকাশকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। ভাল বই, তা যেকোন লেখকেরই হোক না কেন প্রকাশকের উচিত সঠিকভাবে তার মূল্যায়ণ করে প্রকাশ করা। অনামী লেখকের বই কেবলমাত্র খ্যাতির অভাবে ফেরত দেওয়া উচিত নয়।

ভারতে অল্পদামে বই প্রকাশ করা সম্পর্কে শ্রীওব্রিয়েন বলেন, ধীরগতিতে শিক্ষা বিস্তার ও আরও শ্লথগতিতে পাঠক বৃদ্ধির ফলে বই কেনার লোকের সংখ্যা খুবই কম—একারণে ভাল বই প্রকাশ করতে অনেকেই পিছিয়ে যান।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য ওহদেদার বলেন, এমন এক সময় ছিল যখন বই কেবলমাত্র রাজা, ধর্মযাজক ও ধনী ব্যক্তিদেরই সম্পত্তি ছিল। কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ছাপার অক্ষর প্রচলনের শুরু থেকেই। এককালের এই 'রুদ্ধ দুয়ার জ্ঞানভাণ্ডার' আজ সকলের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে ধ্বনিত হচ্ছে 'সকলের জন্য বই।'

এই সেবার ব্যবস্থা কোন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে করা সম্ভব নয়। কারণ তত্ত্বাবধায়কের পরিবর্তনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারী ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময় শাসন ক্ষমতায় আসলে সেই দলের নীতি অনুযায়ী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালিত হলে কোন সুসম গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠাও সম্ভব নয়। এই জন্যই প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইনের।

গ্রন্থাগার আইন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য ভিত্তিক হবে সেই প্রশ্নের উত্তরে সহজেই বলা যায় যে যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যভিত্তিক এবং সাধারণতঃ রাজ্যের অধিবাসীগণই রাজ্যের গ্রন্থাগারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও তাদের পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ীই গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সেজন্য এই আইন রাজ্য ভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া রাজ্যগুলি মোটামুটি ভাষাভিত্তিক হওয়ার ফলে বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ও আচার ব্যবহারানুযায়ী রাজ্য গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন।

আইন গড়া হবে আদর্শ খসড়া অনুযায়ী

রাজ্য ভিত্তিক গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হলেও সর্বভারতে এক আদর্শ খসড়া অনুযায়ী গ্রন্থাগার আইন হওয়া দরকার, বিশেষ করে কি ধরনের সেবা গ্রন্থাগারগুলি করবে, সুসংবদ্ধতার প্রকৃতি ও রূপ, পরিচালক বর্গের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাময়িক পর্যালোচনার দ্বারা মূল্যায়ণ, এই কয়টি দিকে যেন সব রাজ্যেই সমান দৃষ্টি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

এই খসড়া আদর্শ নীতিটি সাধারণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ও রাজ্যের প্রয়োজনানুযায়ী দরকার মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে তৈরী করা হবে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান রূপ

উপরোক্ত প্রয়োজনীয়তা ও আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা দেখতে পাই বর্তমানের প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কোনক্রমেই আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও পারস্পরিক সম্পর্কহীন কতকগুলি গ্রন্থাগার থাকলেও তা জনগণের সার্বিক প্রয়োজন মেটায় না।

এক সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য দীর্ঘ চল্লিশ বছরের আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হয়নি। এমনকি সারা ভারতে ২১টি রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৪টি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে এত পার্থক্য যে তা সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চরম পরিপন্থী।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলনে সরকার কেবলমাত্র ১৯৫৯ সালে Advisory Committee for Libraries এবং ১৯৬৪ সালের working group of Libraries এর নিয়োগ ব্যতীত কোন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেননি। এমনকি উল্লিখিত সরকারী বিশেষ সংস্থাদুটির সুপারিশও পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করেন নি।

রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রামমোহন রায়ের নামে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় এক সংস্থা গঠন করেছেন। যদিও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথা এই সংস্থার কার্যসূচী থেকে পাওয়া যায় তবুও আজও কোন কাজ শুরু হয়নি প্রকৃতপক্ষে। এ ছাড়াও লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন কমিটিতে মোট ২১ জন (কমিটির চেয়ারম্যান মন্ত্রী মহোদয় বাদে) সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জন গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী রয়েছেন। ১৯৫৯ সালে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি বলেছেন যে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে সারা ভারত নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হবে কিন্তু বর্তমানে ঐ সময়সীমার অর্ধেকেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হলেও উদ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ খুব সামান্যই হয়েছে।

বৃত্তিকুশলীদের নেতৃত্ব

উপরোক্ত অসুবিধা দূরীকরণে প্রয়োজন বৃত্তিকুশলীদের নেতৃত্ব। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করে সমস্ত রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে প্রেরণ করে প্রত্যেক রাজ্যে যাতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

রাজ্য গ্রন্থাগার আইনের মূল কাঠামো

ক) গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

এই কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক ভাবে পরিচালনা করবেন। কমিটিতে যাতে সর্বস্তরের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজ্য বিধানসভার সদস্য বা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গঠন করা দরকার।

খ) আর্থিক সংস্থান

সমগ্র ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। ১৯৬৪ সালে যোজনা পর্ষদের নীতিনির্ধারণ সমিতি পৌনঃপুনিক ব্যয় হিসাবে বৎসরে ১'৫ কোটি টাকা ধার্যের প্রস্তাব করেন, ১৯৭০ সালে বড় আন্দুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২'৫ ভাগ এবং ১৯৭২ সালে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর আয়োজিত আলোচনাচক্রে জনসংখ্যার হারে মাথাপিছু এক টাকা করে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়।

এই সম্পর্কে ১৯৫৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস এর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো প্রসঙ্গে উক্ত কমিশন কেবলমাত্র পুস্তক ক্রয় বাবদ মাথাপিছু ২ শিলিং বা বাৎসরিক ৫০০০ পাউণ্ড ব্যয়ের সুপারিশ উল্লেখ করা যেতে পারে।

গ) সুসংবদ্ধতা এবং সহযোগিতা

উপদেষ্টা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের মধ্যে সুসংবদ্ধতা বজায় রেখে শুরু

একই বই সকলের জন্য নয়, প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী বই।

যদিও পুস্তক প্রকাশনার হার বেড়েছে এমন কি প্রতি সেকেণ্ডে ২৬০ খানি করে বই প্রকাশিত হচ্ছে তাহলেও জনসংখ্যার তুলনায় এই হার অতি সামান্যই। পাঠকের পক্ষে সব সময় বই কেনা সম্ভব নয় আর্থিক অসুবিধার দরুণ, আবার বই না বিক্রী হলেও প্রকাশকের পক্ষে সম্ভব নয় নতুন প্রকাশন ও আরও বেশী পরিমানে প্রকাশন। এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কেবলমাত্র আরও বেশী পরিমাণে সাধারণ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। এই সব গ্রন্থাগার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে উঠলে কোন কাজই হবে না। এর জন্য চাই সুষ্ঠু নীতি নির্দ্ধারণ, যা কেবলমাত্র গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব। যদিও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থানে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে তথাপিও দীর্ঘদিনের আন্দোলন সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এদিকে দৃষ্টিপাতের অভাবে আজও গ্রন্থাগার আইন পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তিত হয়নি।

'সকলের জন্য বই' এই ধ্বনিকে সাফল্য মণ্ডিত করতে গ্রন্থাগারিকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেক পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী তাকে বইয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। তাৎক্ষণিক সেবাই হবে গ্রন্থাগারিকের আদর্শ। এই জন্য আন্তঃ গ্রন্থাগার বই লেনদেনের ব্যবস্থা বা অন্য উপায়ে বই সংগ্রহ করে পাঠককে সেবা করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। এই সেবার মনোবৃত্তিই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মূল ধ্বনিকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করবে।

সভাপতির ভাষণে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন যে তিনি অভিজ্ঞতার দিক থেকে একাধারে লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিক। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের ধ্বনি, সকলের জন্য বই বলতে যদি জনসংখ্যার হিসাব ধরা হয়, তাহলে অবশ্য প্রকাশনার বিস্ফোরণ ঘটেছে বলা যায় না। প্রকাশকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন কেবল মাত্র ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই নয়, সমাজের নিম্ন আয়ের পাঠক ও সদ্য সাক্ষরদের দিকে লক্ষ্য রেখেও পুস্তক প্রকাশ করা দরকার। গ্রন্থাগারই একমাত্র সংস্থা যার মাধ্যমে আমরা 'সকলের জন্য বই' এই ধ্বনিকে সার্থক করে তুলতে পারি। তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও সমুন্নতির জন্য দেশের ও জনগণের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করা প্রয়োজন। ডঃ সেন আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা চক্রের আয়োজকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, 'ইয়াসলিক' বৃটিশ কাউন্সিল ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের পক্ষ থেকে 'ইয়াসলি'কের কর্মসচিব শ্রী এস, এম, কুলকার্ণি ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, শ্রী বুদ্ধদেব বসু, ডঃ সুরজিৎ সিংহ, মিঃ স্যাটন, মিঃ নীল ওব্রিয়েন, ডঃ আদিত্য ওহদেদার ও সমবেত সভাজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী : ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২ : প্রথম অধিবেশন

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সকাল ৯-৩০ মিঃ আরম্ভ হয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে দ্বিতীয় দিনের আলোচনা। বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রে শ্রীফণিভূষণ রায়

ও তুষারকান্তি সান্যালের যুগ্মভাবে লিখিত 'ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধটি আলোচিত হয়। এই সময়ে আলোচনা চক্রের নিয়ামক ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বিমলেন্দু মজুমদার। আলোচনা আরম্ভের আগে বৃটিশ কাউন্সিলের পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিনিধি শ্রী টি, এফ, এস, স্কট সমবেত সুধীবৃন্দকে আন্তরিক আহ্বান জানান এবং আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রের সাফল্য কামনা করেন।

আলোচনার মূলবক্তা শ্রীফণিভূষণ রায় প্রবন্ধটি সভায় আলোচনার জন্য উপস্থিত করেন। প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

ভূমিকা ও ব্যাখ্যা

উদ্দিষ্ট গতিতে প্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে বর্তমান সমাজে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন। সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত গ্রন্থাগার, এই তিনরূপ গ্রন্থাগার নিয়েই সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, এই গ্রন্থাগার হবে সকলের ব্যবহারের জন্য, পুস্তক পাঠে সহায়তা ব্যতীত ও পুস্তক পাঠে জনগণের আগ্রহ বাড়াবে আর এক নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

সুস্থ ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে যেমন জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া হয় তেমনি সামাজিক মানসিক সুস্থতা গড়ে তুলতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে সমাজের আর্থিক, মানসিক ও রাজনৈতিক বৃদ্ধির উন্নতিতে গ্রন্থাগার এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অশিক্ষিতের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা যাঁরা অস্বীকার করেন তাঁদের ধারণা যে কত ভুল তা দেশের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারতে যে হারে শিক্ষিতের হার বাড়ছে তাতে দেখা যাবে আজ থেকে আরও ১১০ বছর পরে শতকরা একশ জনকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব কিন্তু ইতিমধ্যে এরই এক বিরাট অংশ চর্চার অভাবে আবার নিরক্ষর হয়ে পড়বে। তাছাড়া বর্তমান প্রগতির যুগে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কেউই দেশে নিরক্ষরের এক বিরাট সংখ্যা থাকুক তা চাইবেন না। এই কারণেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিশেষ করে অনগ্রশীল দেশে যেখানে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কার্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষিতের হারকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রীর দায়িত্ব

উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলে সহজেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সেবার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা, এর পক্ষে রাজ্যের কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। শ্রী দেশাই বলেন সরকার কারিগরি বিদ্যার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থাও নিতে হবে। মূল বক্তা বলেন রামমোহন রায় ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী কমিটিকে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য সচেষ্ট হতে অনুরোধ করা হবে। এ ছাড়া যদিও শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের তবুও দেশের সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারও কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করতে পারেন। আর আইনের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর কোন বিধি যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

শ্রী মারাঠে বলেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের কথা চিন্তা করবেন সরকার। প্রত্যেক নাগরিকেরই গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আইনের খসড়া বিল করতে, শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, যেন আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়। শ্রী সত্যব্রত সেন বলেন, খসড়া বিলে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার কথাও থাকা উচিত। শ্রীদেশাই প্রস্তাব করেন যে খসড়া বিল তৈরী করার সময় যেন দামোদরণ কমিটির সুপারিশগুলিও গ্রহণ করা হয়। শ্রীসুব্বা রাও বলেন, গ্রন্থাগার সমূহের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, তাই কেন্দ্রীয় আইন হলে বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দেবে।

শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবানুযায়ী শ্রীফনিভূষণ রায় বলেন গ্রন্থাগার আইনের খসড়া বিল তৈরির সময় আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হবে।

শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন প্রস্তাবিত লাইব্রেরী ডাইরেক্টরে যেন সমানুপাতিক হারে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীও থাকেন সেদিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া দরকার।

শ্রী এস, এম, কুলকার্নি বলেন যে উদ্দিষ্ট পরিচালনায় যেন লেখক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকে। শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন শিল্প ও বানিজ্যের প্রতিনিধিদেরই নেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর যেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়ণ করা হয়।

গ্রন্থাগার পরিচালনায় যাতে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীরা সমানুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে বলে মূল বক্তা বলেন। তিনি সভার মতানুযায়ী বলেন যে রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২'৫ ভাগ যাতে রাজ্যের গ্রন্থাগার সমূহের জন্য ব্যয় হয় সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকবে।

সভায় স্থির হয় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিক যুগ্ম প্রচেষ্টায় আলোচনাচক্রের দিন থেকে ৪ মাসের মধ্যে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করবেন। উল্লিখিত প্রতিনিধিগণ ছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বি, কে, রায়চৌধুরী, অনন্ত চক্রবর্তী,

এস, আর গুরনানি, ও নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

অতঃপর আলোচনা চক্রের প্রথম অধিবেশনের পরিচালক শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইয়াসলিক, বৃটিশ কাউন্সিল এবং সমবেত প্রতিনিধিগণকে এই আলোচনাচক্রকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করায় ধন্যবাদ জানিয়ে প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবরণী 'গ্রন্থাগারের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে—সঃ গ্রঃ

প্রতিবেদক : **শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

'গ্রন্থাগারে'র চাঁদা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩১ মার্চ, ১৯৭৩ গ্রন্থাগার পত্রিকার বাৎসরিক চাঁদার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহক, সদস্যগণকে তাই অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা অবিলম্বে আপনাদের ১৯৭৩-৭৪ সালের দেয় চাঁদা পরিষদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে আপনাদের প্রিয় মুখপত্রের প্রকাশনায় সহায়তা করুন। ব্যক্তিগতভাবে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়েও ছুটির দিন ছাড়া বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চাঁদা জমা দিতে পারেন।

পত্রিকার চাঁদা সব সময়েই অগ্রিম দিতে হয়, না হলে ঠিকমত পত্রিকা পাঠাতে অসুবিধা হয়।

পরিষদ ভবন
১৫ জানুয়ারী, ১৯৭৩।

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

সম্বলিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে ক্রমে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও স্পনসর্ড ও অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনা সম্ভব।

ঘ) গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি

জনসংখ্যা এবং শিক্ষার হারের সঙ্গে সমতা রেখে গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি ঘটানো দরকার। এই সঙ্গে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার সেবায় মূল্যায়ন

দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে গ্রন্থাগার সমূহের সেবা সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে কিনা সে সম্পর্কে এক সাময়িক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা দরকার। এই মূল্যায়নের ফলে উদ্দিষ্ট কাজে গ্রন্থাগার সঠিক পথে চলছে কিনা বা তার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতব্যাপী এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই শক্ত এই কারণেই রাজ্য এবং কেন্দ্রকে পাশাপাশি সমান ভাবে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। খসড়া পরিকল্পনার একটিকে স্বল্পকালীন ও অন্যটিকে দীর্ঘমেয়াদী করে তোলা প্রয়োজন।

বর্তমানে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস

বর্তমানে অবস্থার সম্যক বিশ্লেষণের জন্য ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার কর্তৃক ব্যাঙ্গালোরে ২৮-৩০ এপ্রিল, ১৯৭২ এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন এই আলোচনাচক্রে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে যাতে প্রত্যেক রাজ্যে এবং কেন্দ্রে গ্রন্থাগার আইন বলবৎ হয় সেদিকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ও ভারতের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষ

বর্তমান বর্ষে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে গ্রন্থাগারও যে অপরিসীম ভূমিকা গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্তমান বৎসরে গ্রন্থাগার উন্নয়নে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য বিশেষ করে যখন এই বছরই ভারতের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষ।

সকলের জন্য বই

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের ধ্বনি 'সকলের জন্য বই' সার্থক হয়ে উঠবে না যদিনা সকলের কাছেই বই পৌছায়। একাজ একমাত্র নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার সুষ্ঠু প্রণয়নেই সম্ভব। অন্য কোন পথ নেই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষকে ও তার ধ্বনিকে সার্থক করে তোলার।

মূলবক্তা শ্রীফণিভূষণ রায়ের প্রবন্ধ উত্থাপনের পর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে ওঠেন শ্রীহরিপ্রসাদ। তিনি বলেন, বয়স্কশিক্ষা সম্পর্কীয় পুস্তকগুলিকে গ্রন্থাগারিক কর্তৃক সংশোধন করা

প্রয়োজন। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের পুস্তক ক্রয়ের সময়েও গ্রন্থাগারিকের মতামতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া কর্তব্য। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্য বিধি যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দেশক মূলক আইনের আয়ত্বাধীন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও তদ্রূপ আইনের মাধ্যমে আনা দরকার। শ্রীসুব্বা রাও বলেন জামিন গ্রন্থাগার (Dipositing Libray) সম্পর্কে নিশুক্ষ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের সময় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শ্রীঅজয় ঘোষ বলেন সমাজ কল্যাণকর রাষ্ট্র জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষারও দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য। শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় জনগণকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করার দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উত্তরে শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় বলেন একমাত্র গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমেই জনমনে গ্রন্থাগার চেতনা বৃদ্ধি সম্ভব।

শ্রীরামন বলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগার সমূহ অন্য কোন সংস্থাকে কেবলমাত্র সাহায্যই করবে না স্বতন্ত্র ভাবেই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবে। শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী উত্তরে বলেন সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র সমূহ রয়েছে, এই সমস্ত সংস্থা গ্রন্থাগারের সাহায্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্কশিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগারগুলি অর্থবল, লোকবল ও প্রয়োজনীয় পুস্তক সম্ভারের অভাবে উপযুক্ত কাজ করতে পারছে না এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কার্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক নয়, তিনি জনগণের পাঠ-স্পৃহার এর সমীক্ষা করার দিকে জোর দেন। পাঠ-স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ভাল বই বলে অভিমত পোষণ করেন শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরমলা মজুমদার গ্রন্থাগার সমূহকে অন্যান্য সহযোগী সংস্থাকে সাহায্য করার পরিকল্পনার উপর জোর দেন। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত উল্লিখিত প্রস্তাব-অনুযায়ী গ্রন্থাগার সমূহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে যে পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা ব্যক্ত করা হয়েছে, সেই সম্ভব্যতা উচিতার্থে প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেন। শ্রী সি সি চৌধুরীর অভিমত যে গ্রন্থাগার সমূহ কোন প্রকাশনার দায়িত্ব নেবেন না কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্ররূপে কাজ করবে। আলোচনার উত্তরে শ্রী ফণিভূষণ রায় বলেন যে প্রয়োজনে গ্রন্থাগার অন্যান্য সহযোগী সংস্থা সমূহকে সহযোগিতা ও সম্ভব হলে পুস্তক প্রকাশও করবে। তবে পাঠ-স্পৃহা সমীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী সর্ব ভারতে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব করেন। তিনি ভারতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই যাতে সারা ভারতে গ্রন্থাগার আইন বলবৎ হয় সেজন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যেন রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন কমিটি প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হন। উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'ইয়াসলিকের' কর্মসচিব শ্রী এস, এম, কুলকার্ণি বলেন, যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কোন কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করতে পারেন না। উপরন্তু রাজা রামমোহন রায় ফাউণ্ডেশন কমিটি

Abstracts

The International Book year and after that. : *Editorial*

Keeps a steady look to implement the resolutions adopted in the Inetrnational Book year. It is needless to mention that to give a proper respect to the call of UNESCO that 'Books for all', the main emphasis would be given on the libraries, and the libraries can be worthy of their names if those are nourished and regulated by the Library Legislation. Setting aside the problem of Library legislation results the digging of the state's own grave regarding development of education. [P. 221] B. C.

The growing crisis in the publishing Industry in West Bengal and its probable remedies by Probodh Bhattacharjee

This tries to identify the causes behind the deepening crisis in the publishing industry of West Bengal and suggests some remedial measures.

The publishing industry of West Bengal is in a sorry state of affairs. The root causes of the present plight are, inter alia, phenomenal increase in the price of paper, dearth of printing presses and printer's materials, paucity of technical personnel, moderate marketing facilities, lack of good writers and readers.

In order to steer up of this situation various measures that are to be adopted by different authorities have been suggested. [P. 223] K. B.

Sree Iyyanki Venkat Ramanaya and Library Movement in India by R. Satyanarayan

This brings into focus the role of Sree Iyyanki Venkat Ramanaya in the development of Library Manement in India.

Life of Sree Iyyanki is a gloring example of how a non-librarian can dedicate himself for the cause of library movement.

Sree Iyyanki was born on 24th July, 1890. After the campletian of his primary elucation while he was studying in Musali patam, he attended a meeting where Bipin ch. Paul gave a call to the young generation to plurge into the national freedoom movement. Sree Iyyanki responded to this call and decided to dedicate himself for the cause of the national freedom movement.

In 1910 he founded 'Andhra Varti' a monthly which played a great role in the development of nationalism amongest the masses. Gradually he felt the need of a net-work of public libraries in building up mass consciousness. As a result of his untiring affort Andhradesh Library Association and Granthalaya Sarbassamu—a periodical on library science, came into being. On 14th November, 1919 by his efforts the first All

India public Library conference was held in Madras. This conference helped in the formation of All India Public Library Association. He was pioneer in organising Village Libraries conference, South Indian Libraries conference. For his multifaceted activities this year he has been honourd with 'padmasree' title. [P. 230] K. B.

Association Notes

Library Day :

On the 20th December at Students Hall, Library Day was observed under the Chairmanship of Sree Pramil Chandra Bose. Shree Prabir Roy Chaudhury explained the importance of library Day and stressed on the implementation of the call of International Book year. The chairman of the meeting focused the light on the necessity of observance of the Library Day. The meeting then resolved a number of resolutions on the enactment of Library Legislation, ressolution of sponsored Library system and re-appointment of teachers and the Librarian of Kamrpukur College, including the demand of reassessment of National Library Bill introduced in the Loksabha recently.

Convocation

On the said day on the same platform the Pro-Vice-Chancellor of Calcutta University Dr. Amlan Datta distributed the Diplomas among the successful candidates and Kumar Munindra Deb Roy memorial medal to the student who stood first in the Examanation of Certificate Course of Librarianship. Shri Sudhananda Chatterjee presided, Dr. Dutta in his convoction address stressed on the way of Library service to be rendered by the librarians and the President congratulated the successful candidates with a call to the young Librarian to be the worthy of the profession.

[P. 234] B. C.

News from the Libraries

Burdwan : Additional District Library, Jaragram Makhanlal Pathagar & Kaithan Milan Pathagar.

Calcutta : Asokegarh Sadharan Pathagar & State Central Library Readers Association.

Howrah : Samskriti. [P. 241]

Periodical review

Chinmoyee Smriti Pathagar : Barshik Patra 1379. Jt Editor : Shri Amarnath Chakravarty and Shri Sasankasekhar Paul. 16/8 A Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9, 112+80 p. Reviewed by Bkashyap.

Library Review. Vol. 1. No. 1, August 1972. Editor : K. K. Bhattacherja. Published quarterly by Bureau of Resarch & Publications on Tripura. Annual Subs. Rs. 14'00, Reviewed by Bkashyap. [P. 243]

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ৯ } { ১৩৭৯, মাঘ

সম্পাদকীয়

পঞ্চম জাতীয় বই মেলা

সম্প্রতি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, ফেডারেশন অব পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় কলকাতার একাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে পঞ্চম জাতীয় বই মেলার আয়োজন করেছিলেন। এই মেলা চলে ২৫ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রক কর্তৃক ১৯৫৭ সালে নিয়োজিত ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। শিক্ষাপ্রসারে এবং জনগণের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধিতে জনগণকে পুস্তকমুখী করে তোলার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছে বর্তমান সংস্থাটি। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পুস্তক ব্যবসায় ও প্রকাশন সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় গ্রন্থমেলার আয়োজন ও সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় অংশ গ্রহণ করা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের অন্যতম দায়িত্ব। কমদামে ভাল এবং বিদেশী বইয়ের ভারতীয় ভাষায় প্রকাশনকে জোরদার করার পবিকল্পনাও রয়েছে এই সংস্থার। এরই ফলে ১৯৬৬ সালে প্রথম জাতীয় বই মেলার আয়োজন করা হয় বোম্বাই শহরে। মাদ্রাজ ও দিল্লীতেও এ ধরণের [illegible] য়োজন করা হয়েছিল, কলকাতাতে এই বই মেলা এবারেই প্রথম।

জাতীয় বই মেলার আয়োজন করা ছাড়াও অনুবাদ সাহিত্য, পুস্তক প্রকাশনা ও প্রচার সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী, পাঠস্পৃহা সমীক্ষা এবং ভারত সরকারের বৃত্তি-প্রাপ্ত অনুন্নত দেশের শিক্ষার্থীদের প্রকাশনশিল্পে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও করেন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

আন্তর্জাতিকভাবে পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরই ভারতের স্থান। কিন্তু বিশ্বে পুস্তক প্রকাশনায় পঞ্চম স্থানাধিকারী হলেও ভারতে প্রতি একলক্ষ ভারতবাসীর জন্য মাত্র ২'২ খানি বই প্রকাশিত হয় যেখানে ইউরোপে পুস্তক প্রকাশনের এই হার প্রতিলক্ষে ৪১'৮ খানি! অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শিথিল অর্থনৈতিক বনিয়াদ এবং শ্লথগতিতে শিক্ষাহার বৃদ্ধির ফলে পুস্তক প্রকাশন প্রয়োজনানুযায়ী

বৃদ্ধি না পেয়ে এক দুষ্ট চক্রের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য জনগণের পুস্তক ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় আবার ধীরগতি সম্পন্ন শিক্ষা-হারের বৃদ্ধিতে পুস্তকের পাঠকসংখ্যাও আকাঙ্খিত গতিতে বাড়ছে না, ফলে সামগ্রিকভাবে পুস্তক ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। যেহেতু পুস্তকের বিক্রয় কমে যাচ্ছে তাই প্রকাশকগণ অধিক সংখ্যায় পুস্তক প্রকাশ না করে মুনাফার আশায় পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করছেন। এই ভাবে পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধিতে বিক্রয়ের পরিমাণও যেমন কমছে তেমনি তার ফলশ্রুতি হল শিক্ষা প্রসারের অনগ্রসরতা। অর্থাৎ সমস্ত ব্যবস্থাই এক দুষ্ট চক্রের শিকার হচ্ছে।

উপরোক্ত দুষ্ট চক্রের আবর্ত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায়, স্বল্পায়াসে 'সকলের জন্য বইয়ে'র ব্যবস্থা করা—যাছিল আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মূল ধ্বনি, যা হতে পারে কেবলমাত্র সার্বজনীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগার সৃষ্টি নয়, সারা দেশ সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জালে আবৃত করা; যা একমাত্র সরকারী আইন প্রবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব। এই প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করলে যত চেষ্টা বা বই মেলার আয়োজন করাই হোক না কেন প্রকৃত ফল কিছুই হবে না।

পঞ্চম জাতীয় বই মেলায় ১৯৭০ সাল থেকে প্রকাশিত ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় ৭ হাজার শিরোনামায় প্রায় একলক্ষ বইয়ের প্রদর্শনী হয়েছে, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের পরিচালনায়। এছাড়াও মেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ভারতের ও অন্যান্য বৈদেশিক প্রকাশক সংস্থার প্রায় ৭০ জন প্রকাশক। বাংলাদেশের বই এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মেলার আয়োজন তার অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে পরিচালনার দোষে। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের ধ্বনি, 'সকলের জন্য বই' আজও কানে অনুরণিত হচ্ছে অথচ মেলায় প্রবেশের অধিকার ছিলনা সকলের অর্থাৎ মেলায় প্রবেশের জন্যই মূল্য ধার্য হয়েছে, যদিও বুক ট্রাস্টের নিজস্ব মণ্ডপে কোন প্রবেশ মূল্য ছিল না। মূল মণ্ডপটিতে ছিল না কোন পথ নির্দেশিকা, পুস্তক ক্রয়ের বিশেষ মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা। এমনকি বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থা বই আনতে আবগারী ব্যবস্থার কড়াকড়িতে অসুবিধাতেও পড়েছেন। বই মেলা উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল 'বই সপ্তাহ', 'ভারতে বই বিপণন' 'বাংলা অনুবাদ ওয়ার্কশপ' প্রভৃতি। কিন্তু বইয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে যেগ্রন্থাগারের আর পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের যাঁরা মুখপাত্র, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, এঁদের প্রায় কারও বই মেলায় আয়োজিত আলোচনা চক্রে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ছিল না। অথচ পুস্তক প্রকাশন, বিপণন ও পাঠক এই তিনের মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু গ্রন্থাগার। কারণ প্রকাশক, বিপণন সংস্থা, পাঠক, লেখক ও অনুবাদক সকলেই বইয়ের সঙ্গে জড়িত এঁদের নিজেদের প্রয়োজনে কিন্তু গ্রন্থাগার বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সকলের প্রয়োজনে। তাই 'সকলের জন্য বই' এই ধ্বনির পটভূমিকায় আয়োজিত পঞ্চম জাতীয় বই মেলায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের মুখপাত্র গ্রন্থাগার পরিষদের অনুপস্থিতি মেলার অঙ্গহানি ঘটিয়েছে।

'রোজেটা পাথরে'র কাহিনী

প্রমীলচন্দ্র বসু

অনেক সময়ে কোন উপেক্ষিত বস্তু বিশেষ চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর ঘটনার কারণ হ'য়ে থাকে। বহুকাল অজ্ঞাত ও অবহেলিত এক খণ্ড শিলা যার নাম 'রোজেটা পাথর' বা 'রোজেটা শিলা' (Rosetta stone) এই রকমই এক চাঞ্চল্যকর ও সুদূর প্রসারী ঘটনার সৃষ্টি করে তার আবিষ্কারের পর গত শতাব্দীতে। যাঁরা প্রত্নতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন তাঁরা ছাড়া গ্রন্থপঞ্জীবিদ্ ও গ্রন্থাগারিকদের কাছেও 'রোজেটা পাথরে'র নাম আজ আর অজ্ঞাত নয়। তবে এই পাথরের কাহিনী এবং অবদান সম্বন্ধে সকলের হয়তো সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

আরবী 'রশিদ' থেকে 'রোজেটা' কথাটির উৎপত্তি। 'রোজেটা' (Rosetta) হ'চ্ছে নিম্ন মিশরের প্রাচীন যুগের এক শহর। 'বোলবিটিক' (Bolbitic) নামে (পরবর্তীকালে 'রোজেটা' নামে অভিহিত) নীলনদের এক শাখার মোহনা থেকে ন' মাইল দূরে ঐ শাখা নদীর পশ্চিম তীরে শহরটি অবস্থিত। আলেকজান্দ্রা নগর থেকে এই শহরের দূরত্ব প্রায় চৌত্রিশ মাইল। এক সময়ে কায়রো ও আলেকজান্দ্রার মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াতের পথ ছিল এই নদী। সেজন্যে সে যুগে রোজেটা শহরের যথেষ্ট বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল। কালক্রমে যাতায়াতের অন্যান্য পথের উদ্ভব হওয়ায় রোজেটার এই গুরুত্ব হ্রাস পায়।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ন' বছরের মধ্যে রেজেটা শহর পর পর ফরাসী, ইংরেজ এবং তুর্কীদের অধিকারে আসে। আর এই সময়কালের প্রথম দিকে রোজেটা শহরের অনতিদূরে বহুকালের পুরানো কৃষ্ণবর্ণের একখণ্ড আগ্নেয়শিলা (basalt) আবিষ্কৃত হয়। রোজেটার কাছে আবিষ্কৃত হওয়ায় একে 'রোজেটা শিলা' বা 'রোজেটা পাথর' বলা হয়। কার দ্বারা কিভাবে এই শিলা আবিষ্কৃত হয় আর কি জন্যে বা এর খ্যাতি এবার ক্রমে ক্রমে তার সন্ধান নেওয়া যাক।

এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে প্রাচীন এই শিলাখণ্ডটি আবিষ্কৃত হয়। ভারতে অবস্থিত ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করার গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে নেপোলিয়নের এক নৌ সেনাবাহিনী ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে উপস্থিত হ'য়ে মিশরে ইংরেজ সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সে সময়ে মিশরের সাথে পশ্চিম ইউরোপের জাতিদের বিশেষ ঘনিষ্ট পরিচয় ছিলনা। মিশরে স্থানীয় নানা বিষয়ের তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফরাসী সৈন্য বাহিনীর সাথে নানা শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, ভাষাবিদ্, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতিরও সে সময়ে মিশরে আগমন হয়। ১৭৯৮ সাল থেকে প্রায় তিন বছরকাল নীলনদের

উপত্যকা ফরাসীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। এই সময়ে ফরাসী জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা মিশরের অনেক তথ্য এবং প্রাচীন দ্রব্যাদি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। ফরাসীদের দ্বারা আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত নানা বস্তুর মধ্যে 'রোজেটা শিলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রোজেটা শহরের প্রায় চার মাইল উত্তরে সেন্ট জুলিয়ান দুর্গে (Fort of St. Julian) এক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য পরিচালনাকালে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 'বোচার্ড' অথবা 'বোসার্ড' (Bouchard or Boussard) নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার এই শিলাখণ্ড আবিষ্কার ও উদ্ধার করেন। পূর্বেই বলা হ'য়েছে রোজেটা শহরের কাছে আবিষ্কৃত ব'লে একেই 'রোজেটা পাথর' বলা হয়।

পূর্বে একথাও বলা হ'য়েছে যে রোজেটা পাথরটি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের আগ্নেয়শিলা। কালের প্রবাহ অতিক্রম করায় আবিষ্কার কালে পাথরটি সম্পূর্ণ অটুট অবস্থায় ছিল না। এর আকৃতিও সুঠাম নয়, অসমান। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ফুট ন' ইঞ্চি; প্রস্থে দু' ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি; এবং প্রায় এক ফুট পুরু। পাথরটির একদিকের সমতল পৃষ্ঠে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার সাহায্যে উৎকীর্ণ ক'রে কিছু লেখা। শিলাটির পাঠোদ্ধার এবং তথ্যানুসন্ধানের জন্য নেপোলিয়ান পাথরটি কায়রোয় প্রতিষ্ঠিত ফরাসী ইনষ্টিটিউটে জমা রাখেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রাধান্য খর্ব ক'রে ইংরেজ মিশরে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে। তখন ফরাসীদের সংগৃহীত ও দখলীকৃত মিশরের নানা প্রাচীন ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসহ রোজেটা পাথরটিও ইংরেজের দখলে আসে। এই সকল বস্তু ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজযোগে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থানান্তরিত হয় এবং এইগুলিকে অবলম্বন ক'রে ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'মিশরীয় সংগ্রহে'র সৃষ্টি হয়। তদবধি রোজেটা পাথর ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

রোজেটা পাথরের সমতল অংশে যে তিনটি বিভিন্ন বর্ণমালার রচনা উৎকীর্ণ করা ছিল তার মধ্যে একটি হ'চ্ছে মিশরের প্রাচীন চিত্রলিপির বা হায়রোগ্লিফিক (Hieroglyphic) বর্ণমালা। দ্বিতীয়টি হায়রোগ্লিফিকের বংশোদ্ভুত মিশরের 'ডেমোটিক' (demotic) বা জনগণের বর্ণমালা। আর তৃতীয়টি গ্রীক বর্ণমালা। প্রথমে ছিল হায়রোগ্লিফিক বর্ণমালায় লিখিত রচনাটি, চোদ্দ লাইনে; তৎপরে 'ডেমোটিক' বর্ণমালার অংশটি বত্রিশ লাইনে; আর সর্বশেষে গ্রীক বর্ণমালায় লেখা অংশটি ছিল চুয়ান্ন লাইনের।

প্রাচীন হায়রোগ্লিফিক এবং ডেমোটিক বর্ণমালার প্রচলন বহুকাল পূর্বে লোপ পাওয়ায় উভয় পদ্ধতিতে লিখিত রচনার কোনটি পাঠ ক'রবার লোক কেউ ছিল না এ যুগে। তৃতীয় রচনাটি অর্থাৎ গ্রীক অক্ষর ও ভাষায় রচনাটি পড়ার লোকের অভাব হয়নি। রচনা তিনটি, তিনটি বিভিন্ন বর্ণমালায় উৎকীর্ণ হ'লেও তাদের বিষয়বস্তু যে একই এটা অনুমিত হ'য়েছিল। রোজেটা পাথরে উৎকীর্ণ মিশরের এই প্রাচীন দু'টি লিপি পদ্ধতি আবিষ্কারের পর ঐ লিপির পাঠোদ্ধার এবং পদ্ধতি দু'টির পুনরাবিষ্কারের জন্য মানুষের মনে প্রেরণা জাগলো। গ্রীক অক্ষরের রচনাটির বিষয়বস্তু অবগত হবার পর তারই ভিত্তিতে অপর লিপিগুলির বর্ণোদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু হ'ল।

যে কোন চিত্রলিপি সম্বন্ধে 'হায়রোগ্লিফিক' শব্দ প্রযোজ্য হলেও প্রধানতঃ মিশর দেশীয় প্রাচীন চিত্রলিপির বর্ণমালা সম্বন্ধেই শব্দটি বিশেষভাবে প্রচলিত। মিশরের হায়রোগ্লিফিক লিখন পদ্ধতি বা চিত্রলিপির উৎপত্তির বিশদ বিবরণ এবং আদি ইতিহাস এখনও সঠিকভাবে জানা না গেলেও এই চিত্রলিপির বর্ণমালা যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মিশরের 'প্রথম রাজবংশে'র (the First Dynasty) আবির্ভাবেরও পূর্বে অর্থাৎ অন্যূন খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরেরও পূর্বে অর্থাৎ এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও এই চিত্রলিপির অস্তিত্ব ছিল। এই সময়ে মেসোপোটেমিয়ার সাথে মিশরের যোগাযোগ ছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনেকে মনে করেন এই যোগাযোগের ফলে মেসোপোটেমিয়ার সুমের জাতির প্রভাবে মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়। মিশরীয় চিত্রলিপির বর্ণগুলি দ্বারা বর্ণিত বিষয় সব সময়ে স্বয়ং প্রকাশিত ছিলনা। চিত্র সংকেতের ধ্বনিগত মূল্যও ছিল। কাজেই এটি নিছক চিত্রলিপিই নয়। অন্যান্য চিত্রলিপির সাথে মিশরীয় চিত্রলিপির এখানেই মূলগত পার্থক্য। মিশরীয় চিত্রলিপির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পর পর উদ্ভূত মোট তিনটি স্তরের লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এদের সর্ব প্রথমটিকেই বলা হয় হায়রোগ্লিফিক লিপি। দ্বিতীয়টির নাম 'হায়রেটিক' (hieratic) এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় 'ডেমোটিক' (demotic)।

হায়রোগ্লিফিক শব্দটি মিশরীয় ভাষায় 'পবিত্র' লিখন (Sacred writing) অথবা 'ঈশ্বরের বাণী' (the god's words) এই কথার গ্রীক অনুবাদ। এই পদ্ধতিতে বক্তব্য বিষয়কে সাধারণতঃ চিত্র সম্বলিত বর্ণমালার সাহায্যে প্রস্তর স্তম্ভে (obelisk) পাথরের শবাধারে (Sarcophagus), মন্দিরে, এবং স্মৃতি সৌধাদিতে উৎকীর্ণ ক'রে কিংবা রঞ্জিত চিত্রের দ্বারা বর্ণনা করা হ'ত। এই পদ্ধতিতে কিছু লিখতে হ'লে সেটা টানা লেখা হওয়া সম্ভব ছিলনা। কাজেই এই পদ্ধতি অনুসরণে লেখার সময় বেশী লাগতো।

হায়রোগ্লিফিক পদ্ধতি জটিল এবং দ্রুত লিখনের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় ক্রমে ঐ পদ্ধতির এক সরল সংস্করণের সৃষ্টি হ'ল। তা'কে বলা হ'ল হায়রেটিক বা পুরোহিতের লিপি। হায়রোগ্লিফিক চিত্রাক্ষরের বহিরাকৃতির পরিবর্তনই এই দুই পদ্ধতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য। তবে হায়রেটিক লিপি ধর্মীয় শাস্ত্রাদির মূলঅংশ (texts) এবং ধর্মীয় সাহিত্য প্যাপিরাসে নকল করার জন্য প্রধানতঃ পুরোহিতেরা ব্যবহার করতেন। সেজন্যই পুরোহিত লিপি (hieratic writing) নাম হয়। এই লিপির অক্ষরগুলি আবার পরিবর্তিত হ'য়ে সহজে লিখনোপযোগী হওয়ায় এই পদ্ধতিতে হায়রোগ্লিফিক পদ্ধতি অপেক্ষা দ্রুত লেখা এবং টানা হাতে লেখা সম্ভব হয়। হায়রোগ্লিফিক লিপি প্রচলনের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই হায়রেটিক লিপির আবির্ভাব হয়।

হায়রেটিক লিপি সৃষ্টির পর কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আবার সহজতর অক্ষরের সাহায্যে আর এক লিপি উদ্ভাবিত হয়। এর নাম 'ডেমোটিক (demotic) লিপি বা 'সাধারণের লিপি'। হায়রোগ্লিফিক হায়রেটিক এবং ডেমোটিক লিপির মধ্যে অক্ষরের আকৃতিগত পরিবর্তন ছাড়া অন্য উল্লেখযোগ্য

পরিবর্তন বড় একটা ছিলনা। হায়রেটিকের উদ্ভব হয় হায়রোগ্লিফিক থেকে ; আবার ডেমোটিকের উৎপত্তি হয় হায়রেটিক থেকে। অক্ষরের ক্রমবর্ধমান সহজে ও দ্রুত লিখিত হবার গুণসম্পন্নতাই এই তিনলিপির মধ্যে পার্থক্যের কারণ। তবে হায়রোগ্লিফিক এবং হায়রেটিক পদ্ধতিতে যে কোন দিক থেকে লেখা শুরু করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, কিন্তু ডেমোটিক পদ্ধতিতে শুধু ডানদিক থেকে লেখা আরম্ভ ক'রে বাঁ দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বাঁদিক থেকে ডান দিকে কিম্বা উপর থেকে নীচে অগ্রসর হওয়া যায়না। অর্থাৎ উপর থেকে অথবা বাঁদিক থেকে লেখা শুরু করা যায়না। হায়রোগ্লিফিকের আর একটা পার্থক্য এই যে এই পদ্ধতির লেখা সাধারণতঃ শুধু প্রস্তরাদি কঠিন বস্তুতে উৎকীর্ণ হ'ত। স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে এই উৎকীর্ণ লিপির প্রচলন ছিল। হায়রেটিক ব্যবহৃত হ'ত সাহিত্য চর্চা অথবা দলিলপত্রের জন্য এবং প্রধানতঃ পুরোহিতদের দ্বারা ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা অথবা মূল নির্দেশাদি প্যাপিরাসে লিপিবদ্ধের জন্য। আর ডেমোটিক যার অর্থ 'জনগণের' (of the people) ব্যবহৃত হ'ত দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সর্বক্ষেত্রে।

বহুকাল অপ্রচলিত থাকায় এই প্রাচীন লিপিগুলি পাঠের ক্ষমতা জগত থেকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। সর্বশেষ ডেমোটিক লিখনের যে তারিখ নির্ণীত হয় সে তারিখের কাল হ'চ্ছে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ—৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। মিশরের এই চিত্রলিপির ব্যবহার জগতে অপ্রচলিত হ'য়ে পড়লেও মিশরীয় ভাষার অবলুপ্তি ঘটেনি। নতুন বর্ণমালার সাহায্যে 'কপটিক' (coptic) ভাষা নামে মিশরীয় ভাষার ব্যবহার প্রচলিত থাকে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মিশরের প্রাচীনলিপি পাঠের যে সব প্রচেষ্টা হ'য়েছে সে সমস্তই ব্যর্থ হয়। লোকের ধারণা হয় এই লিপির বর্ণ বা অক্ষরগুলি অলৌকিক রহস্যময় সংকেতের (mystic symbols) দ্বারা সৃষ্ট। কাজেই তার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। এই মধ্যযুগীয় ধারণা বহুকাল মানুষের মধ্যে প্রায় বদ্ধমূল হ'য়ে ছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোজেটা পাথর আবিষ্কারের ফলে যখন মিশরীয় লিপির সাথে সাথে গ্রীকলিপির বিবরণ পাওয়া গেল এবং মিশরীয় লিপি ও গ্রীক লিপির বিষয়বস্তু একই হবে ব'লে অনুমিত হ'ল তখন নতুন ক'রে আবার মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা শুরু হ'ল।

রোজেটা পাথরে গ্রীক অক্ষরে ও ভাষায় লিখিত বিবরণ পাঠে জানা গেল যে পাথরে উৎকীর্ণ অংশটি হ'চ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬ অব্দের ২৭শে মার্চ মিশরের মেম্ফিস (Memphis) শহরের পুরোহিতদের রচিত পঞ্চম টলেমি এপিফেনস্ (Ptolemy V Epiphanes) এর সম্বর্ধনায় প্রশস্তি সূচক এক দীর্ঘ রায় (Decree)। সিংহাসনে অধিরোহণের পর মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতি পঞ্চম টলেমি যে বদান্যতা প্রকাশ করেন তার স্বীকৃতি হিসাবে ধর্মবিষয়ক নেতৃবৃন্দের এক মহাসম্মেলনের পর পুরোহিত সম্প্রদায় কর্তৃক এটি রচিত হয়। যে সকল ঘোষণার দ্বারা পঞ্চম টলেমি মিশরের তৎকালীন দুঃখ দুর্দশা মোচনের চেষ্টা করেছিলেন ; ঋণভারে জর্জরিত, দস্যুদের দ্বারা নিপীড়িত, গৃহযুদ্ধে বিভ্রান্ত মিশরের জনগণের সংরক্ষণে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন ; পরিত্যক্ত শস্যক্ষেত্র এবং অবহেলিত সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন রোজেটা পাথরে উৎকীর্ণ পুরোহিতদের

রায়ে সেই সকল ঘোষণার উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছিল। জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে টলেমি অবলম্বিত নানা পথ ও উপায়ের জন্য পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁদের রায়ে টলেমিকে শুধু তাঁদের নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানান নি, পুনঃ পুনঃ সকল লোকের পক্ষেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। রায়ের শেষাংশে এই সংকল্প প্রকাশ করা হ'য়েছে যে তাঁদের বক্তব্য কঠিন প্রস্তরে 'পবিত্র (hieroglyphic) অক্ষরে', 'জনগণের (demotic) অক্ষরে' এবং গ্রীক অক্ষরে উৎকীর্ণ করা হোক।

টলেমি রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পর পর ষোলজন (কারও কারও মতে চোদ্দজন) টলেমি মিশরের রাজা ছিলেন। টলেমি সোটার (Ptolemy Soter) অথবা প্রথম টলেমি (Ptolemy I) এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর বিভিন্ন সেনাপতিদের মধ্যে ভাগাভাগি হ'য়ে যায়। টলেমি সোটারের ভাগে মিশর পড়ে। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং নানাভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলে শহরটিকে পৃথিবীর এক বিখ্যাত শহর হিসেবে গড়ে তোলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় বিখ্যাত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা স্থাপন করে তিনি এই শহরকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থানে পরিণত করেন। ইনি আলেকজাণ্ডারের একটি জীবনীও লিখেছিলেন। টলেমি এপিফেনস্ (Ptolemy Epiphanes) অথবা পঞ্চম টলেমি (Ptolemy V) মিশরের এই টলেমি বংশের পঞ্চম রাজা ছিলেন।

মিশরীয় চিত্রলিপির তিনটি স্তরের মধ্যে 'ডেমোটিক' বা জনগণের লিপিটি সর্বশেষে উদ্ভূত এবং সবচাইতে সরল ও সহজ ছিল। সেজন্যে রোজেটা পাথরে গ্রীকভাষায় লেখা বিবরণের ভিত্তিতে প্রথমে ডেমোটিক লিপির বর্ণ এবং শব্দ পাঠের চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। এ বিষয়ে চেষ্টা ফলপ্রসূ হ'লে অপর পদ্ধতিটির (hieroglyphic) অক্ষর এবং শব্দের পাঠোদ্ধার করা হ'ল। তবে প্রাচীন মিশরীয় লিপির পুনঃ পাঠোদ্ধারের কাজ অবশ্য একদিনে বা একজনের দ্বারা হয়নি। কয়েকজনের বেশ কিছুকাল চেষ্টার ফলে তা' সম্ভব হয়।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত এ্যানটয়েন আইজ্যাক সিলভেষ্ট্রি দি স্যাসি (Antoine Isaac Silvestre de Sacy) এবং সুইডেনের কূটনীতিবিদ জিন ডেভিড একারব্লাড (Jean David Akerblad) ডেমোটিক পদ্ধতিতে লেখা অংশটি গ্রীক ভাষায় লেখা অংশটির সাথে মিলিয়ে কয়েকটি নামের পাঠোদ্ধার ক'রতে সমর্থ হন। একারব্লাড কয়েকটি ডেমোটিক চিহ্নের ধ্বনিগত মূল্যও সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন। পাঠোদ্ধারের একটা বড় অগ্রগতি হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইংরেজ পদার্থবিদ্ টমাস ইয়ং (Thomas young) এর চেষ্টায়। তিনি হায়রোগ্লিফিকের কতকগুলি অক্ষর নির্ধারণ ক'রতে সমর্থ হন। দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পর ফরাসী পণ্ডিত জিন ফান্‌কয়েজ শ্যানপোলিয়ন্ (Jean francois Champollion) সর্বপ্রথমে প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি ভালভাবে পড়তে সমর্থ হন। তিনি রোজেটা পাথরটির বিভিন্ন হরফে লেখা অংশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এবং তুলনামূলক ভাবে পর্যালোচনা ক'রে বিভিন্ন লিপির সম-অর্থজ্ঞাপক শব্দগুলির

তালিকা প্রণয়ন করেন এবং ডেমোটিক লিপি হায়রেটিক লিপি থেকে ও হায়রেটিকলিপি হায়রোগ্লিফিক লিপি থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে ব'লে সিদ্ধান্ত করেন। যাই হোক বহুকাল বিস্মৃত মিশরের প্রাচীন চিত্রলিপির পুনরায় পাঠোদ্ধারের প্রেরণা ও চাবিকাঠি এই রোজেটা পাথরের কাছেই পাওয়া যায় এবং এই পাথরের সাহায্যেই সে কাজ এগিয়ে যায়। এটি রোজেটা পাথরের কম কৃতিত্ব নয়। আর ওই পাঠোদ্ধারের ফলে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অনেক অবলুপ্ত তথ্য পুনরায় উদ্ভাসিত হয়; কাজেই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস চর্চায় রোজেটা পাথরের সহায়তা অতি মূল্যবান এবং অবিস্মরণীয়। তাই রোজেটা পাথরের আজ জগৎজোড়া খ্যাতি।

[বর্তমান প্রবন্ধের প্রবন্ধকারের একটি লেখা 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সেকাল ও একাল'এর তথ্যভিত্তিক গুরুত্ব থাকায় গ্রন্থাগার পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২৮তম অধিবেশনের স্মারকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। সঃ গ্রঃ]

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ-গ্রন্থাগারের আবেদন

পরিষদ-গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। অথচ প্রয়োজনীয় বই কেনার টাকাও পরিষদের নেই। তাই আমরা প্রতিটি গ্রন্থাগার-দরদী বন্ধুর কাছে আবেদন করছি তাঁরা যেন সাধ্যানুযায়ী এই গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের বই দান করেন।

প্রদীপ চৌধুরী
গ্রন্থাগারিক,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ ভবন
১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (১৩)

(') অ্যাপস্ট্রফি সহায়িকা

বিমলকান্তি সেন

এবার আমাদের আলোচনা সার্বদশমিক বর্গীকরণের সর্বশেষ সহায়িকা নিয়ে। এই সহায়িকার পরিচায়ক চিহ্ন হল (') অ্যাপস্ট্রফি এবং এটি হচ্ছে বিশেষ সহায়িকার অন্তর্গত তৃতীয় সহায়িকা। বিশেষ সহায়িকার-(হাইফেনিত) এবং ·0 (বিন্দু শূণ্য) সহায়িকা হল বৈশ্লেষিক, যা নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি। আলোচ্য সহায়িকাটি হল সাংশ্লেষিক।

সার্বদশমিক বর্গীকরণের গোড়া থেকেই এই সহায়িকাটি ছিল না। এর জন্ম হয়েছে অনেক পরে, সবার শেষে। পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলিকে আমরা অবিমিশ্র বলে জানি। যেমন কোন ভাববাদ, মৌলিক পদার্থ ইত্যাদি। সেগুলিকে নিয়ে বর্গীকরণ-বেত্তাদের (Classificat onist) তেমন কোনও সমস্যা নেই। সমস্যাই হল মিশ্রদের নিয়ে, বলাবাহুল্য দলে তারাই ভারী। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কথাই ধরা যাক। তাদের কেউ বামপন্থী, কেউ দক্ষিণপন্থী, কেউ বা Progressive Conservative আবার কেউ বা Democratic Republican। ঠিক তেমনি আছে লক্ষ লক্ষ যোগিক পদার্থ বা সংকর ধাতু (.alloy), যা গঠিত হয়েছে একাধিক মৌলের মিলনে। এদের প্রত্যেকের জন্যই আলাদা আলাদা বর্গসংখ্যা দরকার। কিন্তু তালিকায় তা দিতে গেলে তালিকার বপু হয়ে যায় সুবিশাল। প্রশ্ন উঠতে পারে অগতির গতি : (কোলন) চিহ্ন নিয়ে। এর সাহায্যে কী এসব জিনিষের বর্গসংখ্যা গড়া যায় না ? একটি উদাহরণ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাক। লবণ, যা আমরা নিত্যদিন খাই, তার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। উপযুক্ত মাত্রায় এবং অবস্থায় সোডিয়াম এবং ক্লোরিণের মিলনের ফলেই বস্তুটির জন্ম। এখন সোডিয়াম এবং ক্লোরিণের বর্গসংখ্যা যথাক্রমে 546·33 এবং 546·13। কোলন দিয়ে বর্গসংখ্যা দুটি জুড়ে দিলে দাঁড়ায় 546·33 : 546·13। 'সোডিয়ামের উপর ক্লোরিণের ক্রিয়া' এ ধরণের একটি প্রকাশনেরও বর্গসংখ্যা দাঁড়িয়ে যাবে ঐ। কোলনের ব্যবহার যে এসব জিনিষের বর্গসংখ্যা গঠনে অকার্যকর তা বোঝা যাচ্ছে। এক সময়ে · (বিন্দু), - (হাইফেন), অমুক সংখ্যার মত বিভাজ্য, ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বন করে এসবের বর্গসংখ্যা গড়া হতো, তাতেও খুব সুবিধে হচ্ছে না দেখে অন্য পন্থা অবলম্বন করা হল। ব্যবহার শুরু হল অ্যাপস্ট্রফির। এখন দেখা যাক, অ্যাপস্ট্রফি সহযোগে এসবের বর্গসংখ্যা কীভাবে গড়তে হয়।

অ্যাপষ্ট্রফি সহায়িকার ব্যবহারিক প্রয়োগ

সার্বদশমিক বর্গীকরণের অন্যান্য সহায়িকার মত অ্যাপস্ট্রফি সহায়িকার ব্যবহারও খুব সরল। প্রকাশনটি বর্গীকরণের জন্য যে কটি সাধারণ বর্গসংখ্যার (simple class number) দরকার তার প্রথমটি অখণ্ড থাকবে তারপর বসবে অ্যাপস্ট্রফি, তারপর অন্যান্য বর্গসংখ্যা গোড়াটুকু বাদ দিয়ে। গোড়া বলতে বর্গসংখ্যার বিন্দুর পূর্ব তিনটি অঙ্ককেই বোঝান হচ্ছে। উদাহরণ : (ক) ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকান পার্টি।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান পার্টির বর্গসংখ্যা যথাক্রমে 329·22 এবং 329·23। এবারে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকান পার্টির বর্গসংখ্যা গড়তে হবে এইভাবে। 329·22 পুরো নিতে হবে, তারপর বসাতে হবে অ্যাপস্ট্রফি, এবং পরিশেষে 329·23য়ের কেবলমাত্র 23 নিতে হবে। ফলে বর্গসংখ্যাটি দাঁড়াবে 329·22'23।

(খ) পটাশিয়াম সালফেট—546·32'226 পটাশিয়াম—546·32 সালফেট—546·226।

(গ) মিথাইল ফরম্যাট—547·261'291, মিথাইল কোহল এবং এস্টার—547·261, ফরমিক অম্ল এবং এস্টার—547.291।

(ঘ) অ্যালনিকো

এটি একটি সংকর ধাতু। এর মধ্যে আছে শতকরা 63 ভাগ লোহা, 20 ভাগ নিকেল, 12 ভাগ অ্যালুমিনিয়াম এবং 5 ভাগ কোবল্ট। সংকর ধাতু সাধারণতঃ বর্গীকৃত হয়ে থাকে 669 বা ধাতুবিদ্যায়। আলোচ্য সংকর ধাতুটিতে লোহার ভাগই বেশী। তাই এখানে লোহাই অগ্রাধিকার পাবে। সংকর লোহার (Iron alloy) বর্গসংখ্যা হচ্ছে 669·15, এবং নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম এবং কোবল্টের বর্গসংখ্যা যথাক্রমে 669·24, 669·71 এবং 669·25। লোহা অগ্রাধিকার পাওয়ার দরুণ 669·15 অখণ্ডই থাকবে। অন্য বর্গসংখ্যাগুলির বিন্দুর পূর্বের অংশটুকু অর্থাৎ 669 বাদ যাবে। ফলে আমরা সংকর ধাতু অ্যালনিকোর বর্গসংখ্যা পাব 669.15'24'71'25।

এখানে উল্লেখ্য যে অ্যাপস্ট্রফি সহায়িকার ব্যবহার আজও বেশ সীমিত। কেবলমাত্র 329·1/·6, 546, 547, 615·2/·3, 629·7, 631·8, 666·113, 667·6, 669, 678·6য়েই এই সহায়িকাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্রমেই সহায়িকাটির ব্যবহার বাড়ছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও অনেক বর্গসংখ্যাতেই আমরা এর ব্যবহার দেখতে পাব।

মিশ্র বর্গসংখ্যায় অ্যাপষ্ট্রফি সহায়িকার স্থান

সাধারণ বর্গসংখ্যার পরই আসে অ্যাপস্ট্রফি সহায়িকা, আর তারপর ·0 (বিন্দু শূণ্য) সহায়িকা। দ্বাদশ স্তবকে Automatic heating of iron—aluminium silicon alloysয়ের যে উদাহরণটি দিয়েছি, তা থেকেই মিশ্র বর্গসংখ্যায় অ্যাপষ্ট্রফি সহায়িকার স্থান স্পষ্ট। তাই এ নিয়ে আর পুনরালোচনা করা হল না।

অ্যাপষ্ট্রফি সহায়িকা ব্যবহারে সতর্ককতা

অ্যাপষ্ট্রফি সহায়িকা ব্যবহারের সময় বর্গীকরণিককে (Classifier) অনেক সময় দ্বিধায় পড়তে হয়। দস্তার অক্সাইডের কথাই ধরা যাক। দস্তা এবং অক্সিজেনের মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয় দস্তার অক্সাইড। দস্তা এবং অক্সিজেনের বর্গসংখ্যা যথাক্রমে 546·47 এবং 546·21। সেই অনুযায়ী দস্তার অক্সাইডের বর্গসংখ্যা দাঁড়ায় 546·47'21। কিন্তু 54য়ের নীচে সংখ্যায়িত হাইফেনিত সহায়িকাগুলির দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব, অক্সাইডের হাইফেনিত সহায়িকা হচ্ছে-31। হাইফেনিত সহায়িকা ব্যবহার করে আমরা দস্তার অক্সাইডের বর্গসংখ্যা পাই 546·47-31। দুই পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা একই জিনিষের দুটি ভিন্ন বর্গসংখ্যা পেয়ে যাচ্ছি। এরূপ অবস্থায় এই দুই পদ্ধতির কোনটি অবলম্বনীয়, সে সম্বন্ধে সার্বদশমিক বর্গীকরণে কোন নির্দেশ নেই। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে যেখানে অন্য সহায়িকা ব্যবহার করে বর্গসংখ্যা গঠন করা যায়, সেখানে অ্যাপষ্ট্রফি সহায়িকা ব্যবহার না করাই ভাল।

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

৩০ তম অধিবেশন

ফালাকাটা : জলপাইগুড়ি

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং সুভাষ পাঠাগার, ফালাকাটার ব্যবস্থাপনায় আগামী ১১-১৩ মার্চ, ১৯৭৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩০ তম অধিবেশন জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটার সুভাষ পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :

(১) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী।

(২) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিচালনায় স্বর্গত ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের প্রভাব।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং জনসাধারণকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। বিস্তারিত সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

মহাদেব ঘোষ
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম অর্ধশত বৎসর

(১৮১৮—১৮৬৭)

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

"A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none." জেম্‌স্‌ হিকি এই আশ্বাস দিয়ে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে সংবাদপত্র প্রচলন করেন। তবে পত্রটি ইংরাজী। বাংলা পত্রিকার জন্য আরও আটাশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। উনিশ শতক তখন কৈশোর পেরিয়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছে। কোম্পানীর অনুদার নীতির অবসান, শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যম এবং সর্বোপরি যুগনায়ক রামমোহনের কলিকাতায় আবির্ভাব নবজাগরণের সম্ভাবনাকে যখন উজ্জ্বলতর করে সেই সময় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হতে 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পন' এবং কলকাতা হতে 'বাংলা গেজেট' বাংলা সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্রের শুভ আবির্ভাব ঘোষণা করে। এর পর সংবাদ পত্রের আসরে আসেন স্বয়ং রামমোহন, প্রথমে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও পরে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করে। রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'। ১৮৩০ পর্যন্ত প্রধানতঃ দর্পন, কৌমুদী ও চন্দ্রিকার যুগ। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্র সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে কেরী বাংলাদেশের ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় পত্রিকা সমূহের যে তালিকা দিয়েছেন তা থেকে নিম্নের চিত্রটি পাওয়া যায়:—

তালিকা নং ১

পর্যায়	ইংরাজী	বাংলা	ফার্সী	দ্বিভাষিক	ত্রৈভাষিক	মোট
দৈনিক	৭	—	—	—	—	৭
বারত্রয়িক	২	—	—	—	—	২
অর্ধসাপ্তাহিক	১	—	—	—	—	১
সাপ্তাহিক	৬	৩	১	১	২	১৩
মাসিক	৭	—	—	—	—	৭
ত্রৈমাসিক	৪	—	—	—	—	৪
বার্ষিক	৬	—	—	—	—	৬
মোট	৩৩	৩	১	১	২	৪০

এর পরবর্তীকালে সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্বকৌমুদী, সোমপ্রকাশ প্রভৃতির যুগ। বাংলার সাময়িক জীবনের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইংগিত তখন সাময়িকপত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পর অমৃতবাজার পত্রিকা, বঙ্গদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা পত্রিকার উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে। বাংলা তথা ভারতে তখন নবজাগরণের জোয়ার। দক্ষ মাঝির মত হাল ধরে ছিল সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র। এযুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পাতায়। পত্রিকাগুলিকে তাই জাতীয় সম্পদ বলে গণ্য করা উচিত এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণে জাতীয় উদ্যম নেওয়া প্রয়োজন। অবহেলিত ও উপেক্ষিত অবস্থায় নানাস্থানে বহু পত্রিকা বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং বহু পত্রিকা বিনাশের পথে। এখনও চেষ্টা হলে কিছু হয়তো রক্ষা পেতে পারে। সাময়িক পত্রিকার প্রথম পঞ্চাশ বছরের কয়েকটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল। এগুলি সাময়িক পত্রিকার সূচনা ও বিকাশ সম্বন্ধে মনে হয় কিছু ধারণা করিয়ে দিতে পারবে।

তালিকা নং ২

বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা (১৮১৮-১৮৬৭)

অঞ্চল	পত্রিকার সংখ্যা	অঞ্চল	পত্রিকার সংখ্যা
কলিকাতা	১৬০	হাওড়া	৪
হুগলি	১৯	চব্বিশ পরগণা	৩
ঢাকা	১২	যশোহর	৩
মুর্শিদাবাদ	৫	নদীয়া	১
বর্দ্ধমান	৪	অন্যান্য	১০ (২২১)

তালিকা নং ৩

প্রকাশের পর্যায় অনুসারে (১৮১৮-১৮৬৭)

পর্যায়	সংখ্যা	পর্যায়	সংখ্যা
দৈনিক	৫	পাক্ষিক	১৮
দিনান্তরিক	৩	মাসিক	৯২
অর্ধসাপ্তাহিক	৮	ত্রৈমাসিক	২
সাপ্তাহিক	৮৮	অনিয়মিত	৫ (২২১)

তালিকা নং ৪

বিষয়ানুসারে (১৮১৮-১৮৬৭)

বিষয়	সংখ্যা	বিষয়	সংখ্যা
সংবাদ পত্র	৮১	সাহিত্য	৫
ধর্ম	১৭	চিকিৎসা	৪
শিক্ষা	১৪	সমাজ	৪
বিজ্ঞান	৯	বিবিধ	৮৭ (২২১)

তালিকা নং ৫

স্থায়িত্বানুসারে (১৮১৮-১৮৬৭)

বছর	সংখ্যা	বছর	সংখ্যা
০-১	১১৬	২১-৩০	৫
২-৫	৫৬	৩১-৪০	২
৬-১০	২০	৪১-৫০	১
১১-২০	১৬	৫০ এর বেশী	৫ (২২১)

তালিকা নং ৬

বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত পত্রিকার সংখ্যা (১৮১৮-১৮৬৭)

সাল	দৈনিক	দিনান্তরিক	অঃ সাপ্তাহিক	সাপ্তাহিক	পাক্ষিক	মাসিক	ত্রৈমাসিক	মোট
১৮৩১	—							৭
১৮৩৫	—			৫		৪		১১
১৮৩৯	২			৭		১		১০
১৮৪৭	২		২	৪	২	৫		১৬
১৮৪৯	২	১	২	১২	৩	৪		২৫
১৮৫১	২	২	৪	৭	১	৫		২১
১৮৫৩	২	১	৩	৮	১	৫		২০

তালিকা নং ৭

কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকা (১৮১৮-১৮৬৭)

নাম	সম্পাদক	পর্যায়	বিষয়	প্রথম প্রকাশ	স্থায়িত্ব বছর
দিগদর্শন	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	মাসিক	শিক্ষা	১৮১৮	২
সমাচার দর্পন	ঐ	সাপ্তাহিক	সংবাদপত্র	১৮১৮	২৪
সম্বাদ কৌমুদী	হলধর বসু	ঐ	ঐ	১৮২১	১২

সমাচার চন্দ্রিকা	ভবানীচরণ বন্দ্যোঃ	ঐ	ঐ	১৮২২	৩২
সম্বাদ তিমির নাশক	কৃষ্ণমোহন দাস	ঐ	ঐ	১৮২৩	১৫
বঙ্গদূত	নীলরতন হালদার	ঐ	বিবিধ	১৮২৯	১০
সংবাদ প্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	ঐ/ দৈনিক	সংবাদপত্র	১৮৩১	দীর্ঘকাল
জ্ঞানান্বেষণ	দক্ষিণারঞ্জন মুখোঃ	সাপ্তাহিক	বিবিধ	১৮৩১	১১
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	হরচন্দ্র বন্দ্যোঃ	মাসিক/দৈনিক	সংবাদপত্র	১৮৩৭	৭৩
সংবাদ ভাস্কর	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	সাপ্তাহিক	ঐ	১৮৩৯	দীর্ঘকাল
গভর্ণমেণ্ট গেজেট	জন ক্লর্ক মার্শম্যান	ঐ	ঐ	১৮৪০	ঐ
বেঙ্গল স্পেক্টেটর	রামগোপাল ঘোষ	ঐ	বিবিধ	১৮৪২	১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	দেবেন্দ্রমোহন ঠাকুর	মাসিক	ধর্ম	১৮৪৩	দীর্ঘকাল
উপদেশক	জে, টমাস	ঐ	ঐ	১৮৪৭	২০
এডুকেশন গেজেট	ব্রায়ান স্মিথ	সাপ্তাহিক	শিক্ষা/বিবিধ	১৮৫৬	দীর্ঘকাল
সোমপ্রকাশ	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	ঐ	বিবিধ	১৮৫৮	৩০
বামাবোধিনী পত্রিকা	উমেশচন্দ্র দত্ত	মাসিক	ঐ (মহিলাদের)	১৮৬৩	৬০

পরিষদ কথা

বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন

গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে পরিষদ ভবনে অন্যতম সহ সভাপতি শ্রীপ্রবীল চন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য কর্মকর্তা ও কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মোট ১০৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মৃত্যুতে এক শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাঁর প্রস্তাবমত সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

(১) অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়: সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত প্রকাশক।
(২) নরেন্দ্র দেব: প্রখ্যাত কবি
(৩) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ঔপন্যাসিক
(৪) স্বামী পুণ্যানন্দ: রামকৃষ্ণ বালকাশ্রমের অধ্যক্ষ, রহড়া
(৫) যোগেশ চন্দ্র বাগল: গবেষক, ঐতিহাসিক এবং পরিষদের সাম্মানিক সদস্য।
(৬) হরিহর শেঠ: ঐতিহাসিক এবং পরিষদের সাম্মানিক সদস্য
(৭) কুমার বিনয়েন্দ্র দেবরায়: জনসেবক এবং পরিষদের আজীবন সদস্য
(৮) অমল সরকার: জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী, পরিষদের সদস্য ও শিক্ষক
(৯) নির্মলকুমার বসু: বৈজ্ঞানিক এবং শ্যামপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি
(১০) ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন: গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক এবং পরিষদের সাম্মানিক সদস্য

কর্মসচিব বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী পাঠ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর কর্মসচিব ১৯৭১-৭২ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন. এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের কাজকর্মের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং সংগঠনের দুর্বলতা সম্পর্কে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীশশাঙ্ক বাগচী, শ্রীফণিভূষণ রায়। বিস্তৃত আলোচনার পর ১৯৭১-৭২ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর সভাপতির অনুমতিক্রমে কোষাধ্যক্ষ শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ যে বর্ষ শেষ হয়েছে, সে বর্ষের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। বিভিন্ন বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন :

১৯৭২-৭৩ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল নির্বাচন সম্পর্কে কর্মসচিবের প্রতিবেদনে জানা যায় যে কর্মকর্তা পদের জন্য পদপ্রতি ১টি করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে এবং কাউন্সিলে ব্যক্তিগত সদস্যের ১৫টি পদে ২১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের ক্ষেত্রে একমাত্র কলকাতা জেলার ৩টি পদে ৪টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। কর্মসচিবের প্রস্তাবক্রমে অন্যান্য জেলার নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পন্ন হয়। কলকাতা জেলার ক্ষেত্রেও মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করায় অন্যেরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগত কাউন্সিল সদস্যপদপ্রার্থী শ্রীপ্রবীর দে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ফলে ১৫টি পদের জন্য ২০ জন প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্য; সাহায্য করেন শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত ও শ্রীসন্দীপ গাঙ্গুলী।

(ক) **কর্মকর্তা :** সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ সভাপতি : সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, আদিত্যকুমার ওহদেদার

কর্মসচিব : শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্মকর্মসচিব : শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল
সহঃ কর্মসচিব : শ্রীকিরণকুমার ভট্টাচার্য
"গ্রন্থাগার" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীসত্যব্রত সেন
গ্রন্থাগারিক : শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

(খ) **ব্যক্তিগত : কাউন্সিল সদস্য**

(১) শ্রীপ্রবীরকুমার রায়চৌধুরী
(২) „ চঞ্চলকুমার সেন
(৩) „ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
(৪) „ অজয়কুমার ঘোষ

(৫) শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ
(৬) „ তপনকুমার সেনগুপ্ত
(৭) „ সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়
(৮) „ সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(৯) „ অজিতকুমার ঘোষ
(১০) „ পূর্ণেন্দু প্রামাণিক
(১১) „ কালীপ্রসাদ
(১২) „ রামকৃষ্ণ সাহা
(১৩) „ অসীমকুমার ঠাকুর
(১৪) „ দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত
(১৫) „ শিবেন্দু মান্না।

(শ্রীশঙ্কর সান্যাল ও শ্রীশিবেন্দু মান্না সমসংখ্যক ভোট পাওয়ার ফলে সভাপতি মহাশয় "কাষ্টিং" (casting) ভোট দ্বারা শ্রীশিবেন্দু মান্নাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন)

(গ) **কাউন্সিল সদস্য—প্রতিষ্ঠানগত ঃ**

কলকাতা ঃ (১) এণ্টালী ইনষ্টিটিউট ঃ কলকাতা-১৪
(২) কানাই স্মৃতি পাঠাগার ঃ কলকাতা-২৩
(৩) শিশির স্মৃতি পাঠাগার ঃ কলকাতা-২৩

চব্বিশ পরগণা ঃ (১) চনক পাঠাগার ঃ তালপুকুর, বারাকপুর
(২) তারাগুনিয়া বীণাপানি পাঠাগার

হাওড়া ঃ (১) সবুজ পাঠাগার ঃ নিজবালিয়া, পাঁতিহাল
(২) বিবেকানন্দ পাঠাগার, ৯৭/৩ নস্করপাড়া রোড, হাওড়া-৭

বর্দ্ধমান ঃ (১) জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ঃ জাড়গ্রাম
(২) যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ঃ সাটিনন্দী

বাঁকুড়া ঃ ধ্রুব সংহতি ঃ বালসি

বীরভূম ঃ লোকপাড়া রুর‍্যাল লাইব্রেরী ঃ কুলিয়ারা

কুচবিহার ঃ প্রিন্স ভিকটর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ক্লাব ; হলদিবাড়ী

দার্জিলিং ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী ; শিলিগুড়ি

হুগলী ঃ (১) ত্রিবেণী—হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী ; ত্রিবেণী।
(২) গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী ; গরলগাছা।

জলপাইগুড়ি ঃ মেটেলি পাবলিক লাইব্রেরী ও ক্লাব, মেটেলি।

মালদা :	প্রগতি সংঘ ; ঋষিপুর গৌরমারি
মেদিনীপুর :	(১) জেলা গ্রন্থাগার ; তমলুক
	(২) তরুণ সংঘ পাঠাগার ; মধ্য হিংলি।
মুর্শিদাবাদ :	কাগ্রাম নবারুণ সংঘ পাঠাগার ; কাগ্রাম
নদীয়া :	নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার ; ঘুর্ণি, কৃষ্ণনগর
পুরুলিয়া :	যাদবেন্দ্র স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার, রাঙ্গামাটি।
পশ্চিম দিনাজপুর :	রায়গঞ্জ কলেজ ; রায়গঞ্জ।

৺তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক

শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার') সভাপতির অনুমতিক্রমে ঘোষণা করেন, যে ১৩৭৬ ও ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য যথাক্রমে ডঃ বিমল কুমার দত্ত এবং শ্রীজীমূতবাহন রায় ৺তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন। শ্রীজীমূতবাহন রায় ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং ডঃ বিমলকুমার দত্ত অনুপস্থিত থাকায় সভাপতির অনুমতিক্রমে ডঃ দত্তের প্রাপ্য পদক শ্রীজীমূতবাহন রায় গ্রহণ করেন।

বিবিধ

বিবিধ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থাপিত হয় :

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় :	যেহেতু জেলাসমূহে শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেহেতু কাউন্সিলে সোজাসুজি জেলা শাখা থেকে আসবার ব্যবস্থা হোক এবং প্রয়োজনমত সংবিধান সংশোধন করা হোক।
শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় :	নদীয়া জেলা শাখাগঠনের সংবাদ বার্ষিক বিবরণীতে নেই। গ্রামীন গ্রন্থাগার থেকে কাউন্সিলে "কো-অপসন" এর ব্যবস্থা করা হোক। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা হোক।
শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বেকার যুবকদের সার্টিফিকেট-এ ভর্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক।
শ্রীঅশোক দে :	গত পুনর্মিলন উৎসবে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের সংস্থা গঠনের যে আলোচনা হয় তা কার্যকরী করা হোক।
শ্রীমতী শুক্লা দাস :	পুনর্মিলন উৎসব সমিতি যথাসময়ে হিসেব পেশ করবেন বলে জানান।
শ্রীসত্যনারায়ণ রায় :	নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে সরকারের প্রচার সন্দেহজনক। শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হোক।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য : 'গ্রন্থাগার দিবস' আরও ব্যাপকভাবে পালন করা হোক এবং গ্রন্থাগারিকদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হোক। অধিক সংখ্যায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রবন্ধ প্রকাশ এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীঅজয় ঘোষ : শ্রীঅশোক দের প্রস্তাবের বিবিধ অসুবিধার উল্লেখ করেন। তিনি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান এবং প্রস্তাব করেন যে, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থাগঠন সম্পর্কে ভবিষ্যত গঠনতন্ত্র এবং রূপরেখা প্রণয়নের দায়িত্ব শ্রীদের উপর অর্পণ করা হোক।

শ্রীতুষার সান্যাল : উপস্থিত বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে অন্ততঃ একটা কি দুটো দিন পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীফণিভূষণ রায় : শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, কারো পক্ষেই কোন উৎসাহী মানুষ, যিনি বর্ত্তমানকে উন্নত করার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়তে আসছেন, তাঁদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

শ্রীশশাঙ্ক বাগচী : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা হচ্ছে, কিন্তু তার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা আদৌ হয় না। এ বিষয়ে পরিষদের অগ্রণী হওয়া উচিত।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী : বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ (IASLIC) ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আলোচনা চক্রের আয়োজন করে এ বিষয়ে অগ্রণী আছেন এজন্য পরিষদের পক্ষ থেকে এর দ্বিত্ব করা হয় না। কর্মসচিব ফালাকাটায় (জেলা : জলপাই গুড়ি) অনুষ্ঠিতব্য আগামী ১১-১৩ মার্চ, ১৯৭৩, ত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন এবং সম্মেলনে নিম্নলিখিত আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেন :

(১) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপরেখা।

(২) ডঃ রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র—এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর তার প্রভাব।

[পরিষদ কথার পরবর্তী অংশ ২৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। —সঃ গ্রঃ]

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

কাশীপুর ইনষ্টিটিউট

গত ১৪ জানুয়ারী জয়শ্রী সিনেমা গৃহে শ্রীজীবেন্দ্রকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে কাশীপুর ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীতরুণ মজুমদার। উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীসুধাংশুশেখর মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্পাদক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার অন্দোলন ও প্রদর্শনীর অভিনবত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। শ্রীবসু জনশিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

সাধারণ পাঠাগার, অশোকগড়

২০শে ডিসেম্বর পাঠাগার ভবনে হাতে আঁকা ছবি ও পোষ্টারের মাধ্যমে পাঠাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের এক প্রদর্শনী ও সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পাঠাগার সভাপতি শ্রীলক্ষ্মীচাঁদ ঘোষ এবং প্রধান অতিথি শ্রীসুরেশচন্দ্র মৈত্র। শ্রীমৈত্র পাঠাগারের বিভিন্ন দিক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যায় বাংলা শীর্ষস্থানে অবস্থিত। গ্রন্থবিচার প্রসঙ্গে বলেন প্রত্যেক পাঠাগারের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা উচিত এবং বিশেষ বিষয়ের বই সংগ্রহ করা উচিত। সভাপ্রতি সরকারী ও বেসরকারী সহায়তা কামনা করেন। সভায় ছ'দফা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চব্বিশ পরগণা

বারুইপুর পাবলিক লাইব্রেরী

গত ২৪ ডিসেম্বর '৭২ দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর পাবলিক লাইব্রেরী (গ্রামীণ) গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে উক্ত গ্রন্থাগার কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায়

মুখ্য বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তৎকালীন যুগ্ম কর্মসচিব ও রহড়াস্থিত জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীসত্যব্রত সেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদ গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী, দিনাজপুরের শ্রীপরেশনাথ কুণ্ডু, মহেশপুরের নুরুল ইসলাম, ক্যানিংএর নিতাই দে, রামনগর গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক এবং মাদারহাট, রায়নগর প্রভৃতি অঞ্চলের গ্রন্থাগারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নিতাই দে, নুরুল ইসলাম, সুভাষ ঘোষ, বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শ্রীসত্যব্রত সেন অন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ১৯৭২ উপলক্ষে 'সকলের জন্য বই' এই ঘোষণাটির' তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারের সহ সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৪শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সকালে পাঠাগারের কর্মীগণ সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীগণের নিকট থেকে ৯০ খানি পুস্তক দান হিসাবে সংগ্রহ করেন।

বিকাল ৪ ঘটিকায় জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথপুর সংস্কৃতি সংস্থার সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অতিথিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার পত্রিকার সহঃ সম্পাদক শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ, গ্রন্থাগার পরিষদের সহকারী গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতী নীলিমা সেন, বেলুড় কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রীগণনাথ রায় প্রমুখ।

শ্রীস্বদেশপ্রিয় বসুর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সম্পাদক শ্রীগোপীকৃষ্ণ মণ্ডল অভ্যাগতগণকে স্বাগত জানান, তিনি পুস্তকদাতাগণের নামের তালিকা পাঠ করেন। বসিরহাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় তিনখানি পুস্তক পাঠান। এরপর প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মূল্যবান ভূমিকার ও গ্রন্থাগার দিবস উদযাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দেন। শ্রীঅজয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলির উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই অঞ্চলের মানুষকে অংশ গ্রহণ করতে তিনি আহ্বান জানান। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্রীশ্যামল সরদার, শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন।

বর্দ্ধমান

কালনা অম্বিকা পাঠাগার

গত ২৯শে ডিসেম্বর ডঃ অমিয়কুমার সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার ভবনে কালনা

মহকুমা পাঠাগারের 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ ও সমাজশিক্ষা শিবির' পালিত হয়। সভায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিচালনায় উন্নতি ও বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প দ্বারা কিভাবে জনসাধারণের মনে রেখাপাত করা যায় যে বিষয়ে দুটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।

গত ৩০ ডিসেম্বর ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল শ্রদ্ধেয় চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য দুই মিনিট নীরবতা পালনের পর একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

কৈথন মিলন পাঠাগার

গত ২৬শে জানুয়ারী এই পাঠাগারের উদ্যোগে 'সাধারণতন্ত্র দিবস' পালিত হয়। এই উপলক্ষে গ্রামের ছাত্র ছাত্রীরা প্রভাতফেরী বের করে। সভার শেষে শিশুদের মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

গত ৭ই জানুয়ারী পাঠাগার ভবনে সহ-সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিতের সভাপতিত্বে জাড়গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী ৪/৫টি গ্রামের ২০ জন দুস্থের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে. তাঁর প্রিয়ছাত্র শ্রীনিমাইচন্দ্র দে আমেরিকা থেকে তাঁকে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন। পাঠাগারের পক্ষ থেকে প্রতিবছরই দরিদ্রের মধ্যে বস্ত্র, পুস্তক ও আর্থিক সাহায্য করা হয়।

পারহাট অ্যাডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী

২২শে নভেম্বর '৭২ শ্রীপঞ্চানন গোস্বামীর সভাপতিত্বে 'গরীবি হঠাও দিবস' পালিত হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বন্দেমাতরম যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন এই চারযুগে গ্রামের কোন উন্নতি হয়নি।

সুভাষ পাঠাগার, কালনা

গত, ২৩ জানুয়ারী সুভাষ পাঠাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়। প্রভাত ফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদিন ব্যাপী কর্মসূচী চলে। পুরস্কার বিতরণ করেন সভাপতি শ্রীনিত্যানন্দ দাস। পাঠাগারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন শম্ভুনাথ লাহা, সুনীলকুমার যশ, গোবিন্দচন্দ্র রায়।

সুভাষ পাঠাগারের উদ্যোগে স্থাপিত 'মহুয়া সাহিত্য বাসরের' পঞ্চম অধিবেশন গত ২৮ জানুয়ারী নবীনা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আলোচনা ও গল্প কবিতা পাঠে অংশ নেন সাহিত্যিক মানবেন্দ্র পাল, কবি জগদীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক গোপাল ঠাকুর, দীননাথ পাণ্ডা প্রভৃতি।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ী

গত ১৮ই জানুয়ারী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন ও সভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা

গত ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যায়, সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। নেতাজীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যপ্রদান ও সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর উপেন্দ্রকুমার দাস।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব সভা

গত ২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যায়, সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সিউড়ী রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিবিদিষানন্দ মহারাজ। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশ চন্দ্র নন্দী।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গী কিশোর সঙ্ঘ

গত ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে এই সঙ্ঘের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ভানু রুদ্র সভানেত্রীত্ব করেন। গ্রন্থাগারিক মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং সঙ্ঘ সম্পাদক শ্রীপ্রবোধকুমার সাহা ও পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিশেষে সভানেত্রী গ্রন্থাগার দিবসের দাবীপত্র পাঠ করেন এবং দাবীগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হাওড়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার, ঘুসুড়ী

সম্প্রতি হাওড়া বিবেকানন্দ পাঠাগারের সহঃ সভাপতি শ্রীশঙ্করলাল মুখার্জী এম-এল-এ পরলোক গমন করেছেন। তিনি বিবেকানন্দ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সহঃ সভাপতি ছিলেন।

পাঠাগারের পক্ষ থেকে শবদেহে মাল্যদান করা হয় এবং পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশঙ্করকুমার সান্যালের সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী

গত ১৮ই জুন লাইব্রেরীর ৫৭তম সাধারণ সভা বিশিষ্ট সমাজসেবী অধ্যাপক গোবিন্দ-বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক বিবরণ থেকে জানা যায়—সভ্য সংখ্যা ১৫৫ জন এবং পুস্তক সংখ্যা ৮৩০৩টি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৭২-৭৫ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়: সভাপতি—শ্রীরমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি—শ্রীজহরলাল সিংহ, সম্পাঃ—শ্রীপ্রতীপকুমার বসু, গ্রন্থাগারিক—শ্রীজহরলাল বেরা, সদস্য—সর্বশ্রী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, ষষ্টীচরণ ঘোষাল, সুকুমার মজুমদার, অমলরঞ্জন মজুমদার, মানিকলাল কোলে, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সারস্বত লাইব্রেরী, মাকড়দহ

গত ২৩শে জানুয়ারী সারস্বত লাইব্রেরীতে নেতাজী জয়ন্তী বিপুল উদ্দীপনার সহিত পালিত হয়। নেতাজীর জীবনী ও আদর্শ ব্যাখ্যা করেন শ্রীবিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য।

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, সমর ভট্টাচার্য, বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও পাঠাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস পূর্ণ মর্যাদায় পালিত হয়, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ও এই পাঠাগারের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য শ্রীসন্তোষ কুমার সাহা সভাপতিত্ব করেন। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পাঠাগারের ইতিবৃত্ত এবং আর্থিক পরিস্থিতির বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে জনগণের উদ্যোগে গঠিত দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন। সরকারী সাহায্যের অভাবে ধ্বংসের পথে উপনীত। দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার সার্থক সোপান রূপে গড়ে তুলতে হলে এবং বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিতে হলে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এখনও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন না হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সভাপতি শ্রীসন্তোষ কুমার সাহা গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী জানান।

সঙ্কলনে: মিনতি চক্রবর্তী

পরিষদ কথা

কাউন্সিল সভা

শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে, ১৯৭২-৭৩ সালের প্রথম কাউন্সিল সভা পরিষদ ভবনে গত ৪।২।৭৩ তারিখে বিকেল ৪টার সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মোট উনত্রিশ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে নবনির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যগণ সভায় নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর গত ৪ জুন, ১৯৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং উহা যথাযথভাবে নথিভুক্ত হয়েছে বলে অনুমোদিত হয়। সদস্যদের অবগতির জন্য গত ২১ জানুয়ারী ১৯৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ করেন শ্রীতুষার-কান্তি সান্যাল এবং উক্ত বিবরণীও যথাবিহিত নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে অনুমোদিত হয়।

অতঃপর পরিষদ কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে এবং গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সদস্যগনের নাম কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হিসাবে সভায় পেশ করা হয়। সভায় উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য

সর্বশ্রী অজয়কুমার ঘোষ, চঞ্চলকুমার সেন, প্রবীর রায়চৌধুরী, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, রামকৃষ্ণ সাহা, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত তিনজন সদস্যকে কাউন্সিলে মনোনীত করা হয়: সর্বশ্রী শঙ্কর সান্যাল, সত্য চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীর দে।

অতঃপর সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে পরিষদের কর্মসচিব, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ পদাধিকারবলে সমস্ত সমিতি উপসমিতির সদস্যরূপে পরিগণিত হবেন।

পরিষদ সভায় আরও স্থির হয়েছে যে গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদাধিকারবলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতির সদস্য হবেন এবং সমস্ত সমিতির সচিবগণ পদাধিকারবলে অর্থবিষয়ক সমিতি ওগ্রন্থাগার ও প্রকাশন সমিতির সদস্য হবেন।

এরপর বিভিন্ন সমিতি ও উপসমিতির সভাপতি ও সচিবআহ্বায়ক নাম প্রস্তাব করেন কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন সমিতি ও উপসমিতি গঠন অনুমোদিত হয়।

বিভিন্ন সমিতি ও উপসমিতির সচিবআহ্বায়ক সংশ্লিষ্ট সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন এবং সভায় তা গৃহীত হয়

বিভিন্ন সমিতি

(১) অর্থবিষয়ক সমিতি :

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায়, সচিব : শ্রীসত্যব্রত সেন সদস্যগণ : সর্বশ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক, শিবেন্দু মান্না ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(২) গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশন সমিতি

সভাপতি : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পত্রিকা সম্পাদক ও সচিব : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সদস্যগণ : সর্বশ্রী অজয়কুমার ঘোষ, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় মিনতি চক্রবর্তী, শঙ্করকুমার সান্যাল ও শিবেন্দু মান্না।

সংগঠন ও সমন্বয় সমিতি

সভাপতি : শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য সচিব : শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য : সর্বশ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অজয় ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, প্রণবানন্দ জানা, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, শশাঙ্ক বাগচী, শ্যামল সরদার, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কিরণ ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ রায়, সুর রঞ্জন ঘোষচৌধুরী, বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, গোপাল পাল, এণ্টালি রাজলক্ষী সুর স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা, শিশির স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা কানাই স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা এবং পরিষদের বিভিন্ন জেলা শাখার সম্পাদকবৃন্দ।

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি

সভাপতি : শ্রীদ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত; সচিব : শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা সদস্য : সর্বশ্রী সুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর দে, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সত্য চট্টোপাধ্যায়, সমর দত্ত, তুষার সান্যাল, কিরণ ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক বাগচী, সুবীর ঘোষ, বিনয় রায়, অনিল দত্ত, মঞ্জুরী বসু, বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, অজিত ঘোষ,

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি

সভাপতি এবং পরিচালক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সচিব : শ্রীচঞ্চলকুমার সেন সদস্য : ফণিভূষণ রায়, হিরণ দত্ত, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, বিজয় সেনগুপ্ত, তপন সেনগুপ্ত, অজিত ঘোষ, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রদীপকুমার চৌধুরী (গ্রন্থাগারিক, পরিষদ গ্রন্থাগার), শক্তিপদ ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, সুনীল বিহারী ঘোষ, কালীপ্রসাদ।

গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি : শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ ; গ্রন্থাগারিক ও সচিব : শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী সদস্য : সর্বশ্রীনীলিমা সেন, শেফালী রুদ্র, চঞ্চল সেন, হিরণ দত্ত, কালীপ্রসাদ, শঙ্কর সান্যাল, অসীম ঠাকুর, গীতা চট্টোপাধ্যায়, মিনতি চক্রবর্তী।

গৃহনির্মাণ উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় আহ্বায়ক : শ্রীতপন সেনগুপ্ত সদস্য : সর্বশ্রী সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, চঞ্চল সেন, গোবিন্দ মল্লিক, অরুণ রায়, সমীর বসু।

ডাইরেকটরি উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, আহ্বায়ক : শ্রীঅসীম ঠাকুর সদস্য : সর্বশ্রী গুরুদাস, কিরণ ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী ; সুররঞ্জন ঘোষচৌধুরী, তপন দাস।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ৭. ২. ৭৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬.৩০মি শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মোট বারজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি "গ্রন্থাগার কর্মী সুহৃদ ভাণ্ডার" সম্পর্কে শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সেটি গৃহীত হয়। এই ভাণ্ডারে মুক্তহস্তে অর্থদান করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে অনুরোধ জানান হবে।

বিভিন্ন আলোচ্যসূচীর উপর যে সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়, তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) "জাতীয় গ্রন্থাগার বিল ১৯৭২" সম্পর্কে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে সভা ১১. ২. ৭৩ তারিখে ডেকেছেন, তাতে পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী ও তুষার সান্যাল।

(২) পরিষদভবনের চুনকামের কাজ এবং দরজা জানালা রং এর কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা হোক।

প্রতিবেদনে : **সর্বশ্রী অসীম ঠাকুর মিনতি চক্রবর্তী ও তুষারকান্তি সান্যাল।**

পত্রিকা পর্যালোচনা

আরো। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৌষ ১৩৭৯। সম্পাদক—রমাপ্রসাদ দত্ত। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ৫৬এ বি টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫০। পৃষ্ঠা—১৬। মূল্য—৩২ পয়সা।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পাঠক সমিতির মুখপত্র 'আরো' প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠকদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ও সমুন্নতিতে পাঠকের ভূমিকাও নগণ্য নয়, বরং কোথাও কোথাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পাঠক সমিতি এমন একটি পাঠক-সংগঠন। এই পাঠক সমিতি তাঁদের মুখপত্র সাহিত্য সংস্কৃতি দ্বিমাসিক 'আরো' প্রকাশ করেছেন রাজ্য কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে ও সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উন্নতিবিধানে। বর্তমান সংখ্যায় কেবলমাত্র সম্পাদকীয়তে ছাড়া আর কোথাও অবশ্য গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া পত্রিকায় রয়েছে সর্বশ্রী বনফুল, কৃষ্ণধর, কিরণ মৈত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হিমানিশ গোস্বামী ও রজত রায় প্রভৃতি প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের বিভিন্ন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি।

পত্রিকার সম্পাদকীয়তে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তির প্রতি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা এক দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করছেন বলে মনে হয়। দায়িত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে আমরা গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার আরও উন্নতি নিশ্চয়ই কামনা করবো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যে সেবার মনোবৃত্তি—সে আদর্শ থেকে যেন গ্রন্থাগার কর্মীরা বিচ্যুত না হন, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। 'সরষের মধ্যেই ভূত' ঢুকে থাকলে সেই ভূত তাড়ানো এমনকি প্রয়োজনে সরষেকে শোধন করার জন্য পাঠক সমিতি নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন।

স্মরণিকা: মণীন্দ্র পাঠাগার। শ্রীপান্নালাল দাস; প্রকাশক। মণীন্দ্র পাঠাগার, ঈশ্বরদহ জালপাই, মেদিনীপুর। ১- পৃষ্ঠা।

সম্প্রতি মণীন্দ্র পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' পুস্তিকাটি হাতে এসেছে। মেদিনীপুর জেলার ঈশ্বরদহ জালপাইতে অবস্থিত মণীন্দ্র পাঠাগার একটি গ্রামীন গ্রন্থাগার। ৮৬জন সদস্য সমন্বিত পাঠাগারটি স্থানীয় জনগণের একমাত্র সাংস্কৃতিক সংস্থা। পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আরও তিনটি উপসমিতি যথাক্রমে শিশুকল্যাণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিভাগ। সরকারী সামান্য অনুদান ও স্থানীয় গ্রন্থাগারদরদীদের বদান্যতায় গ্রন্থাগারটি একে একে

পঁচিশটি বছর অতিক্রম করেছে। তাদের সীমিত সাধ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে দুরূহ কাজ বলেই মনে হয়, তবুও গ্রন্থাগার মুখপত্র প্রকাশ করেছে, এ তাদের এক প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। পত্রিকাটিতে মণীন্দ্র পাঠাগারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা রয়েছে, আর রয়েছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কীয় মাত্র একটি প্রবন্ধ। পত্রিকাটি থেকে মণীন্দ্র পাঠাগার সম্পর্কে নানা বিষয় জানা যায়। ১৯৬১ সালে পাঠাগারটি গ্রামীণ গ্রন্থাগাররূপে স্বীকৃত হয়েছে। পুস্তকের সংখ্যা ১৭৪৮ খানি। পাঠক পাঠিকার সংখ্যা ১০৫। মণীন্দ্র পাঠাগার সম্পর্কে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বাগের কবিতাটি সুন্দর। শ্রীশক্তি ভৌমিকের লেখা 'পল্লীভাবনায় গ্রন্থাগার' একটি সময়োপযোগী রচনা। এ ছাড়াও পাঠাগারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সর্বশ্রী বিরাজমোহন দাশ, হীরালাল ভৌমিক, পঞ্চানন দাস, নন্দলাল পাঁজা, শক্তিশঙ্কর ভৌমিক, নারায়ণচন্দ্র পাঁজা, পান্নালাল দাস ও মহেশ্বরী বাগ।

—বকাশ্যপ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অনতিবিলম্বে ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী-র একটি নবতর সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বিষয়ে গৃহীত কর্মসূচী দ্রুত সমাপ্তির পথে।

যে সমস্ত গ্রন্থাগার এখনো Questionnaire form পূরণ করে পাঠান নি, তাঁরা সত্বর form-গুলি পূরণ করে পাঠিয়ে দিন। যাঁরা form পান নি, তাঁরা formএর জন্য পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

পরিষদ ভবন
ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৭৩

অসীম ঠাকুর
আহ্বায়ক, লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী উপসমিতি

বার্তা বিচিত্রা

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সভা

পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিকরা এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছিলেন ১৪ই জানুয়ারি। আধুনিক উপন্যাস ও সমাজজীবন সম্পর্কীয় এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। উপন্যাস রচয়িতার দায়িত্ব ও সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এই ধরণের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ববোধ ও বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেন।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থ উৎসব

২০শে-২৭শে ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বৎসর উপলক্ষে স্বাধীন বাংলায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এক গ্রন্থ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসবও পালিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে তিনটি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করে। ভারত, রাশিয়া, জাপান, বৃটেন, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী সহ বহু দেশ এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থ প্রদর্শনীতে অংশ-গ্রহণ করে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

গ্রন্থ প্রদর্শনী

ভারতের স্বাধীনতার পঁচিশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতার বীর সংগ্রামীদের সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার উদ্যোগে ও বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সহযোগিতায় সংস্কৃত কলেজ ভবনে ঐ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

জাতীয় বই মেলা

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট ইণ্ডিয়া, একাদেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে এক জাতীয় বই মেলার আয়োজন করেছে। কলকাতার এই বই মেলাটি পঞ্চম জাতীয় বই মেলা। এখানে ১৯৭০ সাল থেকে প্রকাশিত ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরাজীতে লেখা ৭ হাজার বই আছে। এই সভার মূল শ্লোগান 'ভাল বই

ভাল বন্ধু'। শিক্ষিত লোকদের বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতেও এই ট্রাষ্ট সচেষ্ট। এই জাতীয় বই মেলা দিল্লী, বোম্বে ও মাদ্রাজেও তাঁরা করেছিলেন। কলকাতায় এই প্রথম এই মেলা হয়েছিল ২৫শে জানুয়ারি, থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২৬ থেকে ২৮শে জানুয়ারি এই দুদিন একটি সেমিনার হল 'ভারতে বই বিপণন' বিষয়ে। ২৮শে থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একই সঙ্গে চলেছে 'বই সপ্তাহ'। বই মেলার সঙ্গে ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি একটি বই বাজার বসেছিল।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে 'পুস্তক মেলা'

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সাক্ষরতা পুস্তক মেলার আয়োজন করেছিলেন। মেলার উদ্বোধন করে ডঃ সত্যেন বলেন, দেশে বই-এর অভাব নেই কিন্তু ভাল লেখাপড়া না-জানা লোকের উপযোগী বইয়ের অভাব আছে। এ অভাব মেটানোর কাজে সমিতির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিভিন্ন ভাষার প্রায় ৭০০ বই ও দেশাবদেশের কিছু সাময়িক পত্র এবং সমিতির নিজস্ব প্রকাশিত বই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। সমিতি বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত ২৫ খানি বই—পাঁচ লক্ষ কপি ছেপেছেন। তাঁদের লক্ষ্য আগামী বছর ১০ লক্ষ বই ছাপবেন ও ২ লক্ষ লোককে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করবেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ প্রদর্শনী

জাতীয় গ্রন্থাগারের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কর্মীপরিষদের উদ্যোগে এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল ১৩ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই গ্রন্থ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। এই প্রদর্শনীতে যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল তার মধ্যে ইউক্লিডের জ্যামিতি—১৫৭০; শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত রামায়ণ—১৮০৮, টমাস করিয়াটের ভ্রমন বৃত্তান্ত—১৬১৬ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি প্রকাশক সংস্থাও এই প্রদর্শনীতে যোগ দেয়।

সারাবাংলা সাহিত্য মেলা

সারাবাংলা সাহিত্য মেলার নবম বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল ২৬শে জানুয়ারী কাকদ্বীপে সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীনিশীথরঞ্জন কর বলেন, "সাহিত্যের সঙ্গে জনজীবনের সংযোগ রয়েছে। বর্তমান সাহিত্য নগরকেন্দ্রিক ও শিল্পাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে, গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে আত্মীয়তার দ্বারাই সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব।" সাহিত্য-মেলার অধিবেশনের সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, বাংলা সাহিত্যের গৌরব বাড়াতে হলে গ্রামের দিকে মুখ ফেরাতে হবে।

এবারের একাদেমী পুরস্কার

সাহিত্য একাদেমীর ১৯৭২ সালের পুরস্কারের জন্য ১৬টি বই নির্বাচিত হয়েছে। গত ৩০শে ডিসেম্বর বাঙ্গালোরে পর্ষৎ সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই বছরে, বাংলা সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তাঁর উপন্যাসের নাম 'শেষ পুরস্কার' এছাড়া অসমীয়া সাহিত্যে 'অঘরী আত্মার কাহিনী'র জন্য পেয়েছেন সৈয়দ আবদুল মালিক। হিন্দী কাব্যগ্রন্থ 'বানী হোই রাশি'র জন্য ভবানীপ্রসাদ মিশ্র। ওড়িয়া ছোট গল্পের জন্য মনোজ দাস। বইয়ের নাম—'মনোজ দাসঙ্ক কথা ও কাহিনী'। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

রবীন্দ্র ভারতীর সাহিত্য পুরস্কার

এই বছরে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয় দুজনকে। রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়-এর রবীন্দ্র ভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুজনকে বাংলা সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর হিন্দীতেও একজনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। হিন্দীতে এই পুরস্কার পান শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী।

রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে বোলপুরে শিশু পাঠাগার স্থাপন

রোটারী ক্লাবের শান্তিনিকেতন শাখা শিশুদের একটি ফ্রি পাঠাগার স্থাপন করেছেন। এটির নাম দেওয়া হয়েছে "বোলপুর শিশু পাঠাগার" পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি ডি পি আই ও অমিয়কুমার সেন গত ৩ ডিসেম্বর এটির উদ্বোধন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বীরভূম জেলায় এই প্রথম শিশুদের জন্য একটি পাঠাগার স্থাপিত হল।

প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ

প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহের সাধারণ গ্রন্থাগার মৌলালী মোড়ে প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গ্রন্থাগার বিভাগটি ২রা জানুয়ারী থেকে জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করা হয়েছে। কলকাতা রোটারী ক্লাব পরিচালিত যুব ব্লকটিও প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে স্থানান্তরিত ও কাজ আরম্ভ হয়েছে। বুক ব্যাংকে আপাতত স্নাতক পর্যায়ে অনার্স ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তকাদির সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

—মিনতি চক্রবর্তী

সমর্ভ গ্রন্থাগার কর্মীদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান সম্পর্কীয় সরকারী নির্দেশ

GOVERNMENT OF WESTBENGAL
EDUCATION DIRECTORATE

No. 321 (16) SC/P
00C-1P-72 — Calcutta, the 18th January, 1973.

From—

The Director of the Public Instruction, West Bengal.

To

The District Social Education Officer.
P.O. ....Dist. ....

Sub : 30th Bengal Library Conference at Falakata, Jalpaiguri from 11th to 13th March, 1973.

The Bengal Library Association has proposed to hold their 30th Bengal Library Conference at the Subhash Pathagar, Falakata, P.O. Falakata, Dist. Jalpaiguri.

He/She is requested to depute one member of the staff of the rural library and two members of the staff of the District Library under his/her control to attend the aforesaid Conference.

The actual Cost on account of their Journeys may be met from the contingency fund of the Library.

The absence of the participating personnel in attending the Conference including the period spent on Journeys may be treted as on duty.

Sd/- A.K. Sen
for *Director of Public Instruction, West Bengal*

No. 321/1 (1) SC/P
00C-IP-72 — Calcutta, the 18th January, 1973.

Copy forwarded to the Secretary, Bengal Library Association, P-134, C. I, T. Scheme No, 52, Calcutta-14 with reference to his letter No. 4029/72-73 dated the 2nd January, 1973.

Sd/- A.K. Sen
For *Director of Public Instruction, West Be gal*

ABSTRACTS

The Fifth National Book Fair : Editorial

Comments on the Book fair which was held in the Academy of fine Arts. Calcutta from the 25th Janury to the 4th February 73, under the auspices of National Book Trust, India in collaboration with the Federation of Publishers and Booksellers Association. With a view to foster book mindedness the Trust organises book fairs and regional exhibitions of book on a regular basis, and to generate interest in publishing it arranges seminars, symposia and workshops on various aspects of publishing including writing, translation, printing and distribution of books. Inspite of all its efforts India still lagging behind, in comparison to other countries, as regards book-production, which result the high price of books and as because of high price there are fewer number of readers and for the few readers as well as purchases, the production of books is also membered, paving the way for the vicious circle in book – production.

To come out from the grip of vicious circle, introduction of the integrated free library service in the country through the legislation, is the only way, for which emphasis should be given by all concern

[P 225] B C

The Story of Rosetta Stone by Pramilchandra Basu

This traces the history of Rosetta Stone, the term Rosetha' had its origin in Roshid' a city of ancient Egypt, In 1799 this stone was discovered by a French engineer Bouchard at Fort of st. Gulian, four miles away from the city of Rosetta. Discovery of this stone initiated new efforts towards decipherment af ancient Egytion alphabets viz Hieroglyphic, Hieratic and Demotic,

[P 257] K B.]

Universal Decimal classification (13) Apostrophe auxiliary by B K Sen.

The application of apostrophe for the building up of compound class numbers has been described with illustrations. The place of apostrophe in a compound class number and limitations of its use have also been shown.

[P. 263] BKS.

First Fifty Years of Bengali Periodicals (1818-1867)—By Sunil Kumar Chatterjee

Growth and development of Bengali periodicals during the period 1818-1867 have been dealt with.

The first phase of the development of Bengali periodicals started in the year 1818 with the advent of 'Dikdarsan' and . Samachardarpan' from Sreerampore and 'Bangla Gazette' from Calcutta and culminated in the year 1867.

Statistical date concerning subject, periodicity, place of origin, etc. of Bengal periodicals during the period under study have been furnished.

[P 26] K,B

Association Notes

The Annual General Meeting & the Election.

On the 21st January 1973, the Annual General Meeting and the Election were held in the Parishad Bhavan with Shri Pramil Chandra Bose on the chair. The meeting stood for a minute to show respect to the departed souls of the literary and library science arena, after which the Secretary read the report of the last Annual General meeting which was approved by the meeting as correctly noted down. As regards the election of officials, the Secretary reported that as there was no nomination papers more than the parts. member filed the nomination papers for the respective posts, might be declared as elected, the house unanimously agreed. The institutional members proposed by the Secretary, were elected uncontested, in the council. In case of personal members of the council, there was election among the 20 candidates for 15 Seats.

The General reports of activities and the Accounts were passed after a full length discussion. The meeting was desolved with a vote of thanks to the chair.

The council meeting

The council meeting of the Bengal Library Association which was presided over by Shri Phanibhusan Roy, was held in the Parishad Bhavan on the 4th February 1973. Besides the confarmation of the proceedings of the last Council and Anuual General meetings, the different standing and sub-committees were constituted along with the election of chairman and secretaries/conveners of the respective committees. Seven members of the council were also elected as members of the Executive Committee.

The Executive Committee Meeting

The newly constituted Executive Committee met on the 7th February in the Parishad Bhavan, with Shri Phanibhusan Roy on the chair.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ১০ } { ১৩৭৯, ফাল্গুন

সম্পাদকীয়

ত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ১১-১৩ই মার্চ, ১৯৭৩ জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটায় স্থানীয় সুভাষ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় ত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবারের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল দুটি: প্রথমত, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থার রূপরেখা এবং দ্বিতীয়ত, গ্রন্থাগারব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার সেবার ক্ষেত্রে ডঃ এস. আর, রঙ্গনাথন উদ্ভাবিত পঞ্চসূত্রের প্রভাব।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে প্রতি বছরই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎসাহী সাধারণ মানুষের অংশ-গ্রহণে এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা উদ্ভাবনই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এর আগেও উনত্রিশটি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অংশীদার কর্মী ও অনুরাগীরা তাঁদের যাত্রাপথের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করেছেন, তাঁদের প্রকাশিত মত বা তাঁদের গৃহীত প্রস্তাবসমূহের প্রায় অধিকাংশই হয়তো কার্যকর হয়নি; তা সত্বেও, এবারের সম্মেলন এবং তার আলোচ্য বিষয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরুর আগে সেই পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার-জগতের দাবী এবং চিন্তা রাজ্য যোজনা পর্ষতের নিকট সুষ্ঠু রূপে উপস্থাপন করার দায়িত্ব ছিল এই সম্মেলনের। স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল বর্তমান অবস্থার সঠিক মূল্যায়নের প্রশ্ন, কারণ অতীত এবং বর্তমানের সঠিক তথ্যানুগ বিশ্লেষণ না হলে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও বাস্তবনিষ্ঠ হয় না। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ও ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ ভারতীয় গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের জনক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, তাঁর ব্রতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের উপর। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অংশীদার কর্মীরা তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে আগ্রহী; তাই তাঁরা আলোচনা করেছেন গ্রন্থাগারব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার সেবার ক্ষেত্রে পঞ্চসূত্রের প্রভাব কতখানি, তাঁর পঞ্চসূত্রের মাধ্যমে ডঃ রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারকে সামাজিক উপ-যোগিতার কোন্ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চসূত্রকল্পিত

আদর্শ গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারসেবার বাস্তব রূপায়নে আমরা কতদূর সফল হয়েছি—এই আলোচনার আলোকেই তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করতে সক্ষম হবেন।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রথম আলোচ্য প্রবন্ধটি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন, গ্রুপভিত্তিক এবং পরে সামগ্রিকভাবে; এবং সেই আলোচনার ফলশ্রুতি আগামী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকল্পে বিভিন্ন সুপারিশসহ প্রস্তাবসমূহ (অন্যত্র মুদ্রিত)।

স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যোজনা পর্ষদ এবং রাজ্য সরকার এই সুপারিশ-সমূহ যথাযথ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার জগতের প্রতিনিধিত্ব-মূলক এই সম্মেলনের দাবীগুলিকে বাস্তবায়িত করতে তৎপর হবেন।

এই আশা ফলবতী হলে আমরা আনন্দিত হব। কারণ স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরও যে দেশে সাধারণ মানুষের অধিকাংশ দারিদ্র এবং নিরক্ষরতার কালো থাবার নীচে ধুঁকছেন, সেদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্যক্রমে অথবা সদ্যসাক্ষরদের পাঠাভ্যাসকে জীইয়ে রাখতে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আর যুক্তি দিয়ে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর ভাষণে এই ভূমিকার উল্লেখ করেছেন, গ্রন্থাগারকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অবহিতির পরিচয় দিয়েছেন এবং এই সমস্যাবলী নিরসনে তাঁর শুভেচ্ছার কথাও তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ও অন্যান্যদের স্বাগত জানাতে গিয়ে পরিষদের অন্যতম সহসভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় যে ক্ষোভের কথা জানিয়ে-ছিলেন, যে-ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে সম্মেলনের কাজের সময় প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিনিধির বক্তব্যে— আমাদের সম্মেলন থেকে উচ্চারিত, আমাদের সবচেয়ে প্রধান যে দাবী, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ন্যূনতম যে প্রয়োজনীয়তা, সেই গ্রন্থাগার আইন তো আজও প্রবর্তন হলো না—বহু সম্মেলনে বহু শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতি সত্বেও।

তাই প্রশ্ন ওঠে, সম্মেলন এবং প্রস্তাব গ্রহণ করলেই কি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ন্যূনতম দাবীও মিটবে? না, মিটবে না—এবারের সম্মেলনে প্রতিনিধিদের আলোচনা থেকে মনে হয়েছে যে তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছেন; তাঁরা উপলব্ধি করেছেন সুসংহত প্রয়াস চালিয়ে, সুসংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবী আদায় করতে হবে। এবারের সম্মেলনের গুরুত্ব এখানেও।

একথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে না যে এবারের সম্মেলন গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর উপর এক নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করেছে—সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে রূপায়ণের জন্য সক্রিয় হতে, সংগঠিত হতে। দায়িত্ব যেমন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, তেমনি দায়িত্ব জেলা ও গ্রাম স্তরের কর্মীদেরও—এই দায়িত্ব পালনের উপর পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যত নির্ভরশীল।

ত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১১-১৩ মার্চ, ১৯৭৩

সুভাষ পাঠাগার, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি

সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত সজ্জনমণ্ডলী, সুধী গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩০ তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির সম্মানিত পদ দান করে আপনারা আমাকে অশেষ গৌরবের অধিকারী করেছেন। কিছু মাত্র মামুলি বিনয়ের অভিনয় না করেই বলছি যে আমি এ পদের যোগ্য নই। গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মাত্র একজন গ্রন্থকার ও পাঠক হিসাবে। যে বিজ্ঞানসিদ্ধ জ্ঞানের সম্বন্ধ থাকলে একজন সত্যিকার গ্রন্থাগারিক হওয়া যায়, তা ত আমার নেইই। এমনকি এই বিদ্যাকে প্রাথমিক ভাবেও চর্চার কোন সুযোগ কোনদিন হয় নি আমার। আমার অভিভাষণে তাই আপনারা উচ্চ বিদ্যা বৈদগ্ধ্য আশা করলে হতাশ হবেন। আমি যা বলব তা নিছক সাধারণ বুদ্ধির কথা এবং সে কথার মধ্যে আপনাদের কিছুই সম্ভবত অজানা নেই।

প্রশ্ন হতে পারে তাহলে এই দায়িত্বজনক পদ নিতে স্বীকৃত হলাম কেন? তার কারণ পরম্পরা নিয়ে গবেষণা করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। সংক্ষেপে শুধু বলে রাখি যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃবৃন্দ অনেকেই আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু এবং বন্ধুত্বের ধর্মই হল পাত্রাপাত্র বিচার না করে মর্যাদার বড় পিঁড়িটা অভিপ্রেত জনকে এগিয়ে দেওয়া। এ'দের সাদর আমন্ত্রণ আগেও আমাকে পরিষদের কোন কোন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে আকর্ষণ করেছে এবং কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হওয়ার মত একপা দুপা করে অগ্রসর হতে হতেই ক্রমশ সাহস বেড়েছে। মনে মনে কুণ্ঠা বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত তাই সভাপতি হওয়ার প্রস্তাবটা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি। নিজের আত্মাতেই হয়ত ভেবেছি পদ ও অর্থ ত এযুগে এমন অনেকেরই করায়ত্ত হয় যাঁদের পদার্থের পুঁজি প্রায় কিছু নয়। আমি তাঁদের চেয়ে ভাল নিশ্চয় নই, কিন্তু বোধ হয় খারাপও নই খুব বেশী।

যাই হোক এই নীরস গৌরচন্দ্রিকা বন্ধ করে একেবারে কাজের কথায় চলে আসি এবার। আপনারা জানেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবাংলার একটি অগ্রগণ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতে এর দ্বারোদ্ঘাটন হওয়ার পর থেকে ঈষদূন অর্ধশতাব্দী ধরে এই কেন্দ্রীয় নিকেতন বহু জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধ জনের সম্মিলিত প্রয়াসে ধীরে ধীরে

গড়ে উঠেছে। বহু বিদগ্ধ কর্মীর একান্ত শ্রমে এর কর্মকাণ্ড নানা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এর নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজী বাংলাতে উল্লেখযোগ্য বইপুঁথি এবং তার কোনটায়-বিষয়ানুক্রমে বাংলা বইয়ের সূচী সংকলিত হয়েছে, কোনটায় হয়েছে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্বন্ধে নূতন আলোকপাতের আয়োজন। পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারিক কর্মীদের চাকরি, আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে আন্দোলনেরও লক্ষণীয় উদ্যম হয়েছে। হয়েছে সভা সমাবেশ ইত্যাদির অনুষ্ঠান। এছাড়া গত তিন দশক ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বার্ষিক অধিবেশনের প্রয়াস হয়েছে, যার প্রত্যেকটাতে নায়কতা করেছেন সংস্কৃতি মুল্লুকের কোন না কোন প্রধান ব্যক্তি। অকৃতীর অনুপ্রবেশ বোধ হয় এই প্রথম হল বর্তমান বক্তাকে দিয়ে।

পরিষদের এই যে বহু বিচিত্র কর্মোদ্যম, তার সবটুকুই নির্বাহিত হয়েছে ও হচ্ছে অবৈতনিক কর্মীদের দ্বারা, এটা সম্ভবত এর সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সরকারী অনুদান কিছু আছে, কিন্তু তা গণনীয় পরিমানে নয়। কাজেই লক্ষ্য অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা যে সম্প্রসারিত করা যাচ্ছে না এর, এ অবশ্য বলাই বাহুল্য। কিন্তু এত কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি অক্ষুন্ন আছে শুধু কর্মী ও নেতাদের নিষ্ঠা একে জীইয়ে রেখেছে বলে। কিন্তু এ অবস্থা কত দিন চলতে পারে? কালধর্মেই মানুষ আজ জৈব প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন ব্রতের অনুধ্যান করতে পারেন না। এখন তাই সময় এসেছে পূর্ণাঙ্গ কর্মীদের দক্ষিণার জন্যে একটি স্থিতিশীল ধন ভাণ্ডার গড়ার। কি ভাবে তা করা যেতে পারে তার অনুকূলে একটা প্রস্তাব হাতের কাছে আসছে। পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোগকে পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রসারিত করা যায় না? জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন নূতন বই প্রাঞ্জল ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় গুণীজনদের দিয়ে লিখিয়ে সুলভ মূল্যে বাজারে ছাড়া হলে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ নেবেন না তা? এরকম একটা উদ্যোগ হাতে নিলে হয়ত আমিও খানিকটা কাজে লেগে যেতে পারি আপনাদের।

আর একটা প্রস্তাবও ভেবে দেখা যেতে পারে। পরিষদের স্থিতি ও সমুন্নতির জন্যে একে সরকার সংরক্ষিত অথচ স্বয়ংশাসিত একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার দাবী তুললে কেমন হয়? সরকারী অনুদান পুষ্ট সমস্ত পাঠাগারের তরফ থেকেই এর অনুমোদন গ্রহণ যদি বাধ্যতামূলক করা হয় এবং তাঁদের প্রত্যেককে এর প্রশাসনাধীন করা হয়, তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষত এবং এই রকম অন্যান্য ষ্ট্যাটুটারী বডি বা নিয়মতান্ত্রিক সংস্থার মত এরও একটা সম্ভ্রম ও সঙ্গতি তৈরি হতে পারে। অবশ্য বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান রূপে পরিষদ এখন যে স্বাধিকার ভোগ করেন, তখন তা সীমিত হবে। কিন্তু গঠনাত্মক কাজের সুযোগ বোধহয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়েও তখন আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। অবশ্য আমার উর্বর মাথার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় কি না, কিংবা আপনাদের সংবিধানে এর সমর্থন আছে কি না, তা আমার জানা নেই। সরকার এই প্রচেষ্টায় আনুকূল্য করবেন কি না তাও জানা নেই।

আমি শুধু গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের অনটন মুক্ত দেখতে চাই বলেই তাঁদের ব্রত ও বৃত্তির সহায়ক রূপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্থক রূপান্তর দেখতে চাইছি। পরিবর্তিত যুগ ও জীবনের চাহি-দায় আজ সমস্ত বৃত্তি ব্যবসাকেই এক একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছেন মানুষ। গ্রন্থাগার কর্মীরাও এ প্রয়োজন অনুভব করেই পরিষদের পতাকার নীচে সংহত হয়েছেন। এ অবস্থায় পরিষদের সামর্থ্য যাতে তার ভূমিকার যোগ্য হয় সেই জন্যেই আজ অবহিত হতে হবে সকলকে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে মানব সভ্যতার সব চেয়ে সেরা আবিষ্কার হল মনের চিন্তাকে হাতের অক্ষরে স্থায়িত্ব দেওয়ার উপায় খুঁজে পাওয়া। বই হল সেই অবিষ্কারের সুন্দরতম দান, যা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, ঘরের সঙ্গে দূরের মৈত্রী গড়ে তোলে। গ্রন্থাগার এই মিতালীর মন্দির বলে সভ্যতার শৈশব থেকেই দেশে দেশে তার চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে। মিশর ব্যাবিলন তক্ষশীলা এথেন্স ও পারসিপোলিশের যুগ থেকে যাত্রা সুরু করে একটানা চলে আসুন আজ পর্যন্ত। দেবারাধনা আর বিদ্যারাধনার প্রয়াস মানুষের দেখবেন পাশাপাশি চলেছে।

না চলবে কেন? নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে সংস্কৃতির দ্যুতিতে অমর হয়েছে, সে ত বইয়ের প্রসাদেই। বই না থাকলে মৃত্তিকা গর্ভে নিহিত শিলীভূত কঙ্কাল ছাড়া আর কি থাকত মানুষের জৈব অস্তিত্বের স্বাক্ষর হিসাবে? বইই মানুষের চিন্ময় সত্তাকে ধরে রেখেছে। সত্যিই বইয়ের-মত বন্ধু নেই। দার্শনিক হেগেল বলেছেন গোটা পৃথিবীটা ঘুরে তার পূর্ণ পরিচয় কেউ সংগ্রহ করতে পারেন না। আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে দেখে কিংবা অনুসরণ করে সমস্ত ধর্ম ও সমাজের আচার আচরণ ও নীতির মর্ম কেউ জানতে পারেন না। জগৎ ও জীবনের যা কিছু গূঢ় তত্ত্ব, হাতে কলমে যাচাই করে তার রহস্য কেউ ভেদ করতে পারেন না। মানুষের দৃষ্টি, বুদ্ধি ও সময় তিনই সীমাবদ্ধ। অতএব? অতএব বই পড়ুন, তাহলেই পৃথিবী ও মানুষের, অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের সমস্ত জ্ঞাতব্য জানতে পারবেন, এই হল হেগেল পণ্ডিতের উপদেশ।

উপদেশটি মূল্যবান সন্দেহ নেই। কিন্তু বই পড়ুন বলা যত সহজ, জিনিষটা কাজে করা তত সহজ কি? মানুষের সভ্যতার বয়স ত কম করেও পাঁচ হাজার বছর এবং এই দীর্ঘ সময়ে মানুষ সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞানে যা ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছেন, তার পরিমাণ যেমন অসীম, বৈচিত্র্য তেমনি অফুরন্ত। এক জীবনে রকমারি বৃত্তি ব্যবসা ও কাজকর্মের মধ্যে কতটুকু এর আহরণ করা সম্ভব? কটা ভাষা মানুষ শিখতে পারেন? কটা বিষয় অনুশীলন করার মত দক্ষতা অর্জন করতে পারেন? কখানা বই পয়সা দিয়ে কিনতে পারেন?

কাজেই দরকার যাচাই বাছাইয়ের এবং দরকার অব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে বই পড়ার মত সুযোগ আহরণের। মানুষের সভ্যতা এই দিকের কথা ভেবেই আবিষ্কার করেছে গ্রন্থাগার, যা সব রকম জ্ঞান বিজ্ঞানের বই সংগ্রহ করে জাতিগোত্র অনুযায়ী নিজ কক্ষে মজুত রাখে। আপন আপন প্রবণতা ও প্রয়োজন মত মানুষ সেখান থেকে বই নেন, পড়েন। আবার পড়া শেষ করে ফেরৎ দেন। গ্রন্থাগারিক থাকেন এই নির্বাচন ও অধ্যয়নকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যে। কাজেই কোন বিষয়ে কি কি বই আছে, সে জ্ঞান তাঁর থাকা চাই। থাকা চাই কোন পাঠকের বোধশক্তি কি স্তরের তা বোঝার মত যোগ্যতা। অর্থাৎ জিনিষটা বিধিবদ্ধ একটা বিজ্ঞানের পদবীভুক্ত। এই বিদ্যায় প্রাপ্তাধিকার সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক থাকলে, তবেই গ্রন্থাগার তার ব্রত যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

দুঃখের বিষয় লাইব্রেরী জিনিবটাকে ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখা হয় না সব সময়। অনেকের কাছেই তা একটা ক্লাব বা আড্ডা গোছের স্থান এবং চিত্ত বিনোদক কিছু বই, যেমন গোয়েন্দা গল্প, ভৌতিক কাহিনী, হালকা প্রেম কাহিনী, এ সবের নিয়মিত আদান প্রদানই তার প্রধান কাজ মনে করা হয়। তাছাড়া অধিকাংশ লাইব্রেরার পুঁজি এত কম যে সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা এবং সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় বই সংগ্রহ ও শ্রেণীবিন্যাস করা তাঁদের সামর্থ্যেও কুলোয় না। তাই চলতি বাজারে হাত বাড়ালেই যা পাওয়া যায়, সেই রকম কিছু সংখ্যক সস্তা বই জোগাড় করেই তা দিয়ে আলমারি সাজান হয় এবং এই সব বইয়ের লেনদেন করেন যিনি, তাঁকেই বলা হয় লাইব্রেরীয়ান বা গ্রন্থাগারিক।

বলা বাহুল্য এ রকম লাইব্রেরী রেস্তরাঁ, কাফে বা ক্লাবের সমগোত্রীয়। এরও হয়ত প্রয়োজন আছে। কিন্তু এর চেয়ে বড় প্রয়োজন নির্বাহের জন্যেই লাইব্রেরী। স্কুল কলেজে যে শিক্ষা পান মানুষ, তা শুধু তাঁকে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য শেখায় এবং তাঁকে প্রেরণা দেয় ব্যাপকতর অনুসন্ধান ও গভীরতর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হতে। এই অনুসন্ধান ও অনুশীলনই প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি এবং সেখানে লাইব্রেরীই মানুষের সেরা সুহৃদ। কিন্তু মনে রাখতে হবে সব মানুষই পুরোমাত্রায় স্কুল কলেজের শিক্ষা পান না। এক ধাপ, দুধাপ বা কয়েক ধাপ গিয়ে ইস্তফা দেন এমন মানুষও আছেন প্রচুর। বলে দিতে হবে না যে জ্ঞানের প্রয়োজন আছে তাঁদেরও। উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞানের মহলে প্রবেশ হয়ত সম্ভব হবে না তাঁদের। কিন্তু প্রাথমিকভাবে জগৎ, জীবন, মানুষ ও মানব সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে বৈকি তাঁদেরও। আর লাইব্রেরীকেই নিতে হবে সে শিক্ষণের ভূমিকা।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে উচ্চ, মধ্য ও স্বল্প তিন পর্যায়ের শিক্ষিতের জন্যেই গ্রন্থাগার দরকার। একই গ্রন্থাগারে এই তিন প্রস্থ ব্যবস্থা থাকলে ভালোই, নইলে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত। সমৃদ্ধ ও জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত দেশরা অবশ্য সব রকমই করেন। তাঁদের সর্বার্থসাধক জাতীয় গ্রন্থাগারও আছে, আছে নানা পর্যায়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগারও। তাছাড়া ইতিহাস, অর্থনীতি,

আইন, চিকিৎসা, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, এই সব বিদ্যার সর্বাঙ্গীণ চর্চা ও অনুধ্যানের জন্যে বিশেষ শ্রেণীর পাঠাগারও তৈরী করেন তাঁরা। করেন শিশুদের জন্যেও। আর নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, এক কথায় যে শ্রেণীর রচনাকে সচরাচর আমরা সাহিত্য বলি, সে সবের জন্যে গ্রন্থাগার গঠন ত করেনই এবং সংখ্যায় সেটাই হয়ত বেশী করেন, কারণ গ্রাহক সংখ্যা সেখানেই সবচেয়ে বেশী।

আমাদের দেশে এই রকম বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শ্রেণী বিন্যাস করা সম্ভব হয়নি এখনো লাইব্রেরীর। এখনো গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরীর মাধ্যমে বই ও বিদ্যা প্রচারের কথা ভাবতে পারিনি আমরা, পারিনি লাইব্রেরীর সঙ্গে ছোটবড় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করতেও। তবু আমাদের দেশে সংখ্যার বিচারে অনেক লাইব্রেরী আছে। সব শহরে ত বটেই, অনেক গণনীয় গ্রামেও আছে। ইদানীং আরো বাড়ছে। উদীয়মান তরুণেরা এবং দেশের বিদ্বৎ সমাজ তার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করছেন। সরকারী ও পৌর সহায়তাও ক্রমশ বাড়ছে জনশিক্ষা খাতে, যার একটা মোটা অঙ্ক চিহ্নিত হয় পাঠাগারগুলির জন্যে। ভবিষ্যতে তাই আরো উন্নতির আশা আছে। ছোটবড় নির্বিশেষে সমস্ত গ্রন্থাগারের নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ পরিচালন আমাদের এই গ্রন্থাগার পরিষদের মত একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কর্মনিরত সেই জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী দাক্ষিণ্যের হাত আরো প্রসারিত হলে আগামী পঁচিশ বছরেই অবস্থার আশাতীত পরিবর্তন দেখা যাবে। একশো নব্বুই বছর ব্যাপী বিদেশী শাসনে আমাদের দেশে শতকরা ২৪ জনের বেশী মানুষ অক্ষর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন নি। সে অবস্থা যৎকিঞ্চিৎ বদলেছে হয়ত আজ, সংখ্যাটা ৩০ ছুঁয়েছে। কিন্তু একে কি প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার বলা যাবে? এ অবস্থার প্রতিকার হতে পারে একমাত্র গ্রামে গ্রামে পাঠশালার পরিপূরক রূপে পাঠাগারের শৃঙ্খল ছড়িয়ে দেওয়া হলে। হাতের কাছেই দৃষ্টান্ত রয়েছে এশিয়ার বৃহৎ একটি দেশের। তাঁরা গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ পাঠশালা বনাম পাঠাগার পাঠাচ্ছেন শিক্ষিত তরুণতরুণীর নেতৃত্বে এবং তার মাধ্যমে ছবি দেখিয়ে, মডেল দেখিয়ে, গান ও কথকতা শুনিয়ে, সেই সঙ্গেই বই পড়িয়ে চাষী, কারিগর ও বৃত্তিজীবী সাধারণ মানুষকে লেখা পড়া শেখাচ্ছেন।—Each one teach one এই হল তাঁদের নীতি। কই আদর্শ নিতে পারি না কি আমরাও? এর প্রয়োজন আছে রাজনীতিক সংহতির জন্যে, সমাজ উন্নয়নের জন্যে এবং আরো অনেক কিছুর জন্যেও। তার মধ্যে মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনই বোধহয় প্রথম।

কিন্তু এসবের প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই থাক। চলতি অর্থে যাকে আমরা লাইব্রেরী বলি, সংবাদপত্র, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তাও যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের জন্যে অপরিহার্য, এ ধারণা জনগণের মধ্যে সার্থক ভাবে ব্যপ্ত করতে হবে এবং শিক্ষক ও সাংবাদিকদের মতই উন্নত শিক্ষাদীক্ষার অধিকারী গ্রন্থাগারিক বাহিনী যেমন গড়ে তুলতে হবে, তেমনি ন্যায় সঙ্গত বেতন ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থাও করতে হবে তাঁদের সম্বন্ধে। সেই জন্যেই চাই স্কুল কলেজের মত প্রত্যেকটি লাইব্রেরীর জন্যেও আবশ্যিক অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন। আর তার জন্যেই চাই এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি। চাই নিয়মিত অনুদানের টাকা পাওয়া। আমি জানি তালিকাভুক্ত ও অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগার দেশে আছে অনেকগুলি। কিন্তু তার বাইরেও লাইব্রেরী আছে এবং তারা কোন বিধি বিধান অনুসারে চলে না। বিশ শতকের শেষার্ধে এ অবস্থা এখনো অপরিবর্তিত থাকা অভিপ্রেত নয়, বলাই বাহুল্য। সবই একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনে আসা উচিত।

সবাই জানেন লাইব্রেরীর ইতিহাস পশ্চিম বাংলায় খুব কম দিনের নয়। উনিশ শতকের বিদ্যাব্রতী মানুষরা স্বকীয় ব্যয়ে অতিথিশালা, হাসপাতাল ও স্কুল যেমন করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন বড় বড় গ্রন্থাগারও। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, কোন্নগরের শিবচন্দ্র গ্রন্থাগার, চুঁচুড়ার ভূদেব ভবন, কলকাতার রাধাকান্ত দেব গ্রন্থাগার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থাগার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র গ্রন্থাগার একদিন সন্ধিৎসু বাঙ্গালীর প্রিয় পাঠাগার ছিল। রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী ত ছিলই। এছাড়া মেদিনীপুরে, নাড়াজোলে, কোচবিহারে, শান্তিপুরে, মুর্শিদাবাদে, কৃষ্ণ নগরে, সিউড়িতে বড় বড় গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছিল, হয়েছিল বিভিন্ন জেলার নামী জমিদার বাড়ীতে এবং প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলিতে। প্রচুর বই পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা, যার সামান্য অংশই হয়ত উৎসাহী পড়ুয়ারা পেয়েছেনও পড়েছেন। বেশীর ভাগই আবহাওয়ার দোষে নষ্ট হয়েছে, নয়ত পোকায় কেটেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, এদেশে বইয়ের শত্রু চতুর্বিধ, উই ইঁদুর বর্ষা ও পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র। কত অমূল্য সম্পদই যে এই চতুর্বর্গ বিপত্তিতে নষ্ট হয়েছে তার লেখাজোকা নেই!

খোদ জাতীয় গ্রন্থাগারে পর্যন্ত দেখেছি (যখন ওটি চৌরঙ্গীতে ছিল) অজস্র পুরান পত্রিকার ফাইল দিনের পর দিন খোলা বারান্দায় পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়েছে। প্রায় একই জিনিষ হয়েছে সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারেও। এর ফলে আজ হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, বেঙ্গল ম্যাগাজিন, ক্যালকাটা রিভ্যু প্রভৃতি এক কালে প্রসিদ্ধ পত্র পত্রিকার নাগাল পাওয়া কঠিন। ধারাবাহিক সংগ্রহ ত নয়ই, কোনটার বিচ্ছিন্ন সংখ্যাও কদাচিৎ হাতে পড়ে। বাংলা পত্র পত্রিকার অবস্থাও কিছু মাত্র আশাপ্রদ নয়। সম্বাদ কৌমুদী, প্রভাকর, সোম প্রকাশ, বিবিধার্থ সংগ্রহ কখানা

পাওয়া যায় ? ৪০।৪৫ বছর আগে যে সব তখনকার প্রসিদ্ধ কাগজে আমরা লিখতাম, তার আনুপূর্বিক সংগ্রহও কোথাও রক্ষিত হয়নি। কম বয়সে যে সব বাংলা বইয়ের প্রথম সংস্করণ দেখেছি জাতীয় গ্রন্থাগারে অথবা সাহিত্য পরিষদে, তার একখানারও সাক্ষাৎ মেলে না আজ। অথচ শুনেছি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এর বেশীর ভাগই অন্য দেশে চালান হয়ে গিয়ে তাঁদের যাদুঘর ও সংগ্রহশালার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এরপর হয়ত এমনদিন আসবে যখন এ সব নিয়ে গবেষণার জন্যে বাঙালীকে বিদেশেই পাড়ি জমাতে হবে।

ফিউমিগেট করে অর্থাৎ ধ্বংস প্রতিরোধকের সাহায্যে বইপুঁথির ক্ষয় নিবারণ করে এবং মাইক্রোফিল্ম করে অর্থাৎ বই পুঁথির হুবহু ফিল্ম প্রতিলিপি তৈরী করে রেখে অন্যান্য দেশ অতীতের সম্পদ ভাবীকালের জন্যে রক্ষা করেন। এ জিনিষ করা দরকার আমাদেরও। ইদানীং মৃদুভাবে আরম্ভও হয়েছে অবশ্য কাজটা। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে তার পদক্ষেপ নিতান্তই ধীরগতি। তাছাড়া সর্বত্র এ দুটির ব্যবস্থা নেইও। তাই অধিকাংশ লাইব্রেরীতেই এক দিক থেকে নতুন বই এসে জমছে, অন্যদিক থেকে পুরাতন বই খতম হয়ে পুঁজির খতিয়ানে ভারসাম্য রক্ষা করছে। সাকুল্যে যা হচ্ছে, তা জাতির পক্ষে সর্বনাশকর। পুরাতনের পদচিহ্ন নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে। কাজেই সমস্ত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার সম্পদ যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা সম্ভব হয় সেজন্যে এখনি সুষ্ঠু একটি সরকারী নীতির ব্যবস্থাপনা দরকার।

ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ঘোষণা আশা করি অনেকেরই চোখে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারী আর্কাইভস অর্থাৎ দলিল দস্তাবেজ দপ্তর জনগণকে জানিয়েছিলেন যে দেশের সর্বত্র যাঁর কাছে যা দুষ্প্রাপ্য বইপত্র, পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, পট ও বিখ্যাত ব্যক্তির চিঠি বা আলোকচিত্র ইত্যাদি আছে, সব তাঁরা সংরক্ষার জন্যে নিতে প্রস্তুত আছেন। যাঁরা এ সবের জন্যে মূল্য নেবেন, তাঁদের তা দেওয়া হবে। যাঁরা প্রতিলিপি নির্মাণের পর মূল্য ফেরৎ নেবেন, তাঁদের তাও দেওয়া হবে। জানিনা এ আহ্বানে তাঁরা কি রকম সাড়া পেয়েছেন। বোধ হয় খুব বেশী পান নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি মূল্যবান আত্মসম্পদ আস্থে ঘরে ফেলে রেখে অনেকে তা নষ্ট করতেও রাজী, তবু তা বেহাত করতে চান না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি বিশেষ। আর একটি ব্যাধির সঙ্গেও আশাকরি গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের পরিচয় আছে। প্রয়োজনীয় বই ও পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠা নিঃশব্দে কেটে নেওয়া এবং অন্যেরা যাতে আর তার সুযোগ না পান তা করা। এ দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টির প্রতিষেধ মাইক্রোফিল্মে, আর প্রথমটির জন্যে চাই সংস্কৃতিমান সমাজের সংহত আন্দোলন। অবস্থা কত করুণ তা প্রথম বুঝতে পারি রামমোহনের একটি বাংলা স্বাক্ষরের প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে গিয়ে নাকাল হয়ে।

আমার বক্তব্য আপাতত এখানে এসেই পূর্ণচ্ছেদে পা রাখছে। আগেই আমি নিবেদন

করেছি যে আমি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পারঙ্গম ব্যক্তি নই, নেহাৎ আনাড়ী। আমাকে যখন উঁচুমঞ্চে দাঁড় করিয়েছেন তখন তার দণ্ড আপনাদের ভোগ করতেই হবে। তবে ভরসা আছে যে আর যাঁরা এখানে এসেছেন, তাঁরা আমার অপূর্ণতা পূরণ করে দিতে পারবেন তাঁদের বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতা দিয়ে। এক বিবাহ বাসরে দেখেছিলাম সংস্কৃত নবীশ পাত্র পুরোহিত মহাশয়ের ভুল মন্ত্রোচ্চারণ পদে পদে সংশোধন করে যাচ্ছেন, এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভট্টাচার্য বললেন, তুমিই যদি মন্ত্র পড়বে ত আমি কি করব? আমি কিন্তু কথা দিচ্ছি আপনাদের আমি অণুমাত্র ক্ষুণ্ন হব না। হৃষ্ট চিত্তেই আমার ভুলভ্রান্তি ও অসঙ্গতিগুলো দেখিয়ে দিলে তা কবুল করে নোব। সবশেষে আর একবার আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই মহতী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে আহ্বান করার জন্যে এবং আপনাদের সদয় আতিথ্য ও প্রীতিপূর্ণ বান্ধবতার জন্যে। ধাবমান কালের প্রবাহে সবই ভেসে যায়, অচল প্রতিষ্ঠ হয়ে থাকে শুধু সত্য ও প্রেম। এ দুইয়ের দ্যুতি আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্মকে উজ্জ্বল করুক। নমস্কার।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আলোচ্য মূল প্রবন্ধ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী

ফণিভূষণ রায় ও সুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিত্র

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত ধরণের গ্রন্থাগার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

১) সাধারণের ব্যবহারের জন্য

ক) জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগার

খ) সরকারী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বা/এবং পরিচালিত গ্রন্থাগার (স্পনসর্ড/নিয়ন্ত্রিত)

গ) জাতীয় গ্রন্থাগার

২) বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার, যথা ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক প্রভৃতিদের ব্যবহারের জন্য

খ) বিশেষ বিষয়ে গবেষণামুলক গ্রন্থাগার—মূলত গবেষকদের ব্যবহারের জন্য

গ) সরকারী বা বেসরকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার—মূলত দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য ও কর্মীদের ব্যবহারের জন্য বিভাগীয় গ্রন্থাগার।

৩) অন্যান্য গ্রন্থাগার

বৈদেশিক দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার, বিশেষ ধরণের পাঠকের জন্য।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য জনসাধারণের ব্যবহারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অবস্থা বিশ্লেষণ ও উন্নত লক্ষ্যে পৌছাইবার পথনির্দেশ। কাজেই বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কোন মন্তব্য করা হইল না। জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যা কিছু ভিন্নধরণের বলিয়া তাহাকেও ইহার আওতায় আনা হইল না।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির ইতিহাস দীর্ঘদিনের। তবে ইহাদিগকে ভারতবর্ষের অতীত যুগের নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতির গ্রন্থাগারের উত্তরাধিকারী বলিয়া ভাবিবার কোন কারণ নাই। ইহাদের জন্ম ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের সৃষ্টি হওয়ার পরে।

দেশে কাগজের ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এবং মুদ্রণ শিল্পের প্রচলনের পর ইংরাজ আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রয়োজনেই মূলতঃ ছাপা পুস্তকের আবির্ভাব ঘটে। কোম্পানীর এবং উত্তরকালে ইংরাজ সরকারের ব্যবসায় ও শাসন চালাইবার প্রয়োজনে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ঘটে। এই নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় অংশত গবেষণার প্রয়োজনে এবং অংশত অবসর বিনোদনের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের পত্তন করিতে থাকেন। কাজেই এই গ্রন্থাগারগুলির জন্মদাতা এবং এখনও পর্যন্ত ইহাদের নিয়ামক ও ব্যবহারকারী, এই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬১ সালের আদমসুমারী মতে সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৩৩'০৫। ইহার অধিকাংশের শিক্ষার মান প্রাথমিক শিক্ষারও নীচে; কাজেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রন্থাগার ব্যবহার করিলেও বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি সমস্ত জনসংখ্যার মাত্র অংশের জীবনের শরিক হইতে পারে। কাজেই বর্তমান শিক্ষার স্তর কমবেশী অপরিবর্তিত থাকিলে এই ধরণের গ্রন্থাগারের পত্তন ও উন্নতি করিয়া সমস্ত জনমানসকে স্পর্শ করা আদৌ সম্ভব নহে।

তবুও এই বুদ্ধিজীবি শ্রেণী প্রধানত সদস্যদের চাঁদা ও দান মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলির প্রসার করিতে থাকেন। শিক্ষিতের সংখ্যা শহরাঞ্চলে বেশী। কাজেই গ্রন্থাগারের পত্তনও শহরাঞ্চলেই বেশী হইয়াছে।

তৎকালীন সরকার মূলতঃ এই গ্রন্থাগারগুলির কর্তব্য সম্পাদনা করিয়াছিলেন কিছু কিছু অনুদান দিয়া, এই অনুদানের পরিমাণও গণ্য করিবার মত ছিলনা, তাহা পাইবার কোন স্থিরতাও ছিলনা।

পশ্চিমবঙ্গে স্পানসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

স্বাধীনতার পর এই গ্রন্থাগারগুলির সামাজিক ভূমিকা মূল্যায়ণের কিছু পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে কিছু গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহার ফলে সরকারী অর্থ সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে কতকগুলি গ্রামীন গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগার ও জিলা গ্রন্থাগারের অবির্ভাব ঘটে।

কিন্তু এই গ্রন্থাগারগুলির পত্তন কোন মৌলিক চিন্তার ফলশ্রুতি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতকগুলি জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারকে অল্পাধিক অর্থ সাহায্য দিয়া সরকারী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে মাত্র। তাহাদের আর্থিক হীনাবস্থা বিশেষ দূরীভূত হয় নাই। তাহাদের সাংগঠনিক ত্রুটি অপসারিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেশে ইতস্তত কতকগুলি স্বল্প গভীরতায় কূপ খনন করা হইয়াছে মাত্র, তাহাদের সংগৃহীত জল অঞ্চলের অতি অল্প প্রয়োজনই মিটাইতে পারে। সমগ্র দেশের সেচ ব্যবস্থার জন্য তাহারা সংখ্যায় বা বর্তমান রূপে আদৌ যথেষ্ট নয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মূল্যায়ণের মান নির্দ্ধারণ

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সংঘবদ্ধতার অভাবের জন্য বিচ্ছিন্ন কূপের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এবং কূপগুলিও যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে তাহা বুঝিবার জন্য কতকগুলি মান নির্দ্ধারণের প্রয়োজন আছে। এই মান নির্দ্ধারণের পূর্বে সমগ্র রাজ্যের আয়তন, গ্রাম ও শহরের সংখ্যা, লোকসংখ্যা, সাক্ষর ও শিক্ষিতের সংখ্যা প্রভৃতির পটভূমিকায় গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা জানা প্রয়োজন।

নীচের ছকটিতে পশ্চিমবঙ্গের এই সামগ্রিক রূপটি তুলিয়া ধরা হইল

জেলা	আয়তন, (বর্গমাইল)	গ্রাম সংখ্যা	শহরের সংখ্যা	লোক সংখ্যা	সাক্ষর ও শিক্ষিতের সংখ্যা	গ্রন্থাগার সংখ্যা স্পনসর্ড	সাধারণ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
কলিকাতা	৩৯.৮	—	—	২৯২৭২৮৯	১৭৩৫৪৬১	৭	৩৪১	৩৪৮
কুচবিহার	১৩১৩.৯	১১৩৮	৬	১০১৯৮০৬	২১৪১৭০	৩৪	৩৭	৭১
চব্বিশ পরগণা	৫৬৩৭.৭	৩৮১২	৪৯	৬২৮০৯১৫	২০৩৯৯৯৭	৮২	৪৭৪	৫৫৬
জলপাইগুড়ি	২৩৮২.৯	৭৭৪	৭	১৩৫৯২৯২	২৬১২০১	৩৪	৩২	৬৬
দার্জিলিং	১২৫৬.৬	৫৩৬	৪	৬২৪৬৪০	১৭৯২৯২	৩৬	৪২	৭৮
নদীয়া	১৫০৯.১	১২৮২	১২	১৭১৩৩২৪	৪৬৬৭৯৬	৩৪	১৫১	১৮৫
পঃ দিনাজপুর	২০৬১.৯	৩১৩০	৬	১৩২৩৭৯৭	২২৫৮২৭	৩৪	৬৫	৯৯
পুরুলিয়া	২৪০৭.০	২৪৯০	৫	১৩৬০১৬	২৪১৯৭৯	৩৭	৬৭	১০৪
বর্দ্ধমান	২৭০৫.৫	২৬৬৫	১৯	৩০৮২৮৪৬	৯১১৮৩৫	৫৪	২৯১	৩৪৫
বাঁকুড়া	২৬৪৭.০	৩৫৫৩	৫	১৬৬৪৫১৩	৩৮৪১৯১	৩৭	১৩৮	১৭৫
বীরভূম	১৭৪৩.০০	২২৩৪	৬	১৪৪৬১৫৮	৩১৯৪৪৭	৩৯	১৬৬	২০৫
মালদহ	১৩৯১.৯	১৬০৩	২	১২২১৯২৩	১৬৮৫৪৩	২৭	৫৭	৮৪
মুর্শিদাবাদ	২০৭২.২	১৯৩২	৯	২২৯০০১০	৩৬৭০০১	৩৮	১৫৩	১৯১
মেদিনীপুর	৫২৫৩.৪	১০৬১৮	১৪	৪৩৪৪১৮৫৫	১১৮৪৩০৪	৬৮	৩১৪	৩৮২
হাওড়া	৭৬০১	৭৮৭	২৩	২০৩৮৪৭৭	৭৫২৩২৮	৪৮	২৭৩	৩২১
হুগলী	১২১২.১	১৯১১	১৬	২২৩৩১৪১৮	৭৭৩২৯২	৫৩	২২৮	২৮১
মোট	৩৪১৯৪.১	৩৮৪৬৫	১৮৪	৩৪৯২৬২৭৯	১০২২৫৬৬৪	৬৬২	২৮২৯	৩৪৯১

উপরে ছকের সংখ্যাগুলিকে গ্রন্থাগারের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে বিভিন্ন জেলায় গড়ে গ্রন্থাগার প্রতি কত আয়তন, কত গ্রাম, কত লোকসংখ্যা ও কত সাক্ষর ও শিক্ষিতের সংখ্যা তাহা বুঝিতে পারা-যায়। এই গড় দায়িত্বের পরিমাণ কোনোও তথ্য নয়, ইহা একটি নির্দেশকমাত্র। তবুও এই গড় দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আমাদের দেশের একটি অপুষ্ট গ্রন্থাগারের আদৌ আছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অক্ষমতা যে কিরূপ ভয়াবহ তাহার ইঙ্গিত পাইব।

গ্রন্থাগার প্রতি গড় হিসাব

জেলা	সেবাক্ষেত্রের আয়তন (গড়) বর্গমাইল	সেবার গ্রাম সংখ্যা (গড়)	সেবার লোক সংখ্যা (গড়)	সেবার সাক্ষরা লোকের সংখ্যা (গড়)
কলিকাতা	১'১৪	—	৮,৪১১'৭	৪,৯৮৬'৯
কুচবিহার	১৮'৪	১৬	১৪,৩৬৩'৪	৩,০১৬'৪
চব্বিশ পরগণা	১০'১	৬ ৮	১১,২৯৬'৬	৩,৬৬৯
জলপাইগুড়ি	৩৬'১	১১'৭	২০,৫৯৫'৩	৩,৯৫৭'৫
দার্জিলিং	১৬'১	৬'৮	৮,০০৮'২	২,২৯৮'৬
নদীয়া	৮১'৫	৬'৯	৯,৫৬১'২	২,৫২৩'২
পশ্চিম দিনাজপুর	২১'৮	৩১'৬	১৩৩৭১	২২৮১
পুরুলিয়া	২৩'১	২৩'৯	১৩,০৭৭	২,৩২৫'৭
বর্দ্ধমান	৭'৮	৭'৭	৮,৯৩৫'৭	২,৬৪০'১
বাঁকুড়া	১৫'১	২০'২	৯,৫১১'৫	২,১৯৫'৩
বীরভূম	৮'৫	১০'৮	১৬,৮১০'৫	১,৫৫৮'২
মালদহ	১৬'৬	১৯	১৪,৫৪৬'৭	২,০০৬'৪
মুর্শিদাবাদ	১০'৮	১০'১	১১,৯৮৯'৫	১,৯২১'৪
মেদিনীপুর	১৩'৭	২৭'৭	১১,৩৭২'১	৩,১০০'২
হাওড়া	১'৭	২'৫	৬,৩৫০'৩	২,৩৪৩'৭
হুগলী	৪'৩	৬'৮	৭,৯৪০'৯	২,৭৫১'৯

উপরের ছক হইতে দেখা যায় যে আয়তন, গ্রাম সংখ্যা, জনসংখ্যা বা সাক্ষর সংখ্যা, যে বিচারেই ধরা হউক না কেন, কোন গ্রন্থাগারের পক্ষেই সবচেয়ে কম গড় দায়িত্বটুকু পালন করা সম্ভব নয়। এই সবচেয়ে কম দায়িত্বটুকু গড় নিম্নরূপ :

সবচেয়ে কম সেবার দায়িত্ব

আয়তন	গ্রাম সংখ্যা	লোক সংখ্যা	সাক্ষর সংখ্যা
১	২	৩	৪
১·১৪	২·৫	৬,৩৫০·৩	১,৫৫৮·২

কাজেই সাধারণ সংখ্যার বিচারেও পশ্চিমবঙ্গের জনপরিচালিত গ্রন্থাগার এবং স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি একত্রভাবেও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সেবা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারগুলি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি প্রত্যেকে এক একটি সমিতির সম্পত্তি। স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির অবস্থাও তাহাই। কাজেই তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা নাই এবং সেই সংঘবদ্ধতা আনয়ন করা সহজসাধ্য ব্যাপারও নহে। পরস্পরের সংযোগ থাকিলে এবং সংঘবদ্ধ ব্যবস্থায় কাজ করিলে সমস্ত ব্যবস্থাতেই যে কোন স্থল হইতে সমগ্র গ্রন্থসম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করা সম্ভব হইবে কিন্তু বিচ্ছিন্ন থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের সম্পদই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও নগণ্য। কাজেই বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় প্রত্যেকের গ্রন্থসম্পদই নগণ্য ও সীমাবদ্ধ।

এই গ্রন্থ সম্পদকে এবং জনসেবার ক্ষমতাকে বাড়াইয়া তোলাও তাহাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, -

১। জন পরিচালিত গ্রন্থাগাররে ক্ষেত্রে

ক) সদস্যদের নিকট হইতে চাঁদা বাবদ আয় সীমাবদ্ধ

খ) সদস্যদের চাঁদা বাড়ান সম্ভব নহে, তাহাতে সদস্য কমিবার সম্ভাবনা আছে।

গ) সরকারী বা আধাসরকারী অনুদান অনিশ্চিত, যথেষ্ট ও নহে।

ঘ) পুস্তকাদির ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে কাজেই প্রাপ্ত অর্থে ক্রীত পুস্তকের সংখ্যা বাড়ান সম্ভব নহে।

ঙ) পরস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বলভে পুস্তক ক্রয় করা বা একের পুস্তক অপরের ব্যবহার করার সম্ভাবনা কম।

চ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠনের জন্য অর্থ ব্যয় ইহাদের কাছে সাধ্যাতীত। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রণয়ন করাও ইহাদের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়।

২। স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে

ক) সরকারী অনুদান ৬১২টি গ্রামীন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন সাইকেল পিওনের মাহিনা ও কিছু আনুসঙ্গিক খরচের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

খ) মোট ৪০টি জেলা গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার যে অনুদান পায় তাহাতে পুস্তক ক্রয়ের কিছু সুযোগ থাকিলেও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য।

গ) ইহারাও প্রত্যেকে বিভিন্ন সমিতির সম্পত্তি। কাজেই ইহাদের মধ্যেও সংঘবদ্ধতা নাই এবং তাহার জন্য যাহা কিছু অসুবিধা হওয়া সম্ভব সবই আছে।

ঘ) কেবলমাত্র জেলা ও শহর গ্রন্থাগারগুলিই কতকগুলি প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে মাত্র। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহার প্রশ্নই উঠে না।

ঙ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও চাঁদা ভিত্তিক। তাহাদের নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিণত করিবার কোন কর্মসূচী এখনও পযন্ত প্রকাশ করা হয় নাই।

৩। সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে

রাজ্য সরকারের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও টাকী সরকারী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতিও তাহাদের আঞ্চলিক রূপ ও কর্মধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য কোন ব্যাপক কর্মধারা গ্রহণের কোন পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় নাই।

উপরের তথ্যাদি হইতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সমস্যাসমূহকে মোটামুটি পাঁচ ধরণের বলা চলে।

প্রথম সমস্যা—সংখ্যাল্পতা।

জন পরিচালিত এবং সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে একত্র করিলেও তাহারা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য।

দ্বিতীয় সমস্যা—আর্থিক অকুলান

জনপরিচালিত ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি চাঁদা ও অনুদানের মারফৎ যে অর্থ লাভ করেন তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য।

তৃতীয় সমস্যা— সংকীর্ণ সামাজিক সেবা

জন পরিচালিত ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি সম্পূর্ণভাবেই শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া গঠিত। সমগ্র রাজ্যে তাহাদের সংখ্যা ১০ শতাংশের কম। স্বল্প শিক্ষিত বা নিম্ন মানের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণকে সঠিক সেবা পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার অভিমুখী করার কোন কর্মসূচী কেহই গ্রহণ করেন না। গ্রন্থাগারগুলি উত্তরকালে কোন সময় সর্বজনের সামগ্রী হইয়া উঠিবে তাহার আশাও সুদূরপরাহত।

চতুর্থ সমস্যা—চাঁদার ও Security deposit এর বাধা

জন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি সম্পূর্ণভাবে ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি অনেকাংশে চাঁদার উপর নির্ভরশীল। এই চাঁদার বাধা সরাইয়া গ্রন্থাগারগুলি যে কোনদিন জনজীবনের শরিক হইয়া উঠিতে পারিবে তাহার কোনও ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

পঞ্চম সমস্যা—সংগঠনের অভাব

জনপরিচালিত বা স্পনসর্ড উভয় ধরণের গ্রন্থাগারই অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্যে কাজ করে। কাজেই সেই অর্থের কিছু অংশ লইয়া গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত করার কাজে ব্যয় করা আদৌ সম্ভব নয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিবির শিক্ষা কর্মসূচী সত্বেও শিক্ষিত গ্রামীন কর্মীরা অনটনের জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগাইতে পারেন নাই। সংগঠিত করিতে না পারিলে একাধিক গ্রন্থাগারের পক্ষে কোন সমবায়মূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা বা সংঘবদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব না।

ষষ্ঠ সমস্যা—সংঘবদ্ধতার অভাব

গ্রন্থাগারগুলির মালিক বিভিন্ন সমিতি। কাজেই গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নাই। সকলেই নিজ নিজ আইন কানুন প্রণয়ণ করিয়া চলিয়া থাকেন।

গ্রন্থাগারগুলির সংগঠনের ব্যাপারও বহুধরণের ও বহুস্তরের। তাহাদের মধ্যে কোন কর্ম সহায়ক সামঞ্জস্য নাই।

ফলে ইহাদের সকলকে একটি সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে আনিয়া একটি সাধারণ নীতি সর্বত্র চালু অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

সপ্তম সমস্যা—উপযুক্ত কর্মীদলের যোগান

সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটির সার্থক রূপায়নে কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মীদলের উপযুক্ত বৃত্তিগত শিক্ষা আবশ্যক হওয়া উচিৎ। কোন সুচারু নিয়মপদ্ধতি, বেতনহার ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধাদি চালু না হওয়ায় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়মিত যোগান অনিশ্চিত থাকিবে।

এই সমস্যাগুলির কথা মনে রাখিয়া আমাদের সমাধানের সূত্র বাহির করিতে হইবে। আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নে কতকগুলি সম্ভাব্য সমাধান প্রদত্ত হইল।

১। গ্রন্থাগারের স্বল্পতা দূর করার জন্য আলোচ্য বিষয়ঃ—

সমস্ত গ্রামগুলিকে একটি সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আওতায় আনা আমাদের মূল লক্ষ্য। তাহাদের কিছু অংশে প্রয়োজনমত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। যেগুলিতে কোন কারণে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় সেগুলিতে পুস্তক আদান-প্রদান কেন্দ্র খুলিয়া বা গ্রন্থযান মারফৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনিতে হইবে।

সমাধানের সূত্রঃ

১। আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে কমপক্ষে ১০০০ বাসিন্দা আছেন এরূপ গ্রামের প্রত্যেকটিতেই একটি করিয়া গ্রন্থাগার খুলিতে হইবে।

২। জনসংখ্যা ১০০০এর কম এরূপ গ্রামগুলিতে পুস্তক আদান-প্রদান কেন্দ্র ও গ্রন্থযান মারফৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দিতে হইবে।

৩। প্রতিটি শহরে অন্যূন ১টি করিয়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং শহরের লোকসংখ্যা ও আয়তন বিচার করিয়া সমগ্র শহরটিতে একাধিক শাখা গ্রন্থাগারের পত্তন করিতে হইবে।

৪। জেলার সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সুসংবদ্ধ পরিচালন সম্ভব করিবার জন্য প্রতি জেলায় অন্যূন ১টি করিয়া জেলা গ্রন্থাগার আবশ্যক। কিন্তু জেলার আয়তন, লোকসংখ্যা ও যাতায়াতের সুবিধাদি বিবেচনা করিয়া এই পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু করিবার জন্য একাধিক জেলা গ্রন্থাগারের পত্তন করিতে হইবে।

২। আর্থিক অকুলান দূর করার জন্য আলোচ্য বিষয়ঃ—

শিক্ষা বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশকে গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা উচিত। বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে অনুদান দেওয়ার জন্য গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অনুদান নির্দিষ্ট থাকা উচিত।

সমাধানের সূত্রঃ

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করিলে সেই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত Seminar on Public Library System সুপারিশ করে যে মাথাপিছু ১ টাকা করিয়া ব্যয় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ন্যূনতম বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

। **সামাজিক সেবার সংকীর্ণতা দূর করার জন্য আলোচ্য বিষয় ঃ—**

সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে সর্বসাধারণের জন্য হওয়া আবশ্যক। সার্থকভাবে সর্বসাধারণের জন্য হইতে হইলে যে কোন গ্রন্থাগারকে আঞ্চলিক জনসাধারণের প্রয়োজন, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি অনুযায়ী গ্রন্থাদির সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে হইবে, সেবার পদ্ধতিও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের প্রয়োজন, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির তারতম্য ঘটে বলিয়া গ্রন্থাদি সংগ্রহের বা সেবার কোন সাধারণ রূপ নির্দিষ্ট করা অসমীচীন। সামাজিক কারণে ও শিক্ষার স্তর ভেদের জন্য গ্রন্থ যখন সকলের মনকে সমানভাবে স্পর্শ করিতে পারে না তখন সর্বমনের উপযোগী কোন গ্রন্থ সংগ্রহ গড়িয়া তোলাও সম্ভবপর নয়। কাজেই গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে অঞ্চলের লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থের কোন বিকল্প ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সমাধানের সূত্র ঃ

কোনও অঞ্চলে গ্রন্থাগার পত্তনের ও গ্রন্থাদি সংগ্রহ গড়িয়া তুলিবার পূর্বে অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যাদি, অঞ্চলস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের পেশা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হইবে।

নিম্নস্তরে শিক্ষাপ্রাপ্ত, স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণের জীবনের প্রবেশের সহজ পথ তাহাদের প্রয়োজনের মধ্য দিয়া। কাজেই পেশা ও অন্য প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থের গ্রন্থবিকল্পের সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রন্থাগার এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারের কৃষি বিভাগ, শিল্প বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিতে পারে এবং জনসাধারণের কাছে এইসব সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করিতে পারে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভাল পুস্তকের অংশ বিশেষ অনুবাদ করিয়া কৃষিজীবী বা শিল্প কর্মীকে সাহায্য করা সম্ভব। উপযুক্তভাবে সংগঠিত করিতে পারিলে এই কর্মসূচীর কিছু কিছু কাজ কম খরচে কেন্দ্রীভূতভাবে করা যায়। এইদিক হইতে গ্রন্থাগারগুলি বর্তমানের তথ্যকেন্দ্রের কাজগুলি আরও ব্যাপকভাবে করিতে পারে এবং তাহার সহিত অনেক নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারে। হাট, মেলা প্রভৃতির সময়ে গ্রন্থাগার অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের সমাজবোধকে বা অর্থনৈতিক নিপুণতাকে উন্নত করিতে পারে।

৪। **চাঁদা ও Security Deposit-এর বাধা দূর করার জন্য আলোচ্য বিষয় ঃ**

বিংশ শতাব্দীতে সমাজের মানুষকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তাহার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে নিয়মিত চর্চার মধ্যে সজীব করিয়া রাখা এবং বাড়াইয়া তুলিবার জন্য, ব্যক্তিগতভাবে এবং গোষ্ঠিগতভাবে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য, নিরপেক্ষভাবে তথ্য ও তত্ত্বের যোগান দিয়া মানুষের বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখিয়া গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে

সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই বিচারের পটভূমিতেই সামাজিক প্রয়োজনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিঃশুল্ক করিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয়। এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের পথে যে কোন বাধা কোন ব্যক্তি এবং সমস্ত সমাজের পক্ষে একইভাবে ক্ষতিকারক।

সমগ্র সমাজের স্বার্থে যেমন জনস্বাস্থ্যের কল্যাণের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং জনমানসকে তাহার অনুকূলে লইয়া আসার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় জনকল্যাণের কথা মনে রাখিলে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

চাঁদা ও Security deposit রাখার বাধা সমাজের মানুষকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে বিমুখ করিয়া তোলে, বিশেষ করিয়া শিক্ষার হার যৎসামান্য বলিয়া এই বাধার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত হানিকর। চাঁদা ও security depositএর প্রথা বিলোপ করা সামাজিক স্বার্থে অতি প্রয়োজনীয়।

যদি এককালীন চাঁদা তুলিয়া দেওয়া অর্থ সংকট সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া ভয় হয় তবে কোন নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঐ বাধা অল্প সময়ের মধ্যে অবলুপ্ত করা অতি প্রয়োজন।

১৯৫৯ সালে নিয়োজিত 'গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি' (Library Advisory Committee) সুপারিশ করিয়াছিলেন যে সরকারী সাহায্য গ্রহণকারী জনপরিচালিত চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান গ্রহণের শর্ত হিসাবে সদস্যদের ¼ অংশকে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার বিচার করিয়া বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার সুযোগ দিতে হইবে। ৫ বছর বাদে বাদে এই ব্যবস্থাটির একবার করিয়া মূল্যায়ন হইবে এবং আরও ¼ অংশের ক্ষেত্রে একইভাবে চাঁদা মকুব করিতে হইবে। এইরূপ করিলে ২০ বছরে গ্রন্থাগারটি বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারে পরিণত হইবে।

সমাধানের সূত্র ঃ

সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই চাঁদা বা জামানত (security deposit) গ্রহণ প্রথা সমাজের স্বার্থেই তুলিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

চাঁদা মকুব করার কর্মসূচী অনাবশ্যক জটিল করা সমীচীন হইবে না। অর্থের অনুদান বা পুস্তক ঋণ গ্রহণ বা অন্যধরণের সাহায্য গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতি বছর আবশ্যিক শর্ত হিসেবে একটি নির্দিষ্ট হারে সকলের জন্যই চাঁদা বা জামানতের পরিমান কমাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিষ্ঠানটি বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হইবে।

৫। সংগঠনের অভাব দূর করার উপায় সম্পর্কে আলোচ্য বিষয় ঃ

গ্রন্থাগার সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারের কর্মক্ষমতাকে বাড়াইয়া তোলা। সমষ্টিগতভাবে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার একে অপরকে অনায়াসে নানা ধরণের সাহায্য করিতে পারে। সুসংগঠিত

হইলে তাহারা পারস্পরিক সহায়তায় অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে অনেক অধিক সুবিধালাভ করিবে। সুসংগঠিত না হইলে একটি সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন করা সম্ভব নয়।

সমাধানের সূত্র :

অনুদান গ্রহণের শর্ত হিসেবে গ্রন্থাগারগুলিকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অল্পে অল্পে সংগঠিত করিতে স্বীকার করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

সংগঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করিলে সাজসরঞ্জাম কিনিতে সাহায্য করা যাইতে পারে।

অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে সংগঠনের কৌশলাদি অঞ্চলস্থ গ্রন্থাগার কর্মীদের শিখাইয়া লইবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিবির শিক্ষা কর্মসূচীর সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

৬। সংঘবদ্ধতা সৃষ্টির উপায় সম্পর্কে আলোচ্য বিষয় :

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুসংবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক। কারণ অসংবদ্ধ থাকিলে অর্থ ব্যয়ের পরিমান বেশী হইবে, পরস্পরের পুস্তক ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকিবে না। যে কোন পাঠক যে কোন কেন্দ্র হইতে তাহার ঈপ্সিত কোন বই ঋণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে না। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহার অর্থব্যয় অপরিমিত হইয়া যাইবে।

সমাধানের সূত্র :

ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানা হইতে সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে আনিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে জনসংযোগের মাধ্যমে জনচেতনা বাড়াইয়া তোলা।

এই অধিগ্রহণ আইনসিদ্ধ করিতে হইলে একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করিতে হইবে।

এই সুসংবদ্ধতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উপযুক্ত বৃত্তিকুশলী কর্মীদলের প্রয়োজন। সমস্ত কর্মসূচীকে সফল করিতে হইলে এই বৃত্তিকুশলী কর্মীদের কুশলতার ক্ষেত্রে বা তাঁহাদের সুষ্ঠু জীবন ধারণের উপযুক্ত বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য করা উচিত নয়।

সামগ্রিকভাবে এই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার কর্মধারাকে অব্যাহত রাখিতে হইবে এবং রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সার্থকভাবে সর্বজনের করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। একটি সামগ্রিক গ্রন্থাগার আইন অবশ্য প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের সমিতি নথিভুক্তকরণের যে আইন (W. B. Societies Registration Act, 1961) অনুসারে জনপরিচালিত ও শাসনসর্ত গ্রন্থাগারগুলি রেজিষ্ট্রিকৃত, গ্রন্থাগারের কার্যসূচীতে বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তনে তাহার কোনই ভূমিকা নাই। সমগ্র ব্যবস্থাটির পত্তন, সুপরিচালন ও প্রয়োজনমত সম্প্রসারণের জন্য একটি ত্রুটিহীন গ্রন্থাগার আইন অপরিহার্য। ইহার কোন বিকল্প নাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

সমাগত অতিথি বৃন্দ

সবুজ বনপ্রান্তরে ঘেরা উত্তর বাংলার এই নিভৃত গ্রামে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।

৩০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রাক্কালে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সুভাষ পাঠাগারের রজত জয়ন্তীর উৎসবের সঙ্গে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে পেরে আমরা গর্বিত।

আপনারা সবাই দূর দূরান্ত থেকে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে এসেছেন অনেক কষ্ট স্বীকার করে। আমরা সাধ্যমত আপনাদের সমাদর করতে চেষ্টা করছি। তবুও এই বিরাট কর্মযজ্ঞে হয়তো কিছু ত্রুটি থেকে যাবে। তার জন্য আমি আগেই আপনাদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

আজকের এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমাদের আশা এই সম্মেলন এক নতুন দিকের সন্ধান দেবে এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা সুষ্ঠু সমাধান হবে। সমস্যা জর্জর মানুষ আজ পথ খুঁজছে। সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই সমস্যাগুলি অনেকাংশে সমাধান করে আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষার ধারাবাহিকতা, সুশিক্ষা, বৃত্তিগত শিক্ষা, সুস্থ চিন্তা, নৈতিক চরিত্র-গঠন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দেশাত্মবোধ, অর্থাৎ এককথায় বলা যায় সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়তে আদর্শ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম।

আমরা ইতিহাস খুঁজলে দেখতে পাই আমাদের দেশে অর্থাৎ এই বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয়। কিন্তু দুঃখের কথা আজও আমাদের দেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

তাই আজ আমি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ৩০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমার ভাষণ শেষ করছি।

॥ জয়হিন্দ ॥

সুধাংশুশেখর দাস
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি
৩০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন।

সম্মেলনে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথমসূত্রের আলোকে গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও সংগঠনের মূল্যায়ণ

প্রবীর রায় চৌধুরী এবং মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

(মূল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার)

ভূমিকা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান। আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে (Scientific method) গ্রন্থাগারের সামগ্রিক কার্যকলাপকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই সর্বজনগ্রাহ্য পঞ্চসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই পঞ্চসিদ্ধান্ত সূত্রাকারে বিধৃত, তাই পঞ্চসূত্র নামে অভিহিত।

পঞ্চসূত্র হল গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের মৌল সিদ্ধান্ত বা Normative Principles.

১ পঞ্চসূত্র

পঞ্চসূত্রগুলি হচ্ছে :

১ গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য

২ প্রত্যেক পাঠকের জন্য গ্রন্থ

৩ প্রতিটি গ্রন্থ পাঠকের জন্য

৪ পাঠকের সময় অমূল্য

৫ গ্রন্থাগার চিরবর্ধিষ্ণু

১১ তাৎপর্য

এই পঞ্চসূত্র বা মৌল সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য হল :

১১১ ন্যূনতম আদর্শ

যে কোন গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগারব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই মৌলসিদ্ধান্তগুলি হল ন্যূনতম আদর্শ। অর্থাৎ এই ন্যূনতম আদর্শে উপনীত হওয়াই হবে উক্ত গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগারব্যবস্থার চরম লক্ষ্য।

১১২ মাপকাঠি

স্বাভাবিকভাবেই যে কোন গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগারব্যবস্থার কর্মপদ্ধতির মূল্যায়ণের মাপকাঠি (Measuring Stick) হল এই মৌলসিদ্ধান্তগুলি। অর্থাৎ যে কার্যধারা অনুশীলিত হচ্ছে সেগুলি এই সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্যকে পরিপূর্ণ করছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

১১৩ ত্রুটিবিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায়

অতএব যে কোন গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগারব্যবস্থার কর্মপদ্ধতির সম্পর্কে বিশ্লেষাত্মক মূল্যায়নের মাধ্যমে যে ত্রুটিবিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হবে, তা সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে সংশোধন করে নূতন ব্যবস্থা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তার সমাধান খুঁজতে হবে। কোন পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে, নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

১১৪ গবেষণার ক্ষেত্রে

কেবলমাত্র গ্রন্থগার / গ্রন্থাগারব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রেও এই পঞ্চসূত্রের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। মৌলসিদ্ধান্তগুলি কেবল অতীত ঘটনার ব্যাখ্যা নয়, নব নব সম্ভাবনায়, ভবিষ্যত ইংগিতও বহন করে। তাই এই মৌল সিদ্ধান্তগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের নব নব দিক গবেষণার সহায়তায় উন্মেলিত হতে পারে। নূতন নূতন অনুসিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতির আবিষ্কার করা সম্ভব।

১১৫ গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে

পঞ্চসূত্রগুলি গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্মের মধ্যে সুসংবদ্ধতার যে ইংগিত দেয়, শিক্ষার্থীর কাছে সেই বিষয়টি প্রথমেই তুলে ধরা উচিত। এর ফলে পাঠ্যবস্তুর গভীরতা বৃদ্ধি পায়, এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের একটি অর্থবহ দিকও তুলে ধরা সম্ভব। পঞ্চসূত্রের আলোকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও পারস্পরিক সংযোগ শিক্ষার্থীর কাছে সমস্ত বিষয়টি মনোজ্ঞ করে তোলে।

২ প্রথম সূত্র

'গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য' এই প্রথম সূত্রের আলোকে কিভাবে সমগ্র গ্রন্থগার / গ্রন্থাগারব্যবস্থা ও কার্যক্রম মূল্যায়ন করা সম্ভব তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই আলোচনাও গ্রন্থগার / গ্রন্থাগারব্যবস্থার পরিকল্পনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে প্রথম সূত্রটি মৌল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তী তিনটি সূত্র এই সিদ্ধান্তের সহায়ক। ডঃ রঙ্গনাথন এই সম্বন্ধে বলেছেন "গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র হচ্ছে 'গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য।' প্রথমসূত্রের সার্থকতায় সহায়ক হিসাবে

পরবর্তী তিনটি সূত্র যে কোন পাঠক যাতে সঠিক ও সমগ্রভাবে এবং স্বল্পসময়ে তার প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পায় তারই নির্দেশ বহন করছে" [Ranganathan (S R). Imaginary battle within Library Science. (DRTC Seminar (6) (1958). Paper C.F. Sec II)]

২১ গ্রন্থব্যবহারের জন্য

'গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য' এই সিদ্ধান্তের প্রতিটি শব্দ গভীর অর্থবহ। ইংরাজিতে এটি "Books are for use" এই বাক্যটি পরিবর্তন হয়ে 'Documents are for use' এই সূত্রে বর্তমানে লিপিবদ্ধ হয়। তাই শব্দ ক'টির অর্থ পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন।

১ গ্রন্থ

এখানে 'গ্রন্থ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য। জ্ঞান বিতরণে সহায়ক সর্বপ্রকারের বস্তু এই অর্থে বুঝতে হবে। যে কোন পাঠ্য, শ্রাব্য ও দৃশ্যবস্তু যা জ্ঞান আহরণের কাজে ব্যবহার করা হয় তাকেই বোঝাবে। যেমন একদিকে সাধারণ ধারনার বই, পত্রপত্রিকা, রিপোর্ট, পেটেন্ট, স্পেসিফিকেসন ইত্যাদি বোঝাবে, তেমনি অন্যদিকে জ্ঞান বিতরণে সহায়ক অন্যান্য বস্তু অর্থাৎ গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম, মাইক্রোকার্ড-ফিল্ম-স্ট্রিপ, ল্যান্টার্ন স্লাইড, ম্যাপ, গ্লোব, চার্ট, নকসা, প্লেট, ছবি ইত্যাদিও বোঝাবে। Book এই শব্দটি সাধারণ অর্থে কেবলমাত্র বই বোঝায় বলেই, Documents শব্দটির প্রচলন ঘটেছে, গ্রন্থের এই বিশাল জগতকে বোঝাবার জন্য।

২ ব্যবহার

উপযোক্ত পাঠ্য, শ্রাব্য ও দৃশ্যবস্তুর অন্তর্নিহিত বিষয়ের ব্যবহারকেই বোঝাবে।

৩ গ্রন্থের সংজ্ঞা

অতএব গ্রন্থের সংজ্ঞা যদি নির্দেশ করতে হয় তবে বলা যেতে পারে 'গ্রন্থ একটি বহিরঙ্গ সমন্বিত প্রকাশিত বিষয়ের ধারক, যা স্থান ও কালের বাধা অতিক্রম করে, পাঠকের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করে।'

৩ গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও সংগঠন

৩১ প্রথম সূত্রের আলোকে মূল্যায়ন

৩১১ ঐতিহাসিক পটভূমিকা

'গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য' প্রথম সূত্রের এই তাৎপর্যটি বুঝতে হবে।

মধ্যযুগে গ্রন্থাগারে গ্রন্থ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ছিল। এর অর্থ গ্রন্থব্যবহারের তুলনায় সংরক্ষণই ছিল মূল উদ্দেশ্য। 'শৃঙ্খলিত গ্রন্থ' ব্যবহার অপেক্ষা বাহ্যিক শোভা বর্ধন করত। গ্রন্থ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হ'ত। এরও পূর্বে হস্তলিখিত গ্রন্থের যুগে গ্রন্থ প্রকাশন ছিল বিরল, পরিশ্রম

ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সেই সব যুগে এই মৌল সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সিদ্ধান্ত ছিল 'গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য।'

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানরাজ্যের বৈপ্লবিক আলোড়নের প্রভাব গ্রন্থাগারের উপর ক্রমান্বয়ে দেখা দিতে থাকে। আজকের দিনের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক উপকরণ, তাই বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও সংগঠন 'গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য' এই মৌল সিদ্ধান্তের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

৩১২ **পরিকল্পনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে**

যে কোন গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় 'গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য' এই মৌল সিদ্ধান্তটিকে সামনে রেখে স্থান নির্বাচন, গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনা ও ভবিষ্যত সম্প্রসারণ, আসবাবপত্র নির্মাণ, গৃহসজ্জা, আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মী নিয়োগ, কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, অর্থের জোগান, আন্তঃ গ্রন্থাগার সহোযোগিতা প্রভৃতির পরিকল্পনাও সংগঠনের কাজে লাগাতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ের পরিকল্পনা ও সংগঠন এই সিদ্ধান্তের আলোকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

১ **স্থান নির্বাচন**

গ্রন্থব্যবহার তখনই সম্ভব যখন গ্রন্থাগার / গ্রন্থগারব্যবস্থার কেন্দ্র সহজগম্য হয়। স্বল্পসময়ে ও অক্লেশে পাঠক এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে। অনুরূপভাবে সেই গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগারব্যবস্থা তখনই সার্থক যখন সেখানে গ্রন্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সেটা বড় কথা নয়; মূল লক্ষ্য হবে পাঠককে গ্রন্থব্যবহারের পরিপূর্ণ সুযোগ দান।

২ **গ্রন্থাগার ভবন ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা**

গ্রন্থাগারভবনের পরিকল্পনার উপর 'গ্রন্থের ব্যবহার বৃদ্ধি' বহুলপরিমাণে নির্ভর করে। গ্রন্থাগারভবনের বহিরঙ্গ আকর্ষণীয় করার যথেষ্ট সার্থকতা আছে, কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এর আভ্যন্তরীন পরিকল্পনা ও সংগঠন। গ্রন্থাগার ভবন ব্যবহারোপযোগী যদি না হয়, তবে কি পরিকল্পনাব্যবস্থা, কি পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্য, কি গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বচ্ছন্দ কাজকর্ম সমস্ত বিষয়েই একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে।

স্বাভাবিক ভাবে প্রথম সিদ্ধান্তের সার্থকতার জন্য গ্রন্থাগারিককে যে স্থপতি গ্রন্থাগার ভবনের পরিকল্পনা করবেন, তাঁর কাছে সব প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে তুলে ধরতে হবে।

২১ **আলো স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও আলোবাতাস**

স্বাভাবিক আলো ও বাতাস গ্রন্থাগার ভবনের মধ্যে পাঠপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন পাঠ-গৃহ, গ্রন্থাধার কক্ষ ইত্যাদি আমরা দেখেছি, যে পরিবেশ 'গ্রন্থ ব্যবহারের

জন্ত' এই অনুশাসনের ধার কাছ দিয়েও যায় না। পরিষ্কার রৌদ্র করোজ্জল দিনেও কৃত্রিম আলোর সাহায্যে কাজ করতে হয়। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বহু পাঠককে গ্রন্থ ব্যবহারে অনুৎসাহিত করে।

২২ **আলোক সজ্জা**

কৃত্রিম আলোক-ব্যবস্থাও সর্বসময়ে সার্থক নয়। কোথাও আলোর জ্যোতি কম, কোথাও আলোক ব্যবস্থা ও আসবাব পত্রের অবস্থান এবং পাঠকের বসার ব্যবস্থায় সঙ্গতি নেই। যার ফলে পাঠকের পাঠে কষ্ট হয়। উজ্জল আলোর ব্যবস্থা না থাকায় স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কষ্ট পান। এই অসংগতি অতি সহজেই দূর করা সম্ভব। সুতরাং আলোকসজ্জা যেন নয়ন স্নিগ্ধকর হয়।

২৩ **আসবাবপত্র ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা**

আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক আসবাবপত্র পাঠকের গ্রন্থ ব্যবহারে অনেক সহায়তা করে। বড় বড় টেবিল, হাতল বিহীন চেয়ার, সব অবস্থাটা গ্রন্থ ব্যবহারের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং পাঠকক্ষ বা কর্মকক্ষের চেয়ার ও টেবিল উজ্জল ও সুন্দর হওয়া চাই। আসবাবপত্রের রঙের পরিকল্পনা যেন দেওয়ালের রঙের সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়। গ্রন্থাগারগুলি যেন মুক্ত তাক হয় এবং পাঠকের নাগালের মধ্যে যেন পুস্তক সজ্জিত করা হয়।

২৪ **ভারতীয় মাণক সংস্থা**

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ভিত্তি করে ভারতীয় মাণক সংস্থা কতকগুলি standard প্রকাশ করেছেন। এই standard গুলি গ্রন্থাগার ভবন আলোক সজ্জা আসবাবপত্র ইত্যাদি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কতকগুলি সুনির্দিষ্ট মানের নির্দেশ করেছেন। এই গুলির সাহায্যে যদি গ্রন্থাগার ভবন ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, তবে প্রথমসূত্রের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব।

৩ **গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরীণ কাঠামো**

অভ্যন্তরীণ কাঠামোর একটি পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে বিবেচনা করলে, ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের কি ধরণের সেবা দেওয়া সম্ভব এবং কিভাবে গ্রন্থের ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব তাবিবেচনা করা যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ পরিচালনা কাঠামোর মধ্যে সেই শক্তি থাকা দরকার যা সর্বসময়ে গ্রন্থব্যবহারের সর্ববিধ ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

৪ **কর্মী**

গ্রন্থাগার বৃদ্ধিতে কর্মী নিয়োগ অপরিহার্য। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সেই অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা দরকার যা গ্রন্থের সর্বাধিক ব্যবহারের সর্ববিধ প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। নিয়মতান্ত্রিক বা অনিয়মতান্ত্রিক কোন বাধাই যেন কর্মীর কর্মোদ্যমকে অনুৎসাহিত না করে।

কোন কর্মী কোন বিভাগের কাজে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তা নির্ভর করে, গ্রন্থাগারের বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়ে তাকে যাচাই করলে। কোন না কোন বিভাগে তার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে একদিকে যেমন কর্মীরা একই কাজের একঘেয়েমির থেকে মুক্ত হতে পারেন, অন্যদিকে গ্রন্থাগারও কর্মীদের কর্মদক্ষতার সর্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করতে সক্ষম হয়। কর্মীদের কর্মোদ্যমের স্বাভাবিক প্রতিফলন গ্রন্থ ব্যবহারে পাঠকদের সাহায্য করে।

৫ অর্থের যোগান

যে কোন গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগার ব্যবস্থাব অর্থের স্বাভাবিক যোগানের উপর গ্রন্থ ব্যবহার বৃদ্ধি স্বাভাবিক হতে পারে। অর্থবরাদ্দ এমনভাবে হওয়া দরকার যা গ্রন্থ ব্যবহার বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জেলা গ্রন্থাগারে বৎসরে পুস্তকক্রয় বাবদ ৩০০০ টাকা এবং টাউন ও সাবডিভিশানাল গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে মাত্র ১৮০০, টাকা বরাদ্দ। গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকক্রয় বাবদ কোনরূপ অর্থ বরাদ্দ নেই। সুতরাং জেলা, শহর বা গ্রামীণ গ্রন্থাগার কোথাও পাঠকদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সরবরাহের জন্য আর্থিক অনুদান নেই। এর ফলে "গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য" এই মৌল সিদ্ধান্ত প্রয়োগের কোন সম্ভাবনাও নেই।

৬ কার্যের সম্প্রসারণ ও আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা

গ্রন্থাগারের কাজ কেবল গ্রন্থাগারের পুস্তক লেনদেনের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায়না। পাঠককে আরও বেশি করে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করতে হলে তার জ্ঞানস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলে গ্রন্থের ব্যবহারকে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গ্রন্থের এই বহুল ব্যবহারের জন্য নূতন নূতন পাঠক সৃষ্টি করা দরকার। এই সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারে বিবিধ বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, ছায়াচিত্র প্রদর্শনী, প্রভৃতির আয়োজন করে, গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষিত ব্যক্তিই শুধু নয়, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও সদ্যসাক্ষরদেরও যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা সম্ভব, গ্রন্থের প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংগে যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা বুঝিয়ে বলা দরকার।

কোন গ্রন্থাগারই সর্ববিধ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না। গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে তাই পারস্পারিক সহযোগিতার প্রয়োজন। এই পারস্পরিক সহযোগিতা গ্রন্থক্রয়, সূচীকরণ, বর্গীকরণ পাঠকদের পড়ার সুযোগ, কর্মীবিনিময় প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে করা সম্ভব। এতে গ্রন্থের ব্যবহার যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বহুকাজের সমন্বয়ের ফলে অর্থ, সময় ও শ্রমের লাঘব ঘটে।

উপসংহার

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রের তাৎপর্য গভীর। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও সংগঠন ব্যবস্থা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত ও সুন্দর করা সম্ভব। নূতন বা পুরাতন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিটি কর্মব্যবস্থার মূল্যায়ণ সম্ভব এবং সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি অপসারণ করে, নূতন ফলপ্রসূ কার্যক্রম নেওয়া সম্ভব।

ডঃ এস. আর রঙ্গনাথনের
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র ঃ
গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর প্রভাব

॥ তুষারকান্তি সান্যাল ॥

(মূল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার)

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থাগারর বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র হোল রঙ্গনাথনের অন্যতম অবদান। গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন কাজ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গ্রন্থাগার বিদ্যা বিজ্ঞান নির্ভর।

এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন নিম্নলিখিত পাঁচটি সূত্রের অবতারণা করেন।

১১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র

১ গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য
২ প্রত্যেক পাঠকের জন্য গ্রন্থ
৩ প্রতিটি গ্রন্থ পাঠকের জন্য
৪ পাঠকের সময় অমূল্য
৫ গ্রন্থাগার চিরবর্ধিষ্ণু

প্রকৃতপক্ষে ১৯২৮ সালে অধ্যাপক রস এর সংগে আলোচনা প্রসংগে রঙ্গনাথন মৌলনীতিগুলি সূত্রাকারে প্রকাশের সুযোগ পান। অধ্যাপক রসের প্রেরণাতেই রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটিকে বাণীবদ্ধ করেন এবং পর্যায়ক্রমে অন্য চারটি সূত্রকেও বাণীবদ্ধ করেন। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজের চরম ও পরম সার্থকতা হোল কী পরিমানে সেগুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারছে। যেগুলিকে একদা মনে হোত বিচ্ছিন্ন এবং অসংবদ্ধ- রঙ্গনাথনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার গুণে আজ সেগুলিই অত্যন্ত সুসংবদ্ধ এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র এবং সমাজ জীবন

২১ এই প্রসংগে রঙ্গনাথনের বিভিন্ন গ্রন্থ পরিক্রমা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে রঙ্গনাথন সমাজ জীবনের উপর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন।

২১১ প্রথম সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে

"Money rules the world. It determines the status of men as well as the value of the service rendered by them.. In the frinity of the library—books, staff and readers—the richness of the staff in worldly goods appears to be as necessary as the richness of the other too in number and variety, if the law "Books are for use" is to be translated into practice . "Therefore, pay the library staff well" Says the First Law' (FLLS. Ed2. 1957. P,65).

যেসময়ে অর্থই হোল যে কোন বিষয়ের গুরুত্ব অর্জন করার অন্যতম মাধ্যম, সেই সময়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা যদি সমাজজীবনে স্বীকৃতি না পায়, তবে সেবার দিক থেকে উৎকর্ষের অধোগতি হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। একজন ডাক্তার কিংবা উকিল কিংবা অধ্যাপক সমাজে যে ধরনের স্বীকৃতি ও বেতন পান একজন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক সেটা থেকে বঞ্চিত। তাই রঙ্গনাথন যথার্থই বলেছেন যে, সমাজের কাছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রের আহ্বান হোল গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করা। পাশ্চাত্য দেশে যখন এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে, তখন আমাদের দেশে স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছর পরেও এই বিষয়ের পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ দেখতে পাচ্ছি না।

২১২ দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে রঙ্গনাথন বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই এই সূত্রের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার প্রতিটি নাগরিককে এমন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দেবে যাতে তাঁরা নিজ নিজ চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করে যেতে পারেন—কোনো বাধাই অন্তরায় সৃষ্টি করবে না।

এই সূত্রটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, এটা সম্ভব করে তুলতে হলে সমগ্র দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই আইনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

২১৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তৃতীয় সূত্রটি সমাজের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আইনের দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করার সংগে সংগে শৈশব থেকে প্রতিটি নাগরিকের পাঠস্পৃহা বর্ধিত করা প্রয়োজন, এর ফলে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ক্রমেই বাড়বে এবং নাগরিকদের সার্বিক চেতনার স্তর আরও উন্নীত হবে।

২১৪ পাঠকের সময়ের অপচয় রোধ করার আবশ্যিক কর্মসূচী হিসেবে গ্রন্থাগার পরিচালকদের উপর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চতুর্থ সূত্রটি এই নির্দেশ দেয় যে, প্রতিটি গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান সেবা প্রবর্তন করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে হবে। গ্রন্থাগারের বর্গীকরণ এবং সূচীকরণের কাজ কেন্দ্রিয় ভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মীকে অনুসন্ধান সেবায় নিয়োগ করতে হবে।

২১৫ যেহেতু গ্রন্থাগার একটি চিরবর্ধিষ্ণু সংগঠন সেজন্য সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করাটা এর একটা অন্যতম কাজ। পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচীর মাধ্যমে।

৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজ

৩১ প্রথম সূত্র এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ

৩১১ স্থান নির্বাচন

এটি হোল একটি অন্যতম প্রধান কাজ। গ্রন্থাগারটি এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন যেখানে জনসাধারণ সহজেই গমনাগমন করতে পারেন। এটি গ্রন্থাগারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

৩১২ কার্যকালীন সময়

কার্যকালীন সময় এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে পাঠকরা অন্ততঃ প্রতিদিন চোদ্দ ঘণ্টা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে বছরের দুই / তিন দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

৩১৩ গ্রন্থাগারের আসবাব

গ্রন্থাগারের আসবাব পাঠক ও কর্মীদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় রাখবার জন্য জাতীয় মানকসংস্থার মান অনুসরণ করাই বিধেয়।

৩১৪ গ্রন্থাগার কর্মী

এই প্রসংগে রঙ্গনাথনের উক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উদ্ধৃত করা হোল, "The primary task of the First law was to educate the library authorities with regard to library Staff . First, it convinced them of the need for a special staff then for a learned staff next for a trained staff and finally for a well paid staff. Its second task, in this matter, has been to tune the staff itself to the proper pitch. (FLLS. Ed2. 1957, P.69)

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কর্মীরা যদি উপযুক্ত বেতন এবং মর্যাদা পান তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্র সফল ভাবে কার্যকরী হবে। সুতরাং গ্রন্থাগারের পরিচালকবর্গের এ কথা মনে রেখেই পরিকল্পনা প্রয়োজন। অপর পক্ষে গ্রন্থাগার কর্মী উপযুক্ত পরিবেশে তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত থেকে পাঠকদের বৈচিত্র্যময় অনুসন্ধিৎসার নিরসন করবেন।

৩২ দ্বিতীয় সূত্র

একে সার্থক করার জন্য গ্রন্থাগার গুলিকে এমনভাবে পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকার থাকে। এ ছাড়াও বিশেষ ধরণের পাঠকদের (যেমন অন্ধ, রুগী, নাবিক ইত্যাদি) জন্য বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে নাগরিকদের কাছে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য জাতীয় এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে আইন প্রণয় করা প্রয়োজন।

৩৩ তৃতীয় সূত্র

৩৩১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তৃতীয় সূত্রের সার্থক রূপায়নের অন্যতম মাধ্যম হোল "মুক্ত দ্বার" ব্যবস্থা (open acces system)। অন্যগুলি হোল গ্রন্থের বিষয় অনুসারে তাদের বিন্যাস (shelf arrangement), সূচীর বিন্যাস, অনুলগ্ন সেবার ব্যবস্থা করা এবং পাঠকদের জন্য কয়েকটি জনপ্রিয় বিভাগ চালু করা।

৩৪ চতুর্থ সূত্র :

যদি গ্রন্থাগারে 'রুদ্ধ দ্বার' প্রথা থাকে, তবে স্বভাবতই পুস্তক লেনদেনে যে সময় ব্যয় হয়, পাঠক হয়ত তাকে সময়ের অপচয় বলে ধরে নিতে পারেন এবং সেটা তাঁর বিরক্তির কারণ হতে পারে। এহেন অবস্থায় নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার যদি প্রবেশ নির্গমণ পথে যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে 'মুক্ত দ্বার' প্রথা চালু করেন, তবে সেটা পাঠকের সময়ের অপচয় বন্ধকরতে সহায়ক হবে। এই সংগে গ্রন্থগুলি যদি তাদের বিষয়ের আপেক্ষিক নৈকট্য অনুসারে নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত থাকে, তবে সেটা পাঠকদের সময়ের অপচয় রোধ করতে সহায়ক।

৩৫ পঞ্চম সূত্র

৩৫১ একটি গ্রন্থাগারের মূল তিনটি স্তম্ভ হোল পাঠক, গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার কর্মী। একটি গতিশীল সংস্থা হিসেবে সার্বিক ভাবে তিনটি ক্ষেত্রেই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এরই সংগে তাল রেখে চলবার জন্য বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদি যথাযথ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৪ **উপসংহার**

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের আহ্বান হোল "সকলের জন্য গ্রন্থ"। এই আহ্বানের বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রকেই যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। নিঃসন্দেহ, সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন; আর বিভিন্ন রাজ্যগুলি রাজ্য ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য করবেন আইনের প্রণয়ন। দেশের শিক্ষা পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ হবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির পরিকল্পনা এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান। দেশের প্রতিটি সাক্ষর নাগরিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত চেষ্টায় সফল হবেন এবং নিজের চেতনার স্তরকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে দেশের কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করবেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্রের জয়যাত্রাকে এইভাবেই অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

(এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে)

1· Ranganathan (S R). Five Laws of Library Scince Ed 2. 1963. (P. 19, 21, 65, 59),

2—•—• Preface to library Science. 1948.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মালিকানা ও প্রকাশন সংক্রান্ত বিবরণী

(ফর্ম ৪, নিয়মাবলী নং ৮)

প্রকাশস্থান : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২
প্রকাশকাল : মাসিক
মুদ্রাকরের নাম : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১০০/১, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—৪
প্রকাশকের নাম : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১০০/১, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—৪
সম্পাদকের নাম : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১১৪ই, রাজা সুবোধমল্লিক রোড, কলিকাতা—৪৭
পত্রিকার স্বত্বাধিকারী : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
ঠিকানা : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২

আমি, শ্রীসৌরেন্দ্রমহোন গঙ্গোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।　　স্বাক্ষর : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

তারিখ : ১৫ মার্চ, ১৯৭৩।　　প্রকাশক

সরকারী ও স্পনসর্ড সংস্থার গ্রন্থাগার কর্মীদের 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' প্রথা বাতিল সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ

[গ্রন্থাগার কর্মীদের 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' রাখার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছে। সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী ও স্পনসর্ড সংস্থার গ্রন্থাগার কর্মীদের সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখার প্রথাটিকে রদ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশের এক প্রতিলিপি দমদম মতিঝিল কলেজের অধ্যক্ষকেও পাঠানো হয়েছে। নিম্নোক্ত নির্দেশটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হল—সঃ গ্রঃ]

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Directorate

No. 424-C
7A-C.0C/69 Dated 1. 2. 73

From : The Director of Public Instruction west Bengal

To : The Education Commissioner and Secretary to the Govt. of West Bengal

Sub : Security Deposit for Librarians

Sir,

I beg to invite reference to your letter No. 796-Edn (cs) dt. 22nd April 1972 and to state that under the State Govt. Rules, every cashier and store keeper who is entrusted with the charge of cash and stores is required to furnise Security Deposit. The word 'Stores" does not include Library books. As per general Financial Rules ot the central govt. vide Rule No. 272 (c), Librarians and Library Staff are not required to pay any Security Deposit. The same spirit should prevail in the Govt. instituties and Govt. sponsored Institutions and the Librarians and the Library staff be exempted from payment of any security Deposits.

yours faithtully

Sd./ J. N. Rudra

for Director of Public Instruction West Bengal

424/1(i)-c Cal-1. 2. 1973

Copy forwarded to the Principal, Dum Dum Motijheel College Dum Dum, Calcutta 28 for infotmation and guidance.

Sd J. N. Rudra

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিচালনায় ডঃ এস, আর. রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্রের প্রভাব

মনোরঞ্জন জানা

(মূল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার)

ভূমিকা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথনের বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফলস্বরূপ। গ্রন্থাগার সংগঠন, পরিচালনা ও গ্রন্থাগার সম্পৃক্ত যে কোনও সমস্যা এই পঞ্চসূত্রের আলোকে বিচার করা যেতে পারে। এই পঞ্চসূত্র হল :

১) গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য
২) প্রত্যেক পাঠকের জন্য গ্রন্থ
৩) প্রতিটি গ্রন্থের জন্য পাঠক
৪) পাঠকের সময় অমূল্য
৫) গ্রন্থাগার চিরবর্ধিষ্ণু

১) **গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য :** গ্রন্থ তথ্যবহ যে তথ্য ব্যবহারের উপর সমাজের প্রগতি নির্ভর করে। তাই প্রতিটি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা এখনই হওয়া উচিত যেন প্রতিটি গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থকে ব্যবহৃত করাতে হলে গ্রন্থাগারের সংগঠন এমনই হওয়া উচিত যা গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। গ্রন্থাগার ভবনের গঠন ও আসবাব পত্রের গড়ন, পুস্তক নির্বাচন ও সর্বোপরি গ্রন্থাগারিকের সজাগ দৃষ্টি প্রতিটি গ্রন্থকে ব্যবহৃত করার পথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২) **প্রত্যেক পাঠকের জন্য গ্রন্থ :** এই সূত্র গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের পক্ষে অপরিহার্য। গ্রন্থাগারের ধরণ অনুযায়ী অর্থাৎ গ্রন্থাগারের পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচন বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে গ্রন্থের বর্গীকরণ ও সূচীকরণ অত্যাবশ্যক যা পাঠককে গ্রন্থাগার সংগ্রহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পরিজ্ঞান করবে এবং গ্রন্থ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

এই সূত্রটিকে যদি পাঠক সমাজে বহুল প্রচার সম্ভব হয় তাহলে পাঠকের সক্রিয় সাহায্য গ্রন্থাগার পরিচালনার অনেক সমস্যা সহজ করে দিতে পারে। 'প্রতিটি পাঠকের জন্য গ্রন্থ' এই তত্ত্ব যদি প্রতিটি পাঠক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেন তাহলে প্রত্যেকে অপরের প্রয়োজন সম্পর্কে

সজাগ থাকবেন। সেক্ষেত্রে বই চুরি, বইয়ের অঙ্গহানি বা দীর্ঘদিন বইখানি নিজের হেফাজতে রাখার মত অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার অবসান হবে আশা করা যেতে পারে।

৩) **প্রতিটি গ্রন্থের জন্য পাঠক :** এই সূত্রটিও পুস্তক নির্বাচনের সময় প্রণিধানযোগ্য। সেই সাথে প্রতিটি গ্রন্থের প্রতি যাতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। প্রথমত পাঠককে সরাসরি বই বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। এজন্য চাই মুক্তত্তাক প্রথার প্রবর্তন ও সেই সাথে গ্রন্থাগার সংগ্রহের সুষ্ঠু বর্গীকর ও সূচীকরণ। এছাড়া গ্রন্থাগার সংগ্রহের প্রচারের জন্য পুস্তক প্রদর্শনী, মুদ্রিত সূচীর বহুল প্রচার, বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারের প্রচার প্রয়োজন।

৪) **পাঠকের সময় অমূল্য :** তথ্য বিশ্লেষণ ও নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রগতির ধারা অব্যাহত থাকে এবং এই কর্মযজ্ঞের কর্তা হলেন পাঠক। সুতরাং পাঠকের সময় যাতে অযথা নষ্ট না হয়, পাঠক যাতে কোন সময় নষ্ট না করে তার প্রয়োজনীয় বই পান সেদিকে গ্রন্থাগারিকের সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই সূত্রটি গ্রন্থাগার পরিচালনার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। পুস্তক ক্রয় থেকে শুরু করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কাজের মধ্যে এই একই সূত্র কাজ করছে। এ ছাড়া গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্যান্য দিকগুলি তো আছেই। বিভিন্ন বিভাগের গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি এমনই হওয়া উচিত যাতে কোন ক্ষেত্রেই পাঠকের সময় নষ্ট না হয়।

৫) **গ্রন্থাগার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু :** এই সূত্র গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, বাজেট কর্মী নিয়োগ, ভবনের পরিকল্পনা ও পরিবর্দ্ধনের সুযোগ, আসবাব পত্রের গঠন ও নূতন আসবাব পত্রের জন্য স্থান সংকুলান ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করতে সাহায্য করে। প্রাণীদেহের ন্যায় প্রাণময় গ্রন্থাগারও চিরবর্দ্ধিষ্ণু। এই সূত্র গ্রহণ করলেই গ্রন্থাগারিককে তার গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। প্রতিদিন গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য ও নতুন তত্ত্ব তথ্য সংযোজিত হচ্ছে। সেই সাথে পাঠকের চাহিদাও রূপ বদলাচ্ছে প্রতিদিন। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, শিক্ষার হার বেড়ে চলেছে এবং সার্বিক সুখ সুবিধার জন্য বিভিন্ন দিকে গবেষণা বেড়ে চলেছে। এই সব কিছু গ্রন্থাগারের ওপর ক্রমশঃ বেশী চাপ সৃষ্টি করছে। গ্রন্থাগারের সেবার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে প্রতিদিন। এই সব কিছু মনে রেখে গ্রন্থাগারিককে তার গ্রন্থাগারের সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে। গ্রন্থাগার ভবন, আসবাবপত্র, বিভিন্ন বিভাগের গঠন সূচীর রূপ, কর্মী সংখ্যা ইত্যাদি সব কিছু নির্ভর করবে গ্রন্থাগারের ক্রমবর্দ্ধমানতার গতির উপর।

॥ ত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

১১—১৩ মার্চ, ১৯৭৩

ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি

উদ্বোধন অনুষ্ঠান : ১১ মার্চ, ১৯৭৩

সম্মেলনের প্রারম্ভে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী মমতা সরকার ও শেফালী চৌধুরী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও উদ্বোধক হিসাবে যথাক্রমে প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করেন এবং তা' সমর্থন করেন শ্রীমহাদেব ঘোষ।

ত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় এই আশা প্রকাশ করেন যে, সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি শিক্ষামন্ত্রী তথা সরকারের সহৃদয় সহানুভূতি লাভ করবে। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অপরিসীম গুরুত্বের উল্লেখ করে শ্রীরায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর ও উপস্থিত সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আশা করেন যে, অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে সরকার পশ্চিমবঙ্গে বিনা চাঁদায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করবেন। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের মতো প্রখ্যাত সাংবাদিক এই সম্মেলন পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়ে গ্রন্থাগার বৃত্তির কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে এই সম্মেলনের আলোচ্য বস্তু পৌঁছে দেবেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসুধাংশুশেখর দাস মহাশয় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন (ভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত)

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় পঁচিশটি বাতি জ্বালিয়ে ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান এবং ত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

বিধান সভার প্রতিনিধি শ্রীজগদানন্দ রায় মহাশয় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য জোরালো সমর্থন জানান এবং বলেন যে, প্রতিটি গ্রামেই একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করা উচিত, যেটা পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

তিনি আরও বলেন যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের বাঁচার দাবীকে সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করা সরকারের অন্যতম কর্তব্য।

জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোনও অর্থনৈতিক দাবী পেশ না করেও, এই আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্বের কথা স্মরণ রেখে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যথাযথ বেতন ও পদ মর্যাদার ব্যবস্থা অবিলম্বে করবেন। তিনি আরও বলেন যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী অবশ্যই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে হতে পারে।

পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল সম্মেলনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যে বাণী প্রেরণ করেছেন, সেগুলি পাঠ করে শোনান। স্বদেশ ও বিদেশের নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শুভেচ্ছাবাণী পাওয়া গিয়েছে :

স্বদেশ

১) পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ২) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ৩) জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৪) অধ্যাপক এস্ বসিরুদ্দিন ৫) বর্দ্ধমান ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদ্বয় ৬) প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও ইয়াসলিকের সভাপতি ডঃ বি, মুখোপাধ্যায় ৭) সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

বিদেশ

১) ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে ও. এ. মিখাইলভ ২) বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ৩) অ্যাস্লিব (ASLIB) ৪) লাইব্রেরী অব কংগ্রেস (Library of Congress) ৫) অ্যামেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ৬) জাপান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণের প্রথমেই সুভাষ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা, কর্মী এবং সমর্থকদের দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নিরলসভাবে সমাজ সেবা চালিয়ে যাবার জন্য অভিনন্দন জানান। এই প্রসংগে তিনি আরও বলেন যে, প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও তার স্বেচ্ছাবৃত, নিঃস্বার্থ, সমাজসেবী কর্মীদের দ্বারা সাফল্যের সংগে পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীরা যুগপৎ গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগারের উন্নয়নের কর্মসূচী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলবার কর্মসূচী সাফল্যের সংগে পালন করে যাচ্ছেন। গ্রন্থাগার পরিষদের এই সমস্ত স্বেচ্ছাবৃত কর্মী নিজেদের ব্যক্তিগত কোনও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য এ কাজ করেন না—সমাজের কল্যাণের জন্যই তাঁরা এ কাজ করে থাকেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বয়স্কদের শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেন যে,

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জোর দেবার দরুণ সমাজের এই বিরাট সংখ্যক নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষর করার কর্মসূচীকে লঘু করে দেখা হয়েছে। এটা কখনই উচিত নয়। তিনি বয়স্কদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, সুষ্ঠু এবং সুস্থ গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বার্থে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনপ্রিয়তার স্বার্থে এই দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন যে, গ্রন্থাগার আইন বিশেষ প্রয়োজনীয়; তিনি আশা করেন যে এখনই না হলেও অদূর ভবিষ্যতে এই আইন প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। তিনি সম্মেলনের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করে এবং উপস্থিত কর্মী, প্রতিনিধি ও জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয় সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন (ভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত)।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীমহাদেব ঘোষ, সুভাষ পাঠাগারের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্মেলনের সভাপতি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মেলনের অন্যান্য প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানান এবং আশা করেন যে, সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হবে। রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য সুভাষ পাঠাগারের পক্ষ থেকে, সরকারের কাছে যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং তার উত্তরের প্রতি শ্রীঘোষ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সরকারের সুবিবেচনা প্রার্থনা করেন।

অতঃপর পরিষদের অন্যতম সহসভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু শিক্ষামন্ত্রী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সাদর অভিনন্দন জানান। তিনি জানান যে আগের উনত্রিশটি সম্মেলনেও কয়েকজন শিক্ষামন্ত্রী যোগ দিয়েছেন ও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেছেন। শ্রীবসু দুঃখের সংগে জানান যে, এ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হল না; এই রাজ্যে অধিবাসীরাও আজও বিনাচাঁদার সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ পেলেন না। এ বিষয়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সহানভূতি প্রার্থনা করেন।

এরপর শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত প্রদর্শনী-সমূহের উদ্বোধন করেন।

প্রথম অধিবেশন : ১২ই মার্চ, ১৯৭৩

মূল আলোচ্য প্রবন্ধ উত্থাপন

সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

মূল আলোচ্য প্রবন্ধের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসুর নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেটি সমর্থন করেন।

শ্রীবসু মূল আলোচ্য প্রবন্ধের অধিবেশনের কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রতিনিধিদের কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা ভালভাবে আলোচ্য সূচীতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

এরপর শ্রীবসু মূল আলোচ্য প্রবন্ধ "পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী" সম্পর্কে পটভূমিকা ও ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করেন।

তিনি প্রবন্ধ উত্থাপন করার জন্য শ্রীফণিভূষণ রায়কে আহ্বান করেন।

শ্রীফণিভূষণ রায় মূল আলোচ্য প্রবন্ধ উত্থাপন করেন। শ্রীরায় বলেন যে, সমস্যাগুলিকে প্রথমে ধরা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর তিনি মূল আলোচ্য প্রবন্ধের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অংশের উল্লেখ করেন (মূল আলোচ্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে যান এবং বিভিন্ন গ্রুপের নাম ঘোষণা করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

মূল আলোচ্য প্রবন্ধের উপর গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা

মূল আলোচ্য প্রবন্ধ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ নিম্নলিখিত তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে যান এবং বিভিন্ন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন :

গ্রুপ "এ"

এই গ্রুপের পরিচালক ছিলেন শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ এবং তাঁকে সাহায্য করেন শ্রীসত্যব্রত সেন এবং শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়।

মোট আটাশ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলেচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অনিল সাহা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত, কেশব রায়চৌধুরী, শিশির সেন, সত্যব্রত সেন, চঞ্চল সেন এবং মঙ্গল প্রসাদ সিংহ। এছাড়াও অন্যান্য প্রতিনিধিরা তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

বিস্তৃত আলোচনার পর 'গ্রুপ এ' এর পক্ষ থেকে মূল আলোচ্য প্রবন্ধের উপর নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলি সুপারিশ করা হয় :—

'গ্রুপ এ' আলোচনা

১ মূল প্রবন্ধটি মূলতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংক্রান্ত। অতএব এই প্রবন্ধের নামকরণ '...পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন...' হওয়া উচিত।

২ প্রথম সমাধান ১ নং প্রস্তাবে সদস্যরা অনেকেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যে ১০০০ বাসিন্দা এরূপ সমস্ত গ্রামে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন কিন্তু শুধু ১০০০ জনসংখ্যাই নয়, গ্রন্থাগারগুলির পারস্পরিক দূরত্বকে বিচার করা দরকার বলে মনে করা হয়। প্রতিটি ব্লকে একটি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেন। এ ছাড়া স্পনসর্ড ও সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে সমন্বয় আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পরে মূলপ্রবন্ধে সমাধানের সূত্রটি নীতিগত ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ২নং প্রস্তাবে 'গ্রন্থযান' শব্দটি পরিবর্তন করে 'ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার'করার সুপারিশ করা হয়। যেখানে যানবাহন সম্ভব নয়, সেখানেও পায়ে হেঁটে গ্রন্থ পৌঁছে দেওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে। ৩ নং প্রস্তাবে 'শহর গ্রন্থাগার' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। শহরের ও জেলার ক্ষেত্রে শুধু জনসংখ্যা নয়, আয়তন, যাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে মনে করা হয়। ৩নং ও ৪নং নীতিগত ভাবে সমর্থন করা হয়।

৩ দ্বিতীয় সমাধান

শিক্ষাবাজেটের ২.৫ ভাগেরও বেশী গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করা হয়। তবে সর্বদিক বিবেচনা করে বর্তমানে কম হলেও শিক্ষাবাজেটের ২.৫ ভাগ অবশ্যই ব্যয় করা উচিত বলে সদস্যরা মনে করেন। মূল প্রবন্ধের প্রস্তাব থেকে 'মোট ২ কোটি টাকা শব্দটি' বাদ দিতে বলা হয়।

৪ তৃতীয় সমাধান

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে নিরক্ষরতা দূরীকরণ পরিকল্পনার কোন যোগাযোগ না থাকায়, এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অসার্থক হয়েছে বলে সদস্যরা মনে করেন। সদ্যসাক্ষরদের শিক্ষাচর্চা অব্যাহত ও উন্নত রাখার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ পরিকল্পনাটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোজিত করা উচিত বলে সদস্যরা সুপারিশ করেন। এতে করে গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

৫ চতুর্থ সমাধান

চতুর্থ সমাধানের মূল প্রস্তাবটি নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপ করা হয়। "নিয়মিত সরকারী বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অনুদানের হার, পুস্তকক্রয় বাবদ অনুদান এবং অন্যান্য ধরণের সাহায্য গ্রন্থাগারগুলির স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হইলে সাহায্য গ্রহণকারী গ্রন্থাগারগুলি শর্ত হিসাবে অবস্থানুসারে চাঁদা বা Deposit-এর বাধা দূর করিতে বাধ্য থাকিবে"। সদস্যরা মনে করেন যে নিয়মিত

অনুদানের অভাবে বহু গ্রন্থাগার আজ বিলুপ্তির পথে। স্বাভাবিক ভাবে অনেক সদস্যই মনে করেন যে চাঁদা নিতে বাধ্য হওয়ার পিছনে, গ্রন্থাগারটিকে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য সুতরাং অনুদান যদি নিয়মিত ও সুষ্ঠু হয় তবে চাঁদার বাধা তোলা সম্ভব।

৬ পঞ্চম সমাধান

এই প্রস্তাবে নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংযোজিত করার কথা বলা হয়:—

অনুদানের……অল্পে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে………সংগঠনের এই………কিনিতে অবশ্যই সাহায্য করিতে হইবে……অপেক্ষাকৃত……আয়াসে এই সংগঠনের……

৭ ষষ্ঠ সমাধান

মূল সমাধানের সূত্রটি অনুমোদিত হয়।

৮ মূল প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করার জন্য সদস্যগণ নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ ব্যক্ত করেন—

ক মূল প্রবন্ধের সমাধানের সূত্রগুলিকে অবলম্বন করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি খসড়া চিত্র তৈরী করুন

খ এই খসড়া চিত্র গ্রন্থাগার পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশ করা হোক

গ এই সংগে রাজ্য পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় যাতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই খসড়া অন্তর্ভুক্ত হয় ও কার্যকরী হয়, তার জন্য পরিষদ, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীপরিষদ, পরিষদের জেলা শাখা গ্রন্থাগারগুলি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করুক এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সমগ্র কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হোক

ঘ পরবর্তী সম্মেলনে এই সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ কাযকরী করার ব্যাপারে যে সমস্ত প্রচেষ্টা অবলম্বিত হয়েছে, তার রিপোর্ট পেশ করা হোক।

"গ্র প বি"

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রুপের কাজ পরিচালনা করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন সর্বশ্রী রামকৃষ্ণ সাহা এবং অজয়কুমার ঘোষ।

সভায় মোট উনচল্লিশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রণত মুখোপাধ্যায়, নিমাইচরণ কর, প্রণবানন্দ জানা, রামকৃষ্ণ সাহা, মীরা পাকড়াশী, বিশ্বনাথ সাঁতরা, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন চন্দ্র, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, নিরঞ্জন অধিকারী, প্রণবকুমার কুণ্ডু, সুবীর ঘোষ, অজয় ঘোষ প্রভৃতি।

বিস্তৃত আলোচনার পর "গ্রুপ বি" নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন :

প্রথম সমাধানের প্রথম সূত্র :—অন্ততঃ ১০ বর্গমাইল এলাকার জন্য একটি করে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকা চাই।

তৃতীয় সমাধানের সূত্র প্রসঙ্গে :— পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ও গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রন্থাগার যাতে তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

চতুর্থ সমাধানের সূত্র প্রসংগে :— ধীরে ধীরে প্রক্রিয়া ঠিক নয়। চাঁদার প্রথা একেবারেই তুলে দেওয়া প্রয়োজন।

মহিলা কর্মীদের যথাযথ বেতন ও ভাতাসহ ডেপুটেশনে শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রস্তাবাবলী রূপায়ণ প্রসঙ্গে স্থির হয় যে অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

'গ্রুপ সি'

গ্রুপের কার্যপরিচালনা করেন শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করেন সর্বশ্রী তুষার সান্যাল ও অসীমকুমার ঠাকুর।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট একান্নজন প্রতিনিধি। মূল আলোচ্য প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, অনিল দত্ত, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, হিরণ দত্ত, সুশান্ত হাজরা, তুষার সান্যাল, কানাইলাল দে, দীনেশ সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ রায় শুভ্রাংশু মিত্র, ফণি রায়, পরেশনাথ মল্লিক, সুনীল ঘোষ, কল্পনা চক্রবর্তী, শশাঙ্ক বাগচী প্রভৃতি।

সভায় নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয় :—

(১) চতুর্থ সমাধানের সূত্র প্রসঙ্গে স্থির হয় যে, সাধারণ গ্রন্থাগারে চাঁদা ও জমানত দেবার প্রথা তুলে দিতে হবে।

(২) ষষ্ঠ সমাধানের সূত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষণের প্রসঙ্গে স্থির হয় যে, স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের মহিলা কর্মীসহ সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত শিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। এর জন্য সবেতন ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মূল আলোচ্য প্রবন্ধের উপর সাধারণ অধিবেশন

পরিচালক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু অধিবেশনের পরিচালন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। বিভিন্ন গ্রুপের আলোচনা ও সুপারিশ সমূহ অধিবেশনে পেশ করার জন্য তিনি বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধিদের আহ্বান করেন

অতঃপর 'গ্রুপ এ' এর আলোচনা এবং সুপারিশসমূহ সম্পর্কে রিপোর্ট রাখেন শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ। শ্রীসিংহ জানান যে, তাঁর গ্রুপে মোট আঁটাশ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি গ্রুপের সুপারিশ সমূহ অধিবেশনে পেশ করেন (গ্রুপ 'এ' এর আলোচনা অংশে দ্রষ্টব্য)।

'গ্রুপ বি' এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীঅজয় ঘোষ। তিনি জানান যে, 'গ্রুপ বি' তে মোট উনচল্লিশজন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। শ্রীঘোষ 'গ্রুপ বি' এর সুপারিশ সমূহ সভায় পেশ করেন ('গ্রুপ বি' এর আলোচনা অংশে দ্রষ্টব্য)।

শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গ্রুপ সি' এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান যে, তাঁর গ্রুপে মোট একান্নজন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি 'গ্রুপ সি' এর সুপারিশ সমূহ সভায় পেশ করেন ('গ্রুপ সি' এর আলোচনা অংশে দ্রষ্টব্য)।

প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য নাম আহ্বান করেন পরি-চালক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। এই প্রসঙ্গে সর্বশ্রী হিরণ দত্ত, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ বলেন যে, আলোচনা আগেই হয়েছে, এখন প্রবন্ধাকারের উত্তর চাই। কিন্তু পরিচালক মহাশয় উপরোক্ত প্রস্তাব নাকচ করেন এবং প্রতিনিধিদের নাম আহ্বান করেন।

মূল প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ সমূহের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন :—

শ্রীসত্যব্রত সেন

(১) গ্রন্থাগার জনসংখ্যার অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠুক। (২) বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যে বিশেষ গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। (৩) সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহে বর্তমানে যে চাঁদার প্রথা রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে সেটা তুলে দেবার প্রস্তাব বিবেচনা করা প্রয়োজন। (৪) প্রস্তাবাবলী রূপায়ণ করা সম্পর্কে সম্ভাব্য আর্থিক ব্যয়ের পূর্ণাংগ বিবরণ প্রয়োজন।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনায় এর যথাযথ রূপায়ণের কর্মসূচী থাকা চাই। (২) গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলে চাঁদা ও জামানত মজুত রাখার প্রথার অবলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু প্রবন্ধে এটা পরিষ্কার হয়নি যে পর্যায়-ক্রমে অবলুপ্তির প্রস্তাব অন্তবর্তীকালীন না চিরস্থায়ী ব্যবস্থা।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অবিলম্বে প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন। নিরক্ষরতা সমাজের পক্ষে

এক চরম অভিশাপ। বিনা চাঁদার সুসংবদ্ধ আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন থেকে দাবি করে আসছে, এই দাবি থেকে পিছিয়ে আসবার কোনও প্রশ্ন উঠতে পারেনা। এই দাবিকে রূপায়িত করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

(১) অনুন্নত এলাকার জন্য গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের যে ভূমিকা রয়েছে, সেটা পালন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

(২) গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও রহড়া শিক্ষণ কেন্দ্রে যে শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে তার আনুপূর্বিক পর্যালোচনা প্রয়োজন।

(৩) আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কী ধরণের গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজন এবং তার জন্য কত কর্মী প্রয়োজন তারও সমীক্ষা প্রয়োজন

(৪) গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া সাপেক্ষে চাঁদার প্রথা পর্যায়ক্রমে বাতিল করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা

১) গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপনের অন্যতম নীতি হওয়া প্রয়োজন যে, ১০ বর্গমাইল এলাকার জন্য অন্ততঃ একটি করে গ্রন্থাগার থাকবে।

২) মহিলা কর্মিদের বেতনসহ ডেপুটেশনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন।

শ্রীসুশান্ত হাজরা

১) অনুন্নত এলাকায় গ্রন্থাগার অত্যন্ত প্রয়োজন।

২) নিরক্ষর লোকদের সাক্ষর করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

শ্রীসুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মহিলা কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত

গ্রন্থাগার আইনের দাবি আজও পর্যন্ত পূরণ হয়নি। একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে এই দাবি পূরণ করার জন্য আন্দোলনের যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

শ্রীরঞ্জন অধিকারী

এ কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে দীর্ঘদিন থেকে যে দাবি জানানো হচ্ছে আজ পর্যন্ত তার

উল্লেখযোগ্য সফলতা হয়নি। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে গ্রন্থাগার কর্মীদের আগামী দিনের কর্মসূচী স্থির করা প্রয়োজন।

শ্রীঅজয় ঘোষ :

গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মসূচীকে সফলভাবে রূপায়িত করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের আরও বেশী সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন আছে।

শ্রীফণিভূষণ রায়

১) গ্রন্থাগার কেবলমাত্র শিক্ষিতের জন্য নয়। (২) গ্রন্থাগার হ'ল নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচীর অন্যতম পরিপূরক (৩) বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে যে অবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেগুলি দূর করার জন্যই প্রবন্ধে বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। (৪) বিনাচাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হতে পারে। (৫) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা এবং যথাযথ শিক্ষণ লাভের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সব অন্তরায়গুলি আছে প্রবন্ধে সেগুলি আলোচনা করে সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র সমূহের ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

মূল আলোচ্য প্রবন্ধের উপর সাধারণ আলোচনার পরিসমাপ্তিতে পরিচালক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু উপস্থিত প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলন চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির পক্ষ থেকে যে অভিনন্দনবাণী পাওয়া গিয়েছে, উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে সেটি পাঠ করে শোনান পরিচালক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ডাইরেকটরির ফর্ম পূরণ করার জন্য প্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করেন।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(১) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে "গ্রন্থাগার কর্মী সুহৃদ ভাণ্ডার" এ অন্ততঃ এক টাকা করে সাহায্য করার জন্য যে আবেদন জানানো হয়েছে, তাতে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন

(২) শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায় এবং রামরঞ্জন ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখবেন।

(৩) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে যে ভাণ্ডার খোলা হয়েছে, তাতে অর্থদান করার জন্য প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন।

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসুর ৬৭তম জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর

উল্লেখযোগ্য ভূমিকার উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফ　　রায়, সত্যব্রত সেন, দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত, শিবাণী রাহা এবং ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর মূল আলোচ্য প্রবন্ধের উপর সাধারণ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ঃ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার সেবার উপর ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনকৃত 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের' প্রভাব।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ের সভা পরিচালনা করেন শ্রীফণিভূষণ রায়।

উল্লিখিত বিষয়ের উপর লিখিত প্রথম প্রবন্ধ সভায় পাঠ করেন শ্রীমনোরঞ্জন জানা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পেশ করেন প্রবন্ধকারদ্বয় প্রবীর রায়চৌধুরী ও মঙ্গলপ্রসাদ সিংহের পক্ষে শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ। —প্রথম সূত্রের আলোকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ণ।

তৃতীয় প্রবন্ধ পেশ করেন শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল।

তিনটি প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে উঠে শ্রীদ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত বলেন যে, গবেষণা গ্রন্থাগারসমূহের পাঠ্যবস্তু, বিশেষতঃ পুঁথি বা মুদ্রিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত বই, যা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য সংরক্ষণ করা হয়, সে সম্পর্কে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রথম সূত্রের কি প্রভাব তা উল্লেখ করলে ভালো হতো। গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টার উল্লেখও প্রাসঙ্গিক।

পরিচালক মহাশয় বলেন যে যাঁরা প্রস্তাব রেখেছেন, তাঁরা সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন, বিস্তার করেননি, এবং শ্রীগুপ্তের প্রশ্নগুলিও তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

শ্রীচঞ্চলকুমার সেন বলেন যে ডঃ রঙ্গনাথন তাঁর শ্রেণীবিন্যাসের চিন্তাকে যেভাবে বিন্যাস করেছেন বিশেষতঃ বিশেষ গ্রন্থাগাসমূহের ক্ষেত্রে সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পরিচালক শ্রীফণিভূষণ রায় যাঁরা পঞ্চসূত্রের উপর প্রস্তাব রেখেছেন এবং যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান। তিনি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের বন্ধুদেরকে তাঁদের কাজ করতে গিয়ে পঞ্চসূত্রের প্রভাব কতখানি পড়ে তা জানাতে অনুরোধ করেন।

শ্রীসুনীলকুমার মৈত্র, তুলসীহাটা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মালদহ, বলেন যে শিক্ষণ শেষ করেই জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিককে অনুরোধ করা হয়েছিল রক্তের উষ্ণতা থাকতে থাকতে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে দিন। তিনি বলেন গ্রামীন গ্রন্থাগারে পঞ্চসূত্র কাযকর করার অনেক বাধা।

পরিচালক শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন যে, পঞ্চসূত্র শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারেই প্রয়োগ করা যায় তা' নয়, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর করা যায় এবং পঞ্চসূত্র এ ব্যাপারেও পথনির্দেশ করে।

তিনি আরও বলেন যে, সম্মেলনের সব প্রস্তাব কার্যকরী করা যায়নি বটে, কিন্তু এটা ভু.

চলবে না যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু পেয়েছি, তাও আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। পঞ্চসূত্র তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও পথপ্রদর্শক।

গ্রন্থাগারের কাজকর্মের মধ্যে পঞ্চসূত্রের প্রয়োগ না করতে পারার জন্য হতাশ হওয়া উচিত নয়, দুঃখবোধ থাকতে পারে কিন্তু নিরুৎসাহ হওয়া অপরাধ। ডঃ রঙ্গনাথন নিজেই বহু বাধা পেয়েছেন; দুঃখবোধ যেন কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি করে। নিরুৎসাহ না করে। সমাজের সঙ্গে যোগ রেখে জমি তৈরী করতে হবে তবেই আমরা সফল হব।

সমাপ্তি অধিবেশন : মঙ্গলবার ১৩ই মর্চ, ১৯৭৩

সভাপতি : শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

সভাপতি মহাশয় শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীকে সম্মেলনে উপস্থাপিত বেসরকারী প্রস্তাবসমূহ পেশ করতে অনুরোধ করেন।

অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ

অতঃপর শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বিভিন্ন প্রতিনিধি যে সব বেসরকারী প্রস্তাব উথাপন করেছেন সে সম্পর্কে ষ্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন :

(১) সুবীর ঘোষ :

(ক) সার্টিফিকেট কোর্সকে ডিপ্লোমা কোর্সে উন্নীত করা সম্পর্কে প্রস্তাবটি ষ্টিয়ারিং কমিটি পরিষদের শিক্ষণ উপসমিতির বিবেচনার জন্য পাঠাচ্ছে।

(খ) ইউ. জি, সি, বেতনক্রম সম্পর্কিত প্রস্তাবটি পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির কাছে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হচ্ছে।

(২) শ্রীসন্তোষকুমার সরকার :

কলকাতায় কেন্দ্রীয় সাধারণ কারিগরি গ্রন্থাগার স্থাপন সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্পর্কে এটা জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে; জাতীয় গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ খোলা হচ্ছে। পরিষদকে অনুরোধ করা হচ্ছে ভারত সরকারের সঙ্গে এবিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য।

(৩) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দার্জিলিঙ জেলা শাখা কার্যকালীন সময়ে কোনরূপ দুর্ঘটনার কবলে যদি কোনও গ্রন্থাগার কর্মী পড়েন, তবে সরকারের কাছে তার জন্য আর্থিক সাহায্য ও ক্ষতি পূরণ দাবী করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, এ বিষয়ে সরকারের যথোচিত দপ্তরের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ষ্টিয়ারিং কমিটি পরিষদকে অনুরোধ করছে।

(৪) বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য শ্রীশশাঙ্ক বাগচী যে প্রস্তাব করেছেন; সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরিষদকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(৫) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে শূন্যপদ পূরণ করা সম্পর্কিত বিষয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য পরিষদকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(৬) পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির নিম্নলিখিত প্রস্তাব :

(ক) মুর্শিদাবাদের জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক ডেপুটেশন সংক্রান্ত সার্কুলারের যে অপব্যাখ্যা করেছেন, সে সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিষদকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। সার্কুলারের ভাষার যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, সে বিষয়েও যত্নশীল থাকতে হবে।

(খ) রেলওয়ে কনসেসন আদায় করার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিষদকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। যদিও এটা জ্ঞাত করা যায় যে, এ বিষয়ে পূর্বে চেষ্টা করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি।

(গ) পাঁচ বছর ধরে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে এই অনুরোধ জানানো যাচ্ছে যে, পরিষদকে নামের একটি তালিকা প্রেরণ করা হোক। পরিষদ ঐ তালিকার ভিত্তিতে যাতে সরকারের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা করেন তারও অনুরোধ করা যাচ্ছে। মহিলা কর্মীদের শিক্ষণের ব্যাপারেও সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য পরিষদকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৭) শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যও পরিষদকে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সম্মেলন কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য সভায় পেশ করেন শ্রীতুষার সান্যাল এবং সমর্থন করেন শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :—

৩০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাজ্য যোজনা পর্ষদের বিবেচনা ও যথাযথ রূপায়ণের জন্য সুপারিশ করিতেছে :

গ্রন্থাগারের সংখ্যাল্পতা দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সম্পর্কে

১ এই সম্মেলন মনে করে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনপরিচালিত গ্রন্থাগার ও সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার একত্র করিলেও তাহা জনগণের প্রয়োজনের তুলনায় আদৌ যথেষ্ট নয়। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সম্মেলন সুপারিশ করে যে, আগামী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে সরকারী দায়িত্বে নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে :

(ক) ন্যূনতম একহাজার লোকসংখ্যাবিশিষ্ট গ্রামের জন্য একটি করিয়া গ্রন্থাগার

(খ) যদি কোনও ১০ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ১০০০ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট কোন গ্রাম না থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ প্রতি ১০ বর্গমাইল এলাকার জন্য একটি গ্রন্থাগার

(গ) প্রতি শহরে অন্যূন একটি করিয়া শহর গ্রন্থাগার এবং ১০,০০ হাজারের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট প্রতিটি শহরে লোকসংখ্যা এবং আয়তন বিচার করিয়া সমগ্র শহরটির একটি শাখা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা।

(ঘ) জেলার সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলায় অন্যূন একটি করিয়া জেলা গ্রন্থাগার এবং জেলার আয়তন, লোকসংখ্যা এবং যাতায়াতের সুবিধাদি বিবেচনা করিয়া সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একাধিক জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন।

(ঙ) সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনয়নের জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রাখিয়া, আবার জেলা পর্যায়ে জেলা গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রাখিয়া এবং সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনকল্পে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো প্রবর্তন প্রয়োজন।

(চ) বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আওতায় আনিবার জন্য এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি কল্পে সমগ্র জেলা পর্যায়ে গ্রন্থযানের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

২ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক অকুলান দূর করার জন্য রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা অন্যূন ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করিতে হইবে।

৩ গ্রন্থাগার সেবার সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য কোনও অঞ্চলে গ্রন্থাগার পত্তনের ও গ্রন্থাদি সংগ্রহ গড়িয়া তুলিবার পূর্বে, অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যাদি, অঞ্চলস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের পেশা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হইবে।

নিম্নস্তরে শিক্ষাপ্রাপ্ত, স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণের জীবনে প্রবেশের সহজপথ তাহাদের প্রয়োজনের মধ্য দিয়া। কাজেই পেশা ও অন্য প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থের বা গ্রন্থ-বিকল্পের সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রন্থাগার এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারের কৃষি বিভাগ শিল্পবিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ প্রভৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিতে পারে এবং জনসাধারণের কাছে এই সব সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করিতে পারে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভাল পুস্তকের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়া কৃষিজীবি বা শিল্প কর্মীকে সাহায্য করা সম্ভব। উপযুক্তভাবে সংগঠিত করিতে পারিলে এই কর্মসূচীর কিছু কিছু কাজ কম খরচে কেন্দ্রীভূত করা যায়। এই দিক হইতে গ্রন্থাগারগুলি বর্তমানের তথ্যকেন্দ্রের কাজগুলি আরও ব্যাপকভাবে করিতে পারে এবং তাহার সহিত অনেক নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারে। হাট, মেলা প্রভৃতির সময়ে গ্রন্থাগার অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের সমাজবোধকে বা অর্থনৈতিক নিপুণতাকে উন্নত করিতে পারে।

গ্রন্থাগারের কার্যধারা সম্প্রসারণকালে অন্যান্য যে সব বিষয়গুলি যথেষ্ট-গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত, তাহা হইল: —

(ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা

(খ) জনসাধারণের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

(৪) চাঁদা ও জামানতের বাধা দূর করার জন্য

সমস্ত গ্রন্থাগারের চাঁদা এবং জামানত গ্রহণের প্রথা সমাজের স্বার্থেই অবিলম্বে তুলিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন একান্ত আবশ্যক।

এই সর্বাঙ্গীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশু প্রযোজ্য ধাপ হিসাবে প্রতিটি অনুদান গ্রহণকারী গ্রন্থাগারকে একটি নির্দিষ্ট চাঁদা বা জামানতের পরিমান কমাইবার শর্ত আরোপ করিতে হইবে। ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটি বিনাচাঁদার গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হইবে।

(৫) গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণের জন্য

অনুদান গ্রহণের শর্ত হিসেবে গ্রন্থাগারগুলিকে ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করিতে হইবে এবং সংগঠনের এই কার্যক্রম গ্রহণ করিলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করিবার এই কর্মকুশলতা (technique) আয়ত্ত করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিবির শিক্ষার সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে।

(৬) সংঘবদ্ধতা সৃষ্টির একমাত্র উপায়

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন। বিনাচাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। একমাত্র গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করিয়াই সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনয়ন করা যাইবে; অনাবশ্যক ব্যয়ের দ্বিত্ব নিবারিত হইবে। গ্রন্থাগারগুলির কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইবে, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে; প্রশাসনিক ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিয়া নিয়ম-শৃঙ্খলা আনয়ন করা সম্ভব হইবে; দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করিবে।

(৭) উপযুক্ত কর্মীদলের প্রয়োজনীয়তা

সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পটভূমিকায় উপযুক্ত কর্মীদলের ভূমিকা অপরিহার্য। উল্লিখিত কর্মসূচী সফল করিতে হইলে এই কর্মীদের কুশলতার ক্ষেত্রে বা তাহাদের সুষ্ঠু জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত বেতন ও পদ মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৮) ৩০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নে রূপরেখার উপর ভিত্তি করিয়া একটি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে। এই পরিকল্পনা চলাকালে পশ্চিমবঙ্গ শাসনসর্ত

গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। এই সম্মেলন, গৃহীত প্রস্তাবগুলি রাজ্য সরকার ও রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের নিকট পেশ করিতে পরিষদকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৩০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপরোক্ত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া জেলা ও রাজ্যস্তরে এক ব্যাপক গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়ন করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাইতেছে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলেন যে, নেশা সাহিত্য, পেশা সাংবাদিকতা; গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতো সভাপতিত্ব করার সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দিত।

গ্রন্থ হচ্ছে জ্ঞানের আহরণ, গ্রন্থাগারিক নমস্য ব্যক্তি, তাঁদের সমাবেশে তিনদিন থেকে অনেক আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন; উপস্থিত প্রতিনিধিদের তিনি তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সম্মেলনের সফল পরিণতির জন্য তিনি উদ্বোধক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, জনপ্রতিনিধি শ্রী জগদানন্দ রায়, ডি, এস, ই, ও শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য, সভাপতি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ জানান শ্রীবসু।

কাব্যে উপেক্ষিতার মতো সভাপতি মহাশয়ের সুযোগ্যা সহধর্মিনীকেও সম্মেলনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

স্থানীয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পঃ বঙ্গ শিক্ষাবিভাগ, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা, হেমন্ত মেমোরিয়াল ট্রেনিং স্কুল, তুষার কর্মকার, চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার, পঃ বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ও কৃষি বিভাগ প্রভৃতি, বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ ৫৫ ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডার শ্রীসুধাংশুশেখর দাস মহাশয়, ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগার, ৩০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ, স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ, রেল কর্তৃপক্ষ, শৌখীন চিত্রশিল্পীবৃন্দ এবং স্থানীয় জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

সভা পরিচালনার জন্য শ্রীফণিভূষণ রায়কেও ধন্যবাদ জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সেবিকাবৃন্দের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মূল প্রবন্ধ পরিচালনা করার জন্য শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়কে সকলের তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি ঘোষণা করেন যে কোন প্রতিষ্ঠান যদি পরবর্তী সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় আগ্রহী থাকেন, তাহলে তাদের আমন্ত্রণ জানাবার জন্য স্থান ও বিষয় উল্লেখ করবার অনুরোধ জানান। শেষে তিনি প্রতিনিধিদেরও ধন্যবাদ জানান।

শ্রীশিবানীকুমার রাহা বলেন যে,সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের তরফে ধন্যবাদ পাওয়া উচিত নয়, এটা গ্রন্থাগার- বৃত্তিতে নিযুক্ত প্রত্যেকের কর্তব্য। তিনি ধন্যবাদ জানান সম্মেলনের উদ্যোক্তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরি দকে।

শ্রীমহাদেব ঘোষ সুভাষ পাঠাগার ও অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রয়োজনীয় দেখাশুনা ও যত্নাদি করতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী মমতা সরকার ও শেফালী চৌধুরী।

অতঃপর সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হয় বলে সভাপতি ঘোষণা করেন।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকদের
জেলা অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক তালিকা

কলিকাতা

অর্চনা বসু, অজয়কুমার ঘোষ, অজিত সিংহ, আদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলকুমার ভৌমিক, অমলেন্দু বাগচী, অমলকৃষ্ণ ঘোষ, অমিতাভ লাহিড়ী, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম ঠাকুর, অলোক সান্যাল, কল্যানী মৈত্র, গিরিজাভূষণ সরকার, জলি বাগচী, তুষারকান্তি সান্যাল, দ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত, দীপককুমার রায়, ননীগোপাল বসাক, নিতাইচাঁদ ঘোষ, প্রতিমা সেনগুপ্ত, ফণিভূষণ রায়, প্রণবানন্দ জানা, বাণী বিশ্বাস, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, মনিকা দত্ত, মিনতি চক্রবর্তী, মীনা ঘোষ, মীরা পাকড়াশী, যমুনা ঘোষ, রত্তনকুমার দাস, রামকৃষ্ণ সাহা, শশাঙ্ককুমার বাগচী, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, শোভা ঘোষ, শ্যামল রায়চৌধুরী, শ্যামাপ্রসাদ দাস, সন্তোষকুমার বসাক, সন্তোষকুমার, সরকার, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু সরকার, সুধীর ব্রহ্ম, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণকুমার দত্ত, হেমন্ত দত্ত।

কোচবিহার

অজিতকুমার রায়, অমলকৃষ্ণ মজুমদার, অরুণকুমার ভট্টাচার্য, অসিতবরণ ভট্টাচার্য,

আকবর আলি মিঞা, কল্পনা চক্রবর্তী, কানাইলাল ঘোষ, জগদীশ চক্রবর্তী, জগদীশচন্দ্র সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রনাথ দাস, নিতাইচন্দ্র সাধুখাঁ, নির্মলচন্দ্র চক্রবর্তী, পরেশচন্দ্র কর, প্রশান্তকুমার বসু মদনগোপাল রাহা, মনোরঞ্জন দে, মনোরঞ্জন পাল, মহম্মদ আলি, রমেন্দ্রমোহন দে, রমেশচন্দ্র-দেবনাথ, সুধীরচন্দ্র রায়, সুবলচন্দ্র সাহা।

চব্বিশ পরগণা

অসীতকুমার শীল, চঞ্চলকুমার সেন, প্রবীর রায়চৌধুরী, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন।

জলপাইগুড়ি

অজিতকুমার ঘোষ, অনিলকুমার সাহা, অনিলমোহন চন্দ, অরুণকৃষ্ণ বর্মা, কণা বাগচী, জগন্নাথ বসাক, দিলীপকুমার দাস, দিলীপকুমার মুখুটী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ কর্মকার, নয়নচন্দ্র সেন, ননীগোপাল সেনগুপ্ত, নীতিশচন্দ্র বসু, নিত্যানন্দ সিংহরায়, প্রদীপ নিয়োগী, পরিমল-কান্ত ভট্টাচার্য, মধুসূদন রায়, মনোজিতকুমার মৈত্র, রণজিত বাহাদুর, শান্তিবসু, শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সুধীররঞ্জন ঘোষ, সুধীরকুমার সেনগুপ্ত, হীরেন্দ্রকুমার ভাদুড়ী।

দার্জিলিং

কুমার সিং তামাং, জে, এল, দেওয়ান, ত্যাগবাহাদুর ছেত্রী, দেবেন মজুমদার, নিমাই চন্দ্র হাতি, পদ্মবাহাদুর বুড়াং, বীরেন্দ্রকুমার চন্দ, ভক্তি প্রসাদ কুমাই, এস, কে, প্রধান, সোহনগির গোস্বামী, সুনীলকুমার ঘোষ, স্বপনকুমার বাগচী, হরেন্দ্র অ্যালে।

নদীয়া

অনিলকুমার কর, অরুণকুমার আদিত্য, ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, কেশবলাল চক্রবর্তী

পশ্চিম দিনাজপুর

অবনী তলাপাত্র, গোপালপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দত্ত, পীযুষকান্তি ঘোষ, প্রবোধকুমার সিংহ।

পুরুলিয়া

আদরচন্দ্র মাহাতো, পরেশনাথ মল্লিক, প্রণত মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কোলে, ভক্তিরঞ্জন পতি, মুক্তিপদ দত্ত, রাঘবচন্দ্র কুইরী, সুশান্তকুমার হাজরা, সৃষ্টিধর দাশ, হারাধন পট্টনায়ক।

বর্ধমান

অমলকান্তি বসু, জয়দেব চন্দ্র, জয়নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ রায়, নিমাইচরণ কর, বিমানচন্দ্র ঘোষ, বেণীমাধব নায়েক, ব্রজগোপাল ঘোষ, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রামমোহন পাণ্ডা, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, সীতারাম মণ্ডল, হবিবর রহমান মণ্ডল, হিরণ্ময় সান্যাল।

বাঁকুড়া

করুণাকেতন ভট্টাচার্য, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।

তরুণ রায়, মিহিরকুমার রায়, শিশির সেন, সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুধাময় দাস।

মালদহ

আকরাম আলী, খগেন্দ্রচন্দ্র দাস, মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, সুনীলকুমার মৈত্র, সুশীলকুমার ভৌমিক।

মেদিনীপুর

আশীষকুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র চাকী, বিশ্বনাথ সাঁতরা, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

মুর্শিদাবাদ

প্রণবকুমার কুণ্ডু, ব্রজদুলাল গোস্বামী, শ্যামাকান্ত চৌধুরী, শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় হরেন্দ্রনাথদাস

হাওড়া

অসিতকুমার চক্রবর্তী, জহরলাল বেরা, মনোরঞ্জন জানা।

অনঙ্গ ভট্টাচার্য, অনিলকুমার দত্ত, অলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, দাশরথি ভট্টাচার্য, দীনবন্ধু ঘোষ, নিরঞ্জন অধিকারী, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল দে, মণিমোহন প্রামাণিক, মধুসূদন চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শুভ্রাংশুকুমার মিত্র, সঞ্জীবকুমার দাশগুপ্ত।

মুখ্য প্রতিবেদক : শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল

প্রতিবেদন : সর্বশ্রী অজয় ঘোষ, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম ঠাকুর।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের সরকারী সিদ্ধান্ত

কলিকাতা ১১ই এপ্রিল ৭৩—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সম্পর্কে আরও জানা যায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে ১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে। এ সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যব্রত সেন। [সঃ গ্রঃ]

পরিষদ কথা

কাউন্সিল সভা

গত ১২ মার্চ, ১৯৭৩ ফালাকাটা (জিলা : জলপাইগুড়ি) সুভাষ পাঠাগারে পরিষদের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। সভায় মোট ৩৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(ক) নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের কনভেনশনের আয়োজন করা: ১) কলকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করা ও আনুষঙ্গিক বিষয় ৩) প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা গ্রন্থাগারের সমস্যা।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি পেশ এবং যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন করা :--১) গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা, ২) শিক্ষা বাজেটের ন্যূনপক্ষে শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ, ৩) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি, ৪) বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন, (৫) পার্বত্য এলাকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ।

(গ) জেলাশাখা সমূহকে সক্রিয় করে তোলা এবং অবশিষ্ট জেলায় জেলাশাখা গঠন এবং গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে ১) জেলার জনপ্রতিনিধিদের সংগে যোগাযোগ ২) উপরোক্ত বিষয়ে জেলায় জেলায় অন্তত একটি করে জনসভা

(ঘ) শিক্ষণ বিভাগের উন্নতি সাধন, কর্মরত গ্রন্থাগারিক / গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য Refresher Course ও Camp training এর ব্যবস্থা, কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করা

(ঙ) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মান উন্নয়ন এবং নতুন প্রকাশনের ব্যবস্থা করা

৩) কোষাধ্যক্ষ শ্রীসত্যব্রত সেন ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বাজেট পেশ করেন, কয়েকটি সামান্য সংশোধনসহ উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪) ৩০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে গ্রহণ করার জন্য সর্বশ্রী সন্তোষ সরকার, সত্যব্রত সেন, সুবীর ঘোষ, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, জে এল দেওয়ান, শশাঙ্ক বাগচী যে প্রস্তাব দেন এবং পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ১১,৩,৭৩ তারিখের সভায় যে প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়, সেগুলি ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৫) বিবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জেলা শাখার প্রতিনিধিরা জেলা শাখার সাংগঠনিক সমস্যা ও নির্দিষ্ট জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রকৃতির উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী দীনেশ সেন (সভাপতি কুচবিহার জেলা শাখা,) লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (সম্পাদক, বর্দ্ধমান জেলা শাখা), স্বপন বাগচী (দার্জিলিঙ জেলা শাখা), ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী জেলা শাখার সভাপতি), পীযুষ কান্তি বসু—(রায়গঞ্জ), রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (মেদিনীপুর জেলা শাখা) কেশবলাল চক্রবর্তী (নবদ্বীপ), মনোরঞ্জন জানা [হাওড়া জেলা শাখা]

পরিষদের ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী

গত ১২ মার্চ, ১৯৭৩, ফালাকাটায় (জলপাইগুড়ি) পরিষদের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নিম্নলিখিত কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় ভাবে তিনটি কনভেনশনের আয়োজন করা ;

(১) কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা।

বিঃ দ্রঃ অন্যান্য সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল যে এই গ্রন্থাগারগুলি বর্তমানে এক চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলি কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যে সামান্য অনুদান পেতেন সেটাও ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও যে সব সাধারণ গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন আছে, পৌর প্রতিষ্ঠান তাদের কাছ থেকে ঐ বাবদ কর আদায়ের জন্য চাপ দিচ্ছেন।

সুতরাং এর জন্য জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হবে।

(২) পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ, জি, সি বেতনক্রম চালু করা এবং প্রতিটি গ্রন্থাগারের অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের জন্য উপযুক্ত বেতনক্রম চালু করা।

বিঃ দ্রঃ—বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে বেতনক্রমের সুপারিশ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের জন্য এই বেতনক্রম এখনও চালু করা হয়নি, অন্যদিকে যাঁদের এই বেতনক্রমের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের Pay fixation এর বিষয়টি এখনও ফয়সালা করা হচ্ছে না। এ ছাড়াও কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ Integrated Pay Scale (Rs. 350—800) এর সুযোগ থেকে এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের অধিকাংশকেই কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ ভাতাদি দেওয়া হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কর্মরত অন্য যে সব কর্মী-আছেন, তাঁদের জন্য কোনও উপযুক্ত বেতনক্রম নেই। অথচ সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে এইসব কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের সূত্র উদ্ভাবন এবং যথোচিত সুষ্ঠু কর্মসূচী প্রণয়ণ করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে আরেকটি কনভেনশনের আয়োজন করা।

(৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা।

বিঃ দ্রঃ—সমাজ বিজ্ঞান, কলা, বিশুদ্ধ ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের গ্রন্থাগারগুলি গবেষণার বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাহা ইনসটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার

ফিজিকস প্রভৃতি। এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম, ভাতাদি ও চাকুরীর শর্তাবলী ইত্যাদির বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি নিরসনে সূত্র উদ্ভাবনের জন্য যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন করার জন্য একটি কনভেনশনের আয়োজন করা

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি পেশ এবং যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন ;

(১) গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা

(২) শিক্ষা বাজেটের ন্যূনপক্ষে ২·৫% গ্রন্থাগারখাতে ব্যয় বরাদ্দ

(৩) প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন পূর্ণ সময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন

(৪) বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন

(৫) পার্বত্য এলাকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত কর্মসূচী

(গ) জেলা শাখা সমূহকে সক্রিয় করে তোলা এবং অবশিষ্ট জেলাগুলিতে জেলা শাখা গঠন :

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা, শিক্ষাবাজেটের ন্যূনতম ২·৫% গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও জেলার বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত দাবি নিয়ে প্রতিটি জেলাশাখাকে নিম্নলিখিত কর্মসূচী পালন করতে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

(১) দাবিগুলির উপর একটি বিস্তৃত স্মারকলিপি জেলা শাখা কর্তৃক প্রস্তুত করা

(২) প্রতিটি সমস্যার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কনভেনশনের আয়োজন করা

(৩) এইসব কনভেনশনে জেলার গ্রন্থাগারকর্মী ছাড়াও নির্দিষ্ট জেলার জন প্রতিনিধি (M. L. A.) দের, জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং বিভিন্ন ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের জেলা শাখার প্রতিনিধিবৃন্দকে আমন্ত্রণ করতে হবে।

(৪) উপরোক্ত দাবিগুলির সমর্থনে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা

(৫) জেলা শাখার নেতৃত্বে ও বিভিন্ন ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে জেলা শাসকের নিকট গণ ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পেশ।

(৬) এ ছাড়াও দাবিগুলির সমর্থনে বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করা

(ঘ) শিক্ষণ বিভাগের উন্নতি সাধন ; কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের জন্য Refresher Course, Camp Training Seminar এর আয়োজন করা।

(ঙ) "গ্রন্থাগার" পত্রিকার মান উন্নয়ন এবং নতুন প্রকাশনের ব্যবস্থা করা

পত্রিকা পর্যালোচনা

সাম্প্রত ॥ চতুর্থ সংকলন, কার্ত্তিক, ১৩৭৯ ॥ সম্পাদনা : প্রবীরগোপাল রায়, ২২, কে, সি, কাঠুরিয়া লেন, কলিকাতা—৫৭ থেকে প্রকাশিত ॥ মূল্য দুই টাকা। (সাহিত্যের তথ্য-সংকলন ও সমালোচনা পত্রিকা)

"পত্রিকা জগৎ" ও "পত্রিকা সমালোচনা" অংশ পাঠ করলে বুঝতে পারা যায় যে একজন গ্রন্থাগার কর্মীর উদ্যোগ এই ধারাবাহিক সংকলন প্রকাশের আড়ালে রয়েছে। প্রসঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কথা ও গ্রন্থাগারের গবেষক—সমালোচক-পাঠকের কথা প্রভাব বিস্তার করেছে। এ'ধরণের প্রচেষ্টা সাধুবাদ পাবার যোগ্য সন্দেহ নেই।

"সাম্প্রত"-এর সমালোচক হিসাবে আমার মত অনেকেই সাধুবাদ দেবেন ঐ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখ করতে চাই যে সাধুবাদের উপর নির্ভর করে কোন সু-উদ্যোগ বেঁচে থাকে না। কাজেই ক্রেতাগোষ্ঠী সম্পর্কে উদ্যোক্তারা কতখানি সচেতন সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছি। অনিশ্চিত বোধ করার হেতু, সংকলনটির পরিবেশন রীতির মধ্যেই যেন নিহিত। প্রথম দশপৃষ্ঠা তিন কলমে আবার শেষ আট পৃষ্ঠা তিন কলমে ছাপা হয়েছে। বাকীটা দু'কলমে। সংকলনটির হ্ম আকৃতি তাতে দু'কলমের ছাপা মোটেই পাঠযোগ্য রুচিকর উপস্থাপনা নয়। এই ধরণের বিসদৃশ মুদ্রন ব্যবস্থাটি পরিহার করতে পারলে সত্যিকারের পাঠকবর্গের তথা গ্রন্থাগারের দৃষ্টি আকর্ষণ সহজতর হবে। দারিদ্র্যের এলোমেলো ছাপ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত নয় কি ?

প্রসঙ্গ নির্বাচন যুক্তিবহ হলেও উল্লেখ্য সংকলনটিতে দিলীপ সেনগুপ্ত সম্পর্কে স্বয়ং সম্পাদকের রচনাটি কৃপার যোগ্য। সম্পাদকীয় ব্যস্ততার মধ্যে লিখলে লেখা সব সময় যে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয় না তা মনে রাখা উচিত। এ ছাড়া 'পত্রিকা সমালোচনা' যে ভাবে পরিবেশিত হয়েছে সেভাবে পরিবেশনের তাৎপর্য আমার কাছে অন্তত স্পষ্ট নয়। এ কথাটি বলছি "সাম্প্রত" একটি বিশেষ ধরণের মূল্যবান সাময়িকী বলে মনে হওয়ার জন্য। পত্রিকা সমালোচনার চাইতে লেখক ও প্রসঙ্গ সূচী বোধহয় অধিক প্রয়োজনীয়।

তবে উল্লেখ সংকলনটিতে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থপঞ্জী ও সাহিত্য একাডেমী প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকের সমালোচনা খুবই মূল্যবান।

"সাম্প্রত" একটি বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার জন্য সম্পাদক প্রবীরগোপাল রায় মহাশয়কে পরোক্ষে সাধুবাদ দিয়েছি গোড়াতেই। তাঁর প্রচেষ্টাটি যাতে দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়। বিদগ্ধ পাঠক ও গ্রন্থাগারের দৃষ্টিতে পড়ে গ্রাহক সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় এমতভাবে প্রকাশ করার জন্য সামান্য দু'একটি সমালোচনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করলাম মাত্র। এর পাঠকগোষ্ঠীর এটি সমাদৃত হবার সুযোগ আছে সন্দেহ নেই।

—সত্যব্রত সেন

INDEX : The Journal of The Indian Society of Oriental Art 1933 to 1966 ; Compiled and Edited by D. T. Mukherjee, Calcutta, Indian Society of Oriental Art. Rs. 5·00 ; 7s. 6d ; $ 7·00.

পত্র-পত্রিকার ক্রমচয়িত নির্ঘণ্ট বা সূচী প্রণয়নের (Cumulated Index) উপযোগিতা বর্তমানে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের অগ্রবর্তী দেশসমূহে ইনডেক্সিং সূচীকরণের নানাপ্রকার পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকার এই সূচী প্রণয়নের কাজটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এটা যে বেশ জটিল এবং সব সময়ে সহজসাধ্য কাজ নয় তা গ্রন্থাগারিকদের অবশ্যই অজানা নয়।

সূচী প্রণয়নের ইতিহাস দীর্ঘ। এই দীর্ঘ সময়ের নানা বিবর্তনের সেই ইতিহাসকে অনুসরণ করে বর্তমান সময়ে পৌছে আমরা সূচীকরণের যে রূপ দেখি অতীতে অবশ্য তেমনভাবে সূচী প্রণয়ন করা হত না। অতীতে সূচী প্রণয়নের নামে যেগুলি প্রস্তুত হত তার অধিকাংশই সে নামের যোগ্য নয়। সূচীর বিন্যাস বিজ্ঞানসম্মত ভাবে করার প্রচেষ্টা নেহাৎই সাম্প্রতিককালের, অতীতে এ নিয়ে কেউই বড় একটা মাথা ঘামাত না বা উপযুক্তভাবে সূচী প্রণয়নের ধারণা খুব কম লোকেরই তখন ছিল। পত্র পত্রিকায় বড় জোর একটি নির্ঘণ্টে লেখার নাম, লেখকের নাম, এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হত। সূচীকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করার জন্য আধুনিককালে যে সব নিয়মকানুন হয়েছে এবং সূচী ব্যবহারকারীদের জন্য একে কীভাবে আরও উপযোগী করা যায় তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে—সেকালে তা জানা ছিল না। বর্তমানেও আমরা এমন অনেক পত্র-পত্রিকা দেখি যাঁরা নানাভাবে তাঁদের নিজস্ব সূচী প্রস্তুত করে থাকেন। প্রতি সংখ্যাতেই যেমন একটি সূচী থাকে তেমনি আবার বার্ষিক সূচীও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সূচীর অন্তর্গত বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা খুবই কম দেখা যায়। 'এমন কি আখ্যাগুলিকে উপযুক্ত বিষয় শিরোনাম দিয়ে সাজানোর সামান্যতম প্রচেষ্টাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আলোচ্য সূচীর ব্যবহারকারীরাও এ বিষয়ে খুব একটা সচেতন নয় বলে প্রকাশকরাও এরূপ বিস্তৃতভাবে সূচীকরণের পক্ষপাতী নন। আর এ ব্যাপারে অর্থব্যয়ও সম্ভবতঃ অপব্যয় বলে মনে করা হয়। এ সত্বেও নানা ধরণের সূচী প্রণয়নের ঝোঁক সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে অনেক পত্র-পত্রিকারই সূচী ও সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তুত বার্ষিক ৫, ১০ কিংবা ১৫ বছরের, এমন কি, পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমচয়িত নির্ঘণ্টে ব্যাপকভাবে বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। কতকগুলি পত্র-পত্রিকা তো কেবলমাত্র সূচী ও সারসংক্ষেপ নিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে সূচী প্রণয়নে কমপিউটার যন্ত্রের সাহায্যও নিতে দেখা যাচ্ছে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পত্র পত্রিকার গুরুত্বের কথা আজ আর কোন রূপেই অস্বীকার করা চলে না। নতুন তত্ত্ব বা আবিষ্কারের কথা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'পত্র-পত্রিকার

পৃষ্ঠায়। উপযুক্তভাবে সূচী প্রণয়নের ব্যবস্থা না থাকলে এগুলি পাঠকের গোচরে আনা সম্ভব নয়। ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকের সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর জন্ম সূচী অপরিহার্য। সূচীর অভাবে অনেক মূল্যবান লেখাও কালক্রমে হারিয়ে যেতে বাধ্য। বিশেষ করে পুরানো এবং দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে এ জাতীয় সূচীর মূল্য অপরিসীম। আমাদের দেশের এককালের বিখ্যাত অনেক পত্র পত্রিকার লেখাই এভাবে অযত্নে অবহেলায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই সব পুরাণো এবং দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের দিকেও আমাদের দৃষ্টি থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রী ডি টি মুখার্জী সঙ্কলিত "সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট"-এর মুখপাত্র 'জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট'-এর ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ক্রমচয়িত এই নির্ঘণ্টটি সমালোচনার জন্ম পেয়ে আমরা আনন্দিত। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত এই ক্রমচয়িত নির্ঘণ্টটি নিঃসন্দেহে খুবই মূল্যবান এবং এটি সঙ্কলন করে শ্রীমুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই ধরণের কাজ সম্পন্ন করতে সময়, প্রচুর ধৈর্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকদের প্রচেষ্টায় এই ধরণের কাজ আরো অনেক পত্র-পত্রিকা নিয়ে করা যেতে পারে এবং তা হলে নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করা হবে।

'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট বা প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদ একদল ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় প্রাচ্য কলাবিদের প্রচেষ্টায় ১৯০৭ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে যে পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে এবং যে সকল খ্যাতনামা শিল্পী ও শিল্প সমালোচক এই ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের অনেকের রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট"-এর এই মুখপাত্রটিতে। সুতরাং তৎকালে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং এর মুখপত্রের প্রকাশ নব্যরীতির ভারতীয় চিত্রকলা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৩৩ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সমিতির এই মুখপত্রটির বছরে দুটি করে সংখ্যা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্ষ ১৭ (১৯৪৯) পর্যন্ত এর যুগ্মসম্পাদক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্টেলা ক্রামরিশ। ১৯৫১ সালে অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বর্ষ ১৮ (১৯৫০-৫১) ও বর্ষ ১৯ (১৯৫২-৫৩) স্টেলা ক্রামরিশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ ছিল। এরপর ১৯৬১ সালে সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় পত্রিকাটির 'অবনীন্দ্র সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে শ্রী ইউ. পি. শাহ ও শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় আরও একটি সংখ্যা "পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলা" সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সব ক'টি সংখ্যাই আলোচ্য ক্রমচয়িত সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আলোচ্য ক্রমচয়িত নির্ঘণ্টে প্রথমেই দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধ সূচী। প্রায় ১৫০ জন লেখকের ২৭৬টি প্রবন্ধের এই সূচী লেখকদের উপাধির বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। কিছু লেখকের একাধিক লেখাও রয়েছে; প্রত্যেক লেখারই একটি ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েচে। লেখাটি কোন বর্ষ কত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এসবই করা হয়েছে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী।

পত্রিকায় প্রকাশিত পুস্তক সমালোচনাগুলির জন্য একটি আলাদা সূচী করা হয়েছে। পুস্তক সমালোচকদের উপাধির বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। এখানেও প্রত্যেক পুস্তক-সমালোচনার জন্য একটি ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়েছে। এরপর পুস্তকের নাম পুস্তক রচয়িতার নাম এবং তৎসহ সমালোচনাটি কোন বর্ষের কত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় সূচীটি হল বিষয়-সূচী। এই বিষয় সূচীটির বৈশিষ্ট্য—এটি করা হয়েছে লেখাগুলির মূল শব্দ ও শব্দগুচ্ছের বর্ণানুক্রমে বিন্যাস দ্বারা (Key word index)। এখানে উল্লেখযোগ্য কেবলমাত্র প্রথম সূচীটির অর্থাৎ আখ্যা-সূচীটির মূল শব্দ নিয়েই বিষয় সূচীটি করা হয়েছে। দ্বিতীয় সূচীটি অর্থাৎ সমালেচনাগুলিকে বিষয় সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সম্ভবত আলাদা সূচী হওয়ায় এবং ক্রমিক নম্বর আলাদা হওয়ায় এ বিষয়ে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কারণ কোন্ কোন্ লেখায় বিষয়সূচীর মূলশব্দগুলি রয়েছে, তা নির্দেশ করা হয়েছে ঐ লেখার ক্রমিক নম্বর মূলশব্দের পাশে উল্লেখ করে। স্বভাবতঃই প্রয়োজন অনুযায়ী একই আখ্যার জন্য একাধিক মূল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আখ্যা-সূচীর ক্রমিক নম্বর ২৬ এ দেখা যাবে Hindu iconography I Visnu, II Vyuhus and Vibhavas of Visnu, III Other forms and minor avataras of visnu, Garuda and Ayudha Purusas—এটির বিষয় সূচীতে উল্লেখ হয়েছে এই ভাবে: Hindu iconography, 26, visnu, 24, 26; Vibhavas (Visnu), 26; Garuda, 26; Ayudhapurusas, 26, Iconography, Hindu, 26, Hindu architecture—iconograhy, 26 এবং Art,—Modern Indian, 26—মোট আট জায়গায়।

প্রধান বিষয়গুলির উপবিভাগগুলির সমাবেশ করা হয়েছে সেই সব বিষয়গুলির নীচে। যেমন;

Hindu architecture, 196
—iconography, 26
—images, 169
—Pantheon, 220 ইত্যাদি।

এই সূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে ব্যবহারকারীরাই চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন। শুধু আখ্যা থেকে এবং এই বিষয় সূচী থেকে যে সকল ক্ষেত্রে লেখা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে একথা জোর করে বলা যায় না।

আর একটি কথা বলেই এই দীর্ঘ আলোচনা শেষ করতে চাই। সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট এর মুখপাত্র কেবলমাত্র আলোচ্য লেখাগুলি এবং পুস্তক সমালোচনা ছাড় আর কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিনা সমালোচকের তা জানা নেই। অন্যান্য পত্রিকার মত সংবাদ বা সংবাদভাষ্য ইত্যাদি প্রকাশিত না হলেও এই মুখপত্রে অন্ততঃ কিছু ছবি যে প্রকাশিত হয়েছিল একথা জানা যাচ্ছে সঙ্কলকের ভূমিকা থেকে। এই মুখপত্রের প্রকাশিত চিত্রেরও একটি সূচী করা উচিত ছিল বলে মনে করি।

—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

(দার্জিলিং জেলা শাখা)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে আগামী ৩রা জুন, ১৯৭৩ তারিখে দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগারে 'দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে জেলার সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবীদের যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বীরেন্দ্রকুমার চন্দ
যুগ্মকর্মসচিব
(দার্জিলিং জেলা শাখা)

দার্জিলিং জেলা শাখা
১৮ই মে, ১৯৭৩

বিয়োগ পঞ্জী

পার্ল বাক

যারা সারাজীবন ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আত্মিক মিলনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন এই মহীয়সী রমণী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জন্ম ১৮৯২ সালে মৃত্যু ৬ই মার্চ ১৯৭৩ সাল। খুব শৈশবেই তিনি বাবা মায়ের সঙ্গে চীনে গিয়েছিলেন। পার্ল বাকের কুমারী জীবনের নাম পার্ল কমফর্ট সিডেনষ্টিকার চীনেই তাঁর প্রথম শিক্ষা শুরু। তাঁরা থাকতেন একেবারে চীনা পল্লীর মধ্যে। খেলাধূলাও ছিল চীনা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাঁর আত্মজীবনী 'মাই সেভারাল ওয়ার্লড'-এ লিখেছেন আমেরিকান মায়ের কাজে ও চীনাশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করার ফলে দুরকম দৃষ্টিভঙ্গী একত্রে তাঁর উপর প্রতিফলিত হয়। স্বামী ডঃ জন বাকের কার্যসূত্রেই তিনি চীনের সাধারণ চাষীদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশেছিলেন। এই সময়ে অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লেখেন 'গুড আর্থ' নামক বইখানি। বইটি পুলিটজার পুরস্কার পাওয়ায় তাঁর নাম সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়। প্রায় তিন দশক তিনি চীনের অনেক পারবর্তন দেখেন। এই দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, ১৯২৭ সালে তাঁর বাড়িঘর লুট হয়ে যায় তিনি কোনরকমে এক চাষী পরিবারে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। ভারত এবং জাপান সম্বন্ধেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। একাধিকবার ভারতে এসেছেন এবং বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেনও। ভারত সম্পর্কে তাঁর উপন্যাস 'কাম, মাই বিলাভেড'। পার্ল বাক তাঁর একাশি বছরের জীবনে আশিখানা বই লিখেছেন। তাঁর শেষ বইখানি বেরিয়েছে মাত্র কয়েকমাস আগে। ১৯৩৮ সালে তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গত ৭ই মার্চ ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি এ দেশের সামাজিক এবং স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, জনসেবক, তুম্ব কৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তিনি নানা সময়ে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'ভারত' পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক।

সঙ্কলন : মিনতি চক্রবর্তী

বার্তা বিচিত্রা

ত্রিবৃত্ত পুরস্কার

কুচবিহারের সাহিত্য পত্রিকা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতিবছর কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে পুরস্কার দেবেন। ১৯৭১ এবং ১৯৭২ এর জন্য এবার তারা দুজন সাহিত্যিককে পুরস্কার দিলেন। এঁরা দুজন শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

শিশুসাহিত্যে পুরস্কার

শিশুসাহিত্যের ১৭তম জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় শ্রীসুনির্মল রায়, শ্রীসুশ্বেতা বিশ্বাস ও শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডলের লেখা 'জীবনের বিস্ময় নামক বইটি এবছর অন্যতম পুরস্কার বিজয়ী বই হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

মৌল সাহিত্যে পুরস্কার

১৯৭২ এর ভারত সরকারের আয়োজিত নবম মৌল সাহিত্য প্রতিযোগিতায় শ্রীগৌরীশ মুখোপাধ্যায়ের 'সেতুবন্ধ' নাটকটি পুরস্কার লাভ করেছে। 'সেতুবন্ধ' পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রামীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক। পুরস্কারের মূল্য একহাজার টাকা। শ্রীমুখোপাধ্যায় এই নিয়ে তিনবার এই পুরস্কার পেলেন। তাঁর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' এবং 'সুদূরের পিয়াসী' পুস্তক দুটি পুরস্কার লাভ করেছিল।

রবীন্দ্র পুরস্কার

(১) ডেভিড ম্যাককাচ্চনের মরণোত্তর পুরস্কার

ডেভিড ম্যাককাচ্চন রচিত 'লেট মেডিয়েভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল' '৭২-৭৩ সালের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক শ্রেষ্ঠগ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

(২) ১৯৭২-৭৩ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন দুজন খ্যাতনামা ভাষাবিজ্ঞানী—ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মণ্ডল ও ডঃ অমলেন্দু মিত্র।

ডঃ মণ্ডল পেয়েছেন তাঁর অপরাধ জগতের শব্দকোষ এবং অপরাধী জগতের ভাষা এই দুটি বইয়ের জন্য। ডঃ মিত্র পেয়েছেন তাঁর রাঢ়ের সংস্কৃতি বইয়ের জন্য।

(৩) এবার সৃজনশীল সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছেন শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী। তাঁর বইয়ের নাম "সোনা-রূপা-নয়।"

নেহরু পুরস্কার

জর্জিয়ার অন্যতম বর্ষীয়ান এবং জনপ্রিয় কবি ইরাকলি আবাসিফজে তাঁর 'গঙ্গার তীরে' এবং ভারতীয় ঐতিহ্যও ভাবনা সমৃদ্ধ কাব্য সংকলন জন্য সম্প্রতি নেহরু পুরস্কার পেলেন। রুশভাষায় তাঁর অসংখ্য কবিতা অনূদিত হয়েছে। তিনি জর্জিয়া বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সভাপতি এবং জর্জিয়ান এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রধান সম্পাদক।

কলকাতায় INTAMEL প্রতিনিধিবৃন্দ

বিশ্বের বিভিন্ন শহর গ্রন্থাগারসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা INTAMEL-এর কয়েকজন প্রতিনিধি সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন এখানকার বিভিন্ন শহরের গ্রন্থাগারব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে। কলকাতায় এই প্রতিনিধিদলকে সম্বর্ধনা জানান হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইয়াসলিক (IASLIC)-এর যৌথ উদ্যোগে। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনাসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার-এর গ্রন্থাগারিক শ্রী বিমলেন্দু মজুমদার মহাশয়। কানাডার মিঃ এইচ, সি, ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলে এসেছিলেন মিঃ সি, ডি, কেণ্ট (কানাডা), মিঃ জন টেলর পার্কহিল (কানাডা), মিঃ কে, সি, হ্যারিসন (ইংলণ্ড), মিঃ রবার্ট এডমণ্ড বুথ (ইউ, এস, এ) মিঃ জোকো (ইন্দোনেশিয়া) এবং মিঃ বি, বি, ওগুনিয়ানা (নাইজেরিয়া); এঁদের সঙ্গে ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী জে, সি, মেহতা। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে প্রত্যেক প্রতিনিধি তাঁর নিজের দেশের গ্রন্থাগারব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় মহাশয়। প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই মনোজ্ঞ সভার পরিসমাপ্তি হয়। সভার পর সমবেত সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

পরদিন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, তাঁরা বঙ্গীয় গ্রন্থাকার পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, পঞ্চম যোজনাকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারব্যবস্থা ও কলকাতা শহর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনার জন্য।

সঙ্কলন : বিজয়পতি চক্রবর্তী

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

কাশীপুর ইনস্টিটিউট,

কাশীপুর ইনস্টিটিউটের সাধারণ সভা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ৭৩ সন্ধ্যা ৭-১৫ মিঃ সময় লাইব্রেরী ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সভাপতি শ্রীজীবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, সম্পাদক শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় বিবৃতি পাঠ করেন। নানা আলোচনার মধ্যে সভা সমাপ্ত হয়।

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার

গত ৮ নভেম্বর '৭২ গ্রন্থাগার ভবনে শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগারের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঐদিনের সভায় নিম্ন লিখিতদের নিয়ে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্যগণ: সর্বশ্রী তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায় ও দেবকুমার রায়চৌধুরী।

ঐদিনই নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। সভায় ১৯৭২-৭৪ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন।

সহ-সভাপতি: শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক: শ্রীজ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক: শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ: শ্রীতপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মদনমোহন লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম

গত ১০ই মার্চ, ১৯৭৩, শনিবার রামমোহন লাইব্রেরী হলে মদনমোহন লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলাচরণ ও 'কথাকলি' দ্বারা গীত বেদসংগীতের পর শ্রীঅমর বসু সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। সম্পাদক শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ বলেন যে এই সুবর্ণ জয়ন্তীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ৺ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের স্মরণে একটি চিরস্থায়ী স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন যে, যুগ-যুগান্তর ধরে আমাদের

যেটুকু সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে বেঁচে আছে তা' কেবল হাজার হাজার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান নেতারা এইটি উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না। কেননা, গভর্ণমেণ্ট থেকে নামমাত্র সাহায্য এঁদের দেওয়া হয় এবং কর্পোরেশন গত ১৯৬৪ থেকে কিছুই দেননি নিজেদের; চাঁদাই নির্ভর। এই উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়ায় লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে—তাতে দেখা যায় যে ঐ সব দেশে তাঁরা নাগরিক পিছু বৎসরের ৩০ / ৩৫ টাকা খরচ করেন এবং সে বিষয়ে যথাযোগ্য আইনও রয়েছে। সেতুলনায় আমরা শিশু—এবং এখানে মাথাপিছু এক পয়সাও খরচ হয় কিনা সন্দেহ। সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসুস্থতা বশতঃ অনুপস্থিত থাকায় তাঁর লেখা "গ্রন্থাগার ও সমাজ" পড়ে শোনানো হয়। শ্রীবনফুল 'গ্রন্থাগার ও সাহিত্য' সম্বন্ধে ভাষণ দেন—সেটিও স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীরাধারমন মিত্র ডাঃ দত্তের সম্বন্ধে সম্পাদকের প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, লাইব্রেরীগুলির ব্যাপারে আমরা আজও শিশু এবং পিছিয়েও আছি অনেকটা, এ ব্যাপারে কিছু করা বিশেষ প্রয়োজন।

বিচিত্রানুষ্ঠানে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও ধীরেন বসুর সঙ্গীত এবং মৃদুল বসুর সেতার আনন্দবর্ধক হয়েছিল।

সাধারণ পাঠাগার, অশোকগড়

গত ২৩।১।৭৩ তারিখে সাড়ম্বরে নেতাজী জন্মোৎসব পালিত হয় এবং এতদুপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্বশ্রী শম্ভুচাঁদ ঘোষ, তিমিরবরণ রায়চৌধুরী। ২৭।১।৭৩ তারিখে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১১ই মার্চ' ৭৩ সকাল নয়টায় সাধারণ পাঠাগারের ষষ্ঠদশ বার্ষিক উৎসব অনন্যা সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঠাগার সভাপতি শ্রীশম্ভুচাঁদ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা ঠাকুর। এই উৎসব উপলক্ষে পাঠাগার কর্তৃক একটি স্মারকপত্র প্রকাশিত হয়। উৎসব-উপসমিতির চেয়ারম্যান শ্রীভোলাপদ ঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত ইংরাজী ভাষণ পাঠ করেন। পাঠাগার সম্পাদক শ্রীসুধাময় সেনশর্মা পাঠাগারের গত এক বৎসরের সংগঠন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভার শেষে সভাপতি ধন্যবাদ সমেত বক্তব্য রাখেন। অবশেষে জতুগৃহ ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

দি শৈলেশ্বর লাইব্রেরী অ্যাণ্ড ফ্রি রিডিংরুম

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২২।১৭৩ তারিখে গ্রন্থাগারের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা

উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়।

গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন সেন তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার অন্দোলন এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের কথা উল্লেখ করে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সদস্যদের যৌথ দায়িত্বের কথা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দেন। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করেন।

২৩।১।৭৩ তারিখে নেতাজী জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হয়।

এই উভয় দিনের উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বশ্রী প্রতিমা বসু, শিখা ঘোষ, মিনতি মণ্ডল, শচীন বারিক, দেবাশীষ ব্যানার্জী প্রমুখ শিল্পীগণ।

নদীয়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার, কান্দোয়া

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ৫ই ও ৬ই ফাল্গুন (ইং ১৭ই ও ১৮ই ফ্রেবরুয়ারী' ৭৩) পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগারের ২১ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রতিযোগিরা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা অন্তে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নাকাশীপাড়া উন্নয়ন সংস্থার পঞ্চায়েৎ সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীসুধীরকুমার দে মহাশয়, স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীনীলকমল সরকার মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এবং পুরস্কার বিতরণ করেন নাকাশীপাড়া উন্নয়ণ সংস্থার মহিলা সমাজশিক্ষা আধীকারিক শ্রীমতী কৃষ্ণা বিশ্বাস।

পুরুলিয়া

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, গ্রাম+পোঃ গড়জয়পুর

গত ২রা ও ৩রা পৌষ, ১৩৭৯ তারিখে, সাহিত্য মন্দিরের ষষ্ঠবিংশতি বার্ষিক অধিবেশন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ২রা পৌষ সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে পুরুলিয়া বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরামকমল অধিকারী এবং শ্রীশ্যামাপদ দে (শ্রীহংস)। বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশিবকুমার অধিকারী।

সম্পাদক শ্রীকমলাকিঙ্কর কবিরাজ সাহিত্য মন্দিরের অগ্রগতি ও বাধাবিপত্তির চিত্র উপস্থাপিত করে এই গ্রন্থাগারের সমুন্নতির জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান।

৩রা পৌষ অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীত বাসর। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীবিভূতিভূষণ চৌধুরী এবং এ দিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন ঝালদা সঙ্গীত 'অ্যাকাডেমির আচার্য শ্রীবিজনকুমার রায় ও অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার পোঃ জাড়গ্রাম

গত ২৩।১।৭৩ ও ২৬।১।৭৩ তারিখে নেতাজী জন্মজয়ন্তী এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উৎসব অনুষ্ঠিতহয়।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী।

সম্প্রতি আহম্মদপুরের শ্রীপ্রেমসুখ সর্দা মহাশয় তদীয় পিতৃদেব ৺কাসুরাম সর্দা মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগারে ২৫১ ্ টাকা দান করেছেন।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ সন্ধ্যা ৬৷৷০ টায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'তরুণের স্বপ্ন' থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদিগের মধ্যে সর্বশ্রী গোবিন্দপদ মাইতি, সুধীরকুমার অধিকারী এবং বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭ টায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গ্রন্থাগারের তথা কাব্য, সাহিত্য ও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ উপভোগ্য আলোচনা করেন জেলা গ্রন্থাগারধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও প্রবীন এ্যাডভোকেট শ্রীগোবিন্দপদ মাইতি। জাতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ও বাণী থেকে সভায় উপস্থিতদিগের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু অংশ পাঠ করে শোনান। চিত্রে মহাত্মা গান্ধীর জীবন আলেখ্য বিষয়ে আয়োজিত প্রদর্শনীটি দেখে সকলেই খুশি হন।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ বুধবার সন্ধ্যায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে তমলুকের 'প্রদীপ' পত্রিকা সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের ৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে কলিকাতা পি. জি. হাসপাতালে পরলোক গমনে জেলা গ্রন্থাগার; রবীন্দ্র ও বঙ্কিম পাঠচক্র এবং ব্রহ্মবিদ্যা সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। কুণ্ডু মহাশয়ের লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করে উপস্থিত সকলেই এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করেন। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা গ্রন্থাগারধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৭ টায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে সরস্বতী পূজা সম্পর্কিত একটি আলোচনা আসর অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

হাওড়া

বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী

এই গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে '৭৩-'৭৪ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে।

সর্বশ্রী তেজচন্দ্র রায়চৌধুরী সভাপতি, অজিতকুমার মজুমদার ও শ্যামলগুপ্ত সহ-সভাপতি, তপনকুমার রায়চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, অনিলকুমার ঘোষ সহ-সম্পাদক, শিবাজী ব্যানার্জী কোষাধ্যক্ষ দিলীপকুমার ব্যানার্জী ও গৌতমকুমার মজুমদার হিসাবরক্ষক, প্রণবকুমার সিংহ, গোবিন্দচন্দ্র সিংহ ও তপন দাস গ্রন্থাগারিক, মুরারীমোহন ভট্টাচার্য সংস্কৃতি সম্পাদক, কানাইলাল রায় সম্পাদক, সমাজ শিক্ষা, শিশিরকুমার সেনগুপ্ত ক্রীড়া সম্পাদক, কবিতা মুখার্জী সম্পাদক মহিলা বিভাগ, মনোজকুমার মুখার্জী সম্পাদক শিশু বিভাগ, অর্চনা রায়, গোপাল দে, অলোককুমার মিত্র, সদস্য, দিলীপ কুমার দাস ট্রাষ্টি সদস্য।

সংস্কৃতি চাকপোতা, আমতা।

গত ৩০।১।৭৩ তারিখে ভারতপথিক রামমোহন রায়ের দ্বিশততম জন্মোৎসব পালিত হয়।

বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী ও ২১শে ফেব্রুয়ারী '৭৩ তারিখে যথাক্রমে বিদ্যাউৎসব এবং "একুশে ফেব্রুয়ারী" পালন করা হয়।

উক্ত উৎসবগুলিতে সক্রিয় অংশনেন সর্বশ্রী নিমাই মান্না, অরূপ মান্না, রঞ্জিত দোয়ারী, কৃষ্ণ কোলে, দীপান্বিতা মান্না, সুলেখা মান্না প্রভৃতি সদস্য / সদস্যাগণ।

চাকপোতার 'সংস্কৃতি' বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা পার্ল. এস. বাক্-এর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য গত ১০ই মার্চ সংস্থা কক্ষে এক সভার আয়োজন করেন। বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক নিমাই মান্না সভায় পৌরোহিত্য করেন। বিভিন্ন বক্তা পার্ল বাক্ এর সাহিত্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীমান্না লেখিকার মানবদরদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। সর্বসম্মতিক্রমে এক শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গতপ্রাণ লেখিকার সম্মানে নীরবতা পালন করা হয়।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী, ত্রিবেণী।

গত ৩১।১২ ৭২ তারিখে পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির ত্রৈবার্ষিক নির্বাচনে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্বাচিত হন—

সর্বশ্রী ব্যোমকেশ মজুমদার—সভাপতি, গনেশ মুখার্জী—সহ সভাপতি, ননীগোপাল ব্যানার্জী—সাধারণ সচিব, সন্তোষকুমার সাহা—সহসচিব, বাসুদেব অধিকারী—কোষাধ্যক্ষ, অসীমকুমার বিসার—গ্রন্থাগারিক, নীলমণি মোদক, নিমাই নাথ, সত্যনারায়ণ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ চাটার্জী ও সুনীলকুমার মোদক—সদস্য, শিবরাম মিশ্র—সচিব, সাংস্কৃতিক বিভাগ, রাধানাথ সাহা—সচিব, শিশু বিভাগ, গোলকেশ মজুমদার—সচিব, সংগঠন বিভাগ, মোহন মুখার্জী—কেয়ার টেকার।

সঙ্কলন : শিবেন্দু মান্না

প্রচ্ছদ : ত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণরত রাজ্য-শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ABSTRACTS

Editorial : *30th Bengal Library Conference.*

The editorial deals with the 30th Bengal Library Conference held at Falakata, Jalpaiguri during 11—13th March, 1973.

While discussing the significance and importance of the papers concerning (1) programme of devolopment for public libraries in West Bengal during the fifth five year plan period and (2) role of Five Laws of Library Science enunciated by Dr. S. R Ranganathan in the library system and service, it hopes that the state Planning Board and the state government will try to implement the recommendations of the conference since delegates of the library profession all over the province participated in formulating the recommendations. It notes that the deliberations of the conference signified that the participants of library movement in West Bengal have come to realise that they shall have to organise a massive movement to convert their demands into reality and calls for all concerned to organise themselves for the cause of implementing the recommendations of the professionals, for, that alone will decide the fate of library movement in West Bengal. [A.G.] p. 289

30th Bengal Library Conference held on 11-13 March, 1973, at Subhas Pathagar, Falakata, Jalpaiguri.

Address of the President :

In his presidential address, Shri Nandagopal Sengupta hails the role of Bengal Library Association for the development of the library movement in Bengal, now in West Bengal. He points out the precarious stages through which the libraries in West Bengal, are to pass and the attitude towards these indispensable organisations for the development of the society as a whole of the Government. He also opines that the libraries may play pivotal role to eradicate illeteracy, Sri Sengupta laments that a number of valuable books, manuscripts and documents have been decaying day by day without proper care, which may only be preserved by a good library through fumigation or reproducing those in microfilms.

The programme of development for the libraries in West Bengal during the 5th 5-year plan period.

This is the main paper of the conference, prepared by Shri Phanibhusan Roy and Shri Sudhendubhusan Bandyopadhyay. The authors, after analysing the present position of libraries, suggest some measures to be adopted for the devolopment of libraries as well as library Sciences in West Bengal. To evaluate the district-wise position of the libraries, the authors quote statistical figures regarding, area, no. of villages and towns, population, no. of literates & illiterates, and the no. of libraries. The table indicates that one library is available per 20,595·3 at the maximum and 6,350·3 at the minimum, revealing a deplorable condition of the library service of the state. Considering these, the papers classifies seven major problems responsible for the present situation, namely, 1) Inadequate no. of libraries, 2) financial stringencis, 3) service limitations 4) hirdrances of subscription and security deposit, 5) lack of trained personnel. The authors also suggest some measures for the remedies of the above problems. [P. . 99]

Role of Five Laws of Library Science in the organisation and administration of Libraries.

The Second topic consists of three papers. The first paper, prepared by Shri Prabir Roychaudhury and Shri Mangalprasad Sinha, stresses on the 1st law of Five Laws of Library Science. The authors relate the impacts on different aspects of library organisation and administration, with the remedial measures thereof.

The 2nd paper on this subject by Shri Tusharkanti Sanyal, tries to evaluate the impact of the Five Laws of Library Science on the different aspects of a library and the obligation of the members of the society to it.

The last paper of this series is of Shri Monoranjan Jana, in which shri Jana also reassesses the position of the libraries in the light of Five Laws of Library Science in general. [P. 311]

30th Bengal Library Conference : *Inaugural Session*

The Secretary of the Bengal Library Association, Shri Bijoypada Mukhopadhyay proposed the names of the eminent jouanalist shri Nandagopal Sengupta and the State Education Minister Shri Mritunjoy Bandyopadhyay to preside over and to inaugurate the conference respectively,

which was duly seconded by the secretary of the Reception Committee Shri Mahadev Ghosh.

In the outset Shri Phanibhusan Roy, explaining the necessity of holding this type of conference, drew the attention of the State Education Minster and the delegates towards the prevaling deplorable condition of the libraries for which he emphasises on the implementation of Library Law in the State without delay.

Shri Jagadananda Roy, M. L. A. stressed on the implementation of Library Legislation in the State which, he opined will solve to some extent the unemployment problem of the state. Shri Sukumar Bhattacharjee, D. S. E. O. gave importance on the better pay scales of library personnel for the betterment of the library services.

In his inaugural address, Shri Mritunjoy Bandyopadhyay, state Education Minister, conveyed his sincere thanks to the Bengal Library Associathion for its selfless services to the nation specially for the development of library services in the state. He also agreed with the view of the Association, that state legislation for the Libraries should immediately be implemented to keep pace with the programme of eradicating illiteracy. He thanked the organisers and the delegates to make the conference a success.

After the presidential address and of the thanks giving by the Secretary of the Reception Committee, Shri Mahadev Ghosh, Shri Parmilchandra Bose, vice-president of the Association lamented for not-introduction of the Library Law in the state. He drew the attention of the Education Minister is exert his honourable position in this matter.

1st Business Session

Shri Pramilchandra Bose presided are the 1st Business Session He requested Shri Phanibhusan Roy, one of the joint contributors of the main paper, to place the paper before the house. After that the house was divided into three groups to have a thorough discussion on the paper.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২২, সংখ্যা ১২ } { ১৩৭৯, চৈত্র

সম্পাদকীয়

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২

গত ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী লোকসভার অনুমোদনের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার বিল পেশ করেছিলেন কিন্তু লোকসভার কয়েকজন সদস্যের বিরোধিতায় কেন্দ্রীয় সরকার বিলটির গুণাগুণ বিচার ও সেইসঙ্গে জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি গঠন করেছেন।

বিলটির মূল বক্তব্য যে 'ঝা কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী কলকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে সরিয়ে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করা হবে। যদিও স্বয়ংশাসিত সংস্থা একটু ভিন্ন অর্থবহি, অর্থাৎ সংস্থার পরিচালকবর্গ স্বাধীনভাবে এর নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কোন ব্যবস্থা সুপারিশের ব্যাখ্যায় নেই। জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালকবর্গের দশজনের মধ্যে নয় জনই হলেন সরকারের মনোনীত এবং এই পরিচালকবর্গকে প্রতিপদেই দিল্লীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। তাছাড়া যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারই পরিচালকবর্গের নিয়োগকর্তা, তাই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দিল্লীর ইচ্ছা অনিচ্ছার রূপ এখানেও প্রতিফলিত হলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সরকারী নিয়ন্ত্রণে যেখানে পৃথিবীর অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলি সুষ্ঠুভাবে এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে উন্নতশীল ভারতে স্বাধীনতার দীর্ঘ পঁচিশ বছর প্রশংসা ও সার্থকভাবে সেবার দায়িত্ব পালনের পর হঠাৎ রাতারাতি জাতীয় গ্রন্থাগারটিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে আনার কেন এত প্রয়োজন হলো তা বোঝা মুস্কিল। বিশেষতঃ যখন সরকার বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত সংস্থার অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতি পরায়ণতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে সেগুলির দায়িত্বভার নিজ হাতেই নিচ্ছেন! কেবলমাত্র এই নয়, সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশনও জাতীয় গ্রন্থাগারকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেখে এর উন্নতিবিধানের জন্য সুপারিশ করেছেন। যেমন, ১৯৫৭ সালে নিয়োজিত

Advisory Committee for Libraries, যা কেবলমাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারই নয়, Delivery of Books Act অনুযায়ী প্রাপক অন্য দুটি গ্রন্থাগারকেও সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে বলেছেন। ১৯৬৪ সালে পরিকল্পনা কমিশন নিয়োজিত Working Group on Libraries ও সুপারিশ করেছেন যে জনগণের স্বার্থে দেশের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির দায়দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের গ্রহণ করা উচিত। ১৯৬৮ সালে নিয়োজিত 'ঝা কমিটি' জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে রেখে দিল্লীর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার নাগপাশ থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারে ক্ষমতা হস্তান্তর করে (Delegation of Power) এর পরিচালন ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু ও জোরদার করা হোক।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত সুপারিশ সমূহের উপর কোনরকম গুরুত্ব আরোপ না করেই এক খুশীমত বিলের আমদানী করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনায় যদি কোন দোষ ত্রুটি থাকেও, তার জন্য দায়ী কে? কেন্দ্রীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকই। কারণ তাঁরাই এই গ্রন্থাগারের উচ্চপদে পরিচালক নিয়োগ করেন। আর পরিচালনায় ত্রুটি থাকলে তাকে সংশোধনের ব্যবস্থা না করে একেবারে নিজ দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার যুক্তিই বা কোথায়? রুগ্ন শিশুকে তার মা কি আরও আঁকড়ে ধরে তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, না রুগ্ন শিশুকে কোল থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন? এযে বিমাতৃসুলভ আচরণের চরম পরাকাষ্ঠা! স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে এই চিন্তার পিছনে কোন দুরভিসন্ধি কাজ করছে নাতো?

সম্প্রতি কলকাতায় এই সম্পর্কে দুটি কনভেশন হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, সাহিত্যিক, চিন্তাশীল বিদগ্ধ ব্যক্তিরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লোকসভায় আনীত এই বিলকে জাতীয় গ্রন্থাগার তথা সমগ্র জাতির স্বার্থের পরিপন্থী বলে অভিহিত করে, অবিলম্বে এই বিলকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। আজকে প্রয়োজন সারা ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকল্পের জন্য একটি সামগ্রিক বিল। দেশের একটি বা দুটি গ্রন্থাগারকে শক্তিশালী করলে কোন সমস্যারই সুরাহা হবেনা। শরীরের সব রক্ত মাথায় জমা হলে রোগীর যেমন ভাল না হয়ে খারাপই হয়, তেমনি অবস্থা দাঁড়াবে এইরূপ একদেশদর্শিতার চিন্তায়। প্রয়োজন সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনয়ন, চাই সারা দেশেই গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগারে উপযুক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব আরোপ। অথচ ক্ষোভের কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজও নিজ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করেননি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘদিনের আবেদন সত্ত্বেও। তাই কেবলমাত্র তির্যক চোখে কোন গ্রন্থাগারের দিকে না তাকিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারের জন্য দরকার সারাদেশের উপযুক্ত গ্রন্থাগার বিল, তাতে জাতীয় গ্রন্থাগারকে স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার কোনই প্রয়োজন নেই, বরং সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেখে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটির পুনর্গঠনেরই বেশী প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের জেলা গ্রন্থাগার ঃ "ভ্রাম্যমান বিভাগ"

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার এমন একটি জ্ঞানপীঠ বা শিক্ষাকেন্দ্র যা সর্বকালের সকলশ্রেণীর মানুষের প্রয়োজনে লাগে। শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ একটি গ্রন্থাগার থেকে জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করতে পারে। মানবজীবনে একটি গ্রন্থাগারের যে মূল্য, অন্য কোনও শিক্ষা কেন্দ্র, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্য তার কাছে বহুলাংশে সীমিত।

স্কুল থেকে বিদ্যালাভ করার পর, জ্ঞানের পরিধি বর্দ্ধিত করার জন্য কেউ আবার সেই স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য যাবেনা, কোনও কলেজ থেকে কৃতী হ'য়ে বের হবার পর আবার কেউ সেই কলেজে পড়তে যায়না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করার পর কেউই সেই ক্লাসে গিয়ে আবার বিদ্যার্জন করবেনা কিন্তু শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই বিদ্যার্জনের আশায় ঘুরে ফিরে বারবার প্রয়োজনমত একটি গ্রন্থাগারে আসতে পারবে। গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা কখনও কোথাও থেমে থাকেনা। জ্ঞানপিপাসু মানুষের জীবনে সেই শিক্ষা চলমান হ'য়ে উত্তরোত্তর সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধিকে অধিকতর বিস্তৃত ও সীমাহীন ক'রে তুলতে সাহায্য করে।

এছাড়া, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে স্থবিরতা আছে' তাদের কাছে উপস্থিত না হ'লে আমরা তাদের নাগাল পাইনা। সেই তুলনায় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে গতিবেগ আছে। "মহম্মদ যদি পর্বতের কাছে না যায়, তাহ'লে পর্বতই মহম্মদের কাছে আসবে" এই প্রবাদের অনুরূপ গ্রন্থাগারে অমরা সশরীরে উপস্থিত হ'তে না পারলেও গ্রন্থাগার আমাদের ঘরের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে "ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের" কথা উল্লেখ করছি।

ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের যে পাঁচটি নিয়মের উপর নির্ভর ক'রে গ্রন্থাগার সেবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে "পাঠকের সময়ের মূল্য" দেওয়া গ্রন্থাগার সেবার একটি অন্যতম নিয়ম। "ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার" এই নিয়মকে বিশেষভাবে মূল্য দেয় এবং এই নিয়মের বশবর্তী। যেখানে পাঠকের পক্ষে গ্রন্থাগারে আসবার সুবিধা বা সুযোগ নেই, সেই বাধাকে দূর ক'রে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার যানটি যথাসময়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার আকাঙ্ক্ষিত বইটি তার হাতে তুলে দিতে পারে এবং পাঠকের পাঠতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।

ডঃ রঙ্গনাথনের "Five Laws of Library science" বইটিতে উল্লেখ আছে যে ভারতবর্ষে প্রথম ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় তামিলনাড়, রাজ্যের তাঞ্জোর জেলার মান্নারগুড়ি শহরের

পশ্চিমে অবস্থিত মেলাডাসাল (Meladasal) গ্রামে। ১৯৩১ খৃঃ ডঃ রঙ্গনাথন এই গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। একটি দুই চাকার গরুর গাড়ীতে বই নিয়ে গ্রামের মধ্যে পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া হ'ত। একবৎসরের মধ্যে ২৪২টি গ্রামের মধ্যে ৭০টি গ্রামে গ্রন্থাগার সেবা কেন্দ্র (service point) স্থির করা হয়।

বর্তমানে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে পরিপুষ্ট জেলা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি ক'রে 'ভ্রাম্যমান বিভাগ' চালু করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী রাজ্য সরকারের ব্যবস্থায় শিক্ষাদপ্তরের অধীনে সমাজশিক্ষা দপ্তরকে পৃথকভাবে খোলা হয় এবং রাজ্যের সমস্ত জেলাগ্রন্থাগারগুলিকে এই দপ্তরের আয়ত্তে আনা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থা করা হয় এবং ভ্রাম্যমান বিভাগ তাদের মধ্যে একটি অন্যতম বিভাগ।

পশ্চিমবঙ্গের ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ঃ—

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ৯টি ও ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে আরও ১০টি, মোট ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার তৈরী হয়। এদের মধ্যে দুইটি জেলা গ্রন্থাগার দুইটি বিভিন্ন জেলায় অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার হিসেবে স্থাপিত হয়। যেমন বর্দ্ধমান জেলায় জেলাগ্রন্থাগার থাকা সত্ত্বেও সেই জেলার আসানসোল মহকুমায় অতিরিক্ত আরও একটি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারই স্বয়ংসম্পূর্ণ, কেউ কারও অধীনস্থ নয়। সুতরাং তাদের সঙ্গে যুক্ত ভিন্নভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে ভ্রাম্যমান বিভাগও কেবলমাত্র সেই স্বাধীন জেলা গ্রন্থাগারের অধীনস্থ। এই জেলা গ্রন্থাগারগুলি রাজ্যসরকারের অনুদানে পরিপুষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা সমাজশিক্ষা অধিকর্তা সেই জেলার জেলাগ্রন্থাগারের কর্মসচিব। অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে যেহেতু কর্মসচিব মহাশয়ের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র বহুদূরে অতএব গ্রন্থাগারিককে অনেক বেশী দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। ভ্রাম্যমান বিভাগ যেহেতু জেলা গ্রন্থাগারের একটি অংশ, কর্মসচিব বা গ্রন্থাগারিক এই বিভাগগুলি সরাসরি পরিচালনা করেন। ভ্রাম্যমান বিভাগ, সেই জেলার অন্তর্গত প্রতিটি মহকুমায়, সদস্য গ্রন্থাগারে বই আদানপ্রদান করে।

উদ্দেশ্য ঃ—

ভ্রাম্যমান বিভাগের কাজের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে জ্ঞানবিস্তার করা এবং সৎ শিক্ষা প্রচারের দ্বারা প্রতিটি মানুষকে সুস্থ মন ও সবল দেহ নিয়ে দেশের প্রকৃত নাগরিক ক'রে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের সদস্য হওয়ার নিয়ম :—

এক এক জেলার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা এক এক রকমের। সাধারণতঃ জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বিশেষভাবে এই বিভাগের সদস্য এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এর সদস্য হ'তে পারে। যে কোনও ক্লাব বা প্রতিষ্ঠানগত গ্রন্থাগার, কলকারখানা, অফিস, স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারও এই বিভাগের সদস্য হ'তে পারে।

সদস্য হওয়ার সময় সেই জেলাগ্রন্থাগারের নিজস্ব নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয়।

১) কোনও কোনও জেলা গ্রন্থাগার কেবলমাত্র সদস্যভুক্ত হবার ফর্মও সেইসঙ্গে আবেদন-কারী গ্রন্থাগারের কমিটির সভ্যদের নামসই করিয়ে জেলা গ্রন্থাগার অফিসে জমা রাখেন। যার ফলে পুস্তক সরবরাহ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে প্রয়োজনবোধে কমিটির সভাপতি বা কর্মসচিব ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

২) এই ফর্মগুলি সংশ্লিষ্ট Block Development office-এর Extension Social Education officer-কে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে সদস্য গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগারে জমা রাখে। তার মধ্যে সদস্য গ্রন্থাগারের বইএর সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা, চাঁদার হার, নিজস্ব বাড়ী কিনা, গ্রন্থাগারে যাতায়াতের রাস্তা পাকা কিনা ইত্যাদি সব তথ্য লেখা থাকে।

সদস্য গ্রন্থাগারের কাছে রাখা জেলা গ্রন্থাগারের সমস্ত বইএর জন্য সদস্য গ্রন্থাগার সব-রকমেই দায়ী থাকবে যেমন বই হারালে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

৪) সদস্যদের জেলাগ্রন্থাগারের নিয়মানুযায়ী বাৎসরিক চাঁদা ও Caution money জমা দিতে হয়। চাঁদার হার এক এক জেলায় এক একরকম। কোথাও বাৎসরিক চাঁদা ৫ টাকা, অন্য কোথাও ১০ টাকা, কোথাও Caution money ২৫ টাকা অন্যত্র ৩০ টাকা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সব জেলাগ্রন্থাগারের সদস্য হবার নিয়মাবলী বা শর্তাবলী এক নয়

পুস্তক নির্ব্বাচন ও তার বর্ত্তমান অবস্থা

কয়েকটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের বই নির্বাচন করা উচিত; (১) জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার করা এবং (২) উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে মানব জীবনের মানসিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন ও বিকাশ। (৩) সবসময় পাঠক পাঠিকার রুচি অনুযায়ী বই নির্বাচনের দ্বারা তাদের রুচিকে যথাযোগ্য পথে পরিচালিত করা। (৪) বই নির্বাচনের সময় স্মরণ রাখা উচিত যে জনসাধারণের বই পড়ার সময় অল্প এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের বই কেনার ক্ষমতা সীমা-বদ্ধ। (৫) প্রতিটি জেলার ইতিহাস এবং সমাজ ও সাহিত্যের কথা চিন্তা ক'রে সেইসব তথ্য ও তত্ত্বসম্বন্ধীয় বই কেনা উচিত। (৬) তবে পাঠক কোন বই পড়তে আগ্রহী এবং স্থানীয়

বাসিন্দাদের চাহিদা কি সেটাও বিবেচনার বিষয়। (৭) সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার এবং খ্যাত-নামা সাহিত্যিকদের সুরুচিপূর্ণ বই, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচিত বই এবং জেলা-ভিত্তিক গেজেটিয়ার ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় রিপোর্ট ইত্যাদি নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের জেলা গ্রন্থাগারাধীন ভ্রাম্যমান বিভাগের বই নির্বাচনের সময় উপরিলিখিত নিয়মগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়না। দেখা যায় শতকরা ৯০ টি বই উপন্যাস এবং এই উপন্যাসের মধ্যে ডিটেক্‌টিভ্‌ ও ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসই বেশী। অন্যান্য উপন্যাসের থেকে এই উপন্যাসের চাহিদাই বেশী আবার অন্যান্য বই এর তুলনায় উপন্যাসের চাহিদাই সর্বাধিক। অন্যান্য বিষয়ের পাঠকের সংখ্যা সীমিত। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থী পাঠক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী বই পড়তে চান কিন্তু সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ভ্রাম্যমান বিভাগে পাঠ্যপুস্তক জাতীয় বই রাখা হয়না।

চাহিদা অনুযায়ী বই :—পাঠকদের চাহিদার সমানুপাত বই ভ্রাম্যমান বিভাগের মাধ্যমে যোগান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়না। কারণ; ক) অর্থের অভাব খ) পাঠকের চাহিদার তুলনায় বই অতি অল্প।

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারে কর্মপদ্ধতি :—ভ্রাম্যমান বিভাগের রথ হ'ল একটি পুস্তক যান (Delivery van) এবং সারথী জেলাগ্রন্থাগার কর্মী একজন ড্রাইভার। ভ্রাম্যমান বিভাগের সূত্র British Library Association এইভাবে দিয়েছেন যে :— "Mobile Library : a vehicle, equipped and operated to provide, as far as reasonable and practicable, a Service comparable to a parttime branch library" অন্যান্য association এর মতে : Delivery van: a vehicle intended and adopted primarily for the transport of books in boxes or trays, and providning no facilities for the selction of books."

মাত্র ছয়টি জেলা গ্রন্থাগারের প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যার তালিকা থেকে দেখা যায় :—

		গ্রামীণ	ও সাধারণ
(অতিরিক্ত) জেলা গ্রন্থাগার	আসানসোল	৬	৩৫
,,	চব্বিশ পরগণা	১৬	৫৪
,,	পঃ দিনাজপুর	৩৩	৪
,,	পুরুলিয়া	৩৪	১০০
,,	বাঁকুড়া	৩৫	১২
,,	হুগলী	৪৭	২৫৪

কোন জেলায় প্রতিষ্ঠানগত এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যার কম বা বেশী নির্ভর করে সেই জেলার আয়তন, সরকারের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণের পাঠস্পৃহার উপর। এই বিভাগের জন্য জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী দুইজন (ড্রাইভার ও ক্লিনার) ভ্রাম্যমান বিভাগীয় যানে সদস্যদের কাছে বই দিয়ে আসেন ও নির্দিষ্ট দিনে বই নিয়ে আসেন। এটাই তাঁদের প্রধান কর্তব্য।

১) প্রথমে একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করতে হয়। জেলা গ্রন্থাগারিক বা কর্মসচিব মহাশয়কে দিয়ে সেই কর্মসূচী অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। কর্মসূচীতে উল্লেখ থাকে কত তারিখে, ক'টার সময়, কোন্ কোন্ সদস্য গ্রন্থাগারে বই দিয়ে আসবে এবং নিয়ে আসবে। ২) যে কোন একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি সদস্য গ্রন্থাগারকে একসঙ্গে বই সরবরাহ করার রীতিই বেশী প্রচলিত। যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পুস্তক যান যায়, সেখানকার কর্মী পিওন একটি সাইকেলে ক'রে নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রন্থাগারে বই দিয়ে আসতে পারে। অথবা অন্য গ্রন্থাগার থেকে কেউ এসে সেই কেন্দ্র থেকে তাঁদের পাওনা বই নিয়ে যান। যেখানে গ্রামীন গ্রন্থাগার নেই সেখানে অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ একটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। ৩) অনেক সময় পুস্তক যান সরাসরি সব সদস্য গ্রন্থাগারেই উপস্থিত হ'য়ে বই সরবরাহ করে। ৪) সদস্যদের কাছে যাবার আগে তাদের চিঠি দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে পুস্তক যান যাবার সংবাদটি জানিয়ে দেওয়া হয়। ৫) ড্রাইভার, ক্লিনার ছাড়াও গ্রন্থাগার সহকারী কর্মীদের মধ্যে কেউ বা কখনও কখনও গ্রন্থাগারিকও, কেন্দ্রগুলিতে যান এবং বই সরবরাহের কাজে লিপ্ত থাকেন। তবে সব জেলা গ্রন্থাগারিকই এই কাজে যাবার অনুমতি কর্মসচিব মহাশয়ের কাছ থেকে পান না। ৬) কোন্ কোন্ কেন্দ্রে কি কি বই সরবরাহ করা হবে জেলা গ্রন্থাগার কর্মীরা বেছে দেন অথবা অনেক জায়গায় সদস্যরা নিজেরাই পুস্তক যান থেকে বই নির্বাচন ক'রে নেন। ৭) কতসংখ্যক বই একসঙ্গে এক একটি সদস্য গ্রন্থাগারে দেওয়া হবে জেলা গ্রন্থাগারিক অথবা কর্মসচিব তা স্থির করেন। কোনও কোনও জেলায় একসঙ্গে ১০টি বই দেওয়া হয়, কোথাও বা ১৫ বা তার বেশী, কোথাও ২৫টি দেওয়া হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের চেয়ে সাধারণতঃ অনেক জেলায় বেশী সংখ্যক বই পান। ৮) একটি Issue Register এ কোন্ কোন্ বই দেওয়া হয় ও ফেরৎ পাওয়া যায়, সেসবই লেখা থাকে। কোথাও membership card এর সঙ্গে Book card জমা রাখা হয়, কোথাও বা কেবল মাত্র Issue Register এর সাহায্যেই কাজ চালানো হয়।

একটি কেন্দ্র সাধারণতঃ বছরে ৫।৬ বারের বেশী বই পাননা। পুস্তক সরবরাহ নিয়মিতভাবে এবং বেশীবার করতে হ'লে—ক) জেলা গ্রন্থাগারের বইএর সংখ্যা বেশী হওয়া প্রয়োজন, খ) যানটি নিয়মিতভাবে চালু রাখা প্রয়োজন, গ) যানটি গ্রন্থাগারের কাজেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত, ঘ) পেট্রল খরচের জন্য সরকারী অর্থের পরিমান বাড়ানো উচিত। বইএর চাহিদার তুলনায়

এবং পাঠকের সংখ্যাধিক্যের তুলনায় এই সরবরাহের কাজ অতি অল্প, অতি সীমিত। প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

প্রাচীন ব্যবস্থা : সরকারী ব্যবস্থায় জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে কোনও কোনও রাজ্যে (বিহার ও উড়িষ্যায়) গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের কাছে বই পৌছে দেবার প্রথা ছিল, তবে তখন বই বিতরণের নিয়ম ছিল ভিন্ন। Delivery van জাতীয় কিছু না থাকায় একটি ষ্টীল ট্রাঙ্কে বই ভর্তি ক'রে 'গ্রাম সেবক'রা গ্রামের পড়ুয়াদের কাছে বই বিতরণ করতেন আবার একমাস পর গিয়ে সেই ট্রাঙ্কে বইগুলি ফেরৎ নিয়ে আসতেন। এইভাবে গ্রামের মানুষের পাঠাস্পৃহা তৃপ্ত করতেন। বিহারে কোন কোন জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র ক'রে এই বই সরবরাহ হত।

<u>জেলা গ্রন্থাগারে ভ্রাম্যমান বিভাগ :</u> ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বিভাগটি জেলাগ্রন্থাগারগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র বিভাগ। এই বিভাগের বিশেষত্বগুলি এই রকম :—

১) একটি পুস্তক বিতরণ যান আছে, বিভিন্ন সদস্য গ্রন্থাগারে গিয়ে বই দিয়ে আসে। বিশেষভাবে এই বিভাগের পুস্তক বিতরণ কাজে যানটি ব্যবহৃত হলেও গ্রন্থাগার কর্মসচিব মহাশয় তাঁহার সরকারী কাজেও যানটি ব্যবহার করেন। ২) এই বিভাগের জন্য জেলাগ্রন্থাগারে বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্মীদ্বয় ড্রাইভার ও ক্লিনার এই যান চলাচলের কাজে লিপ্ত থাকেন। ৩) একটি বিভাগীয় Register বা খাতা থাকে। কেবলমাত্র এই বিভাগের বইএর তালিকা এই Register এ পাওয়া যায় এবং এই তালিকা জেলা গ্রন্থাগারের মূল Accession Ragister থেকে সংগৃহীত হয়। ৪) এই বিভাগের বই কেবলমাত্র এই বিভাগায় সদস্যদের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনবোধে এক একটি বই চাহিদা অনুযায়ী ২।৩ কপি ক'রে রাখার চেষ্টা করা হয়। ৫) Delivery van প্রতিটি কেন্দ্রে বই সরবরাহ করে, পুনরায় সেই কেন্দ্রে গিয়ে বই ফেরৎ না নিয়ে আসা পর্যন্ত সেই কেন্দ্রের সদস্যরা বইটির নিজেদের কাছে রাখতে পারেন। তবে ব্যতিক্রম আছে যেমন কোনও কোনও জেলা গ্রন্থাগারের কাছাকছি সদস্য কেন্দ্র যদি দেখে যে গ্রন্থাগার যান যে কোন কারণেই হোক্, কেন্দ্রে এসে বই সরবরাহ করতে বিলম্ব করছে তাহলে সেই কেন্দ্রের সদস্যরা এসে সমস্ত বই জেলাগ্রন্থাগার থেকে বদলে নিয়ে যাবার অনুমতি লাভ করে। ৬) সাধারণতঃ জেলাগ্রন্থাগারের এই বিভাগে বেশী দামী বই রাখা হয়না ; অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে বই হরাবার বা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা এই বিভাগে অত্যন্ত বেশী। বেশী টাকা দামের বই হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হ'লে সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে একই বই বারবার কেনা বা একাধিক সংখ্যায় কেনা সম্ভব হয়না। ৭) যে বইগুলি সদস্যদের দেওয়া হয় সেগুলি একটি Issue Register এ লেখা হয় এবং সদস্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক

বা কর্মসচিব মহাশয়কে দিয়ে সই করান হয়। পরের বার বইগুলি মিলিয়ে ফেরৎ নেওয়া হয় বা কার্ড প্রথায় বই লেনদেন হ'লে সভ্যকার্ড ও বইএর কার্ড মিলিয়ে বই ফেরৎ নেওয়া হয়। সেগুলি ফেরৎ পাওয়া যায়না, তা আবার লেখা হয় ৮) আবহাওয়ার পরিবর্তন অনুযায়ী এই বিভাগীয় কাজে অনেক জেলায় গ্রীষ্মকালে সকালে এবং অন্যান্য সময় দুপুরে বা বিকেলে Delivery van পাঠান হয়।

ভ্রাম্যমান বিভাগের বিভিন্ন অসুবিধা ও ত্রুটি বিচ্যুতি : (১) এই বিষয়ে সর্বপ্রথম বলা যায় যে প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারে ভ্রাম্যমান বিভাগ থাকলেও এবং একই সরকার কর্তৃক পরিচালিত হ'লেও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নিয়মকানুন বিভিন্ন প্রকারের। (ক) সদস্যযুক্ত করার নিয়ম (খ) চাঁদার হার এবং জামানত, (গ) বিভাগীয় কর্মীদের এই বাবদে দৈনিক ভাতার হার (যখন তাঁরা সদস্য কেন্দ্রে বই বিতরণে যান তারজন্য দৈনিক ভাতা পান), এবং (ঘ) কর্তৃপক্ষের পরিচালন ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। (২) সরকার যে বাৎসরিক অর্থ জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে দিয়ে থাকেন, তার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। কর্মীদের প্রত্যেকের মাইনে ইত্যাদি ছাড়া বই কেনার জন্য বৎসরে ৩০০০৲ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ২০০০৲ মাত্র সম্বল ক'রে জেলাগ্রন্থাগারের সব চাহিদা পূরণ করতে হয়, যা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এই বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র আর্থিক অনুদান কিছু নেই। জেলা গ্রন্থাগারে বাৎসরিক যে অর্থ সরকার দিয়ে থাকেন, তার থেকে একটি অংশমাত্র এই বিভাগের সব বিষয়ে ব্যয় করা হয়। ঠিকমত বৎসরে অন্ততঃ ছয়বার বই সরবরাহ করতে হ'লে এক এক জেলায় বৎসরে ১০০০৲ টাকার বেশী পেট্রল খরচ হয়, তাছাড়া গাড়ী সারানোর কাজে প্রয়োজনমত আরও টাকা ব্যয় হয়। অর্থের দুরবস্থার কারণে বছরে নিয়মিত বই দেওয়া অনেকসময় সম্ভব হয়না, এবং ভাঙ্গা গাড়ীও অনেক সময় সময়মত সারানো হ'য়ে ওঠেনা। এসব ব্যাপারের জন্য নির্ভর করতে হয় জেলা গ্রন্থাগারের কর্মসচিব (জেলার সমাজশিক্ষাধিকারিকের) উপর, তিনি কিছু বাড়তি টাকার ব্যবস্থা করেন, তাই দিয়ে এই ধরণের গাড়ী সারানো বা গ্রন্থাগার ভবনের সংস্কার বা ঐ জাতীয় কিছু কাজ করা হ'য়ে থাকে। তবে চাহিদার তুলনায় এই অর্থের পরিমান সীমিত এবং এর কোন নিশ্চয়তা নেই। (৩) সবসময়ই পুস্তকযান কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের কাজেই ব্যবহৃত হয়না। পদাধিকার বলে কর্মসচিব মহাশয় প্রয়োজন-বোধে এই যানটি অন্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করতে পারেন, ফলে গ্রন্থাগারের কাজে ও আর্থিক ভাবে অনেক ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়তে হয়। (৪) এই বিভাগের আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানোর জন্য সদস্য গ্রন্থাগারদের চাঁদার ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই চাঁদা নিয়মিত পাওয়া যায় না। সদস্য গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় কারণ : (ক) সরকার গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করলেও বছরের পুরা টাকা তাঁরা সময়মত পাননা। (খ) স্থানীয় Block Development Office থেকে মাঝে মাঝে যে আর্থিক সাহায্য কোন কোন

গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়, তার কোনও স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নেই। তাঁরাও সময়মত বা নিয়মমাফিক টাকা পাননা। (গ) গ্রামের লোকেদের সাহায্য ও চাঁদার ওপর নির্ভর ক'রে যে গ্রন্থাগারগুলির উৎপত্তি সেখানে গ্রামীণ, সামাজিক ও ব্যক্তিগত দলাদলি সমস্ত বাধার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। (৫) চাহিদানুযায়ী নিয়মিত বই সরবরাহ করা জেলা গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। বৎসরে মাত্র তিনহাজার টাকার বই কিনে ভ্রাম্যমান বিভাগে কত বই রাখা যায়? প্রতিটি বিভাগের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বই, সাময়িকপত্রাদি সংবাদপত্র ইত্যাদি কিনতে হ'লে কেবলমাত্র এই একটি বিভাগের জন্য অর্থের কতটুকু অংশ থাকে? কৃষিপ্রধান বা শিল্পপ্রধান জেলাগুলিতে পাঠকের পরিবেশের ও শিক্ষার উপযোগী বই বেশী পরিমানে সরবরাহ করা উচিৎ, কিন্তু সবসময়ে তা সম্ভব হয় না। (৬) জেলা গ্রন্থাগার থেকে সদস্য গ্রন্থাগারগুলির দূরত্ব কোথাও কোথাও অত্যন্ত বেশী। কোনখানে হয়ত গাড়ীতে ২½ ঘণ্টার পথ, কোথাও বা ৫।১০ মিঃ। এক একটি অঞ্চল ভাগ করে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা সেই ধরণের কোন গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির জন্য বই সরবরাহ করতে পারলে সুবিধা হয় কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, একটি গ্রন্থাগার অপর একটি গ্রন্থাগার কেন্দ্রে এসে বই নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পুস্তক যানটি তাঁদের প্রত্যেক গ্রন্থাগারে উপস্থিত হয়ে বই আদানপ্রদান করুক তাই চান। কোন কোন গ্রামে পাশাপাশি দুইটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে, কোথাও গ্রামে বা কাছাকাছি প্রতিবেশী গ্রামে একটিও গ্রামীণ গ্রন্থাগার নেই। তার ফলে জেলা গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করতে অসুবিধা হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মী পিওন অন্যান্য গ্রন্থাগারে তাঁর সাইকেলে করে বই দিয়ে এবং নিয়ে আসতে পারেন, অন্যান্য গ্রন্থাগারে এই সুবিধা নেই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এই যে, গ্রামের গ্রন্থাগারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরের প্রতি রেষারেষি ও দলাদলির মনোভাব থাকায় পরস্পরের কোনও বিষয়েই কেউ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনা। এর ফলে জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমান বিভাগের কাজে এইসব অসুবিধা কিছু কিছু ভোগ করতে হয়। (৭) পুস্তক বিতরণ যানে যে যে জেলা গ্রন্থাগার কর্মীরা পাঠকের কাছে গিয়ে বই আদানপ্রদান করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা এবং তাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ সাধন করার উদ্দেশ্য থাকা এবং ভালমন্দ বই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই কারণে উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মীদের এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত; এ সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বিভাগের জন্য উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা :

এই বিভাগের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুচিন্তা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন :

১) সদস্য সংখ্যার সমানুপাতে এই বিভাগের বইএর সংখ্যা বাড়ানো উচিত।

২) বছরে ছয়বার অর্থাৎ প্রতি দু'মাসে একবার ক'রে প্রতিটি জেলাগ্রন্থাগার থেকে সদস্য

গ্রন্থাগারগুলিতে বই দেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিমাসে একবার ক'রে বই দিতে পারলে ভাল হয়। সময়মত বই না পাওয়ার জন্য ও তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী বই না পাওয়ার জন্য প্রায় সব জেলার সদস্যরাই অভিযোগ করেন। তাঁরা নতুন বই চান এবং অধিকসংখ্যকবার বই পড়তে চান।

(৩) জেলা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে Inter-library loan system বা আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন প্রথা চালু থাকা প্রয়োজন। কারণ তাহ'লে এক জেলার কোন সদস্য সেই জেলার গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় বা চাহিদামত বই না পেলে প্রতিবেশী জেলা গ্রন্থাগার থেকে সেই বই বা বইগুলি পেতে পারেন। এবং কোন্ জেলার ভ্রাম্যমান বিভাগে কি বই আছে না আছে তার জন্য একটি Union Catalogue তৈরী করতে পারলে ভাল হয়।

(৪) সরকারী অর্থের অনুদানের মাত্রা আরও বেশী না হ'লে অধিক সংখ্যক বই, বাৎসরিক প্রকাশিত নতুন বই ও প্রতিমাসে একবার ক'রে বই দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে অতি সীমিত আয়ের মধ্যে জেলা গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধানের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। (৫) সরকারী সাহায্য ছাড়াও আর্থিক সঙ্গতির জন্য গ্রামের গ্রন্থাগারগুলির জন্য বেসরকারী সাহায্য হিসেবে গ্রামের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। (৬) গ্রামের লোকের গ্রন্থাগার গঠনের ও বই পড়ার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তাঁদের এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। জেলাগ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমান বিভাগ এই দায়িত্ব নিতে পারে। সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা বর্ধিত করা দরকার। তাতে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী নিযুক্ত ক'রে পদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। Block Devlopment office থেকে সেই সেই ব্লকে গ্রন্থাগার তৈরী ও তাদের নিয়মিত বাৎসরিক অর্থ সাহায্যদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। গ্রন্থাগার যে কেবলমাত্র একটি চার দেওয়ালের ঘরে কতকগুলি যেমন তেমন বইয়ে ভর্তি আলমারী রাখার জায়গামাত্র নয়, গ্রন্থাগার পরিচালনায় যে শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মকানুন কিছু আছে, কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন, গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে এটা উপলব্ধি করান প্রয়োজন, ৭) জনসাধারণের বই পড়ার রুচির পরিবর্তন করা উচিত। শিক্ষামূলক বই বা সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন-দিক নিয়ে লেখা বই-এর চাহিদা তুলনায় কম। পাঠক উপন্যাসের প্রতি বেশী আগ্রহী। ভ্রাম্যমান বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের বই পাঠকের মধ্যে বিতরণ ক'রে তাঁদের পাঠস্পৃহার ও রুচির পরিবর্তন করা যায়। ৮) জেলা গ্রন্থাগারে বৎসরে অন্ততঃ একবার আলোচনাচক্রের আয়োজন থাকা প্রয়োজন, যেখানে ভ্রাম্যমান বিভাগের সব সদস্যরা একত্রিত হ'য়ে এই বিভাগীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে সবরকম আলোচনা করতে পারে। তাহলে জেলাগ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সদস্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাব বিনিময়ের সুযোগ হয় ও পরস্পরের প্রতি দোষারোপ না ক'রে সমস্যাগুলির সমাধানের পথ খুঁজে

বার করা সহজ হয়। ৯) গ্রন্থাগারে যাতায়াতের পথ সুগম ও যথাসম্ভব পাকা রাস্তা করা প্রয়োজন। অনেকসময়, বিশেষ ক'রে বর্ষাকালে, পুস্তক যান গ্রামের গ্রন্থাগারগুলিতে বই দিয়ে আসতে পারেনা কারণ তখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যাতায়াতের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় থাকে। ১০) সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে যে গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তার গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা অন্ততপক্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে Certificate course পাশ না থাকলে এই পদে নিযুক্ত হন না। গ্রন্থাগার পরিচালনায় এবং গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগের কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন। গ্রন্থাগারগুলি এক একটি বিজ্ঞানসম্মত নিয়মাধীন প্রতিষ্ঠান। যে সমস্ত কর্মী শিক্ষণপ্রাপ্ত নন কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত হ'তে ইচ্ছুক, নানাকারণে Bengal Library Association বা সরকার পরিচালিত Certificate course গ্রহণ করতে অপারগ, তাঁদের সুবিধার্থে প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারে একটি করে Short course প্রবর্তন করা প্রয়োজন যাতে নিকটবর্তী জেলা গ্রন্থাগারের শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সহযোগিতায় কিছু তাত্ত্বিক (theoretical) এবং প্রকরণগত (Practical) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। সেই সেই জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন অনভিজ্ঞ গ্রন্থাগার কর্মীরা হাতে কলমে কাজ শিখে উপকৃত হ'তে পারেন এবং এঁদের দ্বারা গ্রন্থাগারগুলিরও উপকার হয়। শিক্ষাদানের ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য করবেন এবং যাঁরা এই শিক্ষা গ্রহণ করবেন উভয় পক্ষের প্রতিই সরকারের সাহায্য থাকা উচিত। শিক্ষা বিভাগের সমাজ শিক্ষা দপ্তর এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে চিন্তা ক'রে দেখতে পারেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত মতামত :

কোনও একটি জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদে কয়েকবছর কাজ করার দরুণ ভ্রাম্যমান বিভাগ সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমি যে গ্রন্থাগারে ছিলাম, সেখানে কর্মসচিব মহাশয় আমাকে পুস্তকযানের সঙ্গে ভ্রাম্যমান-বিভাগের কাজে যাবার অনুমতি দেননি। অন্যান্য বহু জেলায় (যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলী ইত্যাদি) গ্রন্থাগারিক নিজ নিজ এলাকায় Mobile এর কাজে যান এবং এরজন্য দৈনিকভাতাও লাভ করেন। সদস্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সবরকম যোগাযোগ আমার সঙ্গে হ'ত ভ্রাম্যমাণ বিভাগের কর্মীদের মাধ্যমে। তার ফলে তাঁদের সম্বন্ধে যেমন আমার ধারণা স্পষ্ট ছিলনা, তাঁরাও জেলা-গ্রন্থাগারের কর্মী ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেননা। কেবলমাত্র বই আদানপ্রদান করা ছাড়া তাঁরা আর কোন বিষয়েই জেলা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উৎসাহী নন। জেলা গ্রন্থাগারের কাঠামো, কর্মপদ্ধতি, পরিচালনা ইত্যাদি তাঁদের না জানা থাকায় সব বিষয়েই তাঁরা জেলা গ্রন্থাগারিককে দোষারোপ করতেন এবং আমিও তাঁদের সুবিধা অসুবিধা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

তাই আমি স্থির করলাম যে এই সদস্য গ্রন্থাগারগুলির স্বরূপ আমি স্বচক্ষে দেখব। আমি কর্মসচিব মহাশয়কে আমার আকাঙ্ক্ষার কথা জানালে তিনি একটি Tour programme এ পুস্তক বিতরণ যানে অন্যান্য কর্মীর সঙ্গে আমাকে যাবার অনুমতি দিলেন কিন্তু আমাকে সাবধান ক'রে দিলেন যে, এরজন্য আমি কোনও দৈনিক ভাতা পাবো না। আমি সম্মত হলাম।

মোট ৩৫টি সদস্য গ্রন্থাগার আমি ঘুরে দেখেছি, তাদের মধ্যে পাঁচটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

গ্রামের মানুষের মধ্যে উৎসাহের অভাব যেমন চোখে পড়েনি, তেমনি আবার গ্রামের ব্যক্তিগত ও দলীয় পারস্পরিক রেষারেষিও চোখে পড়েছে। একটি গ্রন্থাগার দেখেছি মুদী দোকানের ভেতর। মুদী দোকানের মালিক তো মহিলা গ্রন্থাগারিককে দেখে লজ্জায় কথাই বলতে চাইছিলেন না, পরে অবশ্য সহজ হ'য়ে অনেক সংবাদ দিলেন। তাঁর উৎসাহেই দোকানে কিছু বই রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, গ্রামের আর পাঁচজন লোকের মধ্যে সেই বই পড়তে দেওয়া হয়। মালিক ভদ্রলোক বেশ ধনী, তাঁর অন্তগ্রামে একটি পেট্রল পাম্পের ব্যবসা আছে, তিনি তবুও গ্রন্থাগারের জন্য ভিন্ন কোনও বাড়ীর ব্যবস্থা কেন করেননি জানিনা। এই দোকান থেকে অনেক বই চুরি হ'য়ে গেছে এবং কিছু বই অন্য লোকেরা এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে, কিন্তু তবুও এই মুদী দোকানেই বই রাখা থাকে, জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক যান সেখানে গিয়ে বই দিয়ে ও নিয়ে আসে। বেশীরভাগ গ্রন্থাগারই টালির বা নারকেলপাতার ছাউনি দেওয়া কাঁচামাটির ঘর। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই অতি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। দৈনিক কাগজ হয়ত কোথাও রাখা হয়, কোথাও তাও নয়। অন্যান্য পত্রপত্রিকা অর্থের অভাবে অনেক গ্রন্থাগারেই রাখা হয়না। কোনও এক গ্রামের এক পরিবারের শিক্ষিত ছেলেরা একটি পারিবারিক গ্রন্থাগার ধরণের খুলেছেন, জেলা গ্রন্থাগারের সদস্য হ'য়ে তাঁরা নিয়মিতভাবে পুস্তকযান থেকে বই সংগ্রহ করেন। প্রায় শতকরা ৯৯টি গ্রন্থাগারই পুস্তকযান থেকে নিজেরা বই বেছে নেবার পক্ষপাতী, তবে এর ফলে পুস্তকযান থেকে বই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী ব'লে দেখা গেছে। খুব কম গ্রন্থাগারই দেখেছি খুব পরিচ্ছন্ন এবং গ্রন্থাগারকর্মীরা বেশ উৎসাহী। সব গ্রন্থাগারই চায় সরকারী সাহায্য। তবে সরকার যে গ্রন্থাগারগুলিতে সাহায্য করেন, সেখানে বছরে কিছু বই ছাড়াও রেডিও কিছু খেলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, তাতে গ্রামের যুবক ছেলেরা আরও উৎসাহী হয়। কিন্তু Club এবং Library একসঙ্গে থাকলে Libraryর অনেক ক্ষতি হয়। গ্রন্থাগারগুলি যে কেবলমাত্র বই আদানপ্রদান করার কেন্দ্রই নয়, এছাড়াও তাদের আরও সামাজিক কাজ আছে, তার মর্ম গ্রামের লোকেদের মধ্যে তেমনভাবে এখনও উপলব্ধি হয়নি। গ্রন্থাগারের কর্মীরাও নানা কারণে এবিষয়ে তেমন সচেতন নন। এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলিতে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, সাধারণতঃ উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাউকে এতে সভাপতি বা প্রধান অতিথি করা হয় যাতে এই গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁর মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি অকর্ষণ করা যায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পরিবেশে এক একটি গ্রন্থাগারের অবস্থিতি খুবই মনোরম। তবে গ্রামের এত ভিতরে এক একটি গ্রন্থাগার অবস্থিত যে কাঁচা রাস্তা থাকার জন্য বর্ষার সময় 'পুস্তক যান' যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। কোনও গ্রামে ধনীব্যক্তির সাহায্যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তারই একটি ভিন্ন ঘরে গ্রন্থাগারের বই রাখা হয়, বিদ্যালয়ের ছুটির পর সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গ্রন্থাগারের কাজকর্ম চলতে থাকে।

কিছু গ্রামীণ গ্রন্থাগারের (Rural Library) নিজস্ব বাড়ী আছে, যা সরকারী টাকায় তৈরী এবং সেখানকার গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তাঁদের মাইনে ইত্যাদিও সরকার দেয়। তবে এধরণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা তুলনায় অনেক অল্প। গ্রন্থাগারগুলির সাধারণ অভিযোগ "ভালবই" এবং "নতুনবই" বেশীসংখ্যক তাঁরা পান্না। অর্থ সংকটের দরুণ অনেক গ্রন্থাগারেরই কয়েকদিন পর নাভিশ্বাস ওঠে। এই গ্রন্থাগারগুলি গ্রাম জীবনের অর্থ ও সংস্কৃতি বহন করে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় এই কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যায়।

উপসংহার :—"Life is something more than bread and butter." দেহের পুষ্টির জন্য রুটি মাখনের প্রয়োজনীয়তাকে কেউ অস্বীকার করেনা কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য চাই মানসিক পুষ্টি। এই মানবিক শক্তিই ইঞ্জিনের মত দেহকে জীবনের পথে পরিক্রমণে সাহায্য করে। এই জন্য চাই উৎকৃষ্ট চিন্তা, উৎকৃষ্ট সাধনা, যা একমাত্র গ্রন্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে পারে। গ্রন্থ থাকলেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগারগুলি মানুষের জীবনের প্রাণকেন্দ্র।

ভিয়েৎনামের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার জগৎ : কয়েকটি তথ্য

সংকলক : অরুণকুমার রায়

[এই তথ্য সংকলন পড়ার সময় পাঠকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন মনে রাখেন—(ক) ভিয়েৎনামের আয়তন ৩২,৯৬০০ বর্গকিলোমিটার, (খ) শুধুমাত্র নিকসন সরকারের সময়ে ১৯৭১ সন পর্যন্ত এদেশে বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্র বর্ষিত হয়েছে ১ কোটি টনের কিছু বেশী অর্থাৎ ২য় বিশ্বযুদ্ধে উভয়পক্ষের সামগ্রিক বোমা বর্ষণের চেয়ে বেশী !]

১৯৩৯ সালে ফরাসী অধিকৃত ভিয়েৎনামে বৎসরে ১৫,৭০০,০০ কপি বই প্রকাশিত হতো আর ১৯৬৪ সালের স্বাধীন ভিয়েৎনামে প্রকাশিত হচ্ছে, ২৩,২৮৭,০০০ কপি। ১৯৪৫ সালে ফরাসী বিতাড়নের পরে, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বই যেমনি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি সুস্থ জীবনবোধ গড়ে তোলার জন্য স্মৃতিকথা, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বীরদের জীবনী, গল্প কবিতা উপন্যাসও প্রকাশিত হচ্ছে। বাদ যায়নি দর্শন বা ভাষাতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাও।

বর্তমানে (১৯৭১) শুধু হ্যানয়েই ১৬টি প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে, এ ছাড়াও তে-বাক, ভিয়েৎ-বাক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে রয়েছে আরও দুই সংস্থা। 'সুহাট', যার বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়ায় 'সত্য' এই গুলির ভিতর বৃহত্তম। এছাড়া বৈদেশিক ভাষার প্রকাশন সংস্থা ৭টি প্রধান বিদেশী ভাষায় বই, পত্র, পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে নিয়মিত। সরকার নিজ দায়িত্বে দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশেও বইপত্র যাতে পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে পারে, তারজন্য জেলাকেন্দ্র, গ্রামীণ সমবায় সংস্থা ও বিদ্যায়তনগুলির মাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি যে সমস্ত অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, সেই সমস্ত অগ্রবর্তী ঘাটিতেও সরকার নিয়মিত বই, পত্র পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন রেশন বা যুদ্ধাস্ত্রের মত অগ্রাধিকার দিয়েই।

সংবাদ পত্রের সংখ্যাও প্রচুর—এই মুহূর্তে হাতে যে পুস্তিকাটি আছে তাতে ৯টি প্রধান দৈনিক, আর অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রতিটি প্রধান শাখার অন্তত ১টি করে বিশেষ সাময়িকীর (Specialised periodical) হিসাব দেখতে পাচ্ছি।

১৯৪৫ সালের বিপ্লবের আগে সমস্ত ইন্দোচীনে* গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪টি (প্রতি ১০০টি গ্রামে গড়ে ১০টি হিসাবে তিন শ্রেণী বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় ; সমগ্র ইন্দোচীনে ১টি বিশ্ববিদ্যালয় নামাবশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল। শতকরা ৫ ভাগ লোক লেখাপড়া জানতেন)—হ্যানয়ে ১টি ; হিউতে ১টি ; সায়গনে ১টি আর ১টি ছিল ফমপেনে। সায়গনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃত্বাধীন ছিল

বাকী গ্রন্থাগারগুলি। সায়গনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বইপত্রের সংখ্যা ছিল ৯২,৬১২ (১৯৩৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় জাতীয় মুক্তিবাহিনী ভিয়েৎবাকের পার্বত্য অঞ্চলে মূলতঃ অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত প্রায় ২০,০০০ বইপত্র যোগাড় করে অতিক্রুত একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। যে সমস্ত অঞ্চল তাঁরা মুক্ত করতে পেরেছিলেন, সেই সমস্ত অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট স্থানান্তরকরণোপযোগী (Mobile ?) গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। ১৯৪৫ সালে হ্যানয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভিয়েৎনাম গণপ্রজাতন্ত্রের জাতীয় গ্রন্থাগারের রূপ নেয়। ঐ গ্রন্থাগারের ১০,০০০,০ বইপত্র বর্তমানে ১০, ০০০,০০ বেশী দাঁড়িয়েছে। ১৮৮টি সাময়িকীর ক্ষেত্রে বর্তমানে ৪০০০ টির বেশী সাময়িকী নিয়মিত আসে এই গ্রন্থাগারে। প্রাচ্য ভাষা বিষয়ক, জাতিতত্ত্বমূলক, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, মানচিত্র, খোদাইয়ের কাজ, গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদির বিশেষ বিভাগও জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম অঙ্গ। ইন্দোচীনে প্রকাশিত প্রতিটি বইপত্রই জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হয়। গড়ে দৈনিক ১০০০ পাঠক নিয়মিত এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। বৎসরে প্রায় ৩৫,০০০ হাজার বই 'ইস্যু' হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারে আছে দুটি প্রধান বিভাগ—Natural & Social Sciences.

প্রাদেশিক বড় সহরগুলিতে আছে ৩৪ টি গ্রন্থাগার; আছে ১০২টি পাঠকক্ষ, জেলাসহর ও সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে। এ ছাড়া ২,০০০ হাজার গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বইপত্রের সংখ্যা ৬০,০০০,০ লক্ষেরও বেশী। যার গড় হিসাব দাঁড়ায় প্রতি ১০ জনে ৭টি বই। এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈজ্ঞানিক ও বিশেষ গ্রন্থাগার। ১৯৫৫ সাল থেকে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রায় ৪৮ টি রাষ্ট্রের জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলি উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সংহতিকল্পে প্রায় ৫ লক্ষ বইপত্রের বিশেষ সংগ্রহও করেছেন। ভিয়েৎনামের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল বক্তব্য হলো "পাঠকদের কাছে বই পৌছে দেয়া যাতে তাঁরা পড়তে পারেন ও প্রভাবিত হতে পারেন।" এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আরও বেশীসংখ্যক বইপত্র আরও বেশী পরিমানে যাতে জনগণের কাছে পৌছতে পারে তার প্রাত্যহিক চেষ্টা চলছে।

পঠন পাঠন ভিয়েৎনাম জনজীবনের অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে। সেলুনে চুল কাটতে গিয়ে, চা-সিগারেট খাওয়ার ফাঁকে সাধারণ মানুষ বই পড়ছে। ফরাসী শাসনাধীন ভিয়েৎনামের মত বইপড়া আর বিলাসিতার পর্যায়ে নেই। অসংখ্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বোমার আঘাত প্রতিরোধে নূতনভাবে গ্রন্থাগার সমূহের বিন্যাস সাধন করতে হয়েছে। বই পাঠানো হচ্ছে যৌথ কৃষিখামার আর কল কারখানায়—যেখানে চলছে যৌথ পড়াশোনা। জাতীয় গ্রন্থাগার পঠন পাঠন ও ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবেই জাতির বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গবেষকরা যাতে তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আনায়াসে পেতে পারেন তার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত

বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্ণোদ্যমে চলছে পরিস্থিতির অনুরূপ গ্রন্থাগার কর্মিদের শিক্ষণ ব্যবস্থা। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাতে সমস্ত আগ্রাসী বাধা বিপত্তি ঠেলে ফলে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য গঠিত হয়েছে ভিয়েৎনাম গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি।

* ইন্দোচীন = ভিয়েৎনাম + লাওস + কম্বোডিয়া।

নিম্নলিখিত সূত্র থেকে এই তথ্য সংকলন করা হয়েছে :

1) Vietnam : a sketch. Foreign Languages Publishing house, Hanoi, 1971.

2) Vietnamese Studies ; No 31. Hanoi, 1971

বগুলা কলেজের গ্রন্থাগারিক ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস নিহত

রাণাঘাট থেকে গত ৩০শে মে তারিখে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ যে বগুলা কলেজের গ্রন্থাগারিক ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস তাঁর দুর্গাপুর গ্রামের বাড়ীতে আততায়ীর আক্রমণে নিহত হয়েছেন। দুষ্কৃতকারীরা তাঁর উপর শক্তিশালী বোমা নিয়ে আক্রমণ চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কলেজের দীর্ঘদিনের নানারকম গোলমালের ফলে অসমাপ্ত হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব পেয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছিলেন বলেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের অপ্রিয়ভাজন হ'য়ে তাঁকে এই বীভৎস মৃত্যুর শিকার হ'তে হ'য়েছে।

স্বর্গতঃ বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন এবং গত মার্চ মাসে কালাকাটায় অনুষ্ঠিত ত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেছিলেন।

আমরা স্বর্গত বিশ্বাসের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তোরিক সমবেদনা জানাই এবং অবিলম্বে অপরাধীদের শাস্তিবিধানের দাবী জানাই।

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২
সম্পর্কে
কনভেনশন

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনুরুল হাসান লোকসভায় জাতীয় গ্রন্থাগার বিল পেশ করেন, যার উদ্দেশ্য মূলতঃ জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে হস্তান্তর করা। সংসদের ভিতরে বিভিন্ন সদস্যের প্রবল আপত্তি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক সংগঠনের তীব্র প্রতিবাদের ফলে বিলটি সংসদের এক বিশেষ যুক্ত কমিটির (Joint Select Committee of the Houses) নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

জাতীয় স্বার্থপরিপন্থী এই বিলের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ সংস্থা (IASLIC) এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী-পরিষদের উদ্যোগে গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী নাগরিকদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সুসাহিত্যিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই সভার আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাঠ করেন :

"১ এই কনভেনশন মনে করে যে সম্প্রতি সংসদে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থা সরকারী কর্তৃত্ব থেকে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার কর্তৃত্বাধীনে আনবার সুপারিশ করে যে 'জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২' পেশ করা হয়েছে তা' জাতীয় স্বার্থ এবং সংস্কৃতির পক্ষে অনুকূল হবে না। জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান সমস্যাবলী সমাধানের পরিবর্তে প্রস্তাবিত পরিচালন কাঠামো কতকগুলি সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক এবং পরিচালনগত সমস্যার জন্ম দেবে এবং তার ফলে বিলের 'উদ্দেশ্য ও কারণ' নামাঙ্কিত অংশে বর্ণিত সুষ্ঠু কার্যকারিতা ও ভবিষ্যত উন্নতি-কে ব্যাহত করবে।

২ এই কনভেনশনের মতে, দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সরকার তরফে এই ভূমিকা এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে কোন সম্যক মূল্যায়ন এখনও হয়নি অথবা প্রস্তাবিত এই বিলেও সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

৩ এই কনভেনশন তাই জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২-এর প্রত্যাহার দাবী করে এবং ভারত সরকারের নিকট দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং গুরুত্ব নির্দেশ-সহ একটি সামগ্রিক জাতীয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানায়।"

প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে সংগঠকদের পক্ষে বক্তা শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী কনভেনশন অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে প্রত্যেকটি দেশেই জাতীয় গ্রন্থাগার নিজ নিজ দেশের সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রস্তাবিত বিল আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থান, ভূমিকা, কাজ—কিছু সম্পর্কেই কোন আলোচনা করেনি। ইউরোপীয় বা উন্নত দেশসমূহের কথা বাদ দিয়ে উন্নতিশীল দেশসমূহের দিকে তাকালেও আমরা দেখি যে, সব কল্যাণকামী রাষ্ট্রের জাতীয় গ্রন্থাগার সর্বত্র সরকারী পরিচালনাধীন; এখানে বিপরীতে সরকার তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চাচ্ছেন। এই নীতি কিন্তু সামগ্রিকভাবে সরকারী অধিগ্রহণের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি এই প্রসঙ্গে আকাশবাণী, জাতীয় মহাফেজখানা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সংস্থার উল্লেখ করে বলেন শুধুমাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেই যে কেন সরকার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন তা অত্যন্ত বিসদৃশ ও কৌতূহলজনক।

এরপর তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের কতকগুলি বিশেষ কার্যাবলীর উল্লেখ করে বলেন যে বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে পাঠ্যবস্তুর লেনদেনের যে সম্পর্ক এখন জাতীয় গ্রন্থাগার নির্বাহ করছে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পরামর্শদাতা হিসাবে যে দায়িত্ব আজ জাতীয় গ্রন্থাগার পালন করছে, সেই দায়িত্বগুলি বিঘ্নিত হবে, যদি পরিচালনা স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে থাকে। শুধু তাই নয়, জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীর সমৃদ্ধ সংগ্রহ, যা তাঁদের বংশধরেরা দান করেছিলেন এই আশায় যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় এই সংগ্রহ সুসংরক্ষিত অবস্থায় সমগ্র জাতির ভবিষ্যত ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের কল্যাণে লাগবে। ভবিষ্যতে এই ধরণের কোন দান থেকে এই গ্রন্থাগার বঞ্চিত হবে, কারণ সেই প্রার্থিত নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবার জন্য কোন সরকারী আশ্রয় থাকবে না। প্রস্তাবিত বিলে যে ত্রি-স্তর পরিচালন ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে তার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন যে যদিও সরকার মুখে বলছেন অল্পসময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করাই এই বিল প্রণয়নের উদ্দেশ্য, ত্রিস্তর শাসন সুপারিশ করার ফলে এই বিল কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজকর্মকে দীর্ঘসূত্রিতার জালে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে।

এছাড়া তিনি বিলের ১৫ নং ও ২৮ নং ধারাদুটিকে অত্যন্ত আপত্তিকর এবং ভয়াবহ বলে বর্ণনা করে বলেন যে ১৫ নং ধারা জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের সরকারী কর্মীদের প্রাপ্য বিশেষ সুবিধা এবং আইনগত নিরাপত্তা (সংবিধানের ৩১১ ধারা বলে প্রাপ্য) থেকে বঞ্চিত করবে।

২৮ নং ধারা জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনকে অবাধ লাগামছাড়া স্বেচ্ছাচারের অধিকার দেবে এমন আশঙ্কা জানিয়ে বলেন যে 'সদিচ্ছা' নিয়ে যে কোন কাজ করলে যদি আইনকে এড়িয়ে যাবার অধিকার কাউকে দেওয়া যায় তাহলে অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে।

তিনি বলেন, এটা ঘটনা যে জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে অনেক সমস্যা রয়েছে; কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে সরকারী তরফে জাতীয় গ্রন্থাগার এবং তার ভূমিকা, সমস্যা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সম্যক মূল্যায়ণ এখনও হয়নি। তিনি UNESCO পরিচালিত জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত দু'টি আলোচনাচক্রের উল্লেখ করে বলেন যে বিশেষতঃ ম্যানিলাতে অনুষ্ঠিত এশীয় দেশসমূহের জাতীয় গ্রন্থাগারসমূহের আলোচনাচক্রের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলি এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন সরকারী ঔদাসীন্য ও অবহেলার অন্যতম উদাহরণ গত আট বছরের পুস্তক ক্রয় বাবদ অনুদানের অঙ্ক, গত ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে '১৯৭১-৭২ সাল সাল পর্যন্ত যে টাকা এই বাবদে মঞ্জুর করা হয়েছে, তা ৪ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ ৫০ হাজারের মধ্যে ওঠানামা করেছে, অথচ ভারতবর্ষের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এর চেয়ে বেশী টাকা এ বাবদে খরচ করা হয়। তাই তিনি সরকারের কাছে এই আবেদন জানান যে তড়িঘড়ি আনা এই বিলকে প্রত্যাহার করে জাতীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব এবং ভূমিকা মূল্যায়ণ করে একটা সামগ্রিক বিল আনুন।

এই প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাবিত বিলে অধিকর্তার যোগ্যতা সম্পর্কিত অংশে আপত্তি জানান এবং বলেন যে ম্যানিলা সম্মেলনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল যে গ্রন্থাগার পরিচালনায় দক্ষতার জন্য বৃত্তিগত যোগ্যতা একটি আবশ্যিক সর্ত।

তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করবার আগে সভাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কিছু স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু অপপ্রচার চালাচ্ছে, তিনি বলেন কলকাতায় অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার শুধু কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের নয়, এটা একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সকলের।

পরবর্তী বক্তা অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী পর্যালোচনাকল্পে গঠিত ঝা কমিটির অন্যতম সদস্য **শ্রীশৈবাল গুপ্ত** বলেন যে প্রস্তাবিত বিলে যদিও বলা হয়েছে যে ঝা কমিটির সুপারিশ মেনে এই বিল আনা হয়েছে, একজন সদস্য হিসাবে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে আমাদের উপর অবিচার করা হয়েছে এবং আমরা যা বলিনি তা আমাদের মুখে বসানো হয়েছে। তিনি ঝা কমিটি গঠনের আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে ঝা কমিটির সদস্যদের কখনও বলা হয়নি যে তাঁরা কোন গোপন দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের সুপারিশ কোন গোপন দলিল নয়, এই সুপারিশ এখনও পর্যন্ত প্রকাশ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন যে এটা প্রকাশিত হয়নি বলেই আজ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এই সুপারিশের দোহাই দিয়ে এই বিল পেশ করতে পেরেছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে যেহেতু

তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রতিবেদন পেশের সময়ে তাঁকে তাঁর কাজের গোপনীয়তা সম্পর্কে কিছু জানান হয়নি, তিনি ঝা কমিটির সুপারিশকে গোপন বলে মনে করেন না। তাই তিনি এরপর ঝা কমিটির প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ পড়ে শোনান এবং তীক্ষ্ণ যুক্তি ও তীব্র শ্লেষের সঙ্গে কিভাবে বিভিন্ন সুপারিশকে নাকচ করা হয়েছে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঝা কমিটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যা-গুলির জন্য যে কারণগুলিকে মূলতঃ দায়ী মনে করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল: (১) অযোগ্যব্যক্তি নিয়োগ ; ২) গভর্নিং বডি বাতিল করে অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল নিয়োগ, যে কাউন্সিলকে তিনি 'তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্বীষ খোলস' বলে বর্ণনা করেন ; ৩) গ্রন্থাগারিকের অতি সীমিত ক্ষমতা, প্রতি পদে দিল্লীর মুখাপেক্ষা ; এবং ৪) যাঁরা জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসন পরিচালনা করেন, দিল্লীর সেই আমলারা গ্রন্থাগারের সমস্যা বা তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিলেন না বা এটাকে বিশেষ ধরণের সমস্যা বলে মনে করবার প্রয়োজন বোধ করেননি, ফলে তাঁরা প্রশাসন পরিচালনায় অযোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। তাই কমিটির সুপারিশের মূল বক্তব্য ছিল জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা দিল্লীর নাগপাশমুক্ত করা প্রয়োজন ; কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বাধীনে গঠিত একটি ক্ষমতাশালী কমিটির উপর এই দায়িত্ব অর্পন করতে হবে। তিনি বলেন, 'Statutory' কোন সংস্থার হাতে দায়িত্ব অর্পন করার বিরুদ্ধে ঝা কমিটি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মতপ্রকাশ করেছে এবং এরকম করা হলে জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নতি ব্যাহত হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেন যে বিলে যে ত্রি-স্তর শাসনের প্রস্তাব করা হয়েছে তা যে কারো মাথা থেকে বার হতে পারে, এটা চিন্তা করাই যায় না -এতে দীর্ঘসূত্রিতা বাড়বে, জটিলতা বাড়বে, কাজকর্ম ব্যাহত হবে। তিনি বলেন যে সরকারী হস্তক্ষেপ কমাবার কোন প্রস্তাব তো নেইই, ঝা কমিটির সুপারিশের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে প্রতি পদে সরকারী হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসন এবং অন্যান্য ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই—যা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং 'অপ্রাসঙ্গিক কথা, সঠিক কোন অর্থ নেই, একথা বলে তিনি মন্তব্য করেন যে এটা নিয়ে একটা ছেলেখেলা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে এর অর্থনৈতিক সংস্থানের দিকটা। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে কত অর্থ দেওয়া হবে তার কোন নির্দেশ দেওয়া নেই, সেটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই প্রসঙ্গে তিনি ঝা কমিটির সুপারিশের অংশবিশেষ পড়ে শোনান, যেখানে বলা হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে গেলে প্রাথমিক স্তরে অন্ততঃ তিন বছর ন্যূনপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা এবং নিয়মিত ১০ লক্ষ টাকা পুস্তকক্রয় বাবদ অনুদান দেওয়া প্রয়োজন। কমিটির মতে যদিও এই অঙ্ক অন্যান্য দেশের তুলনায় নগণ্য, জাতীয় অর্থনীতির অসুবিধাজনক অবস্থা বিবেচনা করেই এই সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলায় একটা

প্রবাদ আছে, 'ভাত কাপড়ের দেখা নেই, কিল মারবার গোঁসাই'; জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী দেখে এই কথাটাই তাঁর মনে আসছে। তিনি দাবী করেন এই বিল প্রত্যাহার করা হোক এবং ঝা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসন পরিচালনার ব্যবস্থা হোক।

জাতীয় গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা পর্ষদের (Advisory Council) প্রাক্তন সদস্য বিচারপতি **শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** বলেন যে সংসদসদস্যদের উচিত ছিল আগে ঝা কমিটি ও খোসলা কমিটির সুপারিশ প্রকাশ করার দাবী জানানো—কারণ তবেই তাঁরা বিচার করতে পারতেন যে প্রস্তাবিত বিল ঝা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আনা হয়েছে কিনা। তিনি প্রস্তাব করেন এই সভা থেকেও ঝা কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের দাবী করা হোক; তবেই সঠিক জনমত জানা যাবে। তিনি বলেন যে সংশ্লিষ্ট সকলেরই উচিত যাতে বেশীসংখ্যক স্মারকলিপি Joint Select Committee র নিকট পৌঁছায়; এব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া তিনি দাবী করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এসম্পর্কে তাঁদের মতামত দিন। Advisory Council এর সদস্য হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন যে লালফিতার বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য উক্ত council নিজেদের হাতে কিছু ক্ষমতা চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু সরকার কিছুই জানাননি।

তিনি বলেন যে কর্তৃত্ব রাখবো অথচ দায় নেব না—এই দৃষ্টিভঙ্গী নিন্দনীয়; কেন্দ্রীয় সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গীই জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে নিয়েছেন, এই অভিযোগ এনে তিনি বলেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া দরকার। তিনি সভাকে এবং বিশেষতঃ সভাপতি মহাশয়কে চিন্তা করতে বলেন যে যদি সরকার ঝা কমিটি'র প্রতিবেদন প্রকাশ না করেন তবে আমরা নিজেরা তা' প্রকাশ করতে পারি কিনা, কারণ জনগণের জানা উচিত সেই প্রতিবেদনে পূর্বতন গ্রন্থাগারিক শ্রীকালিয়া কি মত ব্যক্ত করেছেন এবং কোন্ ভাষায়। তিনি সকলকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে এই কালিয়া এখন দিল্লীতেই আছেন, তাঁর ভূমিকাকে অবহেলা করা সমীচীন হবে না।

পরবর্তী বক্তা প্রখ্যাত সাংবাদিক **শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়** বলেন যে এটা কৌতুহল ও কৌতুকজনক যে যখন সরকার চাল-গম-চাবাগান-দুধের ব্যবসা সব রাষ্ট্রায়ত্ব করছেন, তখন জাতীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব তাঁরা ত্যাগ করতে চাচ্ছেন কেন? তিনি আকাশবাণী সম্পর্কে চন্দ কমিটির সুপারিশের উল্লেখ করে বলেন, কই স্পষ্ট সুপারিশ সত্ত্বেও তো সরকার আকাশবাণীর কর্তৃত্ব ছাড়ছেন না! তিনি বলেন, স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে—এর পিছনে হয়তো অন্য কুমতলব আছে; গত কয়েকবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের ব্যবহার এই সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলীর উল্লেখ করে বলেন যে এ দিক দিয়ে বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়, আর যাঁদের জন্য এই অবস্থা, দিল্লীর সেসব আমলারা,

যাঁদের সঙ্গে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন নিবিড় সম্পর্ক নেই—তাঁদের মাতব্বরির দরকার নেই।

তিনি স্বয়ংশাসিত সংস্থায় রূপান্তরের বিরোধিতা করে ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার (Indian Statistical Institute) দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, সেখানকার গণ্ডগোল এবং অরাজক অবস্থা থেকে আমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আমরা চাই সংসদের সরাসরি কর্তৃত্ব থাকবে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপর। প্রস্তাবিত বিলের কর্মচারীসংক্রান্ত ধারাগুলির বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে কর্মীদের ভবিষ্যত যদি নিশ্চিত না করা যায় তবে সে প্রতিষ্ঠান জাহান্নামে যাবে।

তিনি বলেন যে প্রস্তাবিত বিলে সরকারের উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে, তা হ'ল দায়িত্ব তাঁরা রাখবেন না, অথচ সুতো টানবার ক্ষমতাটা রাখবেন। কলকাতার নাগরিকরা তাই প্রস্তাবিত বিলের বিরোধী। তিনি কনভেনশনের প্রস্তাব সমর্থন করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন স্পীকার **শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য** প্রথমেই ভারতীয় সংবিধানের ৩১১ ধারার উল্লেখ করে বলেন যে এই ধারার বলে সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের চাকুরির নিরাপত্তার উপর কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে পারেন; কিন্তু এই বিল গৃহীত হলে বিলের ১৫নং ধারা অনুযায়ী তাঁরা আর সরকারী চাকুরিয়া থাকবেন না, স্বভাবতঃই তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁরা অনিশ্চিত হয়ে পড়বেন। তিনি কর্মচারী স্বার্থ-বিরোধী এই বিলের বিরোধিতা করেন। তিনি অভিযোগ করেন এই বিল জনমতের মর্যাদা দেয়নি।

'আগে ঝা কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হোক, তবেই মতামত দেব,' এই মতের বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে ঝা কমিটির সুপারিশও পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। তিনি দাবী করেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে একজন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের উপর।

বিশিষ্ট নাগরিক এবং সাহিত্যসেবী **শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর** তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে প্রস্তাবিত বিল জাতীয় গ্রন্থাগারের স্বার্থে আনীত বিল নয়, বোর্ডকে সামনে রেখে কিভাবে সরকার এটা পরিচালনা করবেন তারই অভিসন্ধি এটাতে আছে। তিনিও কর্মচারী সংক্রান্ত ১৫ নং ধারার তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই বিল প্রত্যাহারের দাবী জানান।

পরবর্তী বক্তা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি **শ্রীসত্যপ্রিয় রায়** তাঁর ভাষণে বলেন যে এই বিল প্রত্যাহার করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে হবে, নাহলে গ্রন্থাগার, কর্মী এবং জনসাধারণ—সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বলেন যে এসভা থেকে দাবী উঠুক কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করুন, অন্ততঃ ঝা কমিটির ন্যূনতম অনুদানের সুপারিশ মেনে নিন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আন্দোলনের নেতা ডঃ **মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী** বলেন এই বিল দেখে তাঁর মনে হয়েছে যেন মাথাধরা রোগের জন্য মাথাটাই কেটে ফেলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে—সমস্যার বিশ্লেষণ নয়, প্রতিকারের ব্যবস্থা নয়, সমস্ত দায়িত্বটাই ঝেড়ে ফেলবার প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি সভায় আনীত প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, শুধু প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়, আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সংসদ সদস্যের মতামত গড়ে তুলে এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে।

সভাপতি **শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ** সভার আলোচনার ছেদ টানতে গিয়ে বলেন যে সভা চায় বিল প্রত্যাহৃত হোক। তারপর ঝা কমিটি ও খোসলা কমিটির সুপারিশ প্রকাশ করা হোক এবং পরবর্তী সময়ে সামগ্রিক সমস্যাবলী বিবেচনা করে কর্মীদের স্বার্থকে ক্ষুন্ন না করে সংসদ সদস্যরা একটি সামগ্রিক জাতীয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করুণ। তিনি বলেন যে ঝা কমিটির সুপারিশ যদি গোপন দলিল না হয় এবং তা সত্বেও সরকার যদি তা না ছাপেন, তবে সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করা হবে।

এরপর তিনি সভার মতামতের জন্য প্রস্তাবটি পেশ করেন, প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সবশেষে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় এই কনভেনশনের সংবাদ বিস্তারিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তাতে করে জাতির সেবা করা হবে।

এদিনের এই সভার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে সমগ্র কনভেনশন বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় অতিবাহিত হয় এবং চৈত্রশেষের প্রচণ্ড গরম এবং পেট্রোম্যাক্সের আলো-আঁধারিকে উপেক্ষা করে হলভর্তি শ্রোতা অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা শোনেন এবং কনভেনশনকে সফল করে তোলেন।

সঙ্কলন : **অজয় ঘোষ**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এসসি, পরীক্ষায় (নভেম্বর, ১৯৭২) উত্তীর্ণদের তালিকা

(পরিবর্তন সাপেক্ষ)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থীরা নভেম্বর, ১৯৭২-এ গৃহীত বি, লিব, এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের রোল নং মুদ্রিত হ'ল।

প্রথম শ্রেণী

(ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী)

রোল নং : ১০, ১৪, ১৯, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৫০, ৫১, ৬৭

দ্বিতীয় শ্রেণী

(ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী)

রোল নং : ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৩, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬২, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯৪

ফলপ্রকাশ অসম্পূর্ণ : রোল নং : ৬৮

সিনেট হাউস
কলকাতা
৯ মে, ১৯৭২

অনুমত্যানুসারে
স্বাক্ষর : এ, ঘোষ
পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক

পরিষদ কথা

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভা

গত ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩, ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদ (I L A) এর কাউন্সিল সভা নয়াদিল্লীতে অবস্থিত "দিল্লী—পাবলিক লাইব্রেরী" ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজে সি মেহতা। এই সভার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল "জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২"।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এই কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ (NLEA) এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ ও শ্রীব্যোমকেশ মাইতি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিরা 'জাতীয় গ্রন্থাগার বিল ১৯৭২', এর বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, উপরোক্ত বিল কেন্দ্রীয় আইনসভা থেকে প্রত্যাহার করা হোক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংযুক্ত বিভাগের (Attached office) এর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনভার ন্যস্ত হোক।

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদকের কাছ থেকে গত ১৪. ৫. ৭৩ তারিখে তাঁর পত্রের সঙ্গে উপরোক্ত কাউন্সিল সভার যে কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে, সেটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হোল :—

"The representatives of the Bengal Library Association and National Library Employees Association present at the Council meeting were of the opinion that the administration of the National library at Calcutta should not be handed over to an autonomous body as proposed in the National Library Bill, 1972, but it should function as an attached office of the Government of India."

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ২৮ এপ্রিল পরিষদ ভবনে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় গত ৪ এপ্রিল তারিখের সভার কার্যবিবরনী অনুমোদনের পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জনসর্ভ কর্মীসমিতির সঙ্গে আরও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আপাততঃ Industrial Federation of Library Associations (IFLA) এর সদস্যপদের জন্য আবেদন করা হবে না। সভায় 'এক্ষণ' পত্রিকার সম্পাদকের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের জন্য শ্রীসত্যব্রত সেন ও শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

স্পনসর্ড কর্মী সমিতির দশম বার্ষিক সভা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হওয়ার অনুমোদনের পর ওই দিনের মত সভার কাজ শেষ হয়।

পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে শোকসভা

গত ৯-মে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে স্বর্গত মুখোপাধ্যায় পরিষদের কেবলমাত্র কাগজে কলমের সভাপতিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরিষদের প্রকৃত দরদী ও আজীবন সদস্য। আজ যে পরিষদ ভবনে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, সেই ভবন তৈরীতে তাঁর অবদান অসামান্য। পরিষদের প্রতিটি খুঁটিনাটি খবরাখবরের প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ।

সভার সভাপতি হিসাবে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, কেবলমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদনই শেষ কথা নয়, শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও অনেক। কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতিই নয়, রাষ্ট্রের ক্ষমতায় থেকে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেও সহায়তা করেছেন। পরিষদের প্রতি তাঁর এতই দরদ ছিল যে প্রয়োজনে তিনি তাঁর রাইটার্স বিল্ডিংসের সরকারী কক্ষেও পরিষদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা তাই স্মরণ করি তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও পরিষদের প্রতি মমত্ববোধ।

অতঃপর সভায় দুমিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকসভার সমাপ্তি ঘটে।

দার্জিলিং জেলাশাখার সম্মেলন

গত ৩রা জুন, ১৯৭৩ দার্জিলিঙের দেশবন্ধু জেলা গ্রন্থাগারে জেলা শাখার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক

শ্রীতুষার মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শ্রীজ্যোতির্ময় রায়। ৬৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীসত্যব্রত সেন ও যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল উপস্থিত থেকে আলোচ্যসূচীর উপর বক্তব্য রাখেন।

জেলাশাখার বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীবীরেন চন্দ্র। শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ দার্জিলিঙ জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

জেলা সম্মেলন থেকে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক ;

(২) রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের অন্যূন ২.৫% গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হোক ;

(৩) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক :

(৪) অবিলম্বে "জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২" কেন্দ্রীয় আইনসভা থেকে প্রত্যাহার করা হোক ; কেননা প্রস্তাবিত বিলের ত্রিস্তর প্রশাসনিক কাঠামো জটিলতার সৃষ্টি করবে। সুতরাং জাতীয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্রিয় সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় রাখা হোক ;

(৫) স্পনসর্ড প্রথার অবিলম্বে অবসান ঘটান হোক ,

(৬) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী পরিচালনায় পরিচালিত গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা দেওয়া হোক ;

(৭) পাহাড় অঞ্চলে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের শীতকালীন ভাতা ইত্যাদি দেওয়া হোক ;

জলপাইগুড়ি জেলাশাখার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

পরিষদের পক্ষ থেকে কোষাধ্যক্ষ শ্রীসত্যব্রত সেন ও যুগ্মকর্মসচিব শ্রীতুষার সান্যাল জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত ও কয়েকজন জেলা শাখার সদস্যের সংগে সাক্ষাৎ করেন। জেলা-শাখার পরিচালন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং স্থির হয় যে, অনতিবিলম্বে জেলা শাখার সভা ডেকে যথাবিহিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির আমন্ত্রণে তাঁদের জলপাইগুড়ি জেলাশাখার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সংকলন : তুষারকান্তি সান্যাল

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

পাঠক সমিতি, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

গত ২১শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাঠক সমিতির উদ্যোগে 'বই ও আমরা' শীর্ষক এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীসুনীলকুমার রায়। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, কৃষি ও শিল্প সম্পর্কিত বই প্রকাশের জরুরী প্রয়োজন। কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষি বা শ্রমজীবী। দেশের যে বিরাট জনসমষ্টি নিরক্ষর তাদের বাদ দিয়ে বাকী মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন বইয়ের দাম কমানো গেলে বই বেশী বিক্রি হবে। এবিষয়ে লেখক, প্রকাশক, পাঠক, সরকার ও গ্রন্থাগার সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ চাই।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার মুখপত্র 'গ্রন্থজগৎ'-এর সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার ভৌমিক বলেন, শিক্ষাকে যদি জ্ঞানরাজ্যের আলো বলি তবে বইকে বলবো প্রদীপ। বই পড়ার আগ্রহ বাড়লেও, মানসিকতা ঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-সচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল বলেন, আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের ডাক ছিল সকলের জন্য বই—সকলের কাছে বই পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু এদেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক নিরক্ষর। যাঁরা নিরক্ষর থেকে সাক্ষর হয়েছেন তাঁদেরও চর্চার দরকার। তাই গ্রন্থাগার প্রয়োজন, সারাদেশে সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার একান্তই প্রয়োজন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীমনকুমার সেন বলেন, শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রামের দিকে মুখ ফেরাতে হবে।

সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীঅবুবন্ধ রায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ হাজার গ্রাম কিন্তু গ্রামীন গ্রন্থাগার ৫৬৪টি। সরকারী রাজস্বের বেশীর ভাগ পুলিশ খাতে ব্যয় না হয়ে, যদি বুদ্ধির মুক্তির জন্য পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবার জন্য কিছু ব্যয় হতো তাহলে দেশের মেরুদণ্ড আরও শক্ত হতো। এছাড়াও আলোচনা করেন শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, স্বপন মিত্র ও আরও অনেকে। যুগ্ম-সচিব শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আষ্টারুদা স্মৃতি পাঠাগার

পাঠাগারের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যকরী সমিতির জন্য পাঠাগার গৃহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, নির্বাচিত ১১জন ও মনোনীত ২ জন সদস্য নিয়ে মোট ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

ডাঃ অজিতকুমার ঘোষ সভাপতি, মহীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য সহ-সভাপতি, বীরেন মুখার্জী-সম্পাঃ, ডাঃ নিতাইচন্দ্র দে-সহ-সম্পাঃ, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-কোষাধ্যক্ষ, নমিতা বসু-সংস্কৃতি-সম্পাঃ, মাখনলাল চক্রবর্তী, রণজিৎ মিত্র, দিলীপ পাল, মানিক চ্যাটার্জী, পুলিন চৌধুরী, রঘুনন্দন পাল—সভ্যবৃন্দ।

সাধারণ পাঠাগার, অশোকগড়

সভাপতি শ্রীশম্ভুচাঁদ ঘোষের সভাপতিত্বে নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে সাধারণ পাঠাগারের ক্রীড়া বিভাগের ড্রিলব্যাণ্ডের প্রদর্শনী হয়। সভাপতি সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান, প্রদর্শনী পরিচালনা করেন কিশোর সদস্য শ্রীহিমাদ্রি চৌধুরী। অবশেষে সভাপতি দ্বিতল গৃহের উদ্বোধন করেন।

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী

গত ১৫।৪।৭৩ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ দত্ত তাঁর কার্যকালের পরীক্ষিত হিসাব ও বিবরণী পাঠ ও অন্যান্য আলোচনার পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে আগামী ৩ বৎসরের জন্য পরিচালক সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি শ্রীঅমিয়ভূষণ গুহ ও শ্রীঅমরেশ চক্রবর্তী, সম্পাদক শ্রীঅরুণোদয় সেনগুপ্ত, সহ-সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার দাস ও গ্রন্থাগারিক শ্রীরাখাল মালাকার (পদাধিকার বলে) ; সদস্যগণ সর্বশ্রী সুধীর চক্রবর্তী, অনিলকুমার চক্রবর্তী, পুলক চক্রবর্তী, অমিতবরণ চন্দ, বিজয় রায়, বাদল রায়, সত্যরঞ্জন দে, তারকেশ্বর কর্মকার ও সুকুমার বসু।

নদীয়া

বার্নিয়া যুবসংঘ

গত ১৯শে মার্চ যুবসংঘ প্রাঙ্গণে যুবসংঘের সভ্যবৃন্দকর্তৃক 'স্বল্প সঞ্চয়' সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা শাসক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক।

বিবেকানন্দ পাঠাগার—কাঁদোয়া।

গ্রন্থাগারের তিনবৎসরের জন্য ১৩৮০—১৩৮২ বঙ্গাব্দের কার্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। সর্বশ্রীনিতাই চন্দ্র মণ্ডল সভাপতি, সুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় সহ-সভাপতি, সমরেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদক, গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস সহসম্পাদক ; বিশ্বচরণ বিশ্বাস গ্রন্থাগারিক, অশোক কুমার সাহা, জ্ঞানশঙ্করদাস, সাগর চন্দ্র বিশ্বাস, সমাজশিক্ষা অধিকারিক নাকাশিপাড়া সভ্য।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

পাঠাগারের প্রাক্তন সভাপতি স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিতের স্মরণসভা গত ২৯।৪।৭৩ কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন বক্তা স্বর্গীয় পণ্ডিতের কর্ম জীবনের কথা আলোচনা করেন। সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করে স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বাণী লাইব্রেরী, বোহার।

বাণী লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ২৫শে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীগদাধর সাহা এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে ১৯৫১ সাল থেকে অগ্রগতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য তিনি যুবকদের প্রশংসা করেন। বিকালে ক্রীড়াবিভাগ কর্তৃক এক ভলিবল খেলার আয়োজন করা হয়।

বীরভুম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল

গত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগারের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান রামরঞ্জন পৌরভবনে অনুষ্ঠিত হয়, পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীগোপাল সরকার।

মালদহ

প্রগতি সঙ্ঘ, ঋষিপুর,

গত ২৪শে মার্চ '৭৩ হবিবপুর উন্নয়ন সংস্থার সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সঙ্ঘের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রতিষ্ঠা থেকে পরবর্তীকালের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁর ভাষণে সঙ্ঘের কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। হবিবপুর-বাস্কুণগোলা অঞ্চলে শতকরা ৮৭ জন লোক নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা দূরকরার জন্য তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে আহ্বান জানান। সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে তিনি অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাব কার্যকর করতে তিনি সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, গ্রন্থাগারিক ও সহ-সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ সকলকে বিশেষভাবে ঋষিপুর উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই গৃহনির্মাণের জন্য ইট ও ভূমিদানের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

সমিতির মেদিনীপুর জেলার কর্মীদের একটি সভা ১২।৪।৭৩ মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিনের দাবীসমূহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেনে না নেওয়ায় স্পনসর্ড ইনষ্টিটিউশন এমপ্লয়িজ জয়েণ্ট অ্যাকসন কমিটি ও কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশ অনুসারে উক্ত সভায় স্থির হয়, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার গুলির সরকারীকরণ বা সরকারী কর্মীদের ন্যায় মাহিনা, ডি, এ, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদির প্রবর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন দাবীতে ২৫শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত লাইব্রেরী, গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কলেজ, পলিটেকনিক ও ডে ষ্টুডেণ্টহোমের কর্মীগণের সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির কর্মীগণও কর্মবিরতি পালন করেন ও জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের কাছে গিয়ে ডেপুটেশন দেন।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া,

গত ২৮শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল ১৯৭৩ বড়গাছিয়া গ্রামে কৃষি, শিল্প, সমাজ-শিক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনী "বিকাশ মেলা" উৎসব 'অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার' প্রদর্শনীটি সবুজ গ্রন্থাগার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন জগৎবল্লভপুর উন্নয়ন অধিকারিক শ্রীঅধীরকুমার সাহা। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা শ্রীকৃষ্ণশঙ্কর ব্যানার্জী, শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য, আকাশবাণীর শ্রীপার্থ ঘোষ, রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী বিশিষ্ট দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃতি, চাকপোতা,

গত ৮ই মে, '৭৩ সংস্কৃতির রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়। জনপ্রিয় কবি-সমালোচক শ্রীনিমাই মান্না অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক গুণধর মাজী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথি শ্রীমাজী তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেন। সভাপতি শ্রীমান্না তাঁর সুদীর্ঘ ও তথ্যপূর্ণ ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী ভাবনার কথা বিশ্লেষণ করেন।

গত ২রা এপ্রিল অনুষ্ঠিত সংস্কৃতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়:

নিমাই মান্না-সভাপতি, তারক সাধুখাঁ-সহ-সভাপতি, দিলীপ মান্না-সাধারণ সম্পাদক-সমর পাত্র;

সহ-সাধারণ সম্পাদক, ফেলুরাম দোয়ারী-সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সমীর মান্না-সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ, অরূপ মান্না-সম্পাদক, গ্রন্থাগার বিভাগ, কৃষ্ণপদ কোলে-সম্পাদক, আলোচনাও বিতর্ক বিভাগ, রণজিৎ দোয়ারী-কোষাধ্যক্ষ, অসিত পাত্র, হিসাব রক্ষক, সমীর পাথীরা সদস্য। সংস্থার মুখপত্র 'মশাল' পত্রিকার সম্পাদক পরিচালক সমিতিতে আমন্ত্রিত সদস্যের মর্যাদা লাভ করবেন।

সংস্থা ও গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য কতকগুলি নতুন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংস্কৃতির বার্ষিক উৎসব গত ২৮শে এপ্রিল বিখ্যাত কবি ও উপন্যাসিক শ্রীশঙ্কর মিত্রের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কবি আনোয়ারুল ইসলাম বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংস্কৃত সেবী আবদুল ওদুদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দুইবাংলার সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কথা বলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক সুদৃশ্য স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

হাওড়া

ভারত পাঠাগার, অন্নদা প্রসাদ ব্যানার্জী লেন

গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় পাঠাগারের সম্পাদক তাঁর বিবরণীতে জানান যে ১৯৭১-৭২ সালে পাঠাগারে সাধারণ সদস্য সংখ্যা ১৩৫ জন ও কিশোর বিভাগের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৩ জন। ঐ সময়ে সাধারণ বিভাগের পুস্তক সংখ্যা ছিল ৩৩৪৬ খানি, রচনাবলী ৩০ খানি, ইংরেজী পুস্তক ৮০ খানি ও কিশোর বিভাগে ছিল ৯৪০ খানি। এই সময় পুস্তক ও সংবাদপত্র ক্রয় বাবদ খরচ হয়েছে মোট টাঃ ৪৪৭'৩৭ এ ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা থেকে নানা ধরণের পত্র পত্রিকা এঁরা পেয়ে থাকেন।

পরিশেষে সম্পাদক জানান যে পাঠাগারের অনেক সদস্যই সময়মত তাঁদের চাঁদা না দেওয়ায় আর বই ফেরত না দেওয়ায় নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। সভায় নিম্নলিখিতদের নিয়ে ১৯৭২-৭৪ সালের কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।

সভাপতি-শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি-শ্রীরামগোপাল বসু, শ্রীজয়ন্ত মণ্ডল। সম্পাদক-বিশ্বনাথ সেন, সহঃ সম্পাদক-শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ-শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দাস। হিসাব রক্ষক-শ্রীসন্তোষ কুমার বসু। সদস্য বৃন্দঃ-সর্বশ্রী বিশ্বনাথ হাজরা, নির্মলকুমার খাঁ, উদয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বসন্ত সিনহা, হারাধন হাজরা, অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন সেন ও শ্যামলকুমার দত্ত।

হুগলী

ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার

গত ৬ই মে '৭৩ ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগারের নবনির্মিত দ্বিতলগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যা ডঃ রমা চৌধুরী। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীপ্রভাত কুমার ঘোষ সরকারী সাহায্য ব্যতীত দ্বিতল গৃহ ও পাঠকক্ষ নির্মাণের কথা উল্লেখ স্থানীয় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত দান ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ডঃ চৌধুরী পাঠাগারের ছাত্র বিভাগকে নগদ একশত এক টাকা ও কিছু মূল্যবান পুস্তকদানের কথা ঘোষণা করেন।

সঙ্কলন : মিনতি চক্রবর্ত্তী

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১লা মে তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে কর্মীসমিতির বার্ষিক সাধরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর আলোচনার পর, বক্তারা প্রায় সকলেই ভবিষ্যতে জোরদার আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য ভবিষ্যৎ কার্যকরী সমিতিকে অনুরোধ করেন।

সাধারণ সভা গত বৎসরের কমিটিকেই পূর্ণনির্বাচিত করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, তুষার সান্যাল ও রামকৃষ্ণ সাহা। এঁরা প্রত্যেকেই অনান্য বক্তব্যের মধ্যে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের উপর জোর দেন এবং এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে অতীতের মত ভবিষ্যতেও পরিষদ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির পাশে থেকে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

এই প্রসঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সম্পাদক সমস্ত কর্মীকে অনুরোধ জানান যে কর্মীদের সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত যে কোন সংবাদ বি, এল, এ-র ঠিকানায় পত্রিকা সম্পাদকের নামে প্রেরণ করার জন্য।

পরিশেষে সম্পাদক সকলকে বিশেষ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁদের ভবিষ্যতের আন্দোলনের সাথী হবার প্রতিশ্রুতিতে।

বিয়োগ পঞ্জী

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৮৯৯-১৯৭৩)

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও বিশিষ্ট জননায়ক শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় অতি পরিচিত একটি নাম। হাওড়ায় এই মুখোপাধ্যায় পরিবার তিনপুরুষ ধরে বিশেষ পরিচিত।

রামলাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৯৯ সালের ১৮ই এপ্রিল ২৪ পরগণা জেলার বরাহনগরে জন্মগ্রহণ করেন। হাওড়া জেলার সালকিয়ার "এ্যাংলোস্যান্সকৃট স্কুলে' পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এই স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক হলেন ১৯১৯ সালে। অন্যান্য পুত্রেরা ব্যবসা জগতে আত্মনিয়োগ করলেও কনিষ্টপুত্র আইন অধ্যয়ন করুক পিতা আশুতোষের এই ছিল ইচ্ছা। পিতৃ-ইচ্ছায় আইন অধ্যয়ন সুরু করলেন শৈলকুমার। ১৯২২ সালে তিনি আইনের স্নাতকপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং ১৯২৬ সালে এ্যাটর্নিশীপ পরীক্ষায় সফলকাম হলেন।

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ছাত্রজীবন থেকেই কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেন ও নানা প্রকার লোকহিতকর ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে তিনি ১৯৩৮ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম কমিশনার নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের আসন অলঙ্কৃত করেন। সাত বছর এই আসনে তিনি সসম্মানে সমাসীন ছিলেন। এই সময় জনস্বার্থের অনুকূলে তদানীন্তন লীগ সরকারের সঙ্গে তিনি যে প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হন তা নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হলেন। ক্যানাডা, জামাইকা ও সিংহলে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী কনফারেন্সে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শৈলকুমার নির্বাচিত হন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান দূর প্রাচ্য এবং চীন প্রভৃতি তিনি ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেন। চীন ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা "A visit to china" গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বিবৃত করেছেন।

১৯৬২ সালে তিনি আবার রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। শৈলকুমার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের শেষ মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হলেন "স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন পঞ্চায়েৎ এবং আদিবাসী উন্নয়ন" প্রভৃতি দপ্তর সমূহের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে। কামরাজ পরিকল্পনার পর "অর্থ ও পরিবহন দপ্তরের" ভার লাভ করলেন শৈলকুমার।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী তিনি সভ্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মহাবোধি সোসাইটির সহকারী সভাপতি হিসাবে সিংহলে অনুষ্ঠিত "ধর্মপাল অনাগরিক শত বার্ষিকী" উৎসবে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ।

১৯৫৭ সালে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের" কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি এই সংস্থার আজীবন সদস্য হন। সদস্য হবার পর থেকে পরিষদের সাথে তাঁর যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ট হয়। ১৯৬২ সালে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬২ সাল হ'তে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে এবং বীরভূম জেলার সিউড়ীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমূহের যে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তৎকালীন মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব জমি ছিল কিন্তু বাড়ী হয়নি টাকার অভাবে। তৎকালীন সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে বাড়ী তৈরী করার জন্য সাহায্যের আবেদন করেন। আবেদন করার পর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ সিংহ ও পরিষদের সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করেন। সেই আবেদন মঞ্জুর হয় ৬৭,৫০০'০০ টাকা। সেইজন্য এই দুই মহান ব্যক্তির কাছে পরিষদ কৃতজ্ঞ থাকবে। এই মহান ব্যক্তির কাছে আমরা আরও একটা বিষয়ে ঋণী। পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন স্কেল প্রবর্তনে তাঁর সবিশেষ সহায়তা ছিল।

মহাজাতি সদনের ট্রাস্টীবোর্ডের তিনি একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়া বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

তিনি প্রায় গত দু বছর ধরে অসুস্থ থাকার পর ৩১ মার্চ ১৯৭৩ শনিবার বিকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

—সুভাষকুমার দাস

ABSTRACTS

The National Library Bill, 1972 : Editorial.

The editorial comments on the hasty decision of the Central Government in introducing a bill on the National Library in the Parliament, which has got no barring with the recommendations by different committees, namely, Advisory committee for Libraries (1957), Working Groups on Libraries (1964) and Jha Committee (1968). The editorial expresses the view that when being disgusted with the maladministration and corruption in different autonomous bodies, the Government is taking the admistration of those organisation under its direct control, at that point of time it is trying to shirk of its responsibilities, which is akin to the step-motherly behaviour with the National Library at Calcutta by the Central Government. The editotial urges that a Bill on the library system of the country should be introduced in the Parliament withdrawing the present bill under consideration.

[P. 361] B. C.

District Libraries of West Bengal : Mobile Section, by Bijoya Bandyopadhyay, disseminates the system of issuing books to the member-libraries with a detailed procedure of becoming members of the concerned mobile library section of the District Libraries. The problems as regards the financial stringency, misappropriation of power and the inorganised library system of the villages, have been dealt with in the article.

Effective measures to eradicate all these maladies have also been suggested whenever necessary with a touch of personal experience in the line, specially for the mobile library system prevailing in the concerned library. [P 363] B. C.

ThePublishing houses and Libraries of Vietnam; compiled by Arunkumar **Roy.**

The compiler takes a great pain to focus a bright light on the condition of publications and libraries of the land which is out of bound to common people. Shri Roy proves by authentic document that the growth of publishing houses and the Libraries has been accelerated by the Hanoy

Government since Vietnam was snatched from the clutch of the French, in 1945. There were only four libraries in pre-independent Indo-China, which had been increased to 34 City Libraries, 2,000 rural libraries, besides different area & special libraries. Whereas in 1939 (In French dominated Vietnam) there were 15,70,000 copies of books, the number of published books was raised in the free Vitnam in 1964, to 2,32, 87,000.

[P 375] B. C.

Convention on the National Library Bill, 1972.

On the context of the introduction of a Bill on the Natioal Library by the Union Education, Social welfare and Culture minister in the Parliament on the 18th December 1972, a convention was held at the Students Hall, Calcutta, on the 18th April, 1973, jointly under the auspices of the Bengal Library Association, National Library Employees' Association and Indian Association of Special Libraries and Information Centres, to seek the views of the intelligentsia about the withdrwal of the proposed bill as it was completely ruinous to the interest of the Library and its staff.

Shri Tusharkanti Ghosh. Editor, Amrita Bazar Patrika was on the chair, who at the outset read out the following proposed resolution of the convention for the consideration of the people in the house.

1. This Convention is of opinion that the National Library Bill, 1972, recently introduced in the Parliament, suggesting change of administrative structure from Government Control to an Autonomous Board, will not be in the interest of the Nation and its culture. Instead of solving the existing problems of the National Library, the proposed administrative set-up will create a number of new administrative, organisational and financial problems and will hamper efficient functioning and future development of the Library, as mentioned in the "Statement of Objects and Reasons" in the Bill.

2. In the opinion of the Convention, the National Library plays a very important role in the library system of a country. Unfortunately this role and importance of the National Library has neither been properly assessed by the Government nor stressed in the proposed Bill.

3. This Convention, therefore, demands the withdrawal of the National Library Bill, 1972 and urges upon the Government of India to

introduce a comprehensive Union Library Bill, specifying the role and importance of the National Library in the library system of our country.

Sd/- Tusharkanti Ghosh
18-4-72

After the presentation of the resolution by the president on behalf of the organisers *Shri Prabir Roy Choudhury*, Reader, Dept. of Library Sc. Jadavpur University, explained various administrative, organisational and financial problems that the National Library might face under the proposed administrative set-up and pointed out different shortcomings of the National Library Bill. He also stressed upon the duties, functions, roles and responsibilities of the National Library and referred to the recommendations of two UNESCO seminars on the Nationai libraries in this respect. He demanded that the Director of the National Library should be a man in the profession with high academic qualifications.

Shri Saibal Gupta, I C.S. (Retd.) and a member of the Jha Committee, appointed by the Government of India to enquire into the workings of the National Library and to suggest measures for its efficient functioning and future devolopment, said that the recommendations of the Jha Committee had been disregarded by the Government through this Bill. It was a direct violation of the recommendations of the Committee when the Bill said that it was considered necessary to administer the Library by an autonomous Board under an Act of the Parliament. The Committee after careful consideration, strongly recommended that the nature of autonomy should be a delegated autonomy and not a statutory one. He also said that the claim that the Bill had been drafted on the basis of the recomendations of the Jha Committee was totally incorrect and the Bill violated these recommendations at every step. He also said that by this the Government of India had been taking step-motherly attitude towards the National Library.

Shri Ramaprasad Mukherji, Ex-Justice of Calcutta High Court & Ex-member of the National Library council, demaded the publication of the Reports of the Jha Committee and the Khosla Committee and said that only after that public opinion on the Bill might be sought for. He urged the

Government of West Bengal and the universities also to express their views on the management of the National Library and on the Bill.

Shri Vivekananda Mukherji, Editor, Dainik Basumati, pointed out that while the Government had been taking the wholesale trade of food-grains under its direct control, it had been trying to hand over the control of the National Library to an autonomous Board. He also said that the Government had denied to implement the recommendations of the Chanda Committee on the All India Radio to make it an autonomous Corporation but the Government had been doing the same in case of the National Library against the specific recommendations of the Jha Committee.

Prof. Nirmalchandra Bhattacharyya, Ex-Speaker, West Bengal Legislative Council, while demanding the safeguards under the Constitution of India for the employees said that if the interests of the employees were not considered, the services rendered by the Library would suffer. He added that the Government had not honoured the public opinion. He also suggested that the Head of any library should be a professionally qualified person.

Shri Saumyendranath Tagore, eminent political leader & litterateur specially criticised the Section 15 of the Bill concerning the employees of the Library. He said that the Bill was rather a bill on the Governing body of the National Library than a bill on the functioning and improvement of the National Library.

Shri Satyapriya Roy, Ex-Education Minister, Govt. of W. B. & President of the A. B. T. A. stressed that the autonomous Board would not make the National Library run efficiently. He added that the budget as recommended by the Jha Committee should be granted.

Dr. Manindramohan Chakravarty, Prof. of Applied Chemistry, Calcutta University, endorsed the views expressed in the Resolution and supported it. He said that this Bill might be termed as a Bill to kill the National Library.

Shri Tusharkanti Ghosh in his Presidential address, summarising the deliberations of the Convention, assured to arrange for the publication of the Reports of the two Committees on the National Library, if possible. He said that care must be taken not to injure the interests of the

employees. He also suggested that the National Library should continue to be controlled and administered by the Government following the examples of the other countries of the world.

The Resolution which was moved from the Chair, adopted by the Convention unanimously. While supporting the Resolution, all the Speakers were very critical about the Natiol Library Bill, 1972, and demanded its withdrawal.

Besides the speakers mentioned above, the convention was largely attended by Scholars, Educationists, Lawyers, Journalists,

(Ex justice Shri Ramaprasad Mukherjee delivering the lecture before the house)

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২ সম্পর্কিত কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে উপবিষ্টদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী শৈবাল গুপ্ত, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় রায়, ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ এবং সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

(ফটো দৈনিক বসুমতীর সৌজন্যে)

Litterateurs, Librarians and distinguished citizens, notable among whom were Shri Gopal Halder, emiuent litterateur & Ex-M. L. C., Dr. S. B. Chaudhury, Ex-Vice-Chancellor, Burdwan University, Shri Pramilchandra Bose, Ex-Librarian & the former Head of the Dept. of Library Science, Calcutta University, Prof. Subodhkumar Mukherjee, Head of the Dept. of Library Science, Calcutta University, Sayed Sahedullah, eminent litterateur, Dr. Mahadev Shah, eminent Scholar and Indologist, etc. [P. 378] B. C..

NEWS FROM THE LIBRARIES—

Calcutta : Pattak Samity ; Masterda Smriti Pathagar ; Sadharan Pathagar. *Jalpaigurh* : Mietali public library. *Nadia* : Barnia Juva Sangha, Vivekananda pathagar. *Burdwan* : Jaragram Makhanlal Pathagar, Bani Library. *Birbhum* : Vivekananda Granthagar & Ramranjan Town Hall. *Hooghly* : Bhadreswar Sadaran Pathagar, *Maldah* : Pragati Sangha. *Midnapore* : West Bengal Govt. Sponsord Library. *Howrah* : Sabuj Granthagar, Samskriti.

Association Notes

Representation in the ILA Conferance

On 11 Feb. '78 Shri Prabir Roy Chaudhury and Shri Tusharkanti Sanyal represented the Association in the ILA conference which was held to finalise its role in the introduction of National Library Bill, 1972 in the Parliament. The representatives of the Association delivered the view of the Association before the house properly.

Meeting of the Executive Commitee :

At the Association Building the members of the Executive Committee met on the 28th April '73 with Shri Probir Roychaudhury on the chair. The meeting resolved that stresses should be given on the implementations of the resolutions adopted in the last council meeting at Falakata.

Condolence meeting

On the sad demise of the Ex-President of the Association Sailakumar Mukhopadhyay, a condolence meeting was held for the departed soul on the 4 May '73 at the Association Building, Shri Pramilchandra Bose presided and Shri Bijoyanath Mukhopadhyay spoke on the multiferious works of life of Sailakumar Mukhopadhyay. The president also focused a light on the activities of Sailakumar Mukhopadhyay [P 395] B.C.

Price : Single Copy 75 P.
Annual Price Rs. 9·00

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. CL. 24, Calcutta.
Regd. No. C-3910

VOLUME 22 : NUMBER : 12 MAR.-APRIL : 1973

Granthagar

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to ;
The Secretary.
Bengal Library Association :
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for Publication should be addressed to :
The Editor Granthagar,
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University. Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Sabyasachi 26, Pataldanga Street, Calcutta-9.

Edited by : Bimalchandra Chattopadhyay

Associate Editor : Ajoykumar Ghosh.